INDEX

DATE PAGE

MONDAY, THE 10TH SEPTEMBER, 1984

TUESDAY, THE 11TH SEPTEMBER, 1984

WEDNESDAY, THE 12TH SEPTEMBER, 1984

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, the 10th September, 1984.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Monday, the 10th September, 1984.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 (ten) Ministers and 41 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নাম্বার ১৩, মাইনর ইরিগেশন অ্যাণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ১৩।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরের উত্তর পদ্ম বিলে দেওছড়া নদীর উপর একটি এল. আই, স্কীমের কাজ শুরু করে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করার পরও অসমাপ্ত অবস্থায় তাহা ধ্বংস হয়ে আছে?

২) যদি সত্য হয় উক্ত এল, আই, স্কীমটি রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১) গত বন্যায় এই স্কীমের পাকা বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২) বর্ষার পর এই স্কীম চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(গণ্ডগোল)।

Mr. Speaker : Shri Matilal Sarkar.

Shri Matilal Sarkar : Admitted Starred Question No. 20.

Shri Dasarath Deb : Starred Question No. 20.

প্রশ্ন

১) সারা ত্রিপুরায় বর্তমানে কয়টি ফিডিং সেন্টার আছে ?

২) উক্ত সেন্টারগুলিতে খাদ্যের মাথাপিছু বরাদ্দ কত ?

৩) এই বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) সারা ত্রিপুরায় বর্তমানে ১১৯০ টি ফিডিং সেন্টার আছে।

২) প্রতিটি শিশুর জন্য দৈনিক ৫৫ পয়সা এবং প্রতি গর্ভবতী প্রসূতি মাতার জন্য দৈনিক ৫৬৫ পয়সা বরাদ্দ আছে।

৩) আছে।

Mr. Speakar : Shri Samir Deb Sarkar.

Shri Samir Deb Sarker : Admitted Starred Question No. 39.

Shri Baidyanath Majumder : Starred Question No. 39.

প্রশ্ন

১। ক) খোয়াই শহর ও লালছড়া, জাম্বুরা, গনকী প্রভৃতি গ্রামকে বন্যার কবল হতে মুক্ত করতে লালছড়া মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

খ) থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

গ) না থাকিলে শীঘ্র এ ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

২। ক) বর্তমানে আর্থিক বৎসরে খোয়াই শহরের দক্ষিণাংশ সুভাষ পার্ক, সোনাতলা, গনকী সহ বিস্তীর্ণ এলাকাকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করতে চর গনকী থেকে মহাদেব টিলা এবং অজগর টিলা থেকে জামির পাড়া হয়ে সোনাতলা কলোনী পর্যন্ত বন্যা নিরোধক বাঁধ দেবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

খ) থাকিলে কবে নাগাদ এ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১ ক) এখনও করা হয়নি।

খ) ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নই ওঠে না।

গ) ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। আর্থিক অসংকুলান হেতু সব জায়গায় কাজ হাতে নেওয়া যায় নাই।

২। ক) বাঁধ তৈরীর জন্য উক্ত এলাকায় অনুসন্ধানের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে। ৮৪-৮৫ সালের মধ্যে এই কাজের সার্ভে আরম্ভ হইবে।

খ) অনুসন্ধানের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই এ সম্বন্ধে সঠিক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

Mr. Speaker : Shri Mono Ranjan Majumder.

Shri Mono Ranjan Majumder : Admitted Starred Question No. 48.

Chief Minister : Starred Question No. 48.

প্রশ্ন

ক) মন্ত্রীসভার সদস্যসহ বিধানসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের পূর্বাপর পরিমাণের বার্ষিক ঘোষণা দানের বিষয়ে আইন প্রণয়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

খ) থাকিলে কবে নাগাদ এই আইন প্রণয়ন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

ক) উক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের কোনও প্রস্তাব সরকারের নেই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এখন আপনারা হাউসের নির্দ্দিষ্ট কাজ করতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্যরা, আপনারা বসুন। এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ আসবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা বসুন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথকে আগে উনার প্রশ্নের নাম্বার হাউসের সামনে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ আগে এখানে আলোচনা করার সুযোগ দিন

মিঃ স্পীকার ঃ শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ঃ কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪।

মিঃ স্পীকার ঃ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ আমাদের এখানে আগে আলোচনা করার সুযোগ দিন

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার -- ৬৪।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় কোন কোন স্থানে কয়টি অগ্নি নির্ব্বাপক গাড়ী আছে ?

২। ব্লক-ভিত্তিক অগ্নি-নির্ব্বাপক গাড়ী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩ থাকিলে কবে পর্যন্ত দেওয়া হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। স্থান ভিত্তিক গাড়ীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

ক)	আগরতলা	৫টি
খ)	উদয়পুর	৪টি
গ)	ধর্মনগর	৩টি
ঘ)	কৈলাশহর	৩টি
ঙ)	কমলপুর	২টি
চ)	খোয়াই	৩টি
ছ)	সোনামুড়া	৩টি
জ)	অমরপুর	২টি

ঝ)	বিলোনীয়া	৩টি
ঞ)	সাব্রুম	২টি
ট)	তেলিয়ামুড়া	২টি
ঠ)	সংরক্ষিত	১টি
ড)	মেরামতে	৪টি
	মোট	৩৮টি

২। হ্যাঁ।

৩। ব্লক-ভিত্তিক পর্যায়ক্রমে অগ্নি-নির্বাপক গাড়ী দেওয়ার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার : আমাদের বলার সুযোগ না দেওয়াতে আমরা ওয়াক-আউট করছি।

(কংগ্রেস দলের সভা কক্ষ ত্যাগ)

মিঃ স্পীকার : শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

ব্র্যাকেটেড শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, শ্রীজহর সাহা, শ্রীমতী গীতা চৌধুরী, শ্রীমতী রত্না প্রভা দাস, শ্রীনকুল দাস।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা : স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ সালে ৮ই জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে কতটি হামলা, খুন, ডাকাতি, অগ্নি-সংযোগ ও ছিনতাই এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত ঘটনাগুলিতে হতাহতের সংখ্যা কত এবং সম্পদ হানির পরিমাণ কত ?

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের কতজন কর্মী খুন হয়েছে (তার হিসাব) ?

১। ঘটনার পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

		১৯৮৩ ইং	১৯৮৪ ইং (৮. ৭. ৮৪ ইং পর্য্যন্ত)
ক)	হামলা	৪৫২	২০৬
খ)	খুন	১২৮	৫৮
গ)	ডাকাতি	১৯০	১২৬
ঘ)	অগ্নিসংযোগ	৩০৫	১৮১
ঙ)	নারী নির্যাতন	৮৩	২৩
চ)	ছিনতাই	১৯৫	১৩১

২। ঐ ঘটনাগুলিতে হতাহতের সংখ্যা নিম্নরূপ :

		১৯৮৩ ইং নিহত	১৯৮৩ ইং আহত	১৯৮৪ ইং ৮/৭/৮৪ ইং পর্যন্ত নিহত	১৯৮৪ ইং ৮/৭/৮৪ ইং পর্যন্ত আহত
ক)	হামলা	১	৪৮১	৪	২৭৩
খ)	খুন	১৪০	২	৮১	৩
গ)	ডাকাতি	১০	১০৫	১২	৯২
ঘ)	অগ্নিসংযোগ	—	২০	২	২
ঙ)	নারী নির্যাতন	—	—	—	—
চ)	ছিনতাই	—	৭০	—	৪২

ঐ ঘটনাগুলিতে সম্পদ হানির আনুমানিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

		১৯৮৩ ইং	১৯৮৪ ইং (৮/৭/৮৪ ইং পর্যন্ত)
ক)	হামলা	৫৮,৩০০ টাঃ আনুঃ	৩৫,০০০ টাঃ আনুঃ
খ)	খুন	———	———
গ)	ডাকাতি	১০,১৬,৪৯৩ টাঃ আনুঃ	৭,২৩,৯০৫ টাঃ আনুঃ
ঘ)	অগ্নিসংযোগ	৭,০০,০০০ টাঃ আনুঃ	১১,৯৩,০৩১ টাঃ আনুঃ
ঙ)	ছিনতাই	৩,৭২,৬০৩ টাঃ আনুঃ	১,৯৭,৪৮৫ টাঃ আনুঃ

৩। ১৯৮৩ ইং সনে ১৮টি ঘটনায় রাজনৈতিক দলের ২২ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৪ জন সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক এবং ৮ জন কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক।

১৯৮৪ ইং (৮/৭/৮৪ ইং পর্যন্ত) ২টি ঘটনায় ২ জন নিহত হইয়াছে। নিহতদের

মধ্যে ১ জন সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক এবং অপর জন কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক।

শ্রীজওহর সাহা: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে সব ঘটনাগুলির কথা বলেছেন তাতে কত জন খুন হয়েছে তা বলতে পারবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী: এই তথ্য বর্ত্তমানে আমার কাছে নেই। অন্য প্রশ্নে এই তথ্য দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি, ত্রিপুরায় প্রতি আড়াই দিনে একটি খুন হচ্ছে এবং ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতি দেড় দিনে একটি করে হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য খুবই ক্ষুদ্র। সাধারণ যে সব ছিনতাই এবং রাহাজানি হচ্ছে সেগুলি সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। সেই সব লোকগুলি কি করে পুলিশ বেষ্টনী এড়িয়ে এই সব কাজ বার বার করতে পারছে? কিংবা পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারছে না কেন এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী: মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে আলাদা, প্রায় আলাদাই। তার ভৌগোলিক অবস্থার বিস্তর তফাৎ। বলতে গেলে প্রায় চার দিকেই বাংলাদেশ বলা যায়। এর চারদিকে যে রাজ্যগুলি আছে সেখানে সন্ত্রাসবাদী দল সক্রিয় আছে। এদের পেছনে বিদেশী শক্তির হাত আছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা দপ্তরও কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য এটা শুধু মাত্র আমারই বক্তব্য নয়। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও বুঝতে পারছেন, এতে বিদেশী শক্তির হাত কাজ করছে।

কাজেই এরকম একটা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পক্ষে একা এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় বলেই আরও বি, এস, এফ, দিয়ে আমরা কতগুলি এলাকা সীল আপ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি। এমন কি একটা জীপগাড়ী যাওয়ার মত রাস্তাও গত ৬ বৎসর ধরে চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে করানো যায় নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের পুলিশদের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বি, এস, এফ, ও সি, আর, পি, যারা এ রাজ্যে কাজ করছেন, তাদের অত্যন্ত অসুবিধার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সামান্য রাস্তাও হয়নি সেই সব জায়গাতেও কাজ করতে হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের যে সমস্ত শক্তি রয়েছে তাকে ব্যবহার করছি, যাতে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রব থেকে মুক্ত রাখতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই রাজ্যে সন্ত্রাসের ঘটনা ক্রমশ: ক্রমবর্দ্ধমান, তাই এই ক্রমবর্দ্ধমান ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশের এ্যাকটিভিটিস বেড়েছে কিনা, বেড়ে থাকলে সন্ত্রাসমূলক ঘটনার মোকাবিলায় তা কি ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : স্যার, আমি যে তথ্য এখানে পরিবেশন করেছি তার মধ্যে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে অনেকগুলি ক্রাইম কমতির দিকে এসেছে। ১৯৮৩ ইং সালে যে খুনের সংখ্যা ছিল ১২৮ টি, আজ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৮ টিতে। যেখানে অপরাধের তালিকায় নারী নির্যাতন শীর্ষে থাকত, সেখানে আজ নারী নির্যাতনের একটিও ঘটনা ঘটে নি। অগ্নিসংযোগের ঘটনা আজকে অনেক কমে এসেছে। আমরা সমবেতভাবে আরও চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই এই ক্রাইমসগুলিকে রদ করতে পারব। স্যার, মাননীয় সদস্যরা হয়তো কাগজপত্র পড়েন না, তাই জানেন না, দিল্লীতে নারী নির্যাতন সবার শীর্ষে। কিন্তু কেন তা হচ্ছে মাননীয় সদস্যদের তা জানা দরকার। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা অবশ্যম্ভাবী। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের বিদেশী কাগজগুলি পড়বার জন্য অনুরোধ করছি। টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় একটা মন্তব্যে লেখা হয়েছে, সেটা হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে জিনিস বেড়েছে, সেটা উৎপাদন নয়, ক্রাইমস। ধনতান্ত্রিক জগতে এইটা ছাড়া আর সবই অবনতির দিকে। কয়েকদিন আগে একটা কাগজে দেখেছি আমেরিকায় শতকরা ৭৫ ভাগ যে সন্তান জন্মলাভ করছে, তা বিবাহের বাইরে। একমাত্র নেশা করা ছাড়া ওদের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। কাজেই এগুলি আগে বুঝতে হবে। আমাদের বেকার যুবকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। যার জন্য আজকে ২০ বছরের যুবকরা হাসতে হাসতে খুন করছে আগরতলা শহরে। এই সমস্ত ক্রাইমস ভাওলেন্স সেক্স-এর কোন ফিউচার আছে? এই সমস্ত ভাওলেন্সকে গ্রামে গঞ্জের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বলছেন যেখানে ক্রাইমসের বিজ্ঞাপন আছে, সেগুলি নষ্ট করুন। বিজ্ঞাপন আমরা নষ্ট করব কেন? যে সমস্ত বই এই ক্রাইম করার জন্য শিক্ষা দিচ্ছে সেগুলি আগে বন্ধ করা দরকার। আমি একটা বইয়ে দেখেছি একটা ছেলে একটা মেয়েকে কিভাবে ট্যাংগুলেশন করছে। এই যদি চলতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ক্রাইমস, বা নারী নির্যাতন চলছে সেগুলি বন্ধ করা যাবে? কাজেই এগুলি বন্ধ করার জন্য মাননীয় সদস্যদের সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শ্রীনকুল দাস : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে রাজনৈতিক দলের খুন হচ্ছে ২২ জন। এর মধ্যে সি, পি,আই, (এম)

দলের হচ্ছে ১৪ জন এবং কংগ্রেস দলের হচ্ছে ৮ জন। এই যদি চিত্র হয় তাহলে কংগ্রেস নেতা অশোক বাবু যে বলছেন উনার দলের ৪০০ জন বা কখনও বলছেন ১০০০ জন কর্মী খুন হয়েছে, তাদের নাম ধাম রাজ্য সরকার জানতে চেয়েছেন কিনা? নাকি অশোক বাবু এই সমস্ত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, অশোক বাবু কখন বলছেন ১০০, কখনও বলছেন ৪০০ আবার কখনও বা বলছেন ০০ জন উনার দলের কর্মী খুন হয়েছে। আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করছি যে কোন দলের কেহ যদি রাজনৈতিকভাবে খুন হন, তাদের নাম ঠিকানা দিলে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব যে, এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কিনা? রাজনৈতিক খুন যে হচ্ছে না তা নয়, কারণ এই তথ্যই তার প্রমাণ। টি, এন, ভি, বা অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অনেক খুন করেছে বিভিন্ন সময়েতে। রাজনৈতিক খুন হয়েছে বলে কেউ যদি সুনির্দিষ্টভাবে নাম ঠিকানা দেন তাহলে আমি হাউসের কাছে তথ্য দিতে পারব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিশেষ অংশকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার ফলে সেখানে খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানি থেকে মুক্ত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা স্বীকার করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী: স্যার, উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার ফলে কোন এলাকার মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। নাগাল্যাণ্ডে গত ৩০ বছর ধরে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা আছে. মিজোরামে ১৭ বছর, মণিপুরে ৪ বছর এবং আসামে ২ বছর ধরে ৮০ টি থানা উপদ্রুত এলাকার অধীনে। কিন্তু সেখানে তো কোন সমস্যার সমাধান হয় নি। পাঞ্জাব তো সামগ্রিকভাবে উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষিত। কিন্তু সেখানে তো রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। আমাদের একজন বিখ্যাত সেনাপতি লেফ ট্যানান্ট জেনারেল অরোরার নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি লিখেছেন, পাঞ্জাব থেকে যদি সেনা উঠিয়ে নেওয়া হয় তাহলে পাঞ্জাবে শিখ এবং হিন্দুদের মধ্যে ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পারে। ৮০ সালে আমাদের এখানে দাঙ্গা হয়েছে পাহাড়ী বাঙালীর মধ্যে এবং পুনরায় এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা সম্প্রীতি স্থাপন করতে পেরেছি। ট্রাইবেলদের দাবী মেনে নিয়ে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত এখানে বিকাশের সুযোগ যদি আমরা না দিতাম তাহলে ত্রিপুরায় পাহাড়ী-বাঙ্গালী একত্র হতে পারত না। বিগত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস সরকার যদি এদের পিছনে ফেলে না রাখতেন তাহলে এই সব ঘটনা ঘটত না।

ভারতবর্ষের একটা রাজ্যেও দেখতে পাবেন না। আজকে এই সকালে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন হায়দ্রাবাদে কতবার দাঙ্গা হয়েছে। হায়দ্রাবাদে তো আর বামফ্রন্টের সরকার নয়। হায়দ্রাবাদে তো বরাবর কংগ্রেসের ঘাটি ছিল কিন্তু সেখানে দেখুন আজকে কতদিন ধরে কার্ফু চলছে কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার একটা আলাদা ধরনের সরকার, তার একটা আলাদা ধরনের নীতি আছে এবং সেজন্য একটা আত্মবিশ্বাস আছে। মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করছি তিনি কি আগরতলায় ছিলেন? ধরুন অমরপুর একটা ট্রাইবেল এরিয়া তাই অমরপুরকে মিলিটারীর হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং অন্য যে সমস্ত ট্রাইবেল এরিয়া আছে সেই সমস্ত এরিয়াকেও কি মিলিটারীর হাতে তুলে দিতে হবে, এই অবস্থা কি আপনি চান? মাননীয় সদস্যরা চান যে এই অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই অবস্থা হতে দেব না। মাননীয় সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা আরও বেশী করে পুড়ান। তার ফলে ট্রাইবেল এরিয়ার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না, তার ফলে সেখানকার সংগঠনের ক্ষতি করতে পারবেন না, যে এইবার ঠাণ্ডা করে দিয়েছি ট্রাইবেলদের। এই সুযোগ আমরা থাকতে দেওয়া হবে না।

শ্রীজওহর সাহা: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তরে সেখানে মিলিটারীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভীতি বিশেষ করে উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য তিনি বক্তব্য রেখেছেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই যখন ১৯৮০ সনের দাঙ্গার সময় জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি সম্প্রসারিত করার জন্য এবং এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এই সরকার যে সমস্ত কাজ করেছেন, যেমন আমি জানি অমরপুর এলাকায় সেখানে মিলিটারী রেজিমেন্ট কাজ করেছে জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য। এমন কোন নজির তখন কিংবা এখনও সরকারের কাছে আছে কিনা। জাতি উপজাতিদের জন্য ট্রাইবেল এলাকায় তারা কি কাজ করেছেন? এমন কোন দৃষ্টান্ত যদি এই সরকারের কাছে থাকে তাহলে আমি এই হাউসের মধ্যে আবেদন রাখছি, প্রতিটি সুনির্দিষ্টভাবে কোন কোন জায়গায় কতগুলি ঘটনা ঘটেছে এবং আর একটা জায়গা জম্পুই এলাকা যেখানে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন বৈরী হামলা হয়েছে কিনা এবং উপজাতিদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কয়টা ঘটনা ঘটেছে, এটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী: মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন তার

জন্য আমি খুশি হয়েছি। রাজ্য সরকারের যখন প্রয়োজন হয় তখন মিলিটারী ডাকা হয়। এমন একটা সময় ডাকা হয়েছিল যখন বিদেশী এসেছিল, যে মুহূর্তে তাদের কাজ শেষ হয়েছে সেই মুহূর্তে মিলিটারীদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন এমন একটা অবস্থা ছিল যখন ট্রাইবেলরা হাসপাতালে আসতে পারতেন না, অফিসে আসতে পারতেন না, বাজারে আসতে পারতেন না, তাদের বাড়ীতে যারা হামলা করেছে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ পর্য্যন্ত করতে পারতেন না। কারণ কংগ্রেসের রাজত্বে সব তো ছিল নন্ ট্রাইবেল এলাকা। ট্রাইবেল এলাকাতে একটা বাজারও ছিল না। কাজেই তার জন্য মিলিটারী দেওয়া হয়েছিল এই কথা আমি আগেও বলেছি মাননীয় সদস্যরা এটা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু যে দাবী উনারা করছেন সেটা দেওয়া হবে না, মিলিটারী দেওয়া হবে না, যখন প্রয়োজন হবে তখন দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশচান নাম্বার ৮৫।

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশচান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ সনের এপ্রিল মাসে ডম্বুরনগর, ছামনু, মান্দাইনগর ও অন্যান্য স্থানে সরকারী উদ্যোগে কোন উপজাতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা ?

২। হয়ে থাকলে উক্ত সম্মেলনে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং উক্ত ব্যয়ভার কোন খাত থেকে মিটানো হয়েছিল, এবং

৩। এই সম্মেলনসমূহের কি উদ্দেশ্য ছিল এর বিবরণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, হয়েছিল।

২। দশটি ব্লকে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এ, ডি, সি, এখন পর্য্যন্ত তিনটি ব্লকের যথা কাঞ্চনপুর, ছামনু ও সাতচাঁদ ব্লক থেকে ব্যয়ের নিম্নরূপ হিসাব পেয়েছেন,

ক) কাঞ্চনপুর— ১৪৭৭৯ টাকা

খ) ছামনু— ১২০০০ টাকা

গ) সাতচাঁদ— ১৪,৪৯১'৯০ টাকা

বাকী সাতটি ব্লকের টাকা সংগ্রহাধীন আছে।

জেলা পরিষদ জনসংযোগ ও সাংস্কৃতিক বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এই ব্যয়ভার বহন করা হয়েছে।

৩। উপজাতি এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি সমাধানের বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং মতামত বিনিময় নিয়েই এই সম্মেলনগুলি আয়োজিত হয়েছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে ঐ সময়েতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মুখোমুখী ছিল এবং এমন কোন পরিস্থিতি ছিল না এবং জাতি উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না, যার দরুন এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এই টাকাগুলি খরচ করে সম্মেলন করা হয়েছে। তখন ঐ এলাকাগুলিতে মৃত্যুর মিছিল চলছিল, সেগুলি মোকাবিলা না করে উপজাতিদের উন্নয়ন খাত থেকে খরচ করার কারণটা কি?

শ্রীদশরথ দেব : প্রথমতঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের অনেক আগেই এই সম্মেলন হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য চিত্রিত করেছেন যে সেখানে মৃত্যুর মিছিল চলছিল বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অনাহারে কেউ মরেনি, এখনও তাই ভবিষ্যতেও মরবে না এই যে টাকা খরচ করা হয়েছে ট্রাইবেলদের সংস্কৃতিকে বিকাশ ঘটানোর জন্য, তাদের সম্প্রীতিকে রক্ষা করাই এটার কাজ। এইটা কোনদিনও ভাঙ্গবে না এইটা কোন রিলিফের টাকা নয়। মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির মনোভাবকে তৈরী করে এর ভিতর দিয়ে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর জন্য এই কালচারেল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। তাতে কিছু টাকা ব্যয় হবে। তার প্রয়োজন আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই সম্মেলন হয়েছিল এবং তখন কোন অনাহারে মৃত্যুর মিছিল ছিল না। তখন রইস্যাবাড়ী, রতনগর, ভগীরথ পাড়াতে ১০ টাকা কে, জি, করে চাউল বিক্রি হচ্ছিল। তখন অনাহারে ৭ জন মারা গেছেন ঐ রাইমাভেলীতে। সেই রাইমাভেলীতে প্রথম উপজাতিদের সম্মেলন করা হয়। আমার কথা হচ্ছে উপজাতিদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই বড় কাজ, নাকি আগে তাদের জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখাই প্রধান কাজ?

শ্রীদশরথ দেব : সংস্কৃতির ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন আছে। প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য যে বলছেন তখন অনাহারে মৃত্যুর মিছিল চলছিল। আমরা যখন গণ্ডাছড়াতে সম্মেলন করেছি, সেই সম্মেলনে সমস্ত রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটছিল, এইরকম কোন রিপোর্ট আমরা পাইনা। আমাদের সম্মেলনে

যারা জমায়েত হয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে আমরা রিপোর্ট নিয়েছি। মাননীয় সদস্য পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন যে ৭জন লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে। আমরা তদন্ত করে দেখেছি। তদন্ত করে দেখা গেছে, ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে তাও অনাহারে নয়, বিভিন্ন রোগে এই রিপোর্ট হাউসেও পেশ করা হয়েছে। যাতে কোন মানুষকে অনাহারে মরতে না হয় তার জন্য বিভিন্ন কাজের মধ্যে তাদের লাগিয়ে রাখা হয়। তার উপর তাদেরকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়। এইভাবে তাদের খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয় এস, ডি, ও, বি, ডি, ও অফিস থেকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যখন অমরপুরে সম্মেলন চলছিল, তখন ৭ দিন ধরে অনেক লোক এস, ডি, ও, অফিসে ধর্ণা দিচ্ছিল এই খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার জন্য। তখন তাদেরকে বলা হয়েছিল তাদের এখন টাকা নাই। আর কালচারেল ফাংশানে ২০ জনের বেশী উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু সেখানে আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ১৫০ জনের। সেখানে রাজার মত ভুরি ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যার জন্য বিরাট একটা টাকার অংক সেখানে খরচ হয়েছিল। এইভাবে টাকা খরচ করে, আমি বলতে চাই, এইটা কোন ধরনের কালচার ?

শ্রীদশরথ দেব : মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যখন সম্মেলন চলছিল, তখন এস, ডি, ও, বি, ডি, ও অফিসে হাজার হাজার লোক ধর্ণা দিয়েছিল, এই ধরনের তথ্য জানা নাই। দ্বিতীয়তঃ এখানে যে বলেছেন এই সম্মেলনে ভুরি ভোজন হয়েছে। এখানে ত কোন ভি, আই পি, খান নাই। খেয়েছেন গ্রামের কর্মচারীরা, গ্রামের প্রধানরা, নেতারা, সেই এলাকার উপজাতিরাই সুতরাং এতে দুঃখের কিছু আছে বলে আমি ত মনে করি না। ভাল ভুরি ভোজন হয়েও যদি থাকে তাহলে খেয়েছে ঐ গ্রামের উপজাতিরাই। আগরতলা থেকে, বা দিল্লী থেকে গিয়ে ভি, আই, পিরা খান নাই। আর এখানে যে কালচারেলের প্রশ্ন তুলেছেন মাননীয় সদস্য, তা বুঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। কারণ কালচারেলের মধ্যে অনেক জিনিষ আছে, যা জবাব দিয়ে হবে না। এখানে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি ১৯৭৬ ইং তে উদয়পুরে মন্ত্রী ভিজিট করতে গিয়ে ডাকবাংলোতে তার বিল উঠেছিল ১৪০০'৭০ টাকা। আজকে গ্রামে জঙ্গের ট্রাইবেলরা একসঙ্গে বসে তারা নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করছেন, সেই ব্যাপারে কি খরচ হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাননীয় সদস্যরা প্রশ্ন তুলছেন, এইটা কি জন্য ?

শ্রীদশরথ দেব : ঐ সময়েতে কি খরচ করা হয়েছে তা আমার জানা নাই। কথায় আছে ভারতবর্ষে সাদা হাতী পালন করা হয়। কংগ্রেস রাজত্বে, তাদের বড়লোক মন্ত্রীদের আমলে এইরকম খরচ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯০

শ্রীদশরথ দেব : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯০

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই এ, ডি, সি এরিয়াতে এ, ডি, সি এরিয়ার বাহিরের লোক জমি খরিদ করিতেছে ?

২। সত্য হইলে কিসের ভিত্তিতে জমি ক্রয় করিতেছে ?

উত্তর

১। আমাদের কাছে এরূপ কোন তথ্য নাই। এস, ডি, ও, খোয়াইকে তথ্য সংগ্রহ করে জানাতে বলা হয়েছে।

২। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১১৭ (গ) ধারা অনুসারে শুধু সেকেণ্ড সিডিউল অন্তর্ভুক্ত জমি হস্তান্তর অনুমতি সাপেক্ষ। দ্বিতীয় সিডিউল বহির্ভূত এ, ডি, সি, এরিয়া অন্তর্গত জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ নহে।

মাননীয় স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৪

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৪

প্রশ্ন

১। অমরপুর ক্ষুদ্র জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের অধীনে কোন অফিসগৃহ/ গো-ডাউন/ক্যাম্প বা ষ্টোর আছে কিনা ?

২। থাকিলে উহা কে বা কাহারা পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। অমরপুরে একজন ওভারশিয়ার আছেন, তার তত্ত্বাবধানে একটি ক্যাম্প সেড আছে যাহা ষ্টোর তথা ওভারশিয়ারের অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীজওহর সাহা : সাপ্লিমেনটারী স্যার, আমরা দেখেছি যে এই সরকার গ্রামগঞ্জে সেচ ব্যবস্থার জন্য অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে তার কোন মিল নাই। যেমন আমাদের অমরপুরে এই দপ্তরের অফিসে যে ক্যাম্পটি আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন তাতে একজন ওভারসিয়ার কাজ করছেন। কিন্তু এই সাব-ডিভিশানের ডাকাইয়া পারা ইরিগেশান, রাংকাং ইরিগেশান, উত্তর একছড়ি ইরিগেশান, বড়বড়িয়া ইরিগেশান সহ এখানে যত ইরিগেশান ব্যবস্থা আছে, তা থেকে সেখানকার কৃষকরা জল পাচ্ছে না। কারণ সেখানে যে একজন লোক আছেন তিনি কি অফিসের কাজই করবেন না কি ফিল্ডের কাজই করবেন, মানে ফিল্ডে থাকবেন। কাজেই এইভাবে সেখানে এই সেচ প্রকল্পটি এক রকম অচল বললেই চলে, কাজেই এই ব্যাপারে সরকারের কোন চিন্তা আছে কি না বা কোন পরিকল্পনা আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : আমাদের দপ্তর থেকে সরকারের কাছে এই ব্যাপারে একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে সেখানে একজন সাবডিভিশান্যাল অফিসার নিয়োগ করা হবে।

শ্রীজওহর সাহা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে কবে পর্য্যন্ত এইটা করা হবে, মানে সাবডিভিশান্যাল অফিসার নিয়োগ করা হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইপ বসানো হবে। আমরা দেখেছি সেখানে দুই তিন বছর আগে পাইপগুলি বসানোর কাজ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেগুলি বসানো হয় নি। যার ফলে অমরপুরের সবগুলি ইরিগেশান সেণ্টার একই অবস্থায় আছে, তা থেকে সময়মত কৃষকরা জল পাচ্ছে না। কাজেই এগুলির ব্যাপারে যে পাইপ লাইন দরকার, টেকনিক্যালের দরকার এই সব ব্যাপারে মিনিষ্টার যে বলেছেন, যে তাদের পরিকল্পনা আছে, তা কবে নাগাদ তা কার্যকরী হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা বলবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এগুলিকে মেইনটেইন করার জন্য আমরা বরাবরই চেষ্টা করি এবং তার জন্য উদয়পুরের সাবডিভিশান অফিসাররা সেখানে মাঝে মাঝে যান, তার পর সেখানে একজন ওভারশিয়ারও রয়েছেন তিনি এগুলি দেখেন। তার পরেও আমি বলেছি যে, এই ব্যাপারে সরকারের কাছে আমাদের একটা প্রস্তাব আছে এবং একটা পরিকল্পনা আছে। তবে তার নির্দিষ্ট তারিখটা এখন বলা সময়সাপেক্ষ।

শ্রীজওহর সাহা : স্যার, পাইপ এর মাধ্যমে যে জল নেওয়ার ব্যবস্থা তার সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা করেছেন, সে কথা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, আমরা একই সঙ্গে সবগুলি স্কিম ঠিক করতে পারব

না, কারণ আমাদের আর্থিক অসংগতি আছে। কাজেই এইগুলি আমাদের কাছে আছে, আমরা পর্যায়ক্রমে এইগুলি ঠিক করব।

শ্রীজওহর সাহা : মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে, গত তিন বছরে সেখানকার অফিসে কতগুলি পাইপ পরে থাকা সত্বেও এবং এলাকার কৃষকরা এসে বলা সত্বেও সেখানে সেগুলিকে বসানো হচ্ছে না, তাদেরকে তেলের কথা বললে বলে তেল নাই, এইভাবে কখনও কখনও মেশিনগুলি নষ্ট হয়ে যায়, অথচ এলাকা-বাসীর বারবার অনুরোধ করা সত্বেও সেগুলিকে সময়মত ঠিক করা হয় না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সমস্ত ব্যাপারগুলি একটু তদন্ত করে সেই এলাকার কৃষকদের জল সেচের ব্যবস্থাটাকে স্বাভাবিক করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার আমি মাননীয় সদস্যকে নির্দিষ্ট করে বলার জন্য অনুরোধ করছি, যে কোন স্কীমটা ডিফিকালটি করছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দেখব।

শ্রীজওহর সাহা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধার জন্য আমি আবার বলছি যে জায়গাগুলি হচ্ছে ডাকাই পাড়া রাংকাং, উত্তর একছড়ি, বাড়বাড়িং। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে সত্বর ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে, অমরপুর এলাকাতে যে সমস্ত মাইনর ইরিগেশান আছে সেগুলির একটা বল্টুও যদি নষ্ট হয় তাহলে তাদেরকে উদয়পুরের এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার-এর কাছে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই ব্যাপারে মহকুমা ভিত্তিক একটা পূর্ণাঙ্গ অফিস করার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটাকে অনুমোদন না দেওয়ার কারণ কি এবং এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখন আবার সেটা সাবমিট করবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এইটা হতে পারে মেনটেনেন্স ওয়ার্কের ব্যাপারে গাফিলতি থাকতে পারে। আমরাতো বলছি যে এই ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা আছে আমরা আশা করছি গভর্ণমেন্ট এইটা করতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীকালী কুমার দেববর্মা।

শ্রীকালী কুমার দেববর্মা : প্রশ্নের নাম্বার ১২৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় তুসকী হাওরের ডিপ টিউবওয়েলটি বর্ত্তমানে চালু অবস্থায় আছে কি না ?

উত্তর

না।

প্রশ্ন

২। না থাকলে উক্ত ডিপ টিউবওয়েলটি চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

না।

শ্রীকালী কুমার দেববর্মা : স্যার, এখানে ১৯৭৯ইং সালে প্রথম এই ডিপ টিউব-ওয়েলটি বসানো হয় এবং সেটাকে ৮০ইং তে চালু করার কথা ছিল, কিন্তু দেখা গেল এখন পর্য্যন্ত সেটাকে চালু করা হয়নি। এই ওদেরকে বললে ওরা বলে আমরা অর্ডার না পেলে কি করে চালু করব। যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি না পড়লে জলের আর কোন ব্যবস্থা নাই সেখানে আজ পর্য্যন্ত ওটাকে চালু না করার কারণটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এই ডিপ টিউব ওয়েলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে, কারণ ৮০ র দাঙ্গার সময় এইটার পাইপটার ভিতরে ইট পাথর ফেলে এইটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, কাজেই এইটাকে আর কাজে লাগানো যাবে না। দ্বিতীয়তঃ তার জন্য আমরা সেখানে মটর দিয়েছিলাম, পাইপ দিয়েছিলাম, মটরটা এখন তেলিয়ামুড়ার পুলিশ হাজতে আছে আর পাইপগুলি মিস্ত্রির বাড়ীতে আছে। মূল কথা এইটাকে আর চালু করা যাবে না, কারণ এত ভিতরে গিয়ে আমাদের পক্ষে এইটাকে আর চালু করা সম্ভব নয়।

শ্রীকালী কুমার দেববর্মা : স্যার, সেটা যারা নষ্ট করেছে তাদের নাম মেনশন করা সত্বেও এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এইটা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে

নল কূপটা যখন করা হয়েছিল তখন সেখানে কোন রাস্তা ঘাট ছিল না মাঠের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে অনেক কষ্টে সেটা কে করা হয়েছিল। যাই হোক আমরা ভবিষ্যতে দেখব সেখানে অন্য কিছু করা যায় কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, যেখানে এই ডিপ টিউবওয়েলটি করা হয়েছিল, সেখানে ইরিগেশনের আর অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই ঐ এলাকাতে আর একটা ডিপ টিউব ওয়েল করার মাধ্যমে ইরিগেশান ব্যবস্থা করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, আমিতো বলেছি যে সেখানে রাস্তাঘাট ছিল না, মাঠের মাঝখান দিয়ে গাড়ী চালিয়ে এটা করা হয়েছিল, আমরা এইটাকে পরীক্ষা করে দেখব যে সেখানে আর একটা কিছু করা যায় কিনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগটা করেছেন, জনগণের স্বার্থে ব্যবহৃত এই স্কিমটাকে যারা নষ্ট করেছে তাদের নাম দেওয়া সত্বেও সেই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে কারা এইটাকে নষ্ট করেছে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা কেন আজও নেওয়া হয় নি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য এইটাতো পি, ডাবলিও, ডির ব্যাপার না, কাজেই এইটা পি, ডাবলিও, ডি, কিছু করতে পারবে না। কারণ এইটা পুলিশ দপ্তরের কাজ।

মিঃ স্পীকার : প্রশ্ন উত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উপর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES 'A' & 'B')

বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট উত্থাপন ও গ্রহণ।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্যবৃন্দ; সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, 'বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ. 'বিবেচনা ও পাশ করা'।

বর্তমান অধিবেশনের ১০ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৮৪ তারিখ থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৮৪ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য 'বিজনেস এডভাইসারী কমিটি' যে সময়-নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।"

উপাধ্যক্ষ মহাশয় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১০ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৮৪ইং তারিখ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৮৪ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য 'বিজনেস এডভাইসারী কমিটি' যে সময়-নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তাঁর রিপোর্ট আমি এই সভায় পেশ করছি।"

অধ্যক্ষ মহাশয় : এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় : মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয় আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, 'বিজনেস এডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময়-নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত'।

অধ্যক্ষ মহাশয় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— 'বিজনেস এডভাইসারী কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত'।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়)

রেফারেন্স পিরিয়ড

অধ্যক্ষ মহাশয় : এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ দুটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে পেয়েছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করিয়া বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছি। যেহেতু দুইটি নোটিশের বিষয়বস্তু এক সেইহেতু নোটিশ দুইটিকে আমি এক করিয়া দিবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলে :—

'গত ২৮শে জুন, ১৯৮৪ইং তারিখে বিলোনিয়া মহকুমার রায়বাড়িতে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের হামলায় ৬ জন সি আর পি, এফ এবং ১ জন এস, আই সহ ২ জন ত্রিপুরা পুলিশ নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয়কে বিষয়টি উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত ২৮শে জুন ১৯৮৪ইং তারিখে বিলোনিয়ার রায়বাড়িতে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের হামলায় ৬ জন সি, আর, পি এফ এবং একজন এস, আই, সহ দুইজন ত্রিপুরা পুলিশ নিহত হওয়া সম্পর্কে বিষয়টি উত্থাপনের জন্য অনুমতি চাহিতেছি।

মিঃ স্পীকার : আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়টির উপর আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ইং বিবৃতি দিতে পারিবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ।

মিঃ স্পীকার : আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'গত ৭ই আগষ্ট, ১৯৮৪ইং বিলোনিয়ার শান্তির বাজারে সি,পি, এম. নেতা ও লাউগাঙ পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমানিক মজুমদার এর উপর খুন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস (ই) দুর্বৃত্তদের আক্রমণ এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করা সম্পর্কে'।

মিঃ স্পীকার : আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি এক্ষনি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে তিনি বিবৃতি দিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ইং বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়টির উপর আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর ৮৪ইং একটি বিবৃতি দিতে পারিবেন।

মিঃ স্পীকার : আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইলো :— মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের দুই নম্বর ছাত্রাবাসে গত ১২ই আগস্ট রাতে বোমা বিস্ফোরণ এবং পরে হাসপাতালে ৪ জন ছাত্রের মৃত্যু সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি এক্ষনি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর, ৮৪ইং একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১ই সেপ্টেম্বর, ৮ ইং একটি বিবৃতি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার : আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা মহাশয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :

'গত ৩০শে আগষ্ট কৈলাশহরের মানিকপুর বাজারে উপজাতি যুব সমিতির গোপন সেল, টি এন ভি, আক্রমণ, লুটতরাজ এবং বাবুল ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে খুন করা সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষনি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তিনি বিবৃতি দিতে পারিবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর, ৮৪ইং বিবৃতি দিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর, ৮৪ইং এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে পারিবেন।

ঘোষণা

মিঃ স্পীকার : সভার মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত তিনটি বিলে, প্রথমটিতে মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং পরের দুইটিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় সম্মতি দিয়াছেন—

	Name of Bill	Date of Assent
1.	The Tripura State Rifles Bill, 1983 (Tripura Bill No. 14 of 1983)	PRESIDENT 4. 7. 84
2.	The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 2 of 1984)	GOVERNOR 30. 3. 84

3.	The Tripura Appropriation Bill, 1984 (Tripura Bill No. 3 of 1984)	GOVERNOR 30. 3. 84

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Minister-in-charge of the Revenue Department to lay :

'The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Ordinance, 1984 (Tripura Ordinance No. 1 of 1984) promulgated by the Governor of Tripura on the 12th July, 1984 under Article 213 of the Constitution of India.'

Sri Khagen Das : Mr Speaker Sir, I beg to lay before the House-

'The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Ordinance, 1984 (Tripura Ordinance No. 1 of 1984) promulgated by the Governor of Tripura on the 12th July, 1984 under Article 213 of the Constitution of India.'

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Minister in-charge of the Transport Department to lay - 'The Annual Administrative Reports for the year 1977-78, 1978-79 and 1979-80 relating to the Tripura Road Transport Corporation, as required under sub-section (3) of section 35 of the Road Transport Corporation Act 1950.'

Sri Baidyanath Majumder : Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House 'The Annual Administrative Reports for the year 1977-78, 1978-79, 1979-80 relating to the Tripura Road Transport Corporation, as required under sub-section (3) of the section 35 of the Road Transport Corporation Act, 1950.'

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Minister in-charge of the Industry Department to lay :

'The Fourth Annual Report and Statement of Accounts for the year ending 31st March, 1978 on the Tripura Jute Mills Ltd.'

Sri Anil Sarkar : Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House—'The Fourth Annual Report and Statement of Accounts for the year ending 31st March, 1978 on the Tripura Jute Mills Ltd'.

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Minister in-charge of the Panchayat Department to lay— 'The Tripura Panchayats (Election of Pradhan and Upa-Pradhan) Rules, 1984 as required under section 139 (2) of the Tripura Panchayats Act, 1933.'

Sri Dinesh Debbarma : Mr. Spaeker Sir, I beg to lay before the house— 'The Tripura Panchayats (Election of Pradhan and Upa-Pradhan) Rules, 1984 as required under section 139 (2) of The Tripura Panchayats Act, 1983.'

LEGISLATIVE BUSINESS

Mr. Speaker : Now the question before the House is that the Minister in-charge of the Revenue Department to move for leave to introduce The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No 7 of 1984)

শ্রীখগেন দাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 7 of 1984.' এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার : আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হল :— The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No 7 of 1984)

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

(ভোটের মাধ্যমে বিলটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়)

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল : '১৯৮০-৮১ইং আর্থিক সনের অ্যাকসেস গ্রান্টসের দাবী উত্থাপন'। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর অ্যাকসেস গ্রান্টসের দাবী সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার আমি '১৯৮০ ৮১ইং আর্থিক সনের অ্যাকসেস গ্রান্টসের দাবী সভায় পেশ করছি

On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 8,58.66,078/- excluding the charges expenditure of Rs. 27,10,81,011/- be granted on account for or towards defraying charges for the following Services and Purposes in respect of Demands for Excess Grants for the Expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on 31st March, 1981, namely :—

Demand No 1	Services & Purposes 2	Sums not exceeding 3
		Rs.
1.	Social Security and Welfare	53,225/-
2.	Council of Ministers	15,977/-
5.	Other Taxes and Duties on Commodities and Services	1,47,304/-
9.	Other Administrative Services (Guest House Govt. Hostels etc.)	60,642/-
9.	Other Social and Community Services (celebration of Republic Day)	2,668/-
11.	Other Transport and Communication Services (Wireless Planning and Co-ordination)	53,310/-
12.	Other Administrative Services	5,35,136/-
13.	Stationary and Printing	6,95,113/-
13.	Pension and other Retirement Benefits	19,17,972/-
14.	Puplic Works	2,61,02,553/-
14.	Education	2.83,986/-
15.	Public Works (Collection of Housing and Building Statistics)	693/-
15.	Urban Development (Notified Area)	19,92,500/-

1	2	3
16	Education	1,18,94,209/-
18.	Medical	26,15,776/-
20.	Roads and Bridges	1,52,421/-
21.	Information and Publicity	23,897/-
21.	Tourism	2,076/-
22.	Other Administrative Services	1,40,000/-
22.	Other General Economic Services (Improvement of Important Markets)	1,22,905/-
25.	Miscellaneous General Services (Payment of allowances to the Families and dependants of the Ex-Rulers)	5,933/-
30.	Special and Backward Areas (N.E.C. Schemes for Animal Husbandry and Dairy Development)	4,00,966/-
30.	Animal Husbandry	3,05,179/-
35.	Minor Irrigation	5,92,305/-
35.	Water and Power Development Services	24,445/-
35.	Power Projects	66,78,821/-
36.	Capital Outlay on Education, Art and Culture	9,71,262/-
36.	Capital Outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply	29,81,978/-
36.	Capital Outlay on Animal Husbandry	6,23,019/-
38.	Capital Outlay on Housing (Subsidised Industrial Housing Scheme)	1,76,000/-
41.	Capital Outlay on Agriculture	9,81,946/-
43.	Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Are a Development	42,12,418/-

1	2	3
43.	Capital Outlay on Power Projects	2,10,96,178/-
46.	Loans for Other Social and Community Services	1,515/-
48.	Loans for Social Security and Welfare	1,750/-
	Grand Total— : Rs.	8,58,66,078/-

মিঃ স্পীকার : আমি এখন মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি ১৯৮০-৮১ ইং সনের অ্যাকসেস্ গ্র্যান্টসের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশন।

আমি আজকের কার্য্যসূচীতে ৩টি প্রাইভেট মেম্বাস রিজলিউশন পেয়েছি। তারমধ্যে ১মটি সভায় উত্থাপিত করতে মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে-- কে কতটা সময় পাবেন তা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। সে সময়ের মধ্যে আপনারা আপনাদের বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীমাণিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হল - "ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীর এবং অন্ধ্রে দুইটি নির্বাচিত জনপ্রিয় মন্ত্রীসভাকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান বিরোধী পদ্ধতিতে বাতিল করা হয়েছে। সংবিধান স্বীকৃত অধিকারের উপর এই আঘাত সারা দেশে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদজ্জনক বলে এই সভা মনে করেন। গণতন্ত্রের উপর এই আঘাতের প্রতিবাদে ত্রিপুরা সমেত সারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ বন্ধ ও অন্যান্য গণ আন্দোলনের মাধ্যমে গণ প্রতিবাদ জানাবার জন্য বিধানসভা সন্তোষ প্রকাশ করছে এবং গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম আরো ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক করার জন্য জনগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছে"।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা নিগেটিভ কিনা বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার : জুরিডিকশানের মধ্যে না আসলে সে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এলাউ করা হয় না।

শ্রীমাণিক সরকার: মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে প্রথম এই সংবিধান রচিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে শ্রমিক, কৃষক সহ গরীব মেহনতি মানুষের স্বার্থে এই সংবিধান রচিত হয়নি।

যারা সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের পক্ষ থেকে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল এই সংবিধান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের গরীব মানুষ তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারবে না। এটা মুলতঃ ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতি, জোতদার এবং জমিদার শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। কিন্তু সেদিন এই কথার প্রতিবাদ করা হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের অন্যতম অঙ্গ রাজ্য কেরালাতে জনগণ একটা অকংগ্রেসী সরকার গঠন করেছিলেন, যেটাকে কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত সরকার বলা হত এবং যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ। তিনি নির্বাচিত হয়ে বলেন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রূপায়িত করতে গেলে ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। এটা আমার সামনে একটা প্রধান বাধা। কাজেই ভারতবর্ষের সংবিধানের কিছু কিছু সংশোধন দরকার, কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়নের দরকার। সেদিন সেই বক্তব্যকে দারুণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং তাঁকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং যারা সংবিধানের সংশোধন চান এবং যারা সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন তাদের দেশদ্রোহী বলা হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এই সংবিধানের উপর ৫৪ বার ছুরি চালানো হয়েছে। এই ৫৪ টার মধ্যে ৩৬ থেকে ৩৮ টা সংশোধনী এসেছে ভারতবর্ষের জনগণের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ১৯৪৯ সালে সংবিধানে যে সমস্ত ছিটে ফোঁটা গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল জনগণকে সেগুলিই সর্বাধিক খর্ব করা হল। এখন প্রশ্ন হলো শুধু সংবিধান সংশোধন নয়, আমরা লক্ষ্য করছি সংসদীয় গণতন্ত্রকে এতদিন দারুনভাবে ফলাও করে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করা হত যে ভারতবর্ষ হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। মানুষ তাদের পছন্দমত প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করতে পারেন এবং লোকসভা এবং নির্বাচিতরা বিধানসভায় পাঁচ বছর থাকবেন তাদের প্রতিশ্রুতিকে রূপায়িত করতে। কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে সেই নির্বাচিত সরকারগুলিকে তাদের মেয়াদ অতিক্রান্ত হবার আগেই ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে এবং ভাঙ্গার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর এভাবে নির্বাচিত সরকার ভাঙ্গার ঘটনা প্রায় ২০ থেকে ২২ টি ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রে যে সরকার শাসন চালাচ্ছে তাদের সঙ্গে যে

সরকারগুলোর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে সেই ধরনের সরকারগুলোকেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং জম্মু কাশ্মীর এবং অন্ধ্রপ্রদেশে যেভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এর তুলনা ভারতবর্ষে নেই এবং তাই শুধু নয় জম্মু কাশ্মীর নয় বা অন্ধ্রপ্রদেশে নয় সারা ভারতবর্ষের মানুষ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু কেন এই আঘাত আসছে? আমাদের স্বাধীনতার বয়স হলো ৩৮। এটা শৈশব নয় আর দুই বছর অতিক্রান্ত হলে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতার যৌবনে পড়বে। এটা কোন বামপন্থী নেতার মন্তব্য নয়, ভারতবর্ষের যে সংসদ সেখানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে শতকরা ৬৫ জন ভারতবাসী দারিদ্র্য রেখার নীচে বাস করছে। এখানে ৬ থেকে সোয়া ৬ কোটি ছেলে মেয়ে বেকার। আমাদের কাছে বেকার সমস্যা শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির সমস্যা নয়, জাতীয় অগ্রগতির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। কারণ শ্রমশক্তিকে বাদ দিয়ে অগ্রগতি হতে পারে না। কোন দেশে হয় নি। কিছু দিন আগেও বিতর্কিত লস্ এঞ্জেলসে অলিম্পিকের আসর হয়ে গেল। সেখানে আমরা একটা পদক পেলাম না। আমরা সব দিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি। কাজেই এই যে অবস্থা, সেখানে আমরা আমাদের শ্রমশক্তি কাজে লাগাতে পারছি না।

এই ভারতবর্ষের অর্থনীতি আজও মূলতঃ শিল্পের বিকাশ হয়নি। দেশের শতকরা ৭০ থেকে ৭২ ভাগ কৃষকের উপরই নির্ভরশীল। দেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারী এবং প্রান্তিক সব ধরনের কৃষকই আছেন। অথচ এই কৃষকেরা যে ফসল ফলাচ্ছেন, তার ন্যায্য মূল্য তারা পাচ্ছেন না। ফলে কৃষককে বঞ্চিত করা হচ্ছে, ফলে আজকে জাতির মেরুদণ্ড যে কৃষক তাদের অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে ভারতে যে পরিমাণ মোট কর্ষণ-যোগ্য ভূমি আছে, তার শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগই ৪/৫ ভাগ জমিদারের হাতে রয়ে গেছে, যদিও আমাদের ভারতবর্ষে অনেকদিন আগেই আইন করে জমিদারী প্রথার বিলুপ সাধন করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে এই কৃষক শ্রেণীর মধ্যেও আজকে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অপর দিকে শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিমাণ পুঁজি খাটানো হচ্ছে, তার হিসাব নিলে দেখা যাবে যে তার শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগই ভারতের ২০ থেকে ২৫টি পরিবারের হাতে রয়েছে, যেমন, টাটা, বিড়লা, সিংহানিয়া ইত্যাদি। তাই শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শ্রমিক রয়েছে এবং তারা যে শ্রম দান করছেন, সেই শ্রমের তারা মজুরী পাচ্ছেন না। ফলে আমরা লক্ষ্য করছি যে এইদিক থেকেও শ্রমিকদের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আজকে সারা ভারতে কৃষকেরা সংগঠিত হচ্ছেন, শ্রমিক কর্মচারী, মজুর সবাই সংগঠিত হচ্ছেন। তাদের দাবী

কি ? তাদের দাবী হচ্ছে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে চলেছে, অথচ সেই হারে তাদের মজুরী বাড়ছে না, তাদের দাবী তাদের ন্যূনতম মজুরী দিতে হবে, তাদের দাবী তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য দিতে হবে। ঠিক এভাবে আজকে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার সব পেশার মানুষদের আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠিত হতে হচ্ছে, শুধু তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য। এই সকল আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার পিছনে কারণ হল অর্থনৈতিক শোষণ। এবং এই অর্থনৈতিক সঙ্কট ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আজকে মানুষকে ঘর ছেড়ে রাস্তায় আসতে হচ্ছে। মানুষ আজকে এটা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে এভাবে অর্থনৈতিক শোষণে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করা অনেক শ্রেয়। তাই তারা আজকের শাসক শ্রেণীর উপর আর আস্তা রাখতে পারছেন না। সে জন্যই দেখা যাচ্ছে যে ১৬/১৭ টি বিরোধী দল, ভিন্ন মতালম্বী হওয়া সত্বেও আজকে গণতন্ত্রের প্রশ্নে একটা অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলেই আজকে বিরোধী দলগুলিকে এক জায়গায় একত্রিত করতে সাহায্য করছে। কারণ, আজকের শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যে পাহাড় পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলির সমাধান করতে হলে, এই ছাড়া কোন পথ নেই। এটা আজকে সবাই বুঝতে পারছেন যে একমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই এইসব জটিল সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব। তাই তো আজকে শাসক গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে আসার যে পদ্ধতি রয়েছে, তার উপর আস্তা বা বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। সংবিধানে ভারতের জনসাধারণকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেই অধিকারকে খর্ব করার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার তথা ইন্দিরা সরকার তৎপর হয়ে উঠেছেন। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিরোধী দল পরিচালিত যে সব গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে, সেগুলিকে একের পর এক ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধী নানা কৌশল অবলম্বন করে চলেছেন। ইতিমধ্যে জম্মু কাশ্মীর, অন্ধ্র বিরোধী দল পরিচালিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। আবার এও আপনারা লক্ষ্য করছেন যে মিলিটারীর সংগে সমঝোতা করে শাসক শ্রেণী যাতে আরও বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেন, তার জন্যও প্রচেষ্টা চলছে। বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলি আছে, যেমন নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মেঘালয় এবং মিজোরাম সেগুলিতে যেয়ে দেখুন যে মিলিটারী দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি যে মিলিটারী দিয়ে আর কিছু করা গেলেও রাজ্য শাসন করা যায় না। এবং কথায় কথায় মিলিটারীকে রাস্তায় নামানো মোটেই ঠিক নয়।

মিলিটারী দিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বা সংগ্রামকে কোন মতেই প্রতিরোধ করা যায় না, শাসক গোষ্ঠীকে এই শিক্ষা নেওয়া উচিত। স্যার, আগের মিসা আইনকে নতুন পোষাকে নাসা বলে উপস্থিত করা হয়েছে। শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা হারানোর ভীতি এতই বেশী যে তারা এগুলি করেও ক্ষান্ত হননি, তারা আজকে দেশের কোন কোন অঞ্চলকে উপদ্রুত ঘোষণা করেছেন এবং সেখানকার জন্য বিশেষ আদালত গঠন করছেন। সেই সব আদালতের রায়কে সুপ্রীম কোর্টেও চেলেঞ্জ করা যাবে না। কাজেই মিলিটারী দিয়ে দেশ শাসনের যে প্রবণতা বা চেষ্টা চলছে, তা যে কত বিপদজনক, তা দেশের মানুষ ইতিমধ্যেই টের পেয়েছেন। দেশের জনগণ দেশকে ভালবাসেন, কাজেই সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নি, আজও তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সকল চক্রান্ত ও যে কুট কৌশলকে মোকাবলা করবেন। তারা সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মতোই আজও দেশের সংহতি রক্ষায় সংগঠিত হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের ফ্যাসিষ্ট সুলভ সকল অপকৌশল ব্যর্থ করবেন এবং সেই সংগে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবেন। ভারতের ৬৮ কোটি মানুষ ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে গণতন্ত্র খর্ব করার যে কোন ষড়যন্ত্র দৃঢ় ও বলিষ্ঠভাবে মোকাবিলা করবে। গণতন্ত্রের ভুলুন্ঠিত পতাকা কাঁধে তুলে নেবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার: মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজ মাননীয় সদস্য মানিক সরকার এখানে জম্মু কাশ্মীর সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রস্তাব এনেছেন এবং প্রস্তাবের সমর্থনে কি বক্তব্য রেখেছেন তা আমরা বুঝতে পারি নাই এবং তিনি নিজেও কিছু বুঝতে পেরেছেন কিনা জানি না। গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানা হয়েছে। উনি বলেছেন যে অন্ধ্র এবং জম্মু কাশ্মীর সরকারকে অগণতান্ত্রিকভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাস করতে চাই, উনারা উদের জন্ম লগ্নের কথা স্মরণ করুন। কেন আমি এই কথা বলছি? সেদিন উনারাই দলত্যাগের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং দলত্যাগী বিধায়কদের নিয়ে সি, এফ, ডি, জনতা দল গঠন করেছিলেন। সেদিন কিন্তু তাঁরা কেউ গণতন্ত্রের উপর আঘাতের কিছু দেখতে পাননি, সেদিন কিন্তু বিধানসভায় মেজরিটি আছে কি নাই সেই জিনিষ প্রমাণ করার প্রশ্ন উঠে নাই (ইনটারাপশান) পদত্যাগ করেছেন কি না উনার মেজরিটি আছে কি না সেটা প্রমাণের প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে এন, টি, আর, এর মেজরিটি

না থাকাতেও তিনি ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন এবং তার সমর্থনে তিনি বক্তব্য রাখছেন, এতই তাঁরা গণতন্ত্রের পূজারী! মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন সংবিধানের ৫৪ ধারা সংশোধন করা হয়েছে—যা দেশের স্বার্থ এবং গণতান্ত্রিক স্বার্থের বিরোধী। কিন্তু উনার স্মরণ আছে কি না জানি না বিগত দিনে যতগুলি সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে সবগুলি জনস্বার্থেই তাকে পরিবর্তন করতে হয়েছে, দেশের প্রয়োজনেই করতে হয়েছে। এখানে উনি আরও বলেছেন যে —তিনি সামন্ততন্ত্রের কথা বলেছেন জমিদারী উচ্ছেদের কথা বলেছেন। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ কংগ্রেস সরকারই করেছিলেন এবং সেটা করেছিলেন দেশে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য, দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনেই এইভাবে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। দেশের ৬০ কোটি মানুষের দারিদ্র্যতা দূর করার জন্যই এই সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে অন্ধ্রের কথা জম্মু ও কাশ্মীরের কথা বলা হয়েছে এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন ভাবে দোষারূপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ভূমিকা ছিল না! একটা রাজ্যে সংবিধান সম্মত ভাবে সরকার চলছে কিনা সেটা দেখার জন্য গভর্ণর রাখা হয় কোন সরকারের মেজরিটি আছে কি নাই সেটা বিবেচনা করার জন্য গভর্ণরই রয়ে গেছেন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুই করার থাকে না। এই কথাটা মাননীয় সদস্যের জানা থাকা উচিত। গভর্ণর সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য ডাকেন, সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারলে ক্ষমতায় থাকতে পারবেন এবং কাশ্মীরে জি, এম শাহ প্রমাণ দিয়েই ক্ষমতায় আছেন। সেখানে কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করার প্রশ্ন আসে না। অন্ধ্রতেও এন, টি, আর, কে ছুটি কণ্ডিশান দেওয়া হয়েছে তিনি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারেন তাহলে ক্ষমতায় থাকতে পারবেন, নইলে থাকতে পারবেন না। কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দায়িত্বের কথা আসতে পারে না। সেখানে সংবিধান রয়েছে গভর্ণর রয়েছে, তিনিই বিবেচনা করবেন গণতন্ত্র সম্মত ভাবে কাজ হচ্ছে কি না। সুতরাং আজকে যে কথা বলা হচ্ছে যে অন্ধ্রে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে অগণতান্ত্রিক ভাবে কাজ করা হয়েছে সেই কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সেখানে গভর্ণর রয়েছেন, তিনি সেখানে যা করা উচিত সেটাই তিনি সেখানে করছেন। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যকে তাদের জন্ম লগ্নের কথা স্মরণ করার জন্য অনুরোধ করছি—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী সরকার বলেছেন যে অন্ধ্র এবং জম্মু-কাশ্মীরের সরকারকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে বাতিল করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য কি বলতে পারেন যে একটা দল যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তাকে কে রক্ষা করতে পারে? সেটা সেই দলের লোকেরাই রক্ষা করতে পারে, তাদের রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

একজন এম, এল, এ, বা এম, পি. যখন একটা দল ত্যাগ করেন তখন সেই দল ত্যাগকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সংবিধান সংশোধন না করে সেটা যিনি এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক তিনিই বলতে পারেন। এই যে এখানে বামফ্রন্ট মিনিষ্ট্রি, এখানে যদি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী ক্ষোভে দল থেকে বেড়িয়ে আসেন এটাকে রক্ষা করার কি উপায় আমাদের সংবিধানে আছে? সংবিধানে গভর্ণরকে একটা ডিসক্রিশনারী পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। তিনি যদি দেখেন যে এবং সেটিসফাই হন যে জি, এম, শাহ-এর সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে তাহলে তিনি সেটা করবেন। এটা সাংবিধানিক। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, অন্ধ্র প্রদেশ নিয়ে একটা ভীষণ ঝড় উঠেছে। গত ২১শে আগষ্ট আমি দিল্লীতে পার্লিয়ামেন্টে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে সি, পি, এমের এম, পি-রা যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা হল যে সংবিধানে গভর্ণরকে যে ডিসক্রিশনারী পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এটা তুলে দেওয়া হউক। সংবিধান সংশোধনের পক্ষে তারা বক্তব্য রেখেছেন। তারা বলেছেন যে সংবিধানে গভর্ণরকে এই ডিসক্রিশনারী পাওয়ার দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এখানে দেখছি তার উল্টোটা। গভর্ণরের ডিসক্রিশনারী পাওয়ারকে এখানে সি, পি, এমের সদস্যরা সমর্থন করছেন। তবে এটা দুর্ভাগ্য যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দল ত্যাগের একটা খেলা চলছে। এই সি, পি, এম, সরকারও পিছিয়ে নেই। পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তারা গাঁও পঞ্চায়েতের মেম্বারকে কিনে নিচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের বিল পার্লিয়ামেন্টে আলোচনা হচ্ছে তখন পার্লিয়ামেন্টের সদস্য সর্বং গ্রামে বসে ৩০ হাজার টাকা নিয়ে সদস্য কেনা বেচায় ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই দল ভাঙ্গা গড়ার খেলায় আপনারা পিছিয়ে নেই। আজকে এম, এল, এ,-দের নৈতিক চরিত্র নিয়ে দল ভাঙ্গা গড়ার খেলা সমস্ত ভারতবর্ষে চলছে, এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এটাকে যদি রোধ করা না যায় তাহলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর মূলে আঘাত দিতে হবে মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, জম্মু ও কাশ্মীরে

এবং অন্ধ্রে যে সরকারগুলি ভেঙ্গেছে তা অসাংবিধানিক নয়। গভর্ণর তার সাংবিধানিক পাওয়ার প্রয়োগ করেছেন মাত্র। সারা ভারতবর্ষে এই দল ত্যাগের ফলে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। এখানে বামফ্রন্ট সরকারও সেটাকে সমর্থন করছেন। তার পার্লিয়ামেন্টের একজন এম, পি, গাঁও প্রধানকে কেনার জন্য সর্বং এলাকাতে ছিলেন। এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে তারা তাদের দলেরই ক্ষতি করছেন। সেই জন্য অনেক গাঁও প্রধান তারা হারিয়েছে এবং আরও দলত্যাগ করে আসছে। কাজেই এই খেলা বন্ধ করতে হলে আমাদের সংবিধানের সংশোধনের প্রয়োজন আছে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের এবং অন্ধ্রের সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যে খেলায় মেতে উঠেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিগত ৩৭ বছর যাবত কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার যে ভাবে সরকার চালাচ্ছে সেটা অত্যন্ত উদ্বেগ-জনক। মানুষের জীবনের সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৯৮০ সালে ছিল ঘাটতির পরিমাণ ২২ হাজার কোটি টাকা। সেটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার কোটি টাকাতে। কিন্তু এই ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা হবে সেটা বলতে পারে না। এর ফলে মানুষের জীবনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, শ্রমিক তার মজুরী পাচ্ছে না, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে আড়াই লক্ষ বেকার হয়ে গেছে। কলকারখানার শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। এই সরকার আজও বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারল না। গত নির্বাচনে বলেছিল যে, এই সরকার ভাঙ্গা অর্থনীতিকে জোড়া দেবে, বেকারদেরকে চাকুরী দেবে কিন্তু কিছুই হয়নি। শ্রীমতি গান্ধীর সরকার জিনিসপত্রের দাম কমাতে পারল না। আরও দ্রুত দাম বেড়েছে। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে এই দল জনসাধারণকে একটা স্থায়ী সরকার উপহার দেবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি এর মধ্যে ৭/৮ বার এমন কি গতকল্যও সরকারের পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের দেশে কেন্দ্রে কখন কে মন্ত্রী হন এবং রাজ্যে কে কখন চীফ মিনিস্টার হন সেটা মনে রাখা বড়ই সমস্যা।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য রিসেসের পর আপনার বক্তব্য রাখবেন এই সভা বিকাল ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর বেলা ২ ঘটিকায়

মিঃ স্পীকার: শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার: মাননীয় স্পীকার স্যার আমি যে কথা বলেছিলাম শ্রীমতী গান্ধী গোটা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন যার ফলে গোটা দেশে আজ অশান্তি ধূমায়িত হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান ইন্দিরা গান্ধী করতে না পেরে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করে এমনি সব আইন তৈরী করছেন যার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা যায়। শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন। এমন কি শ্রমিকদের আন্দোলন করার অধিকার কেড়ে নেবার জন্য আইন পাশ করিয়েছেন। "এসমা" "নাসা" তৈরী করছেন একদিকে, অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন, তাদের ব্যবহার করছেন। ভারতবর্ষ আজ প্রশ্নাতীত সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করা যাবে না সেই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত হচ্ছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। আজকে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই মনোভাব উপলব্ধি করতে পারছে। এই সব বুঝতে পেরেই শ্রীমতী গান্ধী সুপ্রীম কোর্টে নিজস্ব লোক বসিয়েছেন যাতে সাধারণ মানুষ সুবিচার পেতে না পারে। শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষে একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চাচ্ছেন। পার্লামেণ্টারিয়ান ডেমোক্রেসী ধ্বংস করে প্রেসিডেন্সিয়াল রুলস্ জারী করার জন্য অন্যের মুখের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যখন শ্রীমতী গান্ধী উপলব্ধি করতে পারছেন যে, গোটা ভারতবর্ষের মানুষ এই সব বুঝতে পারছে, উপলব্ধি করতে পারছে, তখন তো তিনি আর পার পাবেন না কাজেই শ্রীমতী গান্ধী চক্রান্ত করছেন এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য কেন না, আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি, বিহার উত্তর প্রদেশের ন্যায় বড় বড় রাজ্যে কংগ্রেস হেরে যাচ্ছে। কাজেই এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতেই হবে যে কোন প্রচেষ্টায়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সিকিম দিয়ে শুরু করেছেন। এই সে দিন দেখলাম, জম্মু কাশ্মীরে ফারুক আবদুল্লার সংখ্যা গরিষ্ঠের মন্ত্রীসভাকে খারিজ করে দিলেন। জম্মু কাশ্মীরে আইন আছে দলত্যাগীদের ভোটাধিকার থাকবে না। তাঁরা বললেন, এটা দলত্যাগ নয় নেতৃত্ব বদল। যেভাবে খুসী কাজ করে চলেছেন। জম্মু কাশ্মীরে সংখ্যা গরিষ্ঠের মন্ত্রীসভাকে খারিজ করে দিয়ে সেখানে জি. এম, শাহর অল্প কিছু সংখ্যক সমর্থকের মন্ত্রীসভা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। ফারুক আব্দুল্লার অপরাধ কি? তাঁর অপরাধ তিনি শ্রীমতী গান্ধীর বিপক্ষে গেছেন। তিনি শোষিত, বঞ্চিত মানুষের পাশে এসে

দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। একই ব্যাপার দেখলাম, অন্ধ্র প্রদেশের বেলায়ও। যেখানে এন, টি, রামারাওয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রশ্নাতীত, বেশীর ভাগ বিধায়ক যেখানে রামারাওয়ের সপক্ষে সেখানেও তাঁকে খারিজ করে দেওয়া হল। রামারাও রাষ্ট্রপতির কাছে পর্যন্ত এম, এল, এ, নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করেছেন তার পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন রয়েছে। একটু আগে এখানে মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু বলেছেন, রামারাও সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়েছেন। কিন্তু ২৯৪ জন সদস্যের মধ্যে রামারাও ১৬৩ জন সদস্যকে নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েছেন সেখানে কি করে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয় এই অংক শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলের লোকেরাই মিলাতে পারবেন, অন্য কেহ নয়। বলেছেন, কেহ যদি দল ভেঙ্গে চলে যায় তাতে কেন্দ্রের কি আসে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ জানে, তাঁরা কি হিসাবে পরিচিত হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতির নেতারা কি করেছেন তা ত্রিপুরার মানুষ জানে। বিধানসভায় বড় বড় কথা বললেই ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, উনার কিছু করার নেই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তা কি সত্য কথা ? আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি, টি, এন, ভি, কে মদত দিয়ে যাচ্ছে যাতে ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করা যায়, উপদ্রুত অঞ্চল আরো বাড়ান যায়। কিন্তু যেখানে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা আছে, যেখানে মিলিটারী আছে সেখানেও তো ৬/৭টি খুন হয়ে গেল। সেখানেও তো ট্রাইবেলদের মধ্যে, মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি, অন্ধ্র প্রদেশে যাতে বিধান সভায় যেতে না পারে সে জন্য ওরা কার্ফু জারী করেছেন, মিলিটারী দিয়েছেন। গতকাল বিকেল থেকেই চলছে। হিন্দু মুসলিমদের দিয়ে দাঙ্গার সৃষ্টি করেছেন। এই দাঙ্গার বলি হয়েছেন ছয় ছয়টি লোক। আজকের গোটা ভারতবর্ষের গণতন্ত্র বিপন্ন শ্রীমতী গান্ধীর জন্য। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমার কিছুই করণীয় নেই, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তিনি নাকি কিছুই জানেন না।

আজকে রাজ্যে রাজ্যে মানুষ ঐক্য বদ্ধ হচ্ছে। নিজের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। কাজে কাজেই এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হউক। রাজ্য সরকারের বাধা দেওয়া সত্বেও বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে। উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করতে হবে, না হলে তাঁরা যে কিছুই করতে পারছেন না। নির্বাচনের অর্থ কি ? বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্যই এই অবস্থা কিংবা বলা যেতে পারে ব্যবস্থা। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে এই সব কাজই চলছে। আজকে গোটা ভারতবর্ষেই বিপদ দেখা দিয়েছে।

স্যার, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজকে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য যে অভিযান চালাচ্ছেন, সে অভিযানকে বন্ধ করার জন্য আজকে বিরোধী দলগুলির উপর দায়িত্ব এসেছে। আজকে বিধান সভায় যে প্রস্তাব এসেছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ যেন ঐক্যবদ্ধ ভাবে শ্রীমতী গান্ধী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম নস্যাৎ করার জন্য এগিয়ে আসেন, এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় সদস্য, আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর এবং অন্ধ্রে দুইটি নির্বাচিত জনপ্রিয় মন্ত্রীসভাকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান-বিরোধী পদ্ধতিতে বাতিল করার জন্য যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, আজকে অর্থনৈতিক সংকটে সারা ভারতবর্ষের ৬০ কোটি মানুষ দিশেহারা। শ্রীমতি গান্ধী প্রায়ই গর্ব করে একথা বলতেন যে এশিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষ হচ্ছে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেই শ্রীমতি গান্ধীই সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদলিত করার চেষ্টা করছেন নির্বাচিত সরকারগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে। স্যার, আমরা দেখেছি শ্রীমতি গান্ধী মধ্যপ্রদেশ থেকে প্যারা-মিলিটারী ফোর্স রাত্রি বেলায় শ্রীনগরে নিয়ে জমায়েত করেছেন এবং কার্ফু জারী করে পরদিন ভোর ৪টার সময় ফারুক আব্দুল্লাকে বললেন যে, তোমার মন্ত্রীসভা নেই। এই ভাবে কার্য্যকলাপ চালিয়ে অগণতান্ত্রিক ভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের মন্ত্রী সভাকে বরখাস্ত করা হলো। তেমনিভাবে অন্ধ্রপ্রদেশেও তাই করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহোদয় একটু আগে উনার বক্তব্যে বলেছেন যে অন্ধ্রে রামা রাও সরকারের ২৯৪ জন এম, এল, এর মধ্যে ১৮০ জনই ছিল তাঁর সমর্থক। ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছেও তিনি ১৬০ জন সার্থক এম, এল, একে নিয়ে হাজির হয়েছেন। রামা রাও চিকিৎসার জন্য যখন আমেরিকায় গিয়েছেন তখন শ্রীমতি গান্ধী অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়েছিলেন এবং সরকার ভাঙ্গার পরিকল্পনাটা সেখানেই হয়। রামা রাও মাননীয় রাজ্য পালকে বলেছিলেন ১৫ আগষ্টের পরে বিধান সভা ডাকার জন্য। কিন্তু বিধানসভা না ডেকে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থক এক সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। ১৯৫৭ সাল থেকেই কংগ্রেসীরা এই সমস্ত জঘন্য কাজগুলি করে আসছে। তাদের

এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপে ভারতবাসী আজ উদ্বিগ্ন। স্যার, অল ইণ্ডিয়া স্পীকারস কনফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তকে পদদলিত করে শ্রীমতি গান্ধী একের পর এক সরকার ভেঙ্গে দিয়েছেন। এই যে অবস্থা, তার একমাত্র মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। আজকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যে পদ্ধতিতে দেশ শাসন করছেন তাতে শ্রমিক, কৃষক থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি স্তরের লোকই আর্থিক সংকটে জর্জরিত। সেই অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং কেন্দ্র উপায়ন্তর না দেখে এসমা নাসা প্রভৃতি কালা কানুন তাদের উপর জারী করছেন। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার বলেছেন, আমেরিকায় লসএঞ্জেলসে যে এতবড় খেলা হয়ে গেল, তাতে ভারত একটা পুরস্কারও আনতে পারেনি। এটা নিঃসন্দেহে শাসকগোষ্ঠী তথা সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক। স্যার, সারা ভারতবর্ষে ৭০ কোটি মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার ৩৭ বৎসর পরেও ভারতবর্ষের ৪০ কোটি মানুষ নিরক্ষর। লস এঞ্জেলসে নিরক্ষতার জন্য যদি কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকত তাহলে শ্রীমতি গান্ধী নিশ্চয়ই একটা পুরস্কার নিয়ে আসতেন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ ইং সনে ভারতবর্ষের শতকরা ৩২ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করত। ১৯৮৩ইং সনে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ ভাগ এবং ৮৪ইং সনে নিশ্চয়ই এই সংখ্যাটা আরও বেড়ে গেছে। ১৯৪০ইং সালে ভারতবর্ষের জোতদার মুনাফাখোরদের সম্পদ ছিল মাত্র ২০ কোটি টাকার। কিন্তু আজ সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকায়। কাজেই শ্রীমতী গান্ধী যে বেশ জোর কদমেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করছেন এটাই তার প্রমাণ। তার জন্যই শ্রীমতী গান্ধী কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারছেন না। তাই তিনি নির্বাচিত সরকার গুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে গণতন্ত্রকে পদদলিত করেই চলছেন। তাই আজকে ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষক কর্মচারী শ্রীমতী গান্ধীর এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য আপনি, ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন

শ্রীজওহের সাহা : মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি কতগুলি কারণে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আজকের এই প্রস্তাবটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষকে বিপথগামী করার জন্য এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের আশা আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করার জন্যই এই প্রস্তাব আনয়ন। বামফ্রণ্ট সরকার যে একটা চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে চলছেন এই প্রস্তাবেই তার প্রতিফলন হয়েছে। স্যার, আমি সর্বান্তকরণে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং হাউসের কাছে আবেদন করছি ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে, ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির কথা চিন্তা করে হাউস যেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। স্যার, আজকে এখানে কাশ্মীরের কথা বলছেন, ফারুক আবদুল্লাকে নিয়ে নাচানাচি করছেন, রামারাওকে নিয়ে উনারা খেলা করছেন। কিন্তু কাশ্মীরের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যখন খেলতে গিয়েছিল তখন পাকিস্তানীরা যে তাদের উপর লাঠি পেটা করেছিল, কই তার জন্য তো একটা কথাও আপনাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল না। ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে নষ্ট করার জন্য মার্কিন দালালরা যে চক্রান্ত করছে, অশুভ শক্তি আর, এস, এস, ; জনসংঘ মদতে ভারতের সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে তার জন্য তো আপনারা একটা কথাও বলছেন না। বলবেন কি করে, তাদের ছত্র ছায়ায় এসে আপনারাও যে নাচতে শুরু করে দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কারা বিরোধিতা করেছিলেন ? স্বাধীনতার আগের সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা চিন্তা করলেই সহজেই অনুমান করা যাবে কি দুরূহ অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসীরা লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন করেছিলেন। সে কথা কি এত সহজেই ভুলে গেলে চলবে ? সেই ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অগ্রগতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু আজকে সারা ভারতবর্ষে অখণ্ডতা বিনষ্ট করার জন্য বামপন্থীরা উঠে পড়ে লেগেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, কাশ্মীরের গণতন্ত্র, অন্ধ্রের গণতন্ত্রের জন্য আজকে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা চিৎকার শুরু করেছেন, কারণ সেখানে নাকি গণতন্ত্র বলতে কিছুই নেই, সমস্ত কিছুই নাকি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলছে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য কি মাননীয় সদস্যরা চিন্তা ভাবনা করছেন ? মিঃ স্পীকার

স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উগ্রপন্থী নামে কতগুলি লোকের সাথে গোপনে মিটিং করে তাদের বৈরী আন্দোলনে মদত দিচ্ছেন। এই তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য, আপনি এক মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা: স্যার, আমাকে আরো দুই মিনিট সময় দিন। আমি অনুরোধ করব যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, কাশ্মীরের কথা বলেন কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা একবারও চিন্তা করেন না। আজকে আপনারা অন্ধ্রের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কারণ অন্ধ্রের গণতন্ত্রের কথা বলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। তাই গণতন্ত্র বলে হাউসের মধ্যে আজকে আপনারা নানা ধরনের বক্তব্য রাখছেন।

কর্মসংস্থানের নামে আপনারা একটা লিষ্ট টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রের নমুনা হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার এম, এ পাশ, বি. এ পাশ করে বসে আছে কিন্তু তাদের চাকুরী হচ্ছে না। কিন্তু যারা কেডার, যারা তাদের টাকা দিয়েছেন, যারা কো-অপারেটিভ করে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাদের চাকুরী হয়েছে, এই হচ্ছে গণতন্ত্র। সুতরাং মিঃ স্পীকার স্যার, আমি হাউসের কাছে এইটুকু আশা রাখব যে, এই যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এনেছেন আসলে বাস্তবের সাথে তার সামঞ্জস্য নেই। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সে দিকে সরিয়ে দেবার জন্য করেছেন। বরং ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসুন, তাহলে গণতন্ত্রও সুরক্ষিত হবে।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিক লাল রায়: মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে রিজলিউশ্যান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই রিজিউলিশ্যানে বলা হয়েছে অন্ধ্র, জম্মু-কাশ্মীরের মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৯ ইং সনের যে সংবিধান উনি দেখিয়েছেন সেই সংবিধান মূলে এই রাজ্যগুলির মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে গিয়েছে, দেওয়া হয় নি।

আজকে আমি একটা প্রশ্ন রাখছি এই সভায় মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের আমি বলতে চাই, যে সংবিধানের কথা উনারা বলছেন, আজকে যদি বামফ্রন্ট থেকে ১২ জন এম, এল, এ অনাস্থা আনেন তাহলে বুঝতে পারবেন অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করতে হবে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করতে হবে, তাই উনারা বিরোধিতা করছেন।

আজকে শুধু বিরোধিতা ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীকে বিরোধিতা করতে হবে তাই এই রিজলিউশান। যে কোন দলই সে অন্যায় করুক আর ন্যায় করুন তার পক্ষে থেকে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতা করতে হবে এইটাই হচ্ছে তাদের কাজ। বিরোধিতা করতে হবে তাই উনাদের বিরোধিতা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে, রামারাও উনার যে কার্য্যকলাপ, তিনি যদি জনসাধারণের হিতার্থে কাজ করতে না পারেন, যার জন্য উনার বিরুদ্ধে সদস্যারা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে এটা কি ইন্দিরা গান্ধীর দোষ হল? সুতরাং অন্ধ্রের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে গিয়েছে, ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি। মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য কেশব বাবু ডাইরেক্ট ইন্দিরা গান্ধীকে হিট করে বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, জম্মু ও কাশ্মীরে সেখানে উনারা কি লক্ষ্য করেন নি বিধায়করা অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন কারণ ঐখানে পাকিস্তানের পতাকা তুলে শ্লোগান দেওয়া হচ্ছিল কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। তারজন্য ফারুক আবদুল্লার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল বিধায়ক মণ্ডলী! সংবিধানে নেই। কোন সংবিধানে নেই সংখ্যালঘুকে দিয়ে সরকার গঠন করতে হবে। এটা ত্রিপুরা সরকার পারে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে • জন মেম্বারের সমর্থন পেয়ে একজন প্রধানের ক্ষমতা দিয়ে দিলেন। ৪ জন মেম্বার তাদের সমর্থন করলেন না। এইভাবে ওরা অগণতান্ত্রিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাম বিরোধী দল যারা উঠে-পড়ে লেগেছে ইন্দিরা গান্ধীকে হটানোর জন্য। কিন্তু জনসাধারণ ভাল করে বুঝতে পেরেছেন এবং ভোটের বাক্সে রায়ও দিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধীর দিকে। ইন্দিরা গান্ধীর মত এমন ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেনি। বিরোধী দলগুলির একটি মাত্র ব্যাপার যে কেমন করেই হোক ইন্দিরাকে হটাতে হবে। স্বর্ণমন্দিরের ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন। এবং সেখান থেকে অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কই উনারা ত একবারও বললেন না উনি ভাল কাজ করেছেন। স্বর্ণমন্দিরের অস্ত্র যে উদ্ধার করা হয়েছে তার কথা ত একটিবার বলা হয়নি। অস্ত্রগুলি কোথা থেকে পেল? স্বর্ণ মন্দিরের ভিতরে কি করে এত অস্ত্র এল। আজকে যে সমস্ত দলগুলি

বিচ্ছিন্নতাবাদী, তারা একসঙ্গে মিলে ভারতবর্ষেকে টুকরো টুকরো করবার চেষ্টা করছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ আনছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে কিছুদিন আগে চাকরী হল তা ঠিক ঠিক ভাবে হয়েছে কি না। আমরা লক্ষ্য করেছি, সোনামুড়াতে ঘরে ঘরে শিক্ষিত বেকার চাকরীর অভাবে না খেয়ে মরছে। আজকে কারা চাকরী পাচ্ছে? কেডারদের চাকুরী হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার অনেক মানুষ বেকার! তা সত্বেও শিলচর থেকে আগত ম্যাজিস্ট্রেটের বোনকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। আর ত্রিপুরার শিক্ষিত বেকার অনাহারে মরছে এই কি গণতন্ত্র? এদের লজ্জা হয় না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এদের ভূমিকাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করা। আজকে ইন্দিরা গান্ধীকে হটানোর জন্য নানারকমভাবে চীৎকার আরম্ভ করছেন। তারা ভাবছেন ইন্দিরা গান্ধী না থাকলে ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী হামলা আরও বাড়ানো যাবে। কেন্দ্রীয় সরকাবের কাছে যখন দাবী রাখা হয় উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য, বামফ্রন্ট সবকার তার বিরোধিতা করে থাকেন। বলেন, না উপদ্রুত অঞ্চল নয়, আরও সি, আর, পি, দাও। আজকে আমরা কি লক্ষ্য করছি? কোটি কোটি টাকা আসছে কিন্তু কাজ কিছুই হচ্ছে না। রাস্তাঘাট সংস্কার করা হচ্ছে না। আগেও টাকা আসত, এখনও টাকা আসে। আজকে এখানে খুনের রাজত্ব চলছে। মানুষকে কুপিয়ে মারা হয়।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীরসিক লাল রায় : অতএব আমি এই রিজলিউশনকে সমর্থ করতে পারছি না। আমি টেজারী বেঞ্চের সমস্ত সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব তারা যেন এই অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ; মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস : মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব উথাপন করছেন, আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য উপস্থাপন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে আজ এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, যখন সারা ভারতবর্ষের আজকে

শাসকগোষ্ঠি যারা আছেন গণতন্ত্রের নামে চীৎকার করছেন, তারা গণতন্ত্রের পাহাড়াদার হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করছেন, ঠিক এই সময়ে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটছে সেটা অত্যন্ত বিপদজনক। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীকে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তির করা হয়েছে। অর্থাৎ জনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার সরকার প্রতিষ্ঠা করছেন, সেই সরকার কোন মর্যাদা পাচ্ছেনা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস : এর পর আমরা দেখলাম কাশ্মিরের অবস্থা, সেখানে নির্বাচিত ন্যাশান্যাল কনফারেন্স সরকারকেও কংগ্রেসের অদৃশ্য হস্ত দ্বারা ভেঙ্গে দেওয়া হলো, আমরা দেখলাম রাজ্যপালকে সামনে রেখে ওরা এইটা করল। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সামনে আজকে কংগ্রেস সরকার তাদের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের এই নজির সৃষ্টি করেছে এবং এইভাবে গণতান্ত্রিক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে নষ্ট করছে। সেখানে আজ আর কোন গণতান্ত্রিক সরকার নাই। তাদের বিধানসভা অগণতান্ত্রিক পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত হল, কারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোড়ে রাজ্য শাসনের সুযোগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তারপর অন্ধ্রে আমরা দেখলাম একজন দলত্যাগীকে প্রশ্রয় দেওয়া হলো। নির্বাচিত সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে সেই দলত্যাগীকে আসনে বসানো হলো। সেখানকার মোট সদস্য সংখ্যা হল ২৯৫ জন, আর তার মধ্যে ১৬১ জন রামা রাওয়ের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তাকে গদীচ্যুত হতে হল। আর সংখ্যা লঘিষ্ঠ ঐ ভাস্কর রাওকে গদীতে বসানো হল। সেখানে আজ গণতন্ত্রের নাম দিয়ে গণহত্যা করা হচ্ছে। আজকের কাগজে দেখলাম হায়দ্রাবাদে আজকে দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে, তাতে সেখানকার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। সেখানে আজ সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে। তার পরে বলা হয়েছে যে আগামী কালকে তাদের শক্তি পরীক্ষার দিন, ১১ই সেপ্টেম্বর। সেখানে একটা অর্ডিন্যান্সা জারী করে সেখানকার বিধানসভাতে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তারপর আজকে সেখানে কোন দর্শকও ঢুকতে পারবে না। এই পরিকল্পনাটি অবশ্য করা হয়েছে রামা রাওয়ের সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এবং ভাস্কর রাওকে সংখ্যা গরিষ্ঠ করার জন্য। আমি আমাদের বিরোধী সদস্যদের আজকে জিজ্ঞাসা করি মানে তাদের মধ্যে যারা বলেন যে ইন্দিরা গান্ধী কি দেবী না মানবী, তাদেরকে বলি ওনার আজকের এই কাজগুলি কি ভাল হচ্ছে? ওনার সঙ্গে এরা কি চায়, এরা কি স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না? গণতন্ত্রের প্রতিষ্টাতা এই কংগ্রেস সরকারকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে স্বাধীনতার ২০/২৫ বছর পরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কি তাদের কোন নির্বাচন হচ্ছে? আজকে

কি তারা সারা ভারতবর্ষে স্বৈরতন্ত্রকে কায়েম করতে চায় না? আজকে তাদের পরি-কল্পনার জন্য সাধারণ মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই সরকার প্রথমেই একটা নিয়মনীতি করেছে, চাকুরী ক্ষেত্রেও তার নিয়োগ নীতির মাধ্যমে সে হাজার হাজার বেকারকে চাকুরী দিয়েছে, তাদের চাকুরী পাওয়ার অধিকার তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসরা জানে গত দিনে কিভাবে এরা হাজার হাজার ঘুস দিয়েও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ধনতান্ত্রিক সংকটের মধ্যে পড়ে কংগ্রেসের অবস্থা সংকটময়. অথচ বামফ্রন্ট সরকার সারা ভারতবর্ষের সমস্ত গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করার এই নজির সৃষ্টি করার মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের এই প্রস্তাব সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি আশা করব সারা ভারতবর্ষের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সামর্থনে বামফ্রন্ট সরকারের যে কার্য্যকলাপ তাকে সবাই সমর্থ জানাবেন এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন, এই আশা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহাশয়ের আনীত এই প্রস্তাবের আমি বিরোধীতা করছি। ভারতবর্ষের মানুষের যে চিন্তা ও আদর্শ, সব মিলিয়ে যে ভারতবর্ষ তার যে একটা সক্রিয় বৈশিষ্ট্য আছে সংস্কৃতি আছে. আমরা দেখেছি মানুষের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিদ্যা শক্তির বিকাশ হয় এবং শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হতে পারে। কোন এক সময় কোন একটা জিনিষ ঠিক হতে পারে. আবার পরবর্তী পরিস্থিতিতে আবার সেটা বেঠিক হতে পারে এবং এইটাই হল স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের সংবিধানকে সেইভাবে চিন্তা করেই তৈরী করা হয়েছে যাতে মানুষের স্বার্থে পরবর্তী সময়ে তার রদ বদল করতে পারে। সেই সংবিধানের কথা চিন্তা করতে গিয়ে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে, তাতে আমার মতে মাননীয় স্পীকার স্যার, সত্য রক্ষা-কারী ত্রিপুরার সরকারকে আমরা দেখেছি আজ ত্রিপুরার যে সার্বিক সমস্যা রয়েছে আমাদের সামনে, তাতে আমার মনে হয় এখানে শুধুমাত্র ত্রিপুরার সমস্যার কথাই বলা

হয়েছে কারণ আজকে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বংসের পথে, ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা বলে তো কিছুই নাই, যেটা ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে। টি, আর, টি, সির, ক্ষেত্রে দেখেছি, জুট মিলের ক্ষেত্রে দেখেছি, চিনির কলতো শেষই হয়ে গেল গত বিধানসভায়। তারপর ল্যাম্পস, প্যাকস সব ক্ষেত্রেই, মোট কথা ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আজ শেষ হওয়ার পথে। ত্রিপুরার জাতি উপজাতির এতদিনের যে সম্প্রীতি সেখানেও আজ অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে, হাটে বাজারে শিক্ষায়তন যেখানেই যান দেখবেন জাতির সেই প্রীতির বুনিয়াদ আজ ভেঙ্গে পড়েছে। তেমনিভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, অফিসে, আদালতে, আরক্ষা দপ্তরে, সর্বক্ষেত্রেই আজ নৈরাজ্য বিরাজ করছে। জায়গায় জায়গায় আজ খুন হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমায় বলেছিলেন বলেই আমি বলছি যে ত্রিপুরার দিকে আর একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। আজকের খবরের কাগজে দেখলাম, পুলিশ সি, পি, এম, কর্মীর ধান কাটায় ব্যস্ত। তাহলে ত্রিপুরার পুলিশ কি করছে? তার পর কিছুদিন আগে একটা চলন্ত বাসে যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটাকে কি আমরা উপেক্ষা করতে পারি?

ত্রিপুরার শান্তি আজকে চলে গেছে। আজকে বাজারগুলি লুট হচ্ছে। রাস্তাঘাট থেকে সর্বত্র একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজকে আমরা দেখছি, সে দিকে না গিয়ে সি, পি, এমের দলনেতা থেকে শুরু করে দলীয় কর্মীরা পাঞ্জাবে কি হয়েছে সে কাজে লেগে গেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই সেখানে ধর্মান্ধতার নামে যদি মানুষকে খুন করা হয় তবে প্রশাসন আর কি করবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পত্র পত্রিকায় যে খবর বেড়িয়েছে সেটা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন। অন্ধ্রের সমস্যা, পাঞ্জাবের সমস্যা, কাশ্মীরের সমস্যা প্রভৃতি সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে গেলে এটার প্রয়োজন ছিল। দেশে রাষ্ট্রপতি আছেন, রাজ্যে রাজ্যপাল আছেন তারাও তো এগুলি দেখছেন। কাশ্মীর চলে গেছে, এখন অন্ধ্র নিয়ে আরেকটা রাজনৈতিক ইস্যু তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে। দেশে এখন এমন কিছু নাই যে, যেটা থেকে মানুষ আরেকটা বিরোধী দলের কথা চিন্তা করতে পারেন। তাই ওনারা দিশেহারা হয়ে এই প্রস্তাব এনেছেন। তাই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিনহা : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারগুলিকে ভাঙ্গার যে চেষ্টা সেটা ইন্দিরা গান্ধী শুরু করেন চণ্ডিগড় থেকে। সেখান থেকেই তার খেলা শুরু হয়। সেটা শুধু চণ্ডিগড়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারপর শুরু হয় কাশ্মীর দিয়ে। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন ফারুক আবদুল্লা নাকি পাকিস্তানের পতাকা তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। ওনারা জানেন কিনা জানিনা, যে বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ শাহ্ পাকিস্তানের জন্য অনেকবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে বলেছেন এবং বহুবার লোক পাঠিয়েছেন। আজকে তিনি দেশদ্রোহী হলেন না কংগ্রেসের দোরাইতে, হলেন ফারুক আবদুল্লা। আজকে আমরা দেখছি বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে হোটেলের মধ্যে আটকে রাখা হয়। আজকে একটা জিনিষ খুবই পরিষ্কার যে ইন্দিরা গান্ধী চান সারা দেশে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম হউক। যারা তাঁর বিরোধীতা করবে তারা সি পি.এম হউক, আর বি.জে পি হউক, আর যে কোন দলেরই হোক তাকে পৃথিবীতে রাখবে না। তাই মহারাষ্ট্রে আন্তুলেকে বাদ দেওয়া হল এবং সেই জায়গায় কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন সেটা জনগণের ইচ্ছার উপরে হবেনা, হবে ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছার উপরে। আমরা দেখছি মানুষের মতামতের কোন দাম নাই। এভাবে ইন্দিরা গান্ধী মানুষের অধিকারকে পদদলিত করছেন। এই কিছুদিন আগে কাশ্মীরের ঘটনার আগে সিকিমের নর বাহাদুর ভাণ্ডারী যখন আরেকটি দল গড়তে চেষ্টা করেছিলেন তখন রাতারাতি রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হল আজকে এই অবস্থা দেশে চলছে। আজকে কিছু কিছু উপজাতি যুব সমিতির সদস্য কংগ্রেস ই সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। তারাও কি সারা ভারতবর্ষকে জেলখানা বানাতে চান? অন্ধ্রের সর্বনাশ কাশ্মীরের সর্বনাশই শুধু নয়, আজকে সারা ভারতবর্ষের সর্বনাশ। আজকে আবার রাষ্ট্রপতি ধাঁচের সরকার চালু করার চেষ্টা চলছে। সারা ভারতবর্ষকে জেলখানা বানাতে জঘন্য পরিকল্পনা তারা করছে। সামান্যতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেটা আছে সেটাকেও পদদলিত করা হচ্ছে। আর বিরোধী দলের সদস্যরা সেটাকে সমর্থন করে যাচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্য। তাঁরা জনগণের কথা চিন্তা করছেন না। আজকে আনন্দবাজার, বসুমতি, সত্যযুগ যে পত্রিকাই খোলুন না কেন দেখবেন কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। আজকে পত্রিকাগুলি ভূমিকা কি, তা পত্রিকা পড়লেই বুঝা যায়। আজকে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের গরিমার একটি লাইনও কোথাও দেখতে পাবেন না। প্রগতিশীলরা ধিক্কার

জানাচ্ছেন না এমন একটি লাইনও ছাপা হয়নি এমন কোন পত্রিকা পাবেন না।

আজকে কিছু কিছু সদস্য বলেছিলেন যে, তারা এই হাউসে উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে কোন আলোচনা হতে দেবেন না। যদি হয় তবে তারা হাউস বয়কট করবেন আমি আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যে. কিছুদিন আগেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি রামদুলারী সিনহা পার্লামেন্টে বলেছিলেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে টি, এন, ভি, নামক উগ্রপন্থী দল রয়েছে তারা বাংলাদেশের সহায়তায় চট্টগ্রামে ট্রেনিং পাচ্ছে। আর এখানে কংগ্রেস (আই) এর সমর্থকরা বলছেন যে এই টি, এন, ভি নাকি বামফ্রন্টের সৃষ্টি। আজকে উনারা এটা স্বীকার না করলেও খোদ দিল্লীর সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি রামদুলারী সিনহা এ কথা স্বীকার করেছেন আজকে আপনারা কংগ্রেস আই হোক, টি ইউ, জে, এস, হোন কিন্তু আপনারা কি কোনদিন এই বিধানসভায় বা কোন পত্র পত্রিকায় এই টি, এন, ভি, এর সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করেছেন না, আপনারা করেন নি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : আমরা প্রতিবাদ করিনি, কারণ আমরা মনে করি যে টি, এন, ভি, এবং সি, পি, এম, মূলত একই দল.

শ্রীবিমল সিন্হা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার বলেছেন যে টি, এন, ভি, এবং সি, পি এম, নাকি একই দল। এইভাবে তারা তাদের সমর্থন পুষ্ট টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের আড়াল করবার চেষ্টা করছেন।

আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এতে প্রমাণিত হয় তারা গণতন্ত্র চান না। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্যে চেষ্টা করছেন। আজকে তারা দাবী করছেন যে, ত্রিপুরাকে উপদ্রুত অঞ্চলে যেন ঘোষণা করা হয়। যদি তাই করা হয় তবে, এটা হবে বাঙ্গালী এবং উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ডের ৬৮০ গ্রামে রয়েছে মিলিটারী ক্যাম্প। ত্রিপুরারও একটা অঞ্চলকে উপদ্রুত ঘোষণা করে সেখানে মিলিটারী বসিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে আমরা দেখেছি যে, সেখানে ঘটছে নারী ধর্ষণ, অত্যাচার, কিছু কিছু সেনাবাহিনীর

লোক সেখানে নারীদের ইজ্জত লুঠ করছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় এখানে সদস্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর একটা দুর্নাম চাপাচ্ছেন। যে সেনাবাহিনী দেশ রক্ষার মহান কাজে রত রয়েছেন তাদের উপর এ ধরনের বদনামের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর কোন বদনাম করছেন না। তিনি বলেছেন যে সেনাবাহিনীর কিছু কিছু লোক নারীদের উপর অত্যাচার করছে। কিন্তু তিনি সমগ্র সেনাবাহিনীর কথা বলেননি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য যেহেতু মাননীয় শ্রীবিমল সিন্‌হা সেনাবাহিনীর কিছু কিছু লোকের কথা বলেছেন সমগ্র সেনাবাহিনীর লোকেদের সম্পর্কে তিনি কোন বক্তব্য রাখেননি সেই হেতু এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা : ত্রিপুরার যে অঞ্চলে উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে সেখানে আরো বেশী করেই উগ্রপন্থীরা হামলা করেছে এই উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন মাখন সাহা, হৃদয় দেবনাথ, পুষ্পরাম রিয়াং চৌধুরীকে উগ্রপন্থীরা কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। আর এখানে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে অভিযোগ করেছেন তা ঠিক নয়। কারণ আমি আর্মির বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখিনি আমি বলেছি যে, আর্মির কিছু কিছু লোক রয়েছে যারা অনেক সময় নারীদের উপর অত্যাচার করে থাকে। সুতরাং আজকে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করছেন তারা গণতন্ত্র হত্যা করতে চলেছেন। তারা বামফ্রন্টের উপর যে দোষারূপ করছেন তা ঠিক নয় এটা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব যে, তারা যেন নিজেদের আত্মসমালোচনার দ্বারা নিজেদের শোধরে নেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক

সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করেই আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় সদস্য সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্যে প্রস্তাব এনেছেন। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি থেকেও যেন এই ধরনের সাংবিধানিক গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয়েছে তা আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখেছি।

কিন্তু আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সংকার মহাশয়ের স্মরণ করা দরকার যে, এই ত্রিপুরায় যখন মাননীয় সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভা ছিল সে সময় সি, পি, এম, ষড়যন্ত্র করে সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রফুল্ল দাসকে মুখ্যমন্ত্রী করে কোয়ালিশান মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। তারপর তারা আবার সেই মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাধিকারঞ্জন গুপ্তের নেতৃত্বে আরেকটি কোয়ালিশান মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। সে সময় এখনকার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ছিলেন অর্থমন্ত্রী। সুতরাং তখন তারা একটা নির্বাচিত সরকারকে ভেঙ্গে দেবার জন্য কোন প্রতিবাদ করেননি, বরং তারা সেই মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজেরা কোয়ালিশান মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। তখন কি আর সাংবিধানিক গণতন্ত্র হত্যা করা হয় নি?

আজকে আমরা কাশ্মীরে দেখেছি সেই ফারুক আবদুল্লা এবং জি, এম, শাহ। সেই শাহ কে? একই দলের লোক। আজকে যেমন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সি, পি, এম, এর লোক, তেমনি উপ-মুখ্যমন্ত্রীও সি, পি, এম, এর লোক। সেই রকম ফারুক আবদুল্লা এবং জি, এম, শাহ। সেই রকম এন, টি, রামারাও এবং ভাস্কর রেড্ডী তারা একই দলের লোক। কাজেই ফারুক আবদুল্লা থাকলে গণতন্ত্র রক্ষা হবে এবং শাহ থাকলে গণতন্ত্র হত্যা হবে কি করে সেটা বুঝা যায় না। তেমনি এন, টি, রামারাও থাকলে গণতন্ত্র থাকবে আর তার দলেরই ভাস্কর রেড্ডী থাকলে গণতন্ত্র থাকবে না এটাও আমরা বুঝতে পারি না। এন, টি, রামারাও রাজ্যের মধ্যে একটা একনায়কতন্ত্র চালাতে চেয়েছিলেন। সেটা তাদেরই দলের অন্য লোকদের পছন্দ হয়নি তাই তারা তাকে ত্যাগ করেছেন। বিভিন্ন বক্তা বলেছেন যে এম, এল, এ বেচা কেনা হয়ে যায়। এম, এল, এ, রা কি শিশু যে তাদের বেচা কেনা করা যায়? তারা কি দুধ খায়? তারা কি কিছুই বুঝেন না? আজকে এন, টি, রামারাওয়ের সঙ্গে ১৬৫ জন এম, এল, এ, আছেন বলা হচ্ছে। তাহলে তাদের অন্য রাজ্যে কেন আটকিয়ে রাখা হচ্ছে কি প্রয়োজন পড়েছিল?

এঁরা কি জড় পদার্থ? এরা মুরগীর মত? যে ছেড়ে দিলেই অন্য দলের সঙ্গে মিশে যাবেন?

আজকে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতি বা কংগ্রেস (আই) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে উগ্রপন্থী তৎপরতা চলছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন না। আজকে যখন যুব কংগ্রেস (আই) এর ডাকে ত্রিপুরাতে এই আগষ্ট বন্‌ধ হয়ে গেল তখন সেটা গণতন্ত্রকে হত্যার জন্য করা হয়েছে, যখন সিদ্দিকুমার ত্রিপুরাকে হত্যার প্রতিবাদে বন্‌ধ হয়ে গেল তখন নাকি গণতন্ত্রকে হত্যার জন্য সেটা করা হয়েছে। এটা তারা দেখবেন না। কারণ, তাঁরা নাকি আকাশের মেঘ দেখে না শুধু বিধানসভায় বক্তৃতা রেখে আর সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া, এভাবে গণতন্ত্র রক্ষা হয় না। যদি গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে এটা ভুল করেছেন। যদি কাশ্মীর বা অন্ধ্র প্রদেশে অন্য কোন দলের সরকার গঠন করা হত তাহলে বুঝতাম এটা বিরোধিতার কারণ আছে। ফারুক আবদুল্লা বিধানসভায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, তাই তাঁকে সরানো হলো। সেটা বিধানসভাতেই প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে দোষটা কোথায়? আজকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছে। সেখানে তারা চেষ্টা করছে গণতন্ত্রের কণ্ঠকে রোধ করতে। তারা সংবাদপত্র বন্ধ করে দিতে চাইছে? আনন্দবাজার পত্রিকা কি অপরাধ করেছিল? তারা তো চেয়েছিলেন আনন্দবাজার বন্ধ হয়ে যাক্। সেইভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারা বলছেন, এ পত্রিকা পড়ো না, সেই পত্রিকা পড়ো না ইত্যাদি। এইভাবে যাঁরা গণতন্ত্রের কণ্ঠকে রোধ করতে চাইছেন তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শোভা পায় না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অনেকেই প্রস্তাব বহির্ভূত কথা বলছেন। আমি সেইগুলির উত্তর দিতে চাইছি না। কংগ্রেস (আই) এর ইতিহাস হচ্ছে গণতন্ত্র হত্যার ইতিহাস এবং বর্তমানে যিনি কংগ্রেস নেত্রী বা প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলের মধ্যে তিনিই সর্বেসর্বা। ত্রিপুরাতে বা ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে কি না

জানি না। কে কংগ্রেস সভাপতি হবেন সেটা ইন্দিরা গান্ধীকেই ঠিক করে দিতে হয়। এবং সেখানে তারা এটা নিয়ে মারামারি করেন। সেটা থামাবার জন্য পুলিশ পর্য্যন্ত পাঠাতে হয়। সেসবের মধ্যে আমি জাচ্ছি না। কে কার সংগে লড়াই করবেন. প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কে ডেপুটি যুব নেতা ছিলেন সেটা কথা নয়। হঠাৎ করে তাঁদের হাত প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারিতে সরিয়ে দেওয়া হলো। এটা তো গণতন্ত্র হত্যারই ফল। আজকে দেখতে হবে স্বৈরতন্ত্রটা কি? ভারতবর্ষে যেখানে ৭০ কোটি মানুষ আছে, যেখানে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, উপজাতি এত লোক আছে সেখানে একটা কোটারী রয়েছে। আজকে টপলিং বা সরকার ভাঙ্গার বেলায় ভারতকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা শুধু ফারুকের ব্যাপার নয়, একটা দুটা রাজ্য সরকারকে ফেলার ব্যাপার নয়, এমন কি সুপ্রীম কোর্টকে পর্য্যন্ত হাতের মুঠোয় নিয়ে গেছেন। সমস্ত আই, এ. এস, অফিসারদের হাতের মুঠোয় নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে। পাঞ্জাবের কথা বলা হচ্ছে স্বর্ণ মন্দির থেকে সৈন্য অপসারণের দাবী উঠেছে। স্বর্ণ মন্দির কি করে একটা অস্ত্রাগারে পরিণত হলো? সেটা তো ত্রিপুরা রাজ্যের মত একটা জঙ্গলের মধ্যে নয়। সেটা তো একটা শহরের মধ্যে। শ্রীমতি গান্ধীর নজরের মধ্যে। সেখাই আমরা দেখেছি উদ্ধার করা অস্ত্রসস্ত্রের ছবি। আধুনিক সাফস্টিকেটেড অস্ত্র। মার্কিন দেশ থেকে. পাকিস্তান থেকে সেগুলির আমদানী হয়েছে। সেগুলি তো এক দিনে আমদানী হয় নি। তার জবাব কে দেবে? দিল্লীতে যারা বসে আছেন তাঁরা পঞ্জাবের সমস্ত পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখলেন কেন? রাজস্থান দিয়ে অস্ত্র যাচ্ছিল স্বর্ণ মন্দিরে। এটা তো আমাদের নীতি যে কোন ধর্মসংস্থানে অস্ত্র নেওয়া যাবে না। কিন্তু ধর্মকে তাঁরাই বেশী করে রাজনীতিতে ব্যবহার করছেন। ইলেকশান যখন আসে তখন দেখা যায় মন্দিরে, মসজিদে তাঁরা যাচ্ছেন। কাজেই ধর্মকে যদি কেউ রাজনীতিতে ব্যবহার করে থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশী করছেন শ্রীমতি গান্ধী। রাজীব গান্ধী প্রথমে সার্টিফিকেট দিলেন ভিন্দ্রানওয়ালাকে, যে তিনি রাজনীতি করেন না। কি কারণে এটা দেওয়া হয়েছিল? কারণ অকালী দল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং কংগ্রেস সেখানে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কাজেই ভিন্দ্রানওয়ালাকে কংগ্রেসের দরকার। সেখানে যেমন ভিন্দ্রান ওয়ালা তৈরী করছেন এখানেও ঠিক তেমনি ভিন্দ্রানওয়ালা তৈরী করছেন। তা মনে রাখতে হবে।

শ্রীমতী গান্ধী তো কতবার বলেছেন টপলিং বন্ধ করার জন্য আইন করতে হবে? কিন্তু সেটা করছেন কি? আর টপলিং এর অর্থটা কি? ডিফেকশন অর্থটা কি?

না, এ'া হচ্ছে কালো টাকা। মেঘালয়ে কি কংগ্রেস জিতেছিল? মনিপুরে কি কংগ্রেস জিতেছিল? নাগাল্যাণ্ডে কংগ্রেস জিতেছিল? আপনারা যারা ইলাসট্রেডেড উইকলি পড়েছেন, তারা নিশ্চয় দেখেছেন, নাগাল্যাণ্ডের শাসন ক্ষমতায় যিনি বসেছেন, তিনি এককালে ফিজোর সাথী ছিলেন, শ্রীমতি গান্ধী তাকেই এক কোটি টাকা দিয়ে নাগাল্যাণ্ডের মুখ্য মন্ত্রীত্বে বসালেন। একথা দেশে ছড়িয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিদেশেও ছড়িয়ে গিয়েছে। তাহলে দেখুন আমাদের দেশ সম্পর্কে বিদেশীদের কি রকম ধারণা হল। তবে একমাত্র উনি পারছেন না পশ্চিম বঙ্গে। এখানে গরীব মানুষকে তো আর টাকা দিয়ে কেনা যায় না। কাজেই এই দুইটি রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরাতে টাকা দিয়ে কিনতে পারছেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার এটা কোন প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হচ্ছে যেভাবে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিকে সরানো হচ্ছে, তার মধ্যে কাশ্মীর এর ডাঃ ফারুক আবদুল্লাকে আর অন্ধ্রের এন, টি, আরকে সরানোর মধ্যে অনেক গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয়েছে ডাঃ ফারুক আবদুল্লা পাকিস্তানের চর, পাকিস্তানের সংগে তার যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু একথা বলার কারণটা কি? এক সময়ে তো শ্রীমতি গান্ধী ডাঃ ফারুক আবদুল্লার সংগে কংগ্রেস (আই) এর সমজোতা করতে চেয়েছিলেন, কৈ তখন তো তার সম্পর্কে একথা বলা হয়নি। ডাঃ ফারুক আবদুল্লা যখন সেই সমজোতায় রাজী হলেন না, তখনই তিনি পাকিস্থানী হয়ে গেলেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা তো জানতাম যে নেহারু পরিবার আর শেখ আবদুল্লার পরিবার বলতে গেলে একই পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নেহেরু তো এক সময়ে শেখ আবদুল্লাকে দিল্লীতে এনে মন্ত্রীর পদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেখ আবদুল্লা তাতে রাজী হন নি, তিনি বলেছিলেন, আমি এই রাজ্যের মানুষের সংগে একাত্মা হয়ে থাকতে চাই। কাজেই তিনি দিল্লীতে মন্ত্রী হতে আসেন নি। শ্রীমতি গান্ধী একবার দিল্লীতে ডাঃ ফারুকের মায়ের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং দেখা করতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করে বসলেন যে আপনার ছেলেরা যে খারাপ হয়ে গেছে। মা বললেন আমি তো সেই রকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না ফারুক তো সবার সংগে সদ্ভাব রাখতে চায় বলে, আমি জানি। ডাঃ ফারুক একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, সেদিন থেকেই আমি বুঝলাম যে দিল্লীতে আমার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলছে। তারপর সেই বছরের জানুয়ারী মাসে কাশ্মীরের গভর্ণরকে ডাকা হল, সেই গভর্ণর মহোদয় একজন ভদ্রলোক, তিনি এর আগে আমাদের এখানেও ছিলেন, বি, কে, নেহেরু, তিনি বললেন, আমার বয়স

হয়েছে, আমাকে দিয়ে এই কাজ করাবেন না, বরং আমাকে ছেড়েই দিন। সংগে সংগেই আর একজন নূতন করে গভর্ণর করে নিয়ে এলেন আর অন্য দিকে আপনারা নিশ্চয় খবরের কাগজ থেকে জেনেছেন যে মধ্যপ্রদেশে আমাদের যে সামরিক বাহিনীর ইউনিট রয়েছে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল, যে তোমাদের একটা শীতের দেশে যেতে হবে, কাজেই তোমরা তৈরী হয়ে নাও। তখনও কিন্তু ডাঃ ফারুকের দলে ভাঙ্গান ধরেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে সব রকম জাল পাতা হয়ে গেছে। কাজেই এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা আমরা জনগণের কাছে উপস্থিত করেছি। এভাবে সংবিধানের যে নির্দেশ তাকে নষ্ট করা হয়েছে, সেখানকার যে আইন কাশ্মীরের যে নিজস্ব আইন তাকেও অমান্য করা হয়েছে দিল্লীতে বসে ডাঃ ফারুককে সরানোর এই যে ষড়যন্ত্র করা হল, তার কারণটা কি? তার কারণ হল সেই কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ফারুককে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীমতি গান্ধী অনেক চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তার সেই সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি তাকে দিল্লীতে মন্ত্রী করার টোপও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ডাঃ ফারুক তাঁর পিতার মতই নিজেকে কাশ্মিরের জনগণের সংগে একাত্ম হতে চেয়ে ছিলেন বলে, তিনি দিল্লিতে আসতে চান নি। ডাক্তার ফারুক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে বলতে শুরু করলেন যে আমি প্রথমে ভারতীয়, তারপরে আমি কাশ্মিরী। এর আগে তো এই রকম কথা আমরা আর কোন নেতার কাছে শুনতে পাই নি। আমরা যখন কাশ্মিরের শ্রীনগরে গেলাম, তখন ১০ লক্ষ লোকের বিশাল জনতার সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে সেই ডাঃ ফারুক বললেন যে আমি প্রথমে ভারতীয় তারপরে কাশ্মিরী, কাজেই ভারতবাসীর জন্যই আমি আমার প্রথম রক্ত দেব। একথা তো উনি আমাদের সামনেই বলেছেন আমরা বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন সেই সভায় ভাষণ দিয়েছি। কংগ্রেসের মতো আমরা যদি সদস্য কেনা-বেচা করি তাহলে তো আমাদের বিরোধী দলের ব্যাংক খালি হয়ে যাবে, তাছাড়া আমাদের কাছে তো এত টাকাও নেই, অপর দিকে ইন্দিরা গান্ধীর হাতে তো এসব কিছু রয়েছে। কাজেই এই যে খাঁচার লোকগুলি আছে, সেগুলি খাঁচাতে থাকুক, সেগুলি যাতে পালাতে না পারে তার সব ব্যবস্থাই শ্রীমতি গান্ধীর আছে। কাজেই এটা হচ্ছে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্যার আমি আর বিস্তারিত আলোর মধ্যে যাচ্ছি না। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে অন্ধ্রতে কি হচ্ছে। এটা একটা নীতির প্রশ্ন, শ্রীমতি গান্ধীর নীতি হল আমার দলের একজন লোককে সেই পদে বসাতে হবে যেখানে যিনি গভর্ণর তাঁর সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পাঞ্জা প্রশাসনের পুলিশ দপ্তরে ছিল, তবু তাকে একটা রাজ্যের গভর্ণর করে নিয়ে এলেন কেন। ভারতবর্ষ এতবড় একটা দেশ, এই দেশে কি আর

ভাল লোক নেই? কত বড় বড় অফিসার এমন কি সেন বাহিনীর অনেক লোক তো রিটায়ার্ড হচ্ছেন, যেমন আমাদের এখানেও একজন দিয়েছেন, এই রকম তো অনেক লোক আছেন তাদের মধ্য থেকে তো একজনকে নেওয়া যেত, কিন্তু না, ঐ বিশেষ প্রতিভাবান লোকটাকে নিয়ে আসা হল, সেই অন্ধ্রতে। এখানে যেহেতু একটা গভর্ণরের পর, তার একটা পজিশন আছে, কাজেই এটা নীতির প্রশ্ন যে এখানে গণতান্ত্রিক উপায়ে এটা করা হচ্ছে কিনা। তারপর পশ্চিম বাংলাতেও সেই রকম একজন ছিলেন. তিনি অবশ্য আমার সংগে দেখা হলেই জড়িয়ে ধরতেন, কারণ তিনি অনেক দিন ধরে টেড ইউনিয়ন করতেন, তাঁর সম্পর্কে আমি খুব খুসী। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ঐ ভদ্রলোক কেন চলে গেলেন, তা ভেবে আমি বিস্মিত। তাঁর তো রাত্রির অন্ধকারে বাম-ফ্রন্টকে না জানিয়ে চলে যাওয়া উচিত হয়নি। তাঁর যে পদ মর্যাদা বিদায়-কালে তাঁর তো একটা বিদায় সম্ভাষণ পাওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলা তো আর জম্মু কাশ্মির, কর্ণাটক বা অন্ধ্র নয়। পশ্চিম বাংলা পশ্চিম বাংলাই। একথাটা দেরীতে হলেও শ্রীমতি গান্ধী বুঝতে পেরেছেন যে পশ্চিম বাংলাকে গলা টিপে মারা যাবে না। তাই অন্যভাবে চেষ্টা করছেন যে পশ্চিম বাংলাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া যায় কিনা, যেটা ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে হয় নি। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া থেকে রাজ্য সরকার চালানোর জন্য কোন ঋণ দেওয়া যাবে না। একটা বিরোধী দল পরিচালিত সরকারের কি দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে ওরা দেখছেন, আমরা কি সেটা বুঝতে পারছি না? আজকে ত্রিপুরাতে রেলওয়ের জন্য টাকা আসছে না কিন্তু রেল-ওয়ের টাকা ঐ মালদহতে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে দেখুন টাকার কোন অভাব হচ্ছে না, নতুন নতুন অনেক কিছু করা হচ্ছে, কারণ সামনে নির্বাচন আসছে তো, জিততে হবে, তাই নিত্য নতুন করে সাজাচ্ছেন।

পার্লামেন্টের ইলেকশান আসছে কাজেই ত্রিপুরা শেষ হয়ে যাক ত্রিপুরার জন্য রেলের দরকার নাই—কাজেই উদের লজ্জা থাকা দরকার। সাধারণ একটা প্রসেসিং সেন্টার এটাও হচ্ছে না—কাজেই আমাদের বুঝতে হবে কি পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। কাজেই রামা রাও বা জে, কে, মিনিস্ট্রি সরাবার ক্ষেত্রে শুধু টাকার খেলা চলছে। আশ্চর্যের কথা ১১জন এম, এল, এ. ১১জনকেই মন্ত্রী করা হল কি জবাব আছে এর? বলা হচ্ছে তুমি যদি আমার দলে আস তাহলে তোমাকে মন্ত্রী করা হবে—এটার নাম গণতন্ত্র? আর তার

ষ্ট্যাম্প হচ্ছে কংগ্রেস (ই), কাজেই আজকে আমাদের বুঝতে হবে এই যে খেলা চলছে—আমি মাননীয় সদস্যদের আর একবার জিজ্ঞাস করতে চা-, সম্ভবত উনারা খবরের কাগজ কম পড়েন। আমাকে এক্ষণই দেখাতে বলছি না, আগামী ১৭ তারিখ পর্য্যন্ত সময় দিলাম একটি কাগজ দেখাতে পারেন, যারা এন. টি, আর, কে সরানোর ব্যাপারে সমর্থন করছে? সেখানকার গভর্ণর যদি ঠিক কাজই করে থাকবেন তাহলে তাঁকে কেন সরান হল, আজকে শ্রীমতী গান্ধী কেন বলছেন যে এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না? তিনি কেন বুক ফুলিয়ে বলতে পারছেন না যে গভর্ণর যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন? ভারতবর্ষের এমন কোন দল নাই—সবাই ২৫ তারিখে ধিক্কার জানিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে এখানে দুই একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। এখানে ত্রিপুরার কথা আনা হয়েছে। ত্রিপুরাতে কি হয়েছিল? এখানে নো ট্রাষ্ট মোশান আনা হয়েছিল আমরাই এনেছিলাম তখন কিছু কংগ্রেস (আই বিধায়ক সেই মোশানকে সমর্থন জানিয়ে ছলেন, মন্ত্রিসভার পতন হল। কোয়ালিশান মিনিষ্ট্রী হল—সেটা ভেঙ্গে গেল তারপর আর একটা কোয়ালিশান মিনিষ্ট্রী হল তারপরও যখন দেখা গেল যে জনস্বার্থে কোন কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তখন আমাদের দল এই সি, পি, এম, পার্টি বেরিয়ে এসে রাজ্যপালের কাছে নির্বাচনের দাবী করল। এটা ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে হয় নাই, আমরা ভোটারদের কাছে বিচার চাইতে গিয়েছিলাম। এর পরেও লজ্জা করে না, আপনারা বিচারক মানেন না। বিচারকের রায়েতো আপনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। টি, ইউ, জে, এস, তো কিছুটা ইজ্জত রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আপনাদের কেউ ভোট দিল না আমরা যদি এমনই কোন অন্যায় করতাম তাহলে বিচারকেরা আমাদের আবার ক্ষমতায় আনতেন না। বিচারকের রায়ই আপনারা মানেন তাহলে এর পর আপনারা ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করতে পারেন না। তারপর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়ে গেল সেখানে আমরা ৭০ শতাংশ আসন পেলাম, তারপরও এখানে আমাদের হটানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এখানে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হচ্ছে দিল্লীতে দরবার করা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার জন্য—গণতন্ত্রের প্রতি সামান্যতম বিশ্বাস থাকলে এটাকে সমর্থন না জানিয়ে থাকা যায় না। তারপর আমাকে ভারতবর্ষের আর্মি সম্পর্কে বলতে হচ্ছে। আর্মি ভারতবর্ষের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন, এর মধ্যে কোন দল নাই, এর মধ্যে কোন মত নাই, কোন ধর্ম নাই, কিছু নাই। তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য চমৎকার ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিগত দিনে দুই দুইটা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে

তাদের শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। আজকে এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে গণতন্ত্রকে যারা হত্যা করতে চায় তারা আর্মিকেও হত্যা করতে চায়। এটা আজকে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এটা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেতে দেখা গিয়েছে। সেখানে কি ভাবে সংখ্যালঘু তামিলদের হত্যা করা হচ্ছে। সেখানে যদি গণতন্ত্র থাকত তাহলে এই ভাবে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হত না। শ্রীলঙ্কা আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। একই জিনিস আমরা বাংলাদেশেও দেখতে পাচ্ছি সেখানেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে হত্যা লীলা চলছে এবং তার বিরুদ্ধে ছাত্র যুবকেরা আর্মির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এটা আমাদের মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র আর্মির হাতকে শক্তিশালী করছে। এর অর্থ কি এই যে আর্মি যা খুশী করবে আর সেটাকে আমাদের সমর্থন জানাতে হবে? ডেইলী টেলিগ্রাম কাগজখানা বাড়ীতে নিয়ে পড়ে দেখবেন সেই কাগজে কি লিখেছে। সেই কাগজে লিখা আছে যে পাঞ্জাবে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের আর্মির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় সুপ্রীম কোর্টে গিয়েছেন। কমলা দেবীর নাম উনাদের শোনার কথা নয়, আমি শুনেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন যুব শাস্তির একজন নেতৃ—১৯৩০—৩১ সালের কথা। তিনি এখন একজন সোস্যাল ওয়ার্কার তিনি সুপ্রীম কোর্টে গিয়েছেন। এটা ডেইলী টেলিগ্রাফ কাগজের কথা এটা বামফ্রন্ট বিধানসভায় বক্তৃতা করছেন না। এক সময় বলা হয়েছিল যে বামফ্রন্ট ডেইলী টেলিগ্রাফ কাগজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছিল সেই ডেইলী টেলিগ্রাফ কাগজে যে কাগজের জন্য আপনারা ওকালতি করেছিলেন।

কাজেই যে কাগজ সম্পর্কে আপনারা এত ওকালতি করলেন সে কাগজখানা একটু পড়ে দেখুন যে আর্মির হাতে সেখানকার ছোট ছোট বাচ্চারা নিগৃহীত হচ্ছে, তাদেরকে মুক্ত করার জন্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল করতে হচ্ছে বিহারে যেখানে কংগ্রেস (আই) মন্ত্রিসভা সেখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের মুক্ত করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। কাজেই এদের কাছে গণতন্ত্রের আশা করা বৃথা। এই হাউসে এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে আশা করি সেটা দূর হয়েছে এবং সবাই একবাক্যে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল যে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার

কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিশনটি রিজিউলিশনটি হল: "ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীর এবং অন্ধ্রে দুইটি নির্বাচিত জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান বিরোধী পদ্ধতিতে বাতিল করা হয়েছে। সংবিধান স্বীকৃত অধিকারের উপর এই আঘাত সারা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক বলে এই সভা মনে করেন। গণতন্ত্রের উপর এই আঘাতের প্রতিবাদে ত্রিপুরা সমেত সারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ বনধ ও অন্যান্য গণ আন্দোলনের মাধ্যমে গণ প্রতিবাদ জানাবার জন্য বিধানসভায় সন্তোষ প্রকাশ করছে এবং গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে আরো ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক করার জন্য জনগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

(তারপর রিজিউলিশনটি ভোটে দেওয়া হয় এবং পাশ হয়।)

মিঃ স্পীকার: আমি মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশনটি সভায় উত্থাপন করার জন্য। এর আগে আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি যে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে একটা শর্ট ডিসকাশন নোটিশ পেয়েছি। আমি আগামীকল্য ১১ই সেপ্টেম্বর নোটিশটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল: ত্রিপুরায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী টি, এন, ভি, কার্য্যকলাপ সম্পর্কে।

আরেকটি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে সেটাও আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর এই সভায় উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল: "ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে"। আমি এখন দ্বিতীয় রিজিউলিশনটি মোভ করার জন্য মাননীয় সদস্য নকুল দাসকে অনুরোধ করছি।

শ্রীনকুল দাস: মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করছি। প্রস্তাবটি হল: ত্রিপুরার বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল চালু করতে অবিলম্বে সক্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছে এবং এই সাথে তফসিলভুক্ত জাতি এবং পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও অর্থ বরাদ্দের জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছে।"

মিঃ স্পীকার: এই রিজিউলিশনের উপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া একটি

সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। সেটা সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হল যে প্রস্তাবটি সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল এই শব্দগুলির পরে—বিল উত্থাপন ও পাশ করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং এই শব্দগুলি সংযোজিত হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশনটি সভায় মোভ করার জন্য।

শ্রীনকুল দাস : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমার প্রস্তাবের মধ্যে যোগ করে নিয়ে আমি আলোচনায় অংশ নিচ্ছি। আজকে আমাদের আশার কথা যে অনেক বিলম্ব হলেও ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের দীর্ঘ দিনের একটা দাবী আজকে বাস্তবে রূপায়িত হতে যাচ্ছে। ষষ্ঠ তফসিল ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করার জন্য গণমুক্তি পরিষদ এবং মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। অন্য দিকে কংগ্রেস (আই) দল বার বার এর বিরোধিতা করে আসছে। এমন কি ওদের সভাপতি ইলেকশনে বলেছিলেন যে আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তফসিল চালু করতে দিব না। উনারা আরও প্রচার করেছিলেন যে এই ষষ্ঠ তফসিল চালু হলে ত্রিপুরায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মত পরিস্থিতি হবে। জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি নষ্ট হবে। এখন পর্য্যন্ত এই ষষ্ঠ তফসিল সম্পর্কে কংগ্রেস (আই) এর কি ভূমিকা তা জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট নয়। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই ষষ্ঠ তফসিল বিল হাউসে পেশ করা ও পাশ করার জন্য আমরা প্রশংসা করছি। কিন্তু ভারতবর্ষে কংগ্রেসী সরকারের কাজকর্মের যে ধারা এবং তার থেকে যে ধ্যান ধারণার সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য আমাদের মনে সন্দেহ জাগে এই বিল কতখানি কার্য্যকরী হবে। এই সরকার মধ্যে মধ্যে চমক সৃষ্টি করছেন কিন্তু এর পরেই অন্ধকার। সেই জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব তাড়াতড়ি আইন পাশ করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। শ্রীমতি গান্ধী যখন ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় এলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে দেশ থেকে গরীবি হঠাবেন, বেকার ভাতা চালু করবেন। কিন্তু এর পরেই আমরা ভয়াবহ জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হই। ১৯৮০ সালে এসে

উনি বললেন বিশ দফা কর্মসূচীর কথা। আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন ১৯৮৪ সাল। সামনেই নির্বাচন। এখন অগণতান্ত্রিক উপায়ে, রাজ্যে রাজ্যে মিলিটারী নামিয়ে গণতন্ত্রপ্রিয় সরকারগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে।

অন্য দিকে আমরা দেখি তাঁরা সেখানে বেসরকারী ভাবে কংগ্রেস বাহিনী তৈরী করেছেন। এবং এই তৈরীর নজির দেখলাম এই সেপেম্বর ত্রিপুরা রাজ্যকে কেন্দ্র করে বিশালগড়ে, চড়িলামে কি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল। যখন ভারতবর্ষে ১৯৮৫ সালে নির্বাচন তখন এই অবস্থার মধ্যে আমরা দেখি, আজকের দিনে ভয়াবহ ভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। এক নেতা এক দল প্রতিষ্ঠিত করতে চান, গণতান্ত্রিক অধিকার রাখতে চান না সেই জন্যই আমি এখানে প্রস্তাব এনেছি। এবং সংগে সংগে আমি বলেছি তফসিলভুক্ত জাতি এবং পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়নের জন্য সরকারের বিশেষ প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও অর্থ বরাদ্দের জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছি। ১৯৮০ সালে শ্রীমতি গান্ধী ক্ষমতায় আসার পরে ঘোষণা করেন ভারতবর্ষের সিডুল্ড কাষ্টস এবং সিডুল্ড ট্রাইবসদের জন্য রিজার্ভেশন কোটা আরো ১০ বছরের জন্য থাকবে। অর্থাৎ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই রিজার্ভেশন থাকবে। আজ ১৯৮৪ সালে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে, সংরক্ষণের প্রশ্ন তুলে দিয়ে দারিদ্রের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। সিড্যুল্ড কাষ্টস এবং সিডুল্ড ট্রাইবস ছেলে মেয়েদের ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত বুক গ্রান্ট দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকা ঠিক মত পায় না। সেই জন্য আমরা বলছিলাম যে ৯ম ও ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের যে রকম ৩০ টাকা করে দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ভাবে ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদেরও দেওয়া হউক। এতে মোট ৫০ লাখ টাকার দরকার। যেখানে যেখানে ৮২ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে সেখানে দারিদ্রের ভিত্তি তৈরী হলে সার্টিফিকেট কে দেবে? টাকা কেহ কেহ পাবে, আর কেহ কেহ পাবে না। কাজেই অতি সুকৌশলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা তুলে দেবার জন্য চক্রান্ত চলছে কারণ, শ্রীমতি গান্ধী ভাবছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা সিড্যুল্ড কাষ্টস আছে তারাই হচ্ছে কংগ্রেসীদের ভোট ব্যাংক। কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিড্যুল্ড কাষ্টস বা সিড্যুল্ড ট্রাইবস এর কথাই বলুন, দেখা যাচ্ছে, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কি ভূমিকা রয়েছে, কিংবা তাদের কাছেই কংগ্রেসের কি প্রভাব আছে। শুধু আজকেই নয় স্বাধীনতার পর থেকে ঐ সিড্যুল্ড কাষ্টসরা

ধর্মান্তরিত হচ্ছে। মুসলিম হচ্ছে, খ্রিষ্টান হচ্ছে। ভারতবর্ষে সিডিউল্ড কাষ্টসরা একই পুকুরের জল খেতে পারবেনা, একই মন্দিরে পূজা দিতে পারবে না। বিহারের একটি জায়গায় ১১ জনকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। কাজে কাজেই তারা আজকে কংগ্রেসের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আজকে তারা কংগ্রেসের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে শ্রীমতি গান্ধী প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছেন। কেন না, সিডিউল্ড কাষ্টসদের ভোট না পেলে রিজার্ভেশন তুলে দাও। আকালি দল তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় শিখের ভোট পাবেন না। কাজে কাজেই হিন্দুর ভোট দরকার। সেই জন্য আজকে শিখরা দেশদ্রোহী কাশ্মীরে ফারুক আবদুল্লার সদস্যরা পাকিস্তানের জয় গান গায়। ফারুক আবদুল্লার সমর্থকরা পাকিস্তানের জয় গান গায় না। জয় গান করে জি এম, শাহ এবং তার সমর্থক বৃন্দই। কিন্তু যেহেতু ফারুক আবদুল্লা এবং তাঁর সমর্থকদের ভোট শ্রীমতি গান্ধী পাবেন না সেহেতু ফারুক আবদুল্লা দেশদ্রোহী। লক্ষ লক্ষ মুসলিম মানুষ দেশদ্রোহী যেখানেই দেখা যায়, শ্রীমতি গান্ধী তাদের ভোট পাবেন না সেখানেই তাঁরা দেশদ্রোহী হয়ে যান সাংবিধানিক অধিকার ধুলিস্মাৎ করে দেওয়া হয়। আজকে এখানে শুধু সিডিউল্ড কাষ্টস বা সিডিউল্ড ট্রাইবদের সম্পর্কেই নয় সমগ্র দেশই আজকে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই আজকে আমাদের তৈরী হতে হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আরো দুই মিনিট বলতে চাই। আমি আমার প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রাখলাম শুধু মাত্র ষ্টাইপেণ্ড কিংবা বোর্ডিং এর প্রশ্ন নয় রাখছি, পুনর্বাসনের প্রশ্ন অর্থনৈতিক প্রশ্ন, সামাজিক প্রশ্নে। কেন না, সিডিউল্ড কাষ্টস এবং ট্রাইবদের চেহারা খুবই করুন। ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে এই ভারতবর্ষের মধ্যে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের জন্য আলাদা আলাদা দপ্তর করেছে। কর্পোরেশন হয়েছে কিন্তু কল্যাণের জন্য টাকা কেন দিতে পারছেন না। কথা ছিল তপশিলি জাতি কল্যাণ কর্পোরেশন ২ পারসেন্ট এবং ব্যাংকগুলি ৭৫ পারসেন্ট দেবে। শ্রীমতী গান্ধীর ব্যাংক। কিন্তু ব্যাংকগুলি সংরক্ষণের প্রশ্ন তুলেছে। যারা এক লাখ টাকা রেখে ১০ লাখ টাকা ওভার ড্রাফট তুলে নেয় তাদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রশ্ন থাকে না। ব্যাংকগুলি যদি আমাদের সংগে সহযোগিতা না করে, তাহলে কিছুই করা যাবে না। আমরা জানি, সিডিউল্ড কাষ্টসদের জন্য কি কি ধরনের উন্নয়ন মূলক কাজ করা দরকার। রাজ্যের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া দরকার। এটা শুধু মাত্র ত্রিপুরা বামফ্রন্ট সরকারের জন্য কিংবা পশ্চিম বঙ্গে

জন্য আমরা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের জন্যই। ১০ বছর বাড়ানো বড় প্রশ্ন নয়। তাদেরকে স্ব নির্ভর করে তুলতে হবে। সেই জন্য রাজ্য সরকারের হাতে ক্ষমতা নিতে হবে। কাজে কাজেই এখানে যে প্রস্তাব আমি এনেছি, তা দল মত নির্বিশেষে সর্ব্ব সম্মত ভাবে হাউসে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে আমি আমার প্রস্তাবের পক্ষে কিছু বক্তব্য রেখে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস আজকে হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আমার একটা এমেণ্ডমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে "ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল বিল উত্থাপন ও পাশ করায় অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং এটা চালু করতে অবিলম্বে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছে এবং এর সাথে তফসিলভুক্ত জাতি এবং পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও অর্থ বরাদ্দের জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছে"

মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, প্রস্তাবটি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় এনেছেন এবং এটা আনা উনাদের কাছে প্রয়োজন কেননা ষষ্ঠ তফসিল বামফ্রন্টকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলেছে কারণ ট্রাইবেলদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের যে সেতু সেটা ভেঙ্গে পড়ার মুখে। এই প্রস্তাবটি বিধানসভায় আনার বামফ্রন্টের বিশেষ কোন লাভ হবে না। কেননা এই বিলটাকে কার্য্যকরী করার জন্য উপজাতি যুব সমিতি ইতিমধ্যেই গ্রামে গঞ্জে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষই এটা লক্ষ্য করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের ষষ্ঠ তফসিল চালু করার জন্য বিল পাশ করায় বামফ্রন্টের মধ্যে কিছুটা হতাশা দেখা দিয়েছে। কারণ এরপর ট্রাইবেলদের কাছে উনারা কি নিয়ে দাঁড়াবেন। তাদের ধারণা ছিল উপজাতি যুব সমিতি ষষ্ঠ তফসিলের জন্য দিল্লীতে গেলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাদের শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন। তখন তারা উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান সংগঠিত করতে পারবেন এমন কি গত ১৬ই আগষ্ট তৈদুতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅভিরাম দেববর্মা জনসভা করেন। সেখানে তিনি উপস্থিত ট্রাইবেল-

দের মধ্যে বলেন যে অম্পির এম, এল, , নগেন্দ্র জমাতিয়া ষষ্ঠ তফসিল আনার জন্য দিল্লীতে গিয়েছেন, এবং দিল্লীর লাড্ডু নিয়ে তিনি রাজ্যে ফিরবেন। তিনি তাদের বলেন, উপজাতি যুবস সমিতি যদি দিল্লী থেকে শূন্য হাতে ফিরে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আরও বড় করে প্রচারাভিযান সংগঠিত করা যাবে। কিন্তু ১৭ই আগষ্ট যখন বিলটা পার্লামেন্টে উত্থাপন হলো এবং হাউসে পাস হলো তখন তাদের মুখে দেখ দেয় হতাশ ভাব। ষষ্ঠ তফসিল বিলটা যে দিন পার্লামেন্টে পাশ হলো সেদিন ত্রিপুরার দুজন এম পি, শ্রীঅজয় বিশ্বাস ও শ্রীবাজুবন রিয়াংকে কোথাও দেখা যায়নি তারা উপজাতি যুব সমিতির প্রধান সিদ্ধিকুমার জমাতিয়াকে কি ভাবে হত্যা করা যায় তার ব্লু প্রিন্ট তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের মুখপত্র ডেইলী দেশের কথায় এই ষষ্ঠ তফসিল বিল পাশ হওয়ার কথাটা একটা হেডলাইনে ছিল, তারপর ৪ টা লাইন। এই হচ্ছে উনাদের ইনফরমেশান। এখন অবশ্য তারা প্রচার করছেন যে এই ষষ্ঠ তফসিল হচ্ছে উনাদের আন্দোলনের ফসল। স্যার, তারা এখন আবার প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই বিলটাকে তাড়াতাড়ি কার্য্যকর করবেন না। ব্রজমোহন জমাতিয়া এবং আমাদের কৃষিমন্ত্রী বাদল চৌধুরী জনসভায় প্রচার করছেন যে উপজাতি যুব সমিতি এখানে যে ষষ্ঠ তফসিল এনেছেন সেটা অন্য ধরনের। মাননীয় মন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই, আমি জিজ্ঞাসা করতাম ষষ্ঠ তফসিল কত রকম থাকে মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, সংবিধানের ২৪৪ ধারাটাই আমাদের দাবী এবং এটা চালু করার জন্যই সংবিধান সংশোধন করে এই বিলটাকে পাস করানো হয়েছে তার জন্য আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিধানসভার তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ত্রিপুরার উপজাতিরা অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে, তাদের অস্তিত্ব আজকে বিপন্ন হতে চলেছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই ষষ্ঠ তফসিল বিল পাস করানো হয়েছে, তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকার তথা শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি স্যার, এই আইনটা যাতে দ্রুত কার্য্যকরী হয় তার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এবং সংশোধনী সহকারে হাউস আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার: আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার: মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে

ষষ্ঠ তফসিল চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে সংবিধান সংশোধন করছেন তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে এবং দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তথা শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানাই। এই সঙ্গে সিডুয়েল কাষ্টস ও সিডুয়েল ট্রাইবসদের আর্থিক ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, তাতে আমরা দেখছি একটা মেকী দরদী সাজবার চেষ্টা করেছেন সি, পি, আই, (এম) এর সুদীর্ঘ ছয় বৎসরব্যাপী শাসনে আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার সিডুয়েল কাষ্টস ও ট্রাইবসদের উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন কিন্তু সেটাকা দিয়ে বস্তুতঃ তাদের কোন উপকারই করা হয়নি, বরং টাকাগুলি মন্ত্রী, এম. এল. এ, ও ক্যাডারদের পকেটে গিয়েছে। তাই জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছেন। প্রমাণ স্বরূপ বিগত নির্বাচনে অনেক এম, এল, এ, এবং পঞ্চায়েত প্রধান তাদের সীট হারিয়ে ফেলেছেন। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনেই দেখেছি যে সমস্ত অঞ্চল সি, পি, আই (এম) এর দুর্গ ছিল সেগুলির অনেকগুলিই তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তার কারণ কি? বহু ট্রাইবেলের কাছ থেকে, যারা ২৫ বৎসর ধরে সি, পি, আই (এম) এর সঙ্গে ছিল, তাদের কাছ থেকেই চলেছি যে সি, পি, আই (এম) ক্ষমতায় এসে যেভাবে কাজকর্ম শুরু করেছে তাতে তাদের প্রতি আমাদের আর কোন সমর্থন নেই। আজকে বামফ্রণ্টের দুর্গে ধ্বস নামতে শুরু করেছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তাঁর কনষ্টিটিউন্সীতে তাঁর দলের লোকেরাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং সেখানেও ধ্বস নামছে। বামফ্রন্ট চরিত্র হচ্ছে দ্বিমুখী। একদিকে ট্রাইবেলদের বলছে আমরা ষষ্ঠ তফসিল চাই, আবার অন্যদিকে বাঙ্গালীদের বলছে শ্রীমতী গান্ধী তো ষষ্ঠ তফসিল বিল পাস করে দিয়েছে, দেখ কংগ্রেস তোমাদের সর্বনাশ করছে। এই হচ্ছে ওদের চরিত্র। আমি আগেও বলেছি এবং আজকেও বলছি যে কংগ্রেস (আই) কতগুলি বেসিক প্রিন্সিপলের উপর দাঁড়িয়ে তাদের কার্য্যকলাপ চালাচ্ছে, সেই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা সমর্থন করে আসছি

বিধানসভার নির্বাচনের সময় আমরা বলেছি যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দাবী এবং চিরদিন ট্রাইবেলদের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহানুভূতিশীল। কারন তাঁদের মঙ্গলের জন্য যা দেওয়া হবে সেটা আমরা মাথা পেতে নেব। কিন্তু আজকে সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখন যখন ষষ্ঠ তফসিল দেওয়া হবে তখন তাঁরা "আমরা বাঙ্গালীদের" ডেকে এনে সুরসুরি দিচ্ছেন, তোমরা লেগে যাও তোমাদের পিছনে

আমরা আছি কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হবে না এবং এটা সত্য কথা এই ষষ্ঠ তফসিল সি, পি, এম, দেয়নি, এটা কংগ্রেস দিয়েছে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার: মাননীয় মিনিষ্টার শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার: মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। ষষ্ঠ তফসিলের জন্য সংবিধান সংশোধিত হয়েছে, কিন্তু চাবি-কাঠি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের ঘরে রয়ে গেছে কাজেই সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। আমাদের জন্য নয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সি, পি, এম, প্রথম থেকেই ট্রাইবেলদের জন্য ৫ম তফসিল এবং ৬ষ্ঠ তফসিলের জন্য আন্দোলন করে আসছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই শিক্ষার উদ্যোগ অগ্নি গর্ভে পরিণত হয়েছে। তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই সংবিধান রচিত হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া কোন কোন জায়গায় সেই সংবিধান চালু হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে হলো না। তাই প্রথম থেকেই সি, পি, এম, এটার জন্য বার বার দাবী করে আসছে ট্রাইবেলদের অগ্রগতির জন্য তাদের শিক্ষার জন্য, তাদের প্রটেকশ্যানের জন্য এবং তাদের স্বায়ত্ব শাসনের জন্য। কিন্তু এই ট্রাইবেল-দের সেই সমস্ত বিজনেস ম্যান, সুদখোর এবং মহাজনদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না কাজেই পাহাড় পর্বতের সেই সমস্ত মানুষের জন্য কংগ্রেস আমল থেকেই তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আমরা চেষ্টা করে আসছি এবং আমরা যে সমস্ত সংগঠন তৈরী করেছি সেই সংগঠন ভাঙ্গবার জন্য তারা ফাঁদ তৈরী করেছেন নানাভাবে এবং সর্বশেষ ফাঁদ যে তাঁরা তৈরী করেছেন সেই ফাঁদ হলো উপজাতি যুব সমিতি কারণ আজকে তাঁরা বলছেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে আমরা ষষ্ঠ তফসিল এনেছি অতএব জয়ধ্বনি দাও। অতএব প্রমাণ করতে চাইছেন ষষ্ঠ তফসিলের জন্য যে আন্দোলন এতদিন ধরে সংগঠিত হয়ে আসছে এটা তাঁরাই করেছেন। কিন্তু আমরা যখন প্রথম থেকেই এই আন্দোলন আরম্ভ করেছিলাম তখন কংগ্রেস বলেছিলেন আমরা এই মিছিল করব না, এটা হতে পারে না। কিন্তু সেদিন ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ এক মিছিলে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন, কত রক্ত দিয়েছেন, পদযাত্রা করেছেন আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যান্ত, তখন তাঁরা বলেছিলেন যে মিছিলে বাঙ্গালী থাকবে, উপজাতি থাকবে সেই মিছিলে আমরা যাব না।

আমরা আন্দোলন করেছি, আমরা লড়াই করেছি, সে জন্য রক্ত দিতে হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে কংগ্রেসের কোন ষ্টেটমেন্ট আছে কিনা স্বায়ত্ব শাসনের জন্য, তাঁরা কোন কথা বলেছেন কিনা ষষ্ঠ তফসিলের জন্য শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত জরুরী অবস্থার সময় সকলকে খ'চায় পুরে রেখেছেন, কিন্তু আজকে সেই কংগ্রেস নিয়ে এত মাতামাতি করছেন উনারা। ১৯৪৭ সনের পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ৭৭ সন পর্যান্ত কংগ্রেস গদিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এই প্রথম শুনলাম কংগ্রেসের বিরোধী দলের উপনেতা শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদারের মুখ থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ষষ্ঠ তফসিল দিয়েছেন আমরা এটা পালন করবো। কিন্তু আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আজ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ তফসিলের জন্য কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কি না? ষষ্ঠ তফসিল বিল গৃহীত হবার পর কংগ্রেসের মধ্যে কোন খবর নেই, কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির বাড়ীতে বিয়ের বাজনা শুরু হয়েছে।

আর উপজাতি যুব সমিতির এরা বলছেন যে আমরা ১০ বার টেপুর শান দিয়েছি, আমরা লড়াই করেছি, আমরা সংগ্রাম করেছি। এই হচ্ছে এদের রাজনীতি এবং কূটনীতি। কংগ্রেসের মধ্যে টুপী দেওয়া লোকের অভাব আছে। কিন্তু এদের যদি একবার সেই টুপী পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই টুপী আর নামাবে না। সুতরাং কংগ্রেসের টুপী ওরাই। অন্ধ্রে এন, টি, রামা রাও-এর সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত অশোকবাবুর মুখে কোন বক্তব্য নাই। অন্ধ্রে যখন সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তখন রাত্রি ১২ টার সময় কংগ্রেসের থেকে বাজি পোড়ানো হয়েছে এদের যখন কিছু হয় তখন বাজি আর বোতলের গান পড়ে কিন্তু অশোকবাবুর মুখে কোন কথা নেই মাথাটা আছে কি না বোঝা যায় না। কিন্তু লেজটা ঠিকই নড়ছে। কোন কোন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেজ নাড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, আর দুঃখ পেলে লেজটা গুটিয়ে ফেলে। অর্থাৎ লেজ দিয়েই এদের ভাষার কথা বোঝা যায় সুতরাং মুখে কথা বলতে না পারলেও লেজ নাড়িয়ে এদের ভাষা প্রকাশ করে। সুতরাং ত্রিপুরাতে এই রকম প্রাণীর অভাব নেই। কংগ্রেসের খবর নেই প্রণববাবু আসবে কি আসবে না, কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি ওরা বলছে টি, এন, ভি'তে যারা আছ তোমরা আস, আমরা ত এক ঘরেই জন্ম নিয়েছিলাম, আমরা এক সঙ্গে বনে বাস করেছি। শোনা যায় কোন কোন এম, এল, এ'র বাড়ীতে নাকি টি, এন, ভি'র সদস্যরা এসে বলে দাদা, আমরা এক সঙ্গে পার্টি করলাম, এক সঙ্গে

বনে গেলাম, তোমরা চলে এসেছ এবং তোমরা একট্টা পয়সাও পাচ্ছ। আমরা বনে জঙ্গলে বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছি টি, এন, ভি এদেরই সৃষ্টি। এরা বলে "দৈনিক সংবাদ, স্যন্দন, ত্রিপুরা দর্পনে" আমরা আমাদের আসল কথা বলি। সেখানে আমরা টি. এন ভি, আক্রমণে হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করি। এমন কোন ঘটনা নেই। উনারা কি বলতে পারবেন, উনাদের কাছে দাবী রইল একটি বার টি, এন, ভি, সম্পর্কে বলা আছে। এইখানেই রাজনৈতিক সততা চরিতার্থতার পরীক্ষা হোক। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ষষ্ঠ তফসিল এসেছে, হাজার হাজার মানুষ মিছিলে গেছে, সংগ্রাম করেছে। সেই সংগ্রামের ফসল হিসাবে এসেছে ষষ্ঠ তফসিল। ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদ এর জন্য লড়াই করেছে। ত্রিপুরার পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের দাবী আমরাই করেছিলাম। কংগ্রেস (আই) কোন দিন বলে নি। ষষ্ঠ তফসিলের জন্য আমরা দাবী করেছি। এর জন্য ধনঞ্জয় ত্রিপুরার আত্মদানের কথা আমরা কোন দিনও ভুলব না। আমরা ষষ্ঠ তফসিলের দাবী করেছিলাম, তখন মোরারজী এসে বললেন, না হবে না, সংবিধান সংশোধন করা যাবে না। ৭ম তফসিল মোতাবেক আমরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জায়গা নির্ধারণ করেছি। আজকে সংবিধান সংশোধন করে ষষ্ঠ তফসিল চালু হবে। সেই নির্বাচনে কংগ্রেস বয়কট করেছে। উপজাতি যুব সমিতির এরা বলেছে পাহাড়ে একটিও বাঙ্গালী থাকতে পারবে না। ১৯৪৯ এর পর যারা এসেছে তারা বিদেশী। আমরা বাঙ্গালী বলছে, আমরা রক্ত দেব স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ দেব না। অশোকবাবু বলেছেন তোমরা আমায় ভোট দাও বাতিল করে দেব। এইভাবে প্রতি 1 ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে কংগ্রেস (আই) এর ভণ্ডামীর সীমা নাই। উপজাতি যুব সমিতির কংগ্রেস (আই) এর সংগে ক্ষমতার শেয়ার করে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে ওদের কূটনীতি। কূটনীতির অপর নাম হচ্ছে ভণ্ডামী। রাজ্যের মধ্যে এইসব চরিত্র হীনতার অভাব নাই। ওরাই টি, এন, ভি, সৃষ্টি করেছে। ওরাই আজকে জাতি-উপজাতির মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জাতিকে বঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং সর্বশেষে এই কথা বলতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রামের ফসল এই ষষ্ঠ তফসিল। একে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্য্যকরী করতে হবে।

ডেপুটি মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে রিজলিউশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি এবং তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল জমাতিয়া যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন আমি তার জন্য অভিনন্দন জানাই। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানানোর মানসিকতা ওদের নাই কারণ এরা অনেক দায়ে পড়ে আজকে এই বিলটা উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ উপজাতি যুব সমিতির জন্ম লগ্ন থেকেই ষষ্ঠ তপশিল দাবী করে আসছে। কাজেই উপজাতি যুব সমিতির চাপে পড়ে বামফ্রন্ট সরকার এইটা করতে বাধ্য হয়েছে, যখন উপজাতি যুব সমিতি ১৯৭৪ সাল থেকে সারা ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য এইটাকে দাবী করে আসছেন। তখন ত্রিপুরার ৬ লক্ষ উপজাতি সি, পি এম, থেকে সরে আসতে শুরু করেছে, মানে তাদের গণমুক্তি পরিষদ থেকে। ১৯৭৭ সালের ৭ই এপ্রিল আমাদের এই উপজাতি যুব সমিতির চেষ্টায় যুক্ত আন্দোলন কমিটি গঠিত হয়। তখন সি পি এম রা এইটা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে ত্রিপুরার এই দাবীর ররাও একমত। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পরে প্রথম যখন সি, পি, এম, সরকার ক্ষমতায় আসে তখন এই উপজাতি যুব সমিতি এই বিলটাকে বেসরকারী প্রস্তাব হিসাবে বিধানসভায় পেশ করে। ৭৮ সালের ১১ই মার্চ যখন এই প্রস্তাবটা বিধান রাখা হয় তখন সি, পি, এম রা বলেন যে আমাদের প্রয়োজনীয় এই ষষ্ঠ তপশিলের এই প্রস্তাবটা আমরা এখানে আনতে পারি না। সেই বিধানসভায় আমাদের এই প্রস্তাবটাকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী ও সদস্যরা বক্তব্য রেখেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এই বেসরকারী প্রস্তাবকে বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু এর পরেও বার বার আমরা উপজাতি যুব সমিতি এই বিলটাকে বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে শুরু করলে বার বারই বামফ্রন্ট সরকার তার বিরোধীতা করছেন। অবশেষে সারা ত্রিপুরার জাতি উপজাতির সম্প্রীতিকে রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই বিলটিকে সমর্থন করা হয়। কাজেই আমরা মনে করি, এখানে মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহাশয় যে প্রস্তাবটা এনেছেন তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানাই। কারণ ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে এই বিল কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনার সময়টাকে লক্ষ্য রাখুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : আমি মনে করি এই বিলটা বা প্রস্তাবটা সর্বসম্মতি-

ক্রমে হাউসে পাশ হবে। আমরা আগে এই ব্যাপারে অনেক বক্তব্য রেখেছি ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সম্প্রীতিকে অক্ষুন্ন রাখতে। কিন্তু এই বিলকে কেন্দ্র করে জাতি-উপজাতির সম্প্রীতি যারা চায় না তারা এখনও বিভিন্ন ভাবে সক্রিয় কাজেই সেই সমস্ত দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার আবেদন, এই বিধানসভার বাহিরে যারা এই বিলের বিরোধীতা করে অপপ্রচার করছে, তাদের কথায় আপনি কান দিবেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনি আর ১ মিনিট পাবেন।

রতিমোহন জমাতিয়া : এই প্রস্তাব এ সভায় সমর্থনযোগ্য এবং সমর্থন পাবে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা। মাননীয় সদস্য আপনি তিন মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা : মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এবং সেটার উপর নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি ও আশা করছি এইটা অনতিবিলম্বে কার্যকরী হবে এবং আশা করছি এইটা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন পাবে। কারণ উপজাতি যুব সমিতির জন্ম লগ্ন থেকেই এই ষষ্ঠ তপশিল দাবী করে আসছে, এর জন্য আমরা অনশন করেছি, ত্রিপুরার ৮ লক্ষ উপজাতির জন্য আমাদের এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার আজ এইটা দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং ত্রিপুরার এই বামফ্রন্ট সরকারও ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় এসে এই ষষ্ঠ তপশিলের অনুকরণে একটা আইন পাশ করেছেন। কাজেই আমি আশা করব উক্ত জাতি এই ষষ্ঠ তপশিল অভিনন্দনযোগ্য এবং ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি প্রীতি ও প্রনয় রক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিলটি পাশ করেছেন। এই ষষ্ঠ তপশিলের ভিতরে জাতি উপজাতি আছে এবং তারা একই সংগে বসবাস করছে। আমরা চাই এর ভিতরে একটা সুষ্ঠ পরিবেশ ও সুন্দর প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হউক এর নির্বাচনে যেই সংখ্যা গরিষ্ঠ হউক, সে কংগ্রেসই হোক, আর সি, পি, এমই

হোক, বা উপজাতি যুব সমিতিই হোক, যেই হোক, সে সেখানে একটা সুষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করবে, এই আশা রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। মাননীয় সদস্য আপনি মাত্র তিন মিনিট সময় পাবেন।

ককবরক

রবীন্দ্র দেববর্মা : Mr. Deputy Speaker Sir, অর মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে প্রস্তাব তুবুখানি এবং অ প্রস্তাব নি উপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে Amendment তুবুখানি আবত্র সমর্থন খালাও আং আনি বক্তব্য নাবীকগাও। প্রথমে সানা নাংগ 6th Scheduled দীর্ঘদিন উপজাতিরগ সারমানি, বককনি যে বাচিনানি দাবি অ দাবিন কেন্দ্রীয় সরকার গাসই নামানি আবনি বাগাই বরকন চাং খা কাহাম জানগ। অর প্রশ্ন আংখা 6th Scheduled সাব তুবুখা আবন তাইসে তাবুক সেগজাংনানি অবস্থ আংলাও ডাংখা। বামফ্রন্ট সরকার হঠন 6th Scheduled উপজাতি যুব সমিতসংলে কোনদিন আসে আনরা, চাং সে আসল পবিত্র, রবীন্দ্র দেববর্মা আচাইয়াসানি সানাই কাইনানি। আবসাক তাতাল সাঅ আসল কক আংখা যে কোন পাটি কান তুবুখাং তিন অ জিনিস। ত্রিপুরা অ সগকাইখা। ত্রিপুরা রাজ্য সগ কাইখা আব সবচেয়ে বড়। আনন্দনি বিষয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ৮ তারিখ পার্লামেন্টি অ বিল তিসাজাক কুরু ত্রিপুরা M P. যে দুইজন তংমানি বরক উপস্থিত কোরাই কুর আচিরি চিরি তাং অর, তরক বাই মালাই তংগ। আয়াংখে অমরপুরনি জাগা জাগা গুরিই সাই তংখা আংসে আব তুবুনাই। আব নকল 6th Sch যে আব ন কোন কাম করিনি সাব নকল 6th Sch. অর্থাৎ আসল 6th Sch খাইয়াখুকুন। এই ভাবে উপজাতিরগ নী তাবুকযুকুন নানা ভাবে বিভ্রান্ত খালাই তংখ। সাব উপজাতিরগনি দুর্ভাগ্য। আং সানা সইঅ এই উপজাতি যুব সমিতি যখন 6th Sch. নি বাগাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যগন আন্দোলন খালাই সেই ১৯৭৭ সালনি ১৭ই অক্টোবর, আকুর বামফ্রন্ট সরকার তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী লাখাবাই তগাই, বাচাই-চারাইন রি কোরাই চুম কোরাইখে বখরয়করগ ফাতিরীঅই হাসপাতাল রাই রহরখা, আবদে 6th Sch. ন সমর্থন খালাইমানি কাজ? তারপরে যখন 6th Sch উত্থাপন আংখা স্বীকৃত হীনখা আং নাংয়াখে 6th Sch.

বাহাইখে ফানাই। আনি সই নাংগ হীনাই বরক বা সাখই সারা রাজ্যনি বরক ন বিভ্রান্ত খালাই তংগ। এইভাবে আংসানাই নাই অ তিনি উপজাতি যুব সমিতি নি দীর্ঘ দিনান দাবী ন বামফ্রন্ট তথা C. P. M. তিনি সমর্থন খালাই অর প্রস্তাব তুবুমানি আবনি বাগাই আং বরকন খা কাহাম জানগ। মাননীয় Deputy Speaker Sir, একটা জিনিষ তাখনুপ? অনেক সময় কেবনি নগ পানকারগ আংখ হীনখে বরকন হানলাইঅ নাংতিনি ফাইকি দ উয়ক তানপাই, পুন তানাই, সামং তাংমা জরাখে সেলের বরকরগ থাংয়া হীনব সামুং তবাই পাই সংগীই মুননীই আকুই বীতীই রাননী নাইখে আককখেইন বাহাই বুবুতীই আংখা হীনাই থাং সম চানাই নাইসা নাইসা আং তংগীইখা। বীতীই রানখা তিখালাইসিকি তিখালাইসিদ্ধি হীনাই তাইসা সেরক সেরেকখে সাংনাইগনি বানতা আলকাথে নারীককি দ? হীনাই তংনাই। ঠিক অমহাই বামফ্রন্ট সরকার র খনন 6th Sch তুবুই ফাইখা আকুরুমে উয়াইসা বাইসে প জা নি আংগেন Implimantation মানখীলাইনাই হীগই মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী সাই তংনা। একমাসনি বাকী তংসিঅ পুজা লে। অনেক সময় কম মাগনাবাই 6th Sch বিষয় অনেক কক তংকান সাইমানলিয়া আহাইখীলাই তাবুকলে বিভ্রান্ত খালাইয়া অই 5th Sch. বিল এ সর্বসম্মতিক্রমে পাশ নীলাইথানু। শুধু আবয়া তাই অন্যান্য Bill নব হাইখেন পাশ আংগাগ চীনাই আশাথালাই আনি কক পাইরীখা।

বঙ্গানুবাদ

Mr. Deputy Speaker Sir, এখানে মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন এবং এই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সব সংশোধনী এনেছে সেইসব সংশোধনীকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই বলতে হয় ৬ষ্ঠ তফসিল, যার জন্য এখানকার উপজাতিরা দীর্ঘদিন সংগ্রাম করছেন তাদের যে বাঁচার দাবী এটাকে কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছেন এরজন্য অভিনন্দন জানাই। অথচ এখানে ৬ষ্ঠ তফসিল কে এনেছে এটা নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার বলছেন ৬ষ্ঠ তফসিল তো যুব সমিতিরা কোনদিন দাবীই করেনি। আমরা হলাম আসল, পবিত্র, রবীন্দ্র দেববর্মার জন্মের আগে থেকেই আমরা এই দাবী করছি, এতো মিথ্যা কথা। আসল কথা হলো যে কোন পার্টির দ্বারাই এটা আসুক এখন ৬ষ্ঠ তফসিল ত্রিপুরায় এসেছে। এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

আনন্দের কথা। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় গত ১৮ তারিখ যখন এই বিলটা পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় তখন ত্রিপুরার তিনজন মাননীয় সদস্যরাই অনুপস্থিত ছিলেন। সেকালে ঐ দিন আমাদের এখানে দেখা সাক্ষাৎও হয়েছিলো। এদিকে আবার উ ারা অমরপুরের জায়গায় জায়গায় গিয়ে বলছেন সেটা তো আমি আনবো, আমাকে ছাড়া আসবে না। এটা হলো মাগনা (th Sch. এটার কোন দাম নেই। আসলে 6th Sch. নাকি এখনো আসে না। এইভাবে উনারা উপজাতিদের নানা ভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এটা উপজাতি জনগণের ভাগ্য। আমি বলতে চাই উপজাতি যুব সমিতি যখন ৬ষ্ঠ তফশীলের দাবীতে সারা রাজ্যে গণ আন্দোলন সংগঠিত করে ১৯৭৭ সালের ১৪ই অক্টোবর মিছিল বের করেছিলো সেদিন ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার তথা বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী লাঠি-পেটি করে, মেয়ে-ছেলেদের ইজ্জৎ লুণ্ঠন করে হাসপাতালে প্রেরণ করেছিলেন। এটা কি ৬ষ্ঠ তফশিলকে সমর্থনের নমুনা, তার পরে যখন 6th Sch. উপজাতি হলো তখন বললেন আমাকে ছাড়া হবে না। আমার স্বাক্ষর লাগবে এসব কথা বলে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এইভাবে আমি বলতে চাই উপজাতি যুব সমিতির দাবীকে পরোক্ষভাবে হলেও সমর্থন করে আজকে উনারা যে প্রস্তাব এখানে আনতে বাধ্য হয়েছেন তারজন্য তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। মাননীয় Deputy Speaker Sir, এটা আমরা দেখি, অনেক সময় কারোর ঘরে উৎসব অনুষ্ঠান হলে পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয় কাজ-কর্ম্মে সাহায্য করার জন্য। যিনি আসল প্রকৃতির ধান্দাবাজ তিনি সময় মতো কাজের সময় সেখানে যাবে না। অন্যরা কাজ শেষ করে রান্না করে শেষ হবার পথে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলবেন, তরকারী তো হয়ে গেছে নামাবার দরকার। অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত উনীই আসল কাজের কাজী বলে প্রমাণ করলেন। ঠিক এই রকম বামফ্রন্ট সরকারও যখন ৬ষ্ঠ তফশিল এলো তখনই বলতে শুরু করলেন পূজোর আগেই এটা implemention চাই। এদিকে পূজোর মাত্র একমাস বাকী। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী একথাই বলছেন। অনেক সময় কম থাকার জন্য আরো ব্যাপক আলোচনা করা সম্ভব হলো না। এভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত না করে আসল কাজের জন্য আমাদের আজকের আলোচনাকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে বলে আমি আশা করি—এ বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার : মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীদশরথ দেব : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এখানে বিধায়ক শ্রীনকুল দাস

ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করার জন্য সংসদে যে আইন পাশ হচ্ছে সে অনুসারে ত্রিপুরায় চালু করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন এবং এই আইন পাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে স্বাগত জানিয়ে বিধায়ক শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনি প্রস্তাব এনেছেন সে সম্পর্কে বলছি। প্রথমতঃ ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করার জন্য পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধন যে করা হয়েছে তারজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করি এটা কোন একটা দলের জয় না, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয় হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি যখন দাবী করে যে ৬ষ্ঠ তপশীল বিল পাশ হওয়ার জন্য তারাই একমাত্র দাবিদার তখন তারা যে কত সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন যে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছে ইহাই প্রমাণিত হয়। ৬ষ্ঠ তফশীল ত্রিপুরাতে চালু করার জন্য ত্রিপুরার পাহাড়ী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান থেকে শুরু করে সমস্ত অংশের মানুষ আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করেছিল। যে ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবিতে শুধু বামফ্রন্টের নয় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ৫ জন ত্রিপুরাও শহীদ হয়েছিলেন। সেদিন গোটা ত্রিপুরার মানুষ মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। ট্রাইবেলদের স্বার্থে ট্রাইবেল ছাড়া অন্যান্য জাতির মানুষও যে জীবন দিতে পারে সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে ত্রিপুরায় সংকীর্ণতাবাদীদের স্বার্থে এইখানেই আকাশ পাতাল তফাৎ। সংসদে ৬ষ্ঠ তফশীল পাশ হওয়ার ২টা প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করছি। প্রথমতঃ বিধান সভায় প্রতিবাদ করা সত্বেও কি করে হয়ে গেল একদল লোক তা মনে করছেন। জেলা পরিষদের জন্য যখন দুই দুইবার প্রস্তাব পাশ হয় তখন কংগ্রেস সদস্যরা অনুপস্থিত থাকেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ যারা এই দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তাদের আজকে সত্যিই আনন্দের দিন। অত্যন্ত দেরীতে হলেও কেন্দ্রীয় সরকার বাদল অধিবেশনে যে এটা পাশ করলেন তারজন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সংসদে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দুইজন সদস্য সম্পর্কে বিরোধীরা কুৎসা করছেন যে—যেদিন বিলটি উত্থাপিত হয়েছিল সেদি নাকি তারা অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন নি। পার্লামেন্টিয় ব্যবস্থা সম্পর্কে যদি কোন জ্ঞান থাকে তবে এটা বুঝবেন যে—যেদিন এই বিলটির খসড়া আলোচিত হল সেদিন আমাদের দুইজন সদস্যই উপস্থিত থেকে মতামত দিয়েছেন। কাজেই কুৎসা রটাতে হলে একটু জেনেশুনে রটাতে হয়।

কার জন্য এই বিল পাশ হয়েছে একথা আমি বলব না তবে আমি এটা বলব

যে, এটা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল। পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী পি, ভি, নরসীমা রাও কি বলেছেন আমি তার তার কিছু অংশ বলছি— এই বিলটি উত্থাপন করতে গিয়ে শ্রী পি ভি, নরসীমা রাও বলেছেন যে, ত্রিপুরা বিধানসভায় ১৯৮১ সালের ১৯শে মার্চ এবং ১৯৮৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা উপজাতি এলাকায় সাংবিধানিক ৬ষ্ঠ তপশিলী চালু করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছেন। সুতরাং এটা দেখতে হবে যে, এই দাবী প্রস্তাব পাশ হয়েছিল কংগ্রেসী শাসিত বিধান সভায় নয়, বামফ্রন্ট সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধানসভায়। বামফ্রন্ট সরকার এই ৬ষ্ঠ তপশিলীর পক্ষে ছিলেন বলেই বামফ্রন্ট সরকার তাঁর ক্ষমতানুযায়ী ৭ম তপশিলী মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করেছিলেন। শ্রী পি. ভি নরসীমা রাও আরও বলেন যে, ত্রিপুরা সরকার তাঁর সরকারের নিকট ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিলী মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করবার জন্যে প্রয়োজনবোধে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করেছিলেন। ত্রিপুরা সরকারের এই দাবী অনুযায়ী ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করার প্রয়োজন বোধে পার্লামেন্টে এই বিলটি উত্থাপন করা হলো। অথচ এই হাউসের মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতি নাকি ত্রিপুরা বিধানসভায় ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করার জন্যে দাবী প্রস্তাব এনেছিলেন আর বামফ্রন্ট সরকার সেই দাবীর বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু আমি মাননীয় শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে, তিনি এ ধরনের কোন প্রমাণ দিতে পারবেন না। এই বিধানসভার বিভিন্ন সময়ের প্রসিডিংস রয়েছে তা থেকেই এটার প্রমাণ করা যাবে। কাজেই এই ধরনের অসত্য ভাষণ দেবার কোন মানে আমি দেখছি না।

আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালুর জন্য পার্লামেন্টে বিল পাশ হলেও তাতে আমাদের এত উৎফুল্ল হবার কোন কারণ নেই। কারণ এই বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেতে বছরের পর বছর চলে যেতে পারে এমন নজিরও রয়েছে। সুতরাং আমাদের এক্ষুনিই উৎফুল্ল না হয়ে আমাদের সকলেরই উচিত হবে সকলে মিলে জোর দাবী করা যাতে এই ষষ্ঠ তপশিল অতি সত্বর চালু করা যায়। এই আইনটি পাশ হলেও কেন্দ্রীয় সরকারই ঘোষণা করবেন কখন থেকে উহা চালু করা হবে। আমার একটা সন্দেহ হয় কেননা যে কংগ্রেস দীর্ঘ ত্রিশ বছরের শাসনে এই ৬ষ্ঠ তপশিলের বিরোধীতা করেছিল তারা এখন

অতি সত্বর সেটা চালু করবেন। সুতরাং আমাদের জোর দাবী করতে হবে যাতে আর বিলম্ব না করে এই বিলটি চালু করা হয়।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আর মাত্র দুই মিনিট সময় আছে, আপনার বক্তব্য এর মধ্যেই শেষ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী : মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রাখছেন সেহেতু আমি অনুরোধ করছি যে সভার সময় আরো ১৫ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার : এই সভার সময় আরো ১৫ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

শ্রীদশরথ দেব : কাজেই আমি এটা বলব যে, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল। আর উপজাতি যুব সমিতির যে সংকীর্ণ চিন্তাধারা সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, ১৯৭৪ সালে যে আন্দোলন চলছিল সে আন্দোলনের আমি কনভেনার ছিলাম এই আন্দোলন সম্পর্কে উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির দাবী হলো বাঙালীরা এই আন্দোলনে অংশ নিতে পারবেন না। যদি নেন তবে তারা এই আন্দোলনে অংশ নিবেন না। কিন্তু আমরা তাতে রাজী হতে পারিনি। কারণ ত্রিপুরায় বাঙালীরা হচ্ছেন একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, এদের বাদ দিয়ে কোন আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারে না। আমি আরো বলব যে, এই বিধানসভায় যদি বাঙালী সদস্যরা এই ষষ্ঠ তফসিলের দাবী প্রস্তাবে একমত না হতেন তবে এই বিল কোন দিনই পাশ হওয়া সম্ভব হত না। সুতরাং উপজাতি যুব সমিতির এটা একটা সংকীর্ণ মনোভাব—এটা তাদের ছাড়তে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের কোন দাবী আদায় করতে হলে বাঙালীদের আন্দোলনে না এনে এটা আদায় করা কখনও সম্ভব হবে না। কাজেই এই পাহাড়ী বাঙালীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শ্রীমতী গান্ধী মিষ্টি কথার আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন এটা পাহাড়ী বাঙালী সকলেই বুঝতে পেরেছেন। যদি সত্যিই কংগ্রেসীরা ষষ্ঠ তফসিল চালুর ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হত তবে বিগত ত্রিশ বছরের শাসনকালে কংগ্রেস সরকার নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব পাশ করতেন।

এই যে ৭০৪ টা গাঁও সভা, ট্রাইবেল এলাকাতে কয়টা গাঁও সভা কংগ্রেস দখল করেছে? উপজাতি যুব সমিতির নেতারা জবাব দিন। কংগ্রেসের কাছে আমি জবাব চাইছি না। কারণ, কংগ্রেসের জলে ডুবন্ত ভাঙ্গা নৌকাটাকে যারা জলের উপর ভাসাতে চেষ্টা করছেন তাদের আমি জিজ্ঞাসা করছি। জনপ্রিয়তা তাদের কোথায় গিয়েছে? ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস জানা দরকার। ১৯৫৪ সালে এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বিরাট আন্দোলন হয়েছিল গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে। সেই আন্দোলনে ডাক দেওয়া হয়েছিল, ত্রিপুরায় উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন দাও। ষষ্ঠ তফসিল এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনে পার্থক্য হচ্ছে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনে ক্ষমতা আরও বেশী থাকে। প্রভিশন্যাল গভর্ণমেণ্ট যখন হয় তখন ট্রাইবেল অটোনমি দিতে রাজী হন নি। পুঁজিপতিরা ভীত হয়ে গেলেন। তাই শুধু আসামের জন্য রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিল ষষ্ঠ তফসিল। ১৯৬০ ইং তে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সরকার সিডিউল্ড ট্রাইবস এর জন্য কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে তার জন্য ধেবর কমিশন গঠন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই ধেবর কমিশন এসেছিলেন। ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে আমি, কমরেড সুধন্ব দেববর্মা এবং হেমন্ত দেববর্মা উপস্থিত হলাম ধেবর কমিশনের সামনে। আমরা রিজন্যাল অটোনমির কথা বললাম। ওঁরা বললেন, সংবিধানে যা আছে তার মধ্যে আপনারা চান। তখন আমরা দাবীটা কাটছাঁট করে সিক্সথ সিডিউলে আনলাম। আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যদি উপজাতি যুব সমিতি সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ধারা নিয়ে জঙ্গলে বন্দুক নিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি না করত, যদি ১৯৮০ সনে দাঙ্গা না হত তাহলে এই ষষ্ঠ তফসিল শ্রীমতী গান্ধী আরও আগেই দিতে বাধ্য হতেন। এই ষষ্ঠ তফসিলকে দুর্বল করে রাখবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে 'আমরা বাঙালী', উপজাতি যুব সমিতি। যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে বাধা দিতে পারে তার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ রূপায়িত করেছে। পার্লামেণ্টে যে আইন হয়েছে সেই আইনে আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে স্ব-শাসিত এলাকা বলে যে এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে সেটাকেই বলবৎ রেখে পার্লামেন্ট আইন বলবৎ করা হয়েছে। যদি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আমরা না দিতাম তাহলে ষষ্ঠ তফসিল আরও দেরীতে ঘোষণা করা হত। প্রথম ঘোষণা দিতে হবে জেলা পরিষদের সীমানা কাজেই আমাদের যুব সমিতির বন্ধুদের সে কথা বলে লাভ নেই। কাজেই আমি বলব যে সংশোধনী সহ যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সুধীরবাবুরা যে কথাই বলুন না কেন, দিল্লীতে তাদের সরকারই যখন এটাকে পাশ করেছে তাঁদেরও নীতিগত ভাবে এটাকে মর্যাদা

দেওয়া উচিত। কাজেই দিল্লীতেও যখন সর্বসম্মতিক্রমে এটাকে পাশ করানো হয়েছে, আমরাও যাতে এটাকে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করাতে পারি সেজন্য সকলেরই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা উচিত।

অধ্যক্ষ মহাশয় : এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত রিজিউলিশনটির উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল রিজিলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো after the words 'সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল' the following words should be added 'বিল উত্থাপন ও পাশ করায় অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন।

(ধ্বনি—হ্যাঁ)

যাঁরা এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।

(কোন ধ্বনি নেই)

আমি মনে করি যে কেউই 'না' বলেন নি। সুতরাং সংশোধনী প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

অধ্যক্ষ মহাশয় : এখন আমি মূল রিজলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধিত আকারে রিজলিউশানটি হলো : "ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল বিল উত্থাপন ও পাশ করায় অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং চালু করতে অবিলম্বে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাবেন এবং এই সাথে তফসিলভুক্ত জাতি এবং পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও অর্থ বরাদ্দের জন্যও অনুরোধ জানাবেন।"

যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন। (ধ্বনি 'হ্যাঁ')

যাঁরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন। (কোন ধ্বনি নেই)

আমি মনে করি যে কেউ না বলেন নি। সুতরাং রিজলিউশানটি সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

অধ্যক্ষ মহাশয় : আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্যামলাল সাহাকে অনুরোধ করছি

তার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীভানুলাল সাহা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধানসভায় আমি যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে চাইছি সেটা হলো : "ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ৮০ হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতিদের জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালের পরিকল্পনায় কোন অর্থ বরাদ্দ করতে অস্বীকার করেছেন। এমন কি স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৯৮৩-৮৪ সালে যে বরাদ্দ ছিল তাও বন্ধ করে দিয়েছেন। বিধানসভা শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দাবী করছে এবং গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ ভূমিহীন শ্রমিক বেকারদের জন্য কমপক্ষে বৎসরে ১০০ দিবসের কাজের জন্য এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দাবী করছে।"

আজকে এই প্রস্তাব আমাকে বিধানসভায় আনতে হলো। এটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে ভারতবর্ষে যে বিরাট বেকার বাহিনী তার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৮০ হাজার বেকার আছে। এই ৮০ হাজার বেকার যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে পেরেছে। যারা এই জায়গায় নাম লেখাতে পারেন নি, গ্রামীণ যে বেকার, যারা মূলতঃ শ্রম করে, তাদের জীবিকা নির্বাহ করে সেইরকম দুই লক্ষ ভূমিহীন বেকার রয়েছে। এই দুই লক্ষ আশি হাজার শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকার আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অনুদানের মধ্যে চিন্তাই করছেন না। ১৯৮৪-৮৫ সনে এমন কিছু আমরা দেখিনি যেখানে তাদের জন্য কিছু ধরা হচ্ছে। অথচ গত বৎসরে স্বাধীনতা দিবসে শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষের গ্রামীণ এবং শহরের বেকারদের সামনে চমক সৃষ্টি করেছিলেন যে শহরের বেকারদের জন্য ২৫'০০০ টাকা করে দেওয়া হবে তাদের স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্পের জন্য।

ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কোটি কোটি ভূমিহীন বেকার আছে, তাদের জন্য রুর‍্যাল ল্যাণ্ডলেস এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি প্রগ্রাম করে পত্র পত্রিকাতে, রেডিও, টেলিভিশানে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে, ফলে বেকারদের মধ্যে একটা মহা উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে, যে ভবিষ্যতে তাদের কিছু রুজি রোজগার এর ব্যবস্থা হবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, ১৯৮৩-৮৪ সালে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৮০ হাজার বেকার আছে

এবং তাদের বেকার দশা দূর করতে হলে কম করেও ২০০ কোটি টাকা দিতে হবে : এমন কি পর্য্যায়ক্রমেও যদি এই টাকা দিতে হয়, তাহলে ২৫ শতাংশ হিসাবেও কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের জন্য ৫০ কোটি টাকা দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাও রাজ্য সরকারকে দেওয়া হল না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের যে ঘোষিত নীতি যে কর্মসূচী সেটাকে রূপ দিতে গেলে এক বছরের জন্য যে টাকা দেওয়ার কথা, ১৯৮৪-৮৫ সনে আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা রাজ্য সরকারকে দেন নি। রাজ্যের বেকার যুবকদের গত বছর এবং এই বছরে ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্টে হাজার হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে আছে। বিভিন্ন ব্লক পর্য্যায়ে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এ্যাক্সটেনশান অফিসাররা এখন সেগুলি প্রসেস করছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার যে কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তার থেকেও তারা সরে যেতে চাইছে। অর্থাৎ যে কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বেকারদের মনে যে একটা উৎসাহের সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না, ফলে বেকারদের মনে যে আশা জেগেছিল, তা অকালে শুকিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি আমরা আর একটা চিত্র দেখছি, সেটা হল, রাজ্য সরকার তা নিয়ে বসে নেই, তারা সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকেও এজন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই আশ্বাসও দিয়েছেন যে এজন্য রাজ্য সরকারের বরাদ্দের পরিমাণ এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এবং সপ্তম পরিকল্পনায় এর পরিমাণ ৪ কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এখানে কথাটা হল যেখানে আমাদের এই কাজের জন্য ২০০ কোটি টাকার প্রয়োজন. সেখানে ৪ কোটি কিছুই নয়। তারপর আছে R, L, E, G, P, এই প্রগ্রামে গ্রামীণ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ করে কৃষি মজুরদের অন্ততঃ বছরে যাতে ১০০ দিনের কর্ম সংস্থান করা যায় তার কথা আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কম করেও হলে ২ লক্ষ ভূমিহীন বেকার আছে যারা সারা বছর ধরে দিন মজুরী করে দিন যাপন করে। কাজেই এই প্রগ্রামে সেই দিন মজুরদের কর্ম সংস্থান করতে হলে ১১ কোটি টাকার দরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে টাকা দিচ্ছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।...

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য, এই সভার কাজ চালানোর জন্য হাউস মাত্র ১৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করেছেন। এখন সেই সময়টাও প্রায় শেষ। কাজেই যেহেতু এই প্রস্তাবটা সভার সামনে মুভড অবস্থায় আছে, পরবর্তী সময়ে এই

সম্পর্কে আপনি আপনার বক্তব্য রাখতে পারবেন।

এই সভা আগামীকাল ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

Admitted Starred Question No : 12
Name of the Member : Sri Subodh Ch. Das.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ধর্ম নগরের উত্তর পদ্মবিলে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে?

উত্তর

সত্য নহে।

২। উক্ত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পটি এখান থেকে তুলে নেওয়ার বিষয়ে সরকার ভাবছেন কি না?

না

Admitted Starred Question No : 15
Name of the Member : Sri Subodh Ch. Das

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার দেও নদীর তীরে পেচার থল বাজারকে নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি?

উত্তর

আপাততঃ না।

২। কোন ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে নেওয়া হবে কি না?

শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Admitted Started Question No : 29

Name of the Member : Sri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। জেলা পরিষদ এলাকায় এ, ডি, সি, আইন অনুসারে সামাজিক বিচার ব্যবস্থা চালুর প্রকল্প আছে কি ?

২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী হবে

৩। না করা হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না, মহাশয়। তবে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন ১৯৭৯ এর ৩৭ (১) ধারা অনুযায়ী এ. ডি. সি. এলাকায় ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করার ব্যবস্থা আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Assemble admitted starred Question No. 34

Name of the Member : Sri Matilal Sarkar, M. L. A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

১। ত্রিপুরায় একটা নূতন পুলিশ বেটেলিয়ন গঠনের জন্য এ পর্যন্ত কি কি

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ? এবং

২। এর জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে।

ANSWER

Name of the Minister : Sri Nripen Chakraborti, Chief Minister

১। Tripura State Rifle গঠনের জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে :

ক) Tripura State Rifle আইনটি রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেছেন। এই আইনের কয়েকটি ধারা সংশোধনের জন্য সভায় একটি বিল শীঘ্রই পেশ করা হইবে।

খ) এই আইনের আওতায় বাহিনী পরিচালনের জন্য Tripura State Rifle Rules প্রনয়ন করা হইতেছে।

গ) একটি Commandant এবং দুইটি Asstt. Commandant এর পদ সহ মোট ৬০টি বিভিন্ন পদ মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং সেই পদগুলির মধ্যে Commandant এবং Asstt. Commandant সহ ৩টি পদ B. S. F. অফিসার দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে।

ঘ) বাহিনীর মঞ্জুরীকৃত ৫৭টি বিভিন্ন ধরনের পদ উপযুক্ত লোক দ্বারা পূরনের ব্যবস্থা হইতেছে।

ঙ) এই বাহিনীর জন্য আরও ১১৫১টি বিভিন্ন ধরনের পদ মঞ্জুরের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

চ) এই বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য সদর মহকুমার গকুল নগরের নিকট ৫৭.৫৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

ছ) একটি মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী এই অধিকৃত ভূমির উন্নয়ন সাধন করা হইতেছে।

জ) বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ভারত সরকারের নিকট Indent দেওয়া হইয়াছে।

ঝ) একটি জীপগাড়ী ক্রয় করার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে আরও কয়েকটি গাড়ী ক্রয় করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ঞ) এই বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের জন্য একটি টেলিফোন মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ট) ১০০ জোয়ানের উপযোগী ব্যারাক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২) ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেটে এই বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য মোট ১,১৬,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 37

Name of Member :- Sri Shyama Charan Tripura.

প্রশ্ন

১। চাকমাঘাটস্থিত খোয়াই Minor Irrfgation Scheme টি কোন বছরে সরকার কর্তৃক approved করা হইয়াছিল?

২। উক্ত স্কীমের ব্যয় বরাদ্দ কত ছিল?

৩। বর্তমানে উক্ত স্কীমের কত অংশের কাজ হয়েছে। এবং বরাদ্দের মোট কত টাকা খরচ হয়েছে?

৪। এই প্রকল্প কার্য্যকর হলে কত হেক্টর জমিকে জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৫। এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুত উৎপাদন করা যাবে কিনা? এবং

৬। হলে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। চাকমাঘাট শিল্প খোয়াই নদীর উপর Minor Irrigation Scheme নয় একটি Midium Irrigation Project সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। Administration approved দেওয়া হইয়াছে ১৯৮০ সালের মে মাসে।

২। ব্যয় বরাদ্দের অর্থ যদিও ভিন্ন তবু মনে হয় মাননীয় সদস্য ব্যয় বরাদ্দের দ্বারা এখানে এষ্টিমিটেড কষ্টকেই বুঝাতে চেয়েছেন। উক্ত স্কীমের জন্য ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছিল।

৩। মূল ব্যারেজের কাজ এখনও শুরু হয় নাই। কিন্তু জমি অধিগ্রহণের, কোয়ার্টার অফিস ইত্যাদি নির্মাণের কাজ চলিতেছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন শীট পাইল, ষ্টিল, পাথর ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ চলিতেছে। এবং কিছু কিছু সংগ্রহও হইয়াছে। মার্চ '৮৪ পর্য্যন্ত মোট খরচের পরিমাণ ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

৪। মোট ৪৫১৫ হেক্টর জমিতে জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৫। না।

৬। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 46

Name of Member :- Shri Monoranjan Majumder.

Will the Minister-in-charge of the Home Department be plased to state :-

Question

১। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন পোলিং বোথ দখলের চেষ্টা হয়েছিল কি ?

২। যদি হয়ে থাকে তাহলে কোথায় হয়েছিল ? এবং

৩। যারা করেছে তাহারা কোন কোন রাজনৈতিক দলের লোক বলে পরিচিত ?

Answer

Name of Minister :- Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister

১। না।

২নং এবং ৩নং
প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 50
Name of Member :- Shri Monoranjan Mazumder, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department (Police) be pleased to states :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন খোয়াই থানা কর্তৃপক্ষ পদ্মবিল পোলিং বুথ এলাকা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের কাছ থেকে বড় ধরনের লাঠি আটক করেছেন ?

২। যদি সত্য হয় তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে ৬ই জুন রাতে অর্থাৎ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের দিন খোয়াই থানা কর্তৃপক্ষ পশ্চিম সিঙ্গিছড়া থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের নিকট হইতে রামদা উদ্ধার করেছিলেন ?

৪। যদি সত্য হয় এদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

Answer

Name of Minister :- Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 55

Name of Member :- Shri Dhirendra Debnath

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অধীনে কয়টি সেলো টিউবওয়েল ও ডিপ্ টিউবওয়েল আছে ?

২। বর্তমানে এর মধ্যে কতগুলি সচল অবস্থায় এবং কতগুলি অচল অবস্থায় আছে ?

৩। উক্ত ব্লকে বর্তমানে কোন সেলের টিউবওয়েল ও ডিপ্ টিউবওয়েল নতুন করে বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

৪। থাকিলে কবে পর্যন্ত বসানো হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সেলো টিউবওয়েল ৬টি এবং ডিপটিউবওয়েল ২৩ টি। পানীয় জলের জন্য ১১ টি এবং সেচের জন্য ১২ টি।

২। সেলো টিউবওয়েল সবগুলি অচল অবস্থায় আছে। ডিপটিউবওয়েল সেচের জন্য ১০টি সচল এবং ২টি চালু করা হয় নাই। পানীয় জলের জন্য ৮টি সচল ও ৩টি চালু করা হয় নাই।

৩। ডিপটিউবওয়েল—সেচের জন্য ৩টি এবং পানীয় জলের জন্য ১টি। সেলো—একটিও না।

৪। আশা করা যায় ৮৪-৮৫ সনের মধ্যে ডিপটিউবওয়েলগুলির কাজ আরম্ভ করা হইবে।

Admitted Starred Qnestion No. 59

Name of Member : Shri Dhirendra Debnath

Will the Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ১০/৬/৮৪ ইং সনের সিধাই থানার অন্তর্গত রাজ্টিয়া গ্রামের শরিস দাস ও বীরুভদ্রকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে ব্যাপারটি সিধাই থানায় নথীভুক্ত করা হয়েছে কি না ?

৩। উক্ত কেসে জড়িত থাকার দায়ে কতজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ? এবং

৪। যদি গ্রেপ্তার না করা হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ ?

Answer

Name of Minister :- Shri Nripen Chakraborti, Chief Minister.

১। না।

২ নং, ৩ নং এবং ৪ নং :— প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 63

Name of member : Sri Tarani Mohan Sinha, M. L. A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কতজন হোমগার্ড ও কতজন চৌকিদার আছে ; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। তারমধ্যে কতজন এখনো পার্মোনেন্ট (স্থায়ী) হয় নাই।

৩। অস্থায়ীদের স্থায়ী করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

৪। না করলে তার কারণ ?

Answer

Name of Minister : Sri Nripen Chakraborty, Chief Minster.

১। ক) হোম গার্ড — ১১৯৮ জন
বর্ডার উইং হোম গার্ড ৪৯৫ ,,

মোট— ১৬৯৩ জন

খ) চৌকিদার— ২০৯ জন
চৌকিদারগণ ত্রিপুরা পুলিশের অধীন।
জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—
পশ্চিম ত্রিপুরা— ৯৪ জন
উত্তর ত্রিপুরা— ৬৩ জন
দক্ষিণ ত্রিপুরা — ৫১ জন

সর্ব মোট— ২০৯ জন

২। হোম গার্ড স্বেচ্ছা সেবক সংস্থা। এই স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সংখ্যক লোকদের স্থায়ী করনের জন্য ভারত সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে। হোম গার্ডের মধ্যে ৭৩৭ জনকে ত্রিপুরা পুলিশে কনষ্টবল পদে, বিভিন্ন দপ্তরে ৫৭ জনকে ৩য় শ্রেণী পদে এবং ৪০০ জনকে ৪র্থ শ্রেণী পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সমস্ত দপ্তরকে হোমগার্ডদের যোগ্যতানুযায়ী ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২০৯ জন চৌকিদারে মধ্যে ৮ জনকে স্থায়ী করা যায় নাই।

৩নং এবং ৪নং :—

৮ জন অস্থায়ী চৌকিদারের মধ্যে ৭ জনের ক্ষেত্রে স্থায়ী করনের সর্তগুলি পুরণ

না হওয়ার দরুন এবং একজন বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত থাকার দরুন স্থায়ী করা যাইতেছে না।

Admitted Starred Question No. 82

Name of member— Sri Sudhir Ranjan Majumder

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রনের কোন সুদূর প্রসারি পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশ আছে কি না ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় বিভিন্ন নদ নদী ও ছড়ার বন্যা ও পাড় ভাঙ্গনের ফলে প্রতি বৎসরই বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ক্ষয় ও ক্ষতি হয়। প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন সব জায়গায় বন্যা জনিত ক্ষতি রোধ করা একসঙ্গে সম্ভব নয়। তাই এইসব কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে পর্য্যায়ক্রমে হাতে দেওয়া হইতেছে যদিও নানা কারিগরী ও আর্থিক সমস্যার জন্য সব স্থানের সমস্যা কখনো সমাধান করা সম্ভব হবে না। সমস্যা সব স্থানেই বন্যা ও ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে নেওয়া হচ্ছে ও হবে। ত্রিপুরায় সামগ্রিক বন্যাজনিত সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের অনুসন্ধানের কাজ সঠিক ভাবে এখনো হাতে নেওয়া হয় নাই। তবে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। বর্তমানে যে সব কাজ করা হচ্ছে সেগুলি ভবিষ্যতের সামগ্রিক পরিকল্পনা (master plan) এর দিকে নজর রেখেই করা হচ্ছে।

২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 95

Name of the member— Sri Jawhar Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be

pleased to state—

১। রাজ্য নন-গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশন করার স্বীকৃতি রাজ্য সরকার দিয়েছিলেন কিনা, এবং

২। দিলে কবে দিয়েছিলেন ?

Answer

Name of Minister— Sri Nripen Chakraborty,
Chief Minister.

১। হ্যাঁ

২। ১-৯-৭৮ইং

Assembly Starred Question No. 134

(Admitted No. 66)

Name of the member— Sri Jawhar Saha, M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য ২০-৬-৮৩ইং সনে অমরপুর মহকুমায় পশ্চিম মালবাসা গাঁও সভায় উগ্রপন্থী হামলায় জ্যোতিলাল জমাতিয়া নামে কোন লোক নিহত হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে উক্ত পরিবারকে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া হয়েছিল কিনা,

৩। না দিয়ে থাকলে তাহার কারণ কি, এবং

৪। কবে নাগাদ মৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গকে নগদ অর্থ ও চাকুরী দেওয়া হবে

বলে আশা করা যায়

Answer

Name of the Minister— Sri Nripen Chakraporti,
Chief Minister.

১। না।

২। ⎫
৩। ⎬ প্রশ্ন উঠে না।
৭। ⎭

Admitted Starred Question No. 116

Name of the member— Smt. Gita Choudhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য ২রা জুলাই, ১৯৮৪ইং তারিখে কামালঘাট বাজারের কংগ্রেস অফিসটি কতিপয় সি, পি, এম, কর্মী ভেঙ্গে তছনচ করে দেয়;

২। সত্য হইলে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

Answer

Name of Ministsr— Sri Nripen Chakraborti,
Chief Minister.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 117

Name of member— Smt. Gita Choudhury, MLA.

Will the Non'ble Minister-in-charge of the Home Department be

pleased to atate—

১। ইহা কি সত্য ২৫-৫-৮৪ইং তারিখে দক্ষিণ কৃষ্ণপুরের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীঅশ্বিনী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে সংরক্ষিত বোমা ফাটিয়া গৃহে আগুন ধরিয়া যায়,

২। সত্য হইলে সরকার তদন্ত করছেন কি না ?

৩। করিলে তার ফলাফল ?

Answer

Name of the Minister— Sri Nripen Chakraborti,
Chief Minister.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 120

Name of member— Smt. Gita Choudhury,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য ৩রা জুন, ৮৪ইং তারিখে পশ্চিম সিঙ্গীছড়ায় কালীমন্দিরের বিগ্রহ ও সিংহাসন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল,

২। সত্য হইলে এই ঘটনার পিছনে কি কারণ ছিল এবং এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Name of Minister— Sri Nripen Chakraborti,
Chief Minister.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 126

ine of Member— Sri Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ চেয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন কিনা ?

২। পাঠানো হয়ে থাকলে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কোন টাকা বরাদ্দ করেছেন কিনা : এবং

৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। প্রতি বার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ চাওয়া হইয়া থাকে।

২। প্রস্তাবিত বরাদ্দ ও প্রকৃত বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল —

বৎসর	প্রস্তাবিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)
৮০-৮১	১০০	১০০	১১০·১১
৮১-৮২	১২৫	৯০	৮০-৬২
৮২-৮৩	১০০	৬৮	৩২ ১৮
৮৩-৮৪	১২০	১১৭	১২০-২৫
৮৪-৮৫	২০০	৭০	—
মোট-	৬৪৫	৪৫৫	৪০৭-১৬

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ৮৩-৮৪ সালে প্রথমে বরাদ্দ ছিল ৬০ লক্ষ টাকা মাত্র। কিন্তু উদয়পুর শহরকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার পরে ৩০ লক্ষ

টাকা মঞ্জুর করেন এবং loan হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার আরও ২৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। এই ২৭ লক্ষ টাকা সুদ সহ ফেরৎ দিতে হইবে।

৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে।

ক) কাজ সম্পন্ন হইয়াছে :—

১) সত্তর মিএগ হাওর- বাঁধ
২) তেগোরা ,,
৩) হুরুরা ,,
৪) সাত মঙ্গল ,,
৫) কমলপুর ,,
৬) গঙ্গারিয়া ,,
৭) পালা টোনা ,,
(লুলুয়া)
৮) ডাকমা জলা ,,
৯) বল্লামুখ ,,
১০) গোবিন্দ মাঠ ,,
১১) হত্রাজলা ,,

খ) কাজ চলিতেছে :—

১) কৈলাশহর টাউন বাঁধ নির্মাণ :
২) লক্ষীছড়ার উভয়তীরে ,,
৩) গৌরনগর হইতে কৈলাশহর পর্যন্ত বাঁধ
৪) খাওরা বিল বাঁধ ও স্লুইস গেইট বাঁধ
৫) রামাছড়া বাঁধ উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধি
৬) রাঙ্গুটিয়া কৈলাশহর বাঁধ
৭) সমরুর পাড়ে বাঁধ ও স্লুইস গেইট
৮) লালছড়া বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধি
৯) গঙ্গারিয়া বাঁধ ও স্লুইজ গেইট নির্মাণ।

Assembly Admitted Question No. 127

Name of Member— Sri Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন

১। গত ৮১-৮২-৮৩ সালে রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে কতটি টিউব ওয়েল ও কতটি মাইনর ইরিগেশন স্কীম ও কতটি রিজার্ভার স্কীম মঞ্জুর হয়েছে?

২ তারমধ্যে কতটি কার্যাকরী হয়েছে, কতটি কার্যাকরী হয় নাই, তার সংখ্যা।

৩। খোয়াই বিভাগের সর্বং ছড়ার রিজার্ভারের কাজে রূপায়নে এত দেরী হওয়ার কারণ কি?

৪। বর্ত্তমানে এই কাজে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাহা সমাধানে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে ১৯৮১-৮২ সনে টিউবওয়েল ১৩টি লিফ্‌ট ইরিগেশন ১৪টি এবং কোথাও ডাইভারসন স্কীম নাই। এবং ১৯৮২-৮৩ সনে ডিপ টিউবওয়েল ৪টি, লিফ্‌ট ইরিগেশন ১০টি. এবং কোনও ডাইভারসন স্কীম মঞ্জুর হয় নাই।

২। ডিপ টিউবওয়েল ১৫টি এবং লিফ্‌ট ইরিগেশন ২১টি কার্য্যকরী হয়েছে। ৪টী ডিপ টিউব ওয়েল এবং ৩টি লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প এখনো কার্য্যকরী হয় নাই।

৩। সর্বংছড়া একটি বড় প্রকল্প। এই জাতীয় কাজ বাস্তব রূপায়নে তিন থেকে চার বৎসর সময় লাগে।

৪। বর্ষায় কাজ করা সম্ভব নয় বলিয়া বর্ত্তমানে বন্ধ আছে। বর্ষার পর আগামী নভেম্বরে কাজ আবার শুরু হইবে। এবং আশা করা যায় ৮৫-৮৬ র আর্থিক বৎসরে এই কাজ শেষ হইবে।

Admitted Starred Question No. 130

Name of Member— Sri Makhan lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state.

Question

রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত সংরক্ষণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে তাহা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি?

২। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

প্রশ্ন ১নং এবং ২ :

ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কবে নাগাদ কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হবে তার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু এই কাজটি আরম্ভ করা হবে এই মর্মে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 139

Name of the member— Sri Rudreswar Das

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কমলপুর মহকুমার হালহুলি, কুচাইনালা, কলাছড়ি, মানিকভাণ্ডার প্রভৃতি গাঁওসভাগুলি প্রতি বৎসর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে বন্যার হাত হতে উক্ত গাঁওসভাগুলিকে রক্ষা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। এই সব এলাকাকে বন্যার হাত হতে রক্ষা করার জন্য আপাততঃ কোন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 144

Name of Member : Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state :—

Question

১। বাংলাদেশের জনসাধারণ কর্তৃক জবরদখলীকৃত কৈলাশহর বিভাগের সমরুরপার গাঁওসভার সমরুরমুখ গ্রামের ভারতীয় ভূমির পরিমাণ কত : এবং

২। উপরিউক্ত ভূমি উদ্ধার করে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি ?

৩। করে থাকলে তার ফলাফল ?

Minister-in-charge of the Political Department—Chief Minister.

Answer

১। মনু নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে কৈলাশহর মহকুমার সমরুরপার গাঁওসভার অন্তর্গত সমরুরমুখ মৌজার ৩৪.১১ একর ভূমি নদীর অপর পারে চলে গিয়েছে। এই ভূমি বাংলাদেশীরা জবর দখল করে।

২ এবং ৩। ১৯৮৪ ইং সনে ১৬ই জানুয়ারী উক্ত ভারতীয় ভূমি বাংলাদেশীদের দ্বারা জবর দখলের বিষয়টি বি, এস, এফ, এবং বি, ডি, আর, এর সংশ্লিষ্ট কমাণ্ডেন্ট-দের মধ্যে আলোচিত হয়। বি, ডি, আর, এর পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে বাংলাদেশীদেরে উক্ত ভূমিতে চাষাবাদ না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। তদনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের উক্ত ভূমিতে চাষাবাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

Admitted Starred Question No 149

Name of M. L. A.: Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

Question

১৯৮০ ইং সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ সালের ৩০ জুন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে কতজন তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কর্মচারীকে নিয়োগ করেছেন ?

Answer

Minister-in-charge of the Appointment and Services Department: Shri Nripen Chakraborti, Chief Minister.

১লা জানুয়ারী ১৯৮০ ইং হইতে ৩০শে জুন ১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৬৫ জন তপশিলী ভুক্ত জাতি ও ১১১৯ জন তপশিলীভুক্ত উপজাতি ব্যাক্তিকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত সংখ্যার মধ্যে নিম্নলিখিত সরকারি অফিস ধরা হয় নাই।

১। জিলা শাসক, উত্তর ত্রিপুরা

২। জিলা দায়রা আদালত, পশ্চিম ত্রিপুরা।

Admitted Starred Question No. 160

Name of Member: Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ১৯৮৪ ইং মার্চ মাসের পর উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে টি, এন, ভি

এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোন আলোচনা হয়েছে কি না ?

২। যদি হয়ে থাকে তবে তার ফলাফল কি ?

Answer

Name of Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. : 167

Name of Member : Shri Rasik Lal Roy

Will the Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। সোনামুড়ায় গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

Answer

Name of Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। বর্তমানে নেই।

২। মহকুমা শহর এবং ব্লক সদরে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন চালু করার পর অন্যান্য জায়গায় ফায়ার ষ্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

Admitted Starred Question No. 187

Name of Member : Shri Narayan Das

প্রশ্ন

১। বড় দোয়াল গাঁওসভার অন্তর্গত চন্দনমুড়া ও বটতলীতে কৃষকের অনাবাদী জমিগুলি জলসেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। চন্দনমুড়া ও বটতলীর অনাবাদী জমি সেচের আওতায় আনার জন্য কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের হাতে নেই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 194

Name of Member : Smt. Ratna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৮ই জুলাই ১৯৮৪ ইং মেঘালয়ে ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভারদের উপর হামলা সংঘটিত হয়েছে এবং দুইজন ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Name of Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি নিখোঁজ হন নাই।

২। এই ব্যাপারটি রাজ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ মেঘালয়ের পুলিশ সুপারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 195

Name of Member : Smt. Ratna Prava Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ইহা কি সত্য যে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ঐ এলাকায় উপজাতি বৈরীরা অবাধে স্বাধীন ত্রিপুরার পক্ষে সভা সমাবেশ করছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Name of Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। সত্য নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 196

Name of M. L. A— Smt. Ratna Prava Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

Question

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে উপজাতি বৈরীদের স্বাধীন সরকার গঠনের যে

সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের হাতে কোন তথ্য আছে কি ?

২। যদি কোন তথ্য থাকে তবে কি কি তথ্য সরকারের হাতে রয়েছে ?

৩। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Name of Minister— Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১নং এবং ২নং :

ধৃত টি, এন, ভি সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত নথি-পত্রে দেখা যায় যে বৈরীরা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সিংলোমে স্বাধীন ত্রিপুরা টি, এন, ভি, সরকার নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়াছেন।

৩। বহিঃরাষ্ট্রে টি, এন. ভি, সরকার গঠনের তথ্য ভারত সরকার অভিহিত আছেন। পার্লামেণ্টে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবৃতি থেকে ইহাও বুঝা যায় যে ঐ সরকারের পেছনে লালডেঙ্গা পরিচালিত এম, এন, এফ-এরও যোগাযোগ রয়েছে। টি এন. ভি, সদস্যদের গ্রেপ্তারের জন্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কমভিং অপারেশন জোরদার করা হইয়াছে। বৈরীদের কার্য্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাস্তা তৈয়ার কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া, টাওয়ার তৈরীর কার্য্য ত্বরান্বিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হয়েছে। বি, এস, এফ ফাড়িগুলিকে শক্তিশালী করা হইয়াছে যাতে সীমান্ত অতিক্রম করে বৈরীরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে এবং ত্রিপুরা হইতে পলায়ন করিতে না পারে। রাজ্যের অভ্যন্তরে পুলিশ এবং সি আর. পি বাহিনীর ফাড়িগুলি শক্তিশালী করিয়া জোরদার টহলদারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আরও তিনটি সি, আর, পি, ব্যাটালিয়ন পাঠাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার যাতে তাদের ভারত সরকারের নিকট পাঠিয়ে দেয় তার জন্যে ভারত সরকারকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এম. এন, এফ নেতা লালডেঙ্গার সাথে শান্তি আলোচনার সময়ে ত্রিপুরার এই টি, এন ভি দের আত্ম সমর্পনের প্রশ্ন জড়িত বলে এই ব্যাপারে আলোচনায় রাজ্য সরকারকে যুক্ত রাখার জন্যে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

Admitted Starred Question No, 198

Name of M. L. A.— Sri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

Question

১। সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে কত শতাংশ উপজাতি, কত শতাংশ তপশিলী জাতি এবং সাধারণ সম্প্রদায় থেকে কত শতাংশ নেওয়া হবে এই রকম কোন নীতি বর্তমান সরকার নিয়েছেন কি না,

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে সেই নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের লোক নিয়ে করা হচ্ছে কিনা,

৩। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার কারণ

Answer

Minister-in-charge os Apptt. & Services Department. — Sri N. Chakreborti. Chief Minister

১। ত্রিপুরা সরকার চাকুরী ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারে চাকুরী সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

তপশিলী উপজাতি—	২৯%
তপশিলী জাতি –	১৫%
দৈহিক অলস ব্যক্তি—	২%
প্রাক্তন সৈনিক—	২%

উক্ত সংরক্ষিত হারে খালি পদগুলি পূরণ করা হইতেছে।

২। হ্যাঁ

৩। ইহা বামফ্রন্ট সরকারের নিয়োগ নীতি অনুসারে হইতেছে।

Admitted Starred Question No' 199

Name of the M. L. A.— Sri Dhirendra Debnath, M. L. A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

Question

১। ইহা কি সত্য স্থানীয় জনসাধারণের আপত্তি থাকা সত্বেও সম্প্রতি সাব্রুমের শিলাছড়ী এবং ধর্মনগর মহকুমার খালছড়া বাজার থেকে সি, আর, পি, আউট পোষ্ট তুলে নেওয়া হয়েছে,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ আউট পোষ্টগুলি তুলে নেওয়ার কারণ কি,

৩। জনসাধারণের স্বার্থে উক্ত আউট পোষ্টগুলি পুনরায় স্থাপন করা হবে কিন ;

Answer

Name of Minister— Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

শিলাছড়ি আউটপোষ্ট উঠে যায় নাই। উহা আগের মতই কাজ করিয়া যাইতেছে। ধর্মনগর মহকুমার খালছড়া বাজারে সি, আর, পি. ক্যাম্পের পরিবর্তে বি, এস, এফ, ক্যাম্প বসানো হইয়াছে।

২নং এবং ৩নং

প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 205

Name of Member— Sri Narayan Das

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরায় সরকারের বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের দ্বারা কত হেক্টর জমি স্থায়ীভাবে জল সেচের আওতায় এসেছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের দ্বারা মোট ১৩৬৮৯ হেক্টর জমি স্থায়ীভাবে জল সেচের আওতায় এসেছে। তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

নিয়মিত সেচকৃত ভূমি ১৯৮৪ইং এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত ব্লক ভিত্তিক হিসাব (হেক্টর)					ব্যবহৃত কার্যকারিতা হেক্টর ১৯৮৪ মার্চ পর্যন্ত
ব্লকের নাম	এল আই	ডিপ টিউব ওয়েল	ডাইভারসন	মোট	মোট
পানিসাগর	৮০৬	২৭০	—	১০৭৬	৩৮০
কাঞ্চনপুর	২৯২	৩০	--	৩২২	৪০
ছামনু	১২৪	৬০	—	১৮৪	১০৩
কুমারঘাট	৯৪৪	৩০	—	৯৭৪	৩৮৪
সালেমা	১০৮৪	২২০	৩৪০	১৫৪৪	৬৯৫
খোয়াই	২১৫	৫০	৫০	৩১৫	১৫৮
তেলিয়ামুড়া	১৪০৬	৯০	-	১৪৯৬	৮০৯
জিরানিয়া	৩৪০	৭৮	১২০	৫৩৮	৪০২
মোহনপুর	৩০	২০৮	২৬২	৫৮০	২৮১
বিশালগড়	৭২৯	৩২৪	—	১০৫৩	৬৩৮
মেলাঘর	৮০২	৮০	৮০	৯৬২	৫৬৬
মাতাবাড়ী	৯১১	২৬০	২২০	১৩৯১	১১৫৯
বগাফা	৪৮৯	৯০	১২০	৬৯৯	৫০৯
রাজনগর	২৪৭	৯০	৩২০	৬৫৭	২৫৪
সাতচাঁদ	৫৯৩	১২০	—	৭১৩	৩৬০
অমরপুর	১০৫৭	—	৪০	১০৯৭	৫৭৩
ডম্বুরনগর	—	—	—	—	—
নবব্লক (আগরতলা)	১৮৮	—	—	১৮৮	২০১
মোট	১০২৫৭	১৯৯০	১৪৪২	১৩৬৮৯	৭৬০৩ (৫৫ ৫৪%)

Admitted Starred Question No. 207

Name of Member : Shri Narayan Das

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে প্রতি বৎসর বন্যায় রুদ্র সাগরে পাড়ে অবস্থিত চড়া ভূমিতে বোরো ফসল প্লাবিত হয়ে ক্ষতি হয় ?

২। যদি সত্য হয় তবে সেখানকার ফসল রক্ষার জন্য সরকার কি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১. হ্যাঁ, কোন কোন সময় বন্যায় প্লাবিত হয়ে কিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২। নতুন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ গ্রহণ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 220

Name of Member : Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal walfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে নিউ ক্রিয়াস বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

২। উক্ত বাজেট থেকে ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে কমলপুর মহকুমার এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ও, কে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল।

৩। ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক কমলপুর মহকুমার এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ও, কে বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিউ ক্রিয়াস বাজেট থেকে কোন অর্থই দিচ্ছেন না ?

৪। সত্য হলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে মোট ৬,৭১,৪৪০ টাকা এবং ১৯৮৪-৮৫ বৎসরে (৩১শে জুলাই, ১৯৮৪ পর্য্যন্ত) মোট ১,৯৫,০০০ টাকা উত্তর ত্রিপুরা জেলায় উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে নিউ ক্রিয়াস বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২। উক্ত বাজেট থেকে ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে কমলপুর মহকুমার এস, ডি, ও, কে মোট ২৮,৯৫০ টাকা এবং বি, ডি, ও, সালেমাকে মোট ২৪,৪২৫ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

৩। উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, কমলপুর ও বি, ডি, ও, সালেমাকে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে নিউ ক্রিয়াস বাজেট থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ না করলেও এই খাতে অর্থ সাহায্য অব্যাহত রাখার জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তর বি, ডি, ও, সালেমাকে ৩০০০ টাকা এবং এ, ডি, সি, বি, ডি, ও, সালেমাকে ৪২,০০০ টাকা নিউ ক্রিয়াস বাজেট থেকে বরাদ্দ করেছেন।

৪। উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক নিজে বরাদ্দকৃত অর্থের টাকা দুঃস্থ পরিবারের জন্য বিভিন্ন স্কীমে টাকা বণ্টন করেছেন। কাজেই বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে তার পক্ষে এস, ডি, ও, কমলপুর ও বি, ডি, ও, সালেমাকে কোন অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হয় নাই। অবস্থা বিবেচনাক্রমে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ও এ, ডি, সি, থেকে বি, ডি, ও, সালেমাকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 222

Name of Member : Shri Rudreswar Das

Will the Minister-in-charge of the Home Department be **pleased** to **state :—**

Question

১। ইহা কি সত্য কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত সালেমা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বর্ত্তমান বছরেই

পর পর তিনবার ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয়, তবে উক্ত ব্যাঙ্ককে ডাকাতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না ?

৩। যদি না করে থাকেন তবে তাহার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister : Sri Nripen Chakraborti, Chief Minister

১। ডাকাতি সম্পর্কে কোন সংবাদ সরকারের কাছে নাই, তবে বর্ত্তমান বৎসরে সালেমা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে তিনবার চুরি করার জন্য হানা দেওয়া হয়।

২ এ ব্যাপারে সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 232

Name of Member :- Sri Samir kr. Nath.

প্রশ্ন

১। গত মে মাসে বন্যার তোড়ে হুরুয়া মৌজার এম, আই, এফ, সি, এর বাঁধ ভাঙ্গায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কত ?

২। উক্ত বাঁধটি ভাঙ্গার ফলে মোট কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ; এবং

৩। উক্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা হাতে করেছেন ; এবং

৪। এলাকাটি রক্ষা করার জন্য উক্ত বাঁধটি পুনঃ নির্মাণের কাজ সরকার হাতে

নিয়েছেন কি ?

৫। উক্ত নদীর যে সকল বাঁক রয়েছে তাহাতে স্পার নির্মাণ করে জমি রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৬। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

১। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

২। উক্ত বাঁধটি ভাঙ্গার ফলে ৬৪ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

৩। ৫৮ টি পরিবারের আর্থিক সাহায্য হিসাবে ৩০,০০০ টাকা (ত্রিশ হাজার) দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ৬ টি (ছয়টি) পরিবারকে ১২০০ (বার-শ) টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

৪। বাঁধটি মেরামতের কাজ শেষ হইয়াছে।

৫ ও ৬

ধানী জমির জন্য সাধারণতঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় না এবং বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা হাতে নাই।

Admitted Starred Question No. 233

Name of Member :- Shri Samir Kumar Nath.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় মোট কয়টি লিফ্‌ট ইরিগেশন, ডিপটিউবওয়েল আছে ; এবং

২। তার মধ্যে কয়টি সচল অবস্থায় আছে ?

৩। উক্ত ব্লক এলাকায় চুপাতাতে লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রত্যেকটি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় মোট ৭ টি লিফ্‌ট ইরিগেশন ও একটি ডিপটিউবওয়েল আছে।

২। তার মধ্যে ৪ টি ইরিগেশন স্কীম সচল অবস্থায় আছে।

৩। চুপাতা ছড়া লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রজেক্টটি বর্ত্তমানে অচল অবস্থায় আছে। গত বন্যায় ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Admitted Starred Question No. 247

Name of Member :- Shri Matilal Saha.

প্রশ্ন

১। চড়িলাম এলাকার রাঙ্গাপানিয়া নদীর দুই পার্শ্বে বাঁধ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হবে ?

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত কারিগরী ও আর্থিক সংগতি হেতু সব জায়গায় এক সাথে প্রকল্প গ্রহণ

করা সম্ভব নয়

Admitted Starred Question No. 249

Name of the member—Sr Matilal Saha,

প্রশ্ন

১। উত্তর চড়িলাম ও দক্ষিণ চড়িলামে গাঁওসভায় ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত আর্থিক সংগতি হেতু সব জায়গায় এক সাথে প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নয়

Admitted Starred Question No. 252

Name of Member :- Shri Matilal Saha.

প্রশ্ন

১। বিশালগড় বাজারকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নদীতে বাঁধ ও হানা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হইবে?

৩। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১। নতুন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ২নং প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত কারিগরী ও আর্থিক সংগতি হেতু সব জায়গায় এক সাথে প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

Assembly Starred Question No. 424

(Admitted No. 268)

Name of the member— Shri Rabindra Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। ইহা কি সত্য যে সমগ্র দক্ষিণ জেলায় নিরাপত্তার অভাবে কোন সরকারী কর্মচারী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেতে চাইছে না?

২। যদি সত্য হয় তবে তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

Answer

Name of Minister— Sri Nripen Chakraborty,
Chief Minister.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Starred Question No. 429

(Admitted No. 271)

Name of member— Sri Rabindra Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

Question

১। ইহা কি সত্য যে গত ২২শে জুলাই ১৯৮৪ ইং টাকারজলা থানা উগ্রপন্থী দ্বারা আক্রান্ত হয়?

২। যদি সত্য হয় তবে আক্রমণের ফলে কেও হত বা আহত হয়েছিল কি?

Answer

Name of Minister :- Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Starred Question No. 438

(Admitted No. 276)

Name of Member : Shri Matilal Sarkar, M.L A.

Will the Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১। সদ্য অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর সারা ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্ত

এলাকায় কয়টি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

২। এইসব ডাকাতি বাধা দিতে বি, এস, এফ-এর সাথে ডাকাতদের কয়টি স্থানে সংঘর্ষ হয়েছে ? এবং

৩। উক্ত ডাকাতিতে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

Answer

Name of Minister :- Shri Nripen Chakraborty Chief Minister.

১। ১৭ টি—মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল--

১) সোনামুড়া—৪ টি
২) সদর— ১০ টি
৩) খোয়াই— ২ টি
৪) বিলোনীয়া— ১ টি

মোট—১৭ টি

২। ডাকাতের সঙ্গে বি, এস, এফ এর কোন সংঘর্ষ হয় নাই

৩। সর্বমোট— ১,৩৯,৬০০ টাকা (আনুমানিক) ।

Admitted Starred Question No : 294

Name of the Member : Sri Ratimohan Jamatia

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার মহারাণীতে গোমতী সেচ প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শেষ করা যাবে বলে সরকার আশা করছেন ?

২। উক্ত প্রকল্পের জন্য মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল এবং ১৯৮৪ইং সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

৩। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা সম্পূর্ণ কাজ যদি সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় তবে সমস্ত কাজ শেষ করতে আরও কত টাকা আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজন হবে বলে সরকার মনে করছেন।

৪। উক্ত সেচ প্রকল্পের জন্য মোট কত একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য একর প্রতি কত করে ধার্য্য করা হয়েছে।

উত্তর

১। উভয় তীরের খালসহ সম্পূর্ণ কাজ শেষ হইতে আরও প্রায় তিন বছর সময় লাগিবে বলে আশা করা যায়।

২। ১৯৭৮ সালের তৈরী প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুযায়ী এই প্রকল্পের প্রাথমিক বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। ১৯৮৪ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ১০ কোটি ১৯ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।

৩। উক্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে প্রাথমিক বরাদ্দকৃত অর্থের উপর আরও প্রায় ৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা লাগবে বলে অনুমান করা যায়।

৪। উক্ত প্রকল্পের জন্য ব্যারেজ এলাকার কলোনী, অফিস, ষ্টোর ইত্যাদি নির্মাণের জন্য মোট ৮৮২.৪০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। দুই তীরের খাল তৈরীর জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত খাল তৈরীর জন্য মোট ১৯৫.৪২ একর জমি অধিগ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এবং ১২.৬৮ একর জমির দখল পাওয়া গিয়াছে। অধিকৃত জমির মূল্য ল্যাণ্ড একুইজিশন কালেক্টরের এসেসমেন্ট অনুযায়ী একর প্রতি সর্ব নিম্ন ৭৫৯০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১,২৬৫০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No : 297

Name of the Member : Sri Ratimohan Jamatia

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত উদয়পুর

মহকুমায় জল সেচের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের জন্য কয়টি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

২। উক্ত বাঁধগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত মহকুমায় আরও বাঁধ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। উদয়পুর মহকুমায় ৯৭৮ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত জলসেচের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের জন্য কোন স্থায়ী বাঁধ দেওয়া হয় নাই। তবে উদয়পুর মহকুমার মহারাণীতে গোমতী নদীর উপর মাঝারী সেচ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

২। প্রশ্ন আসে না

৩। না

Admitted starred Question No. 308

Name of the Member : Sri Len Prasad Malsai

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কর্ষিত ভূমির মোট কত ভাগ আজ পর্য্যন্ত নিয়মিত জল সেচের আওতায় এসেছে, এবং

২। ঐ সেচ ভূমির কত হেক্টর কোন ব্লকে রয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মোট কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ২৫৮১০০ হেক্টর। ৮৩-৮৪ সন পর্য্যন্ত ১৩০৮৯ হেক্টর ভূমি নিয়মিত জল সেচের আওতায় এসেছে। ইহা মোট জমির ৫-০১ ভাগ।

২। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজনীতে দেওয়া গেল।

Admitted Starred Question No : 311
Name of the Member : Sri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বছরে কাঞ্চনপুর ব্লকে কত জুমিয়া ও কত ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, এবং

২। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে উক্ত এলাকায় আরো কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বছরে কাঞ্চনপুর ব্লকে ৮৯টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

২। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে উক্ত এলাকায় আরও কতটি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে তার লক্ষ্যমাত্রা এখনও স্থির হয় নি।

Admitted Starred Question No. 324
Name of Member— Sri Samir Kumar Nath

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের দক্ষিণ হুরুয়া গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় দীঘলবাঁক, জামিরালা গ্রামের কৃষি জমিগুলি জল সেচের আওতায় আনার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২। থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে তা বাস্তবায়িত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। আপাতত নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 330

Name of the Member : Shri Shyama Charan Tripura, M L.A

Will the Hon'ble Minister-in-charge, Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কত পরিবারকে পি, জি, পি, প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে মোট কত পরিবারকে আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

২। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ১৯৮৪ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত উক্ত প্রকল্পে মোট কত টাকা পাওয়া গেছে ?

১। ৪০০ পরিবারকে ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক সনে পি, জি, পি, প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৬০০ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। ভবিষ্যতে ১৯৮৯-৯০ সনের মধ্যে আরও ৩,৫০০ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার সম্ভাবনা আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে (জুলাই মাস পর্য্যন্ত) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান হিসাবে মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

Admitted Starred Question No. 334

Name of the Member : Shri Sunil Kumar Choudhury.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সাব্রুম মহকুমার কুর্য্যাকলীতে Lift Irrigation Scheme

করার জন্যই বিদ্যুৎ লাইন নেওয়া হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে উক্ত স্থানে জল ও বিদ্যুৎ এর সুবিধা থাকা সত্বেও উক্ত স্কীম না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 344

Name of the member— Sri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Vigilance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং ও ৮৪-৮৫ ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের দুর্নীতি দমন শাখার কাছে স্বশাসিত ও বেসরকারী সংস্থাগুলি সম্পর্কে কয়টি দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐই অভিযোগগুলোর মধ্যে কয়টির তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন করা হয়েছে, কয়টি তদন্ত কার্য্য চলছে এবং কয়টি তদন্তাধীন রয়েছে ?

৩। কয়টি ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে ? এবং

৪। দুর্নীতি গ্রস্থদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

১। স্বশাসিত ও পাবলিক আণ্ডারটেকিংগুলি সম্পর্কে ১৯৮৩ সনের চারটি এবং

১৯৮৪ সনের দুটি দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। সংস্থা ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হলো।

সন	সংস্থার নাম	সংখ্যা
১৯৮৩	টি, পি, এস, সি,	দুটি
	ত্রিপুরা রোড ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশন	দুটি
১৯৮৪	আগরতলা মিউনিসিপলিটি	এক
	ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন	এক

২। দুটি অভিযোগের তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪টি অভিযোগের তদন্ত কার্য্য চলছে।

৩। যে দুটি ক্ষেত্রে তদন্ত হয়েছে তাতে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৪। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No 345

Name of Member : Shri Sunil Chowdhury

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সাব্রুম মহকুমার বনকুল, হরিনা ও মেরুছড়ায় জল সেচ প্রকল্পগুলিতে পাইপ লাইনগুলি নীচু জায়গা দিয়ে নিয়ে যাওয়ায় উঁচু জমিতে সেচের জল ঠিকমত পৌঁছায় না, ফলে সেচের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে ?

২। ইহা কি সত্য যে এব্যাপারে সাতচাঁদ ব্লকের বি ডি সি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার আবেদন করা সত্বেও উক্ত পাইপ লাইনের পরিবর্তন করা হয়নি ?

৩। সত্য হলে উক্ত পাইপ লাইনগুলি পরিবর্তন করে পুনরায় ঠিকমত বসিয়ে সেচ প্রকল্পগুলিতে নিয়মিত জল সেচের সুবন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

১। না।

২। হ্যাঁ, পরীক্ষা নিরিক্ষার পর পাইপ লাইন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় নাই।

৩। ১নং ও ২নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না

Admitted Starred Question No. 351

Name of Member : Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের হাতে ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক ক্ষমতা দেওয়ার কোন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা এই তথ্য রাজ্য সরকারের জানা আছে কিনা ?

২। যদি অবগত থাকেন তা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে এই মর্মে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন আশ্বাস পেয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংসদের উভয় সভার গত অধিবেশনে একটি বিল পাশ হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 355

Name of Member— Sri Nakul Das.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কয়টি গভীর নলকূপ আছে ?

২। তার মধ্যে কয়টি চালু ও কয়টি বন্ধ আছে ?

৩। বর্তমানে বৎসরে নতুন করে কতটি বসাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

৪। গভীর নলকূপ বসানোর কাজ সম্পন্ন হলেও পাইপ, লাইন না বসানোর ফলে কয়টি নলকূপ অকেজো অবস্থায় আছে, তার সংখ্যা ?

উত্তর

১ জল সেচ ও পানীয় জলের জন্য বর্তমানে ত্রিপুরায় ২১৪ টি গভীর নলকূপ আছে। তার মধ্যে সেচের জন্য ৮৮ টি এবং পানীয় জলের জন্য ১২৬ টি গভীর নলকূপ আছে।

২। তার মধ্যে সেচের জন্য ৬১ টি এবং পানীয় জলের জন্য ৯০ টি মোট ১৫১ টি চালু আছে। সেচের জন্য ২৭ টি বন্ধ নলকূপের মধ্যে ১৫ টি আদৌ চালু করা হয় নাই এবং ৮ টি চালু করার পর বিভিন্ন কারণে বর্তমানে চালু নেই, ৪ টি চালু করা যাবে না। এবং পানীয় জলের জন্য ৩৬ টির মধ্যে ২ টি আদৌ চালু করা হয় নাই এবং ৩৪ টি নানা কারণে বর্তমানে চালু নেই।

৩। বর্তমান বৎসরে নতুন করে সেচের জন্য ৩৫ টি এবং পানীয় জলের জন্য ৫১ টি মোট ৮৬ টি গভীর নলকূপ বসাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

৪। সেচের জন্য ১৫ টি এবং পানীয় জলের জন্য ৩৬ টী গভীর নলকূপ এখনো পাইপ লাইন পাম্প প্রভৃতি না বসানের জন্য চালু করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 365

Name of member : Sri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state—

১। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত নাসা (National Security Act)

সংশোধনী আইন ও উপদ্রুত অঞ্চল আইন এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন আইনটি প্রয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অভিমত কি ?

Answer

Name of Minister :- Shri Nripen Chakraborti, Chief Minister.

1. National Security Act এবং উহার সংশোধনী আইন ও উপদ্রুত অঞ্চল (বিশেষ আদালত) আইন আপাতত এই রাজ্যে প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় নাই।

Admitted Starred Qnestion No. 371

Name of Member : Shri Keshab Majumder

Will the Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

১। গত ৭ই আগষ্ট যুব কং (ই) আহুত ত্রিপুরা বন্ধের দিনে কয়টা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত করেছে : (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। উক্ত বন্ধের দিনে কয়টি কেন্দ্রে পুলিশ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

৩। ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকলেকিকিধরণের ব্যবস্থানেওয়া হয়েছিল ?

৪। যদি কোন ক্ষেত্রে না করা হয়ে থাকে তা হলে তার কারণ ?

Answer

Name of Minister : Sri Nripen Chakraborty, Chief Minster.

১। নিম্ন বর্ণিত হিংসাত্মক ঘটনাগুলি গত ৭ই আগষ্ট ১৯৮৪ইং যুব কংগ্রেস (আই) আহুত বন্ধের দিন সংগঠিত হইয়াছিল।

পশ্চিম ত্রিপুরায়—	৪টি ঘটনা
দক্ষিণ ত্রিপুরায়—	৩টি ঘটনা

উত্তর ত্রিপুরায়— কোন ঘটনা ঘটে নাই।

২। ৩। প্রতি ক্ষেত্রে পুলিশ মোকদ্দমা নথিভুক্ত করিয়া এবং অভিযুক্ত অবরোধ কারীদের গ্রেপ্তার করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। যথা

পশ্চিম ত্রিপুরায় ১৩৯ জন অবরোধকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে বিভিন্ন থানা ও অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৭৫ জন অবরোধকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে আদালত হইতে তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

উত্তর ত্রিপুরায় ৫৬ জন অবরোধকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে ব্যক্তিগত মুচলেখায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question o. 5

Name of Member— Sri Shyama Charan Tripura

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be plased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় পি, জি, পি, এর অধিনে বর্তমানে কয়টি চিকিৎসা কেন্দ্র চিকিৎসক কার্য্যালয় আছে তার সংখ্যা (স্থানের নাম সহ)

২। পি, জি, পি, এর অধিনে মোট কতজন চিকিৎসক বর্তমানে কর্মরত আছেন তার সংখ্যা এবং কাজের পরিধি কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় পি, জি, পি, এর অধিনে মোট ৬টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র

আছে।

চিকিৎসা কার্য্যালয়গুলির স্থানের নাম নিম্নরূপ—

ক) আগরতলা খ) উদয়পুর গ) অমরপুর ঘ) আমবাসা ঙ) কাঞ্চনপুর চ) কৈলাশহর

২। মোট ৬ জন চিকিৎসক বর্তমানে কর্মরত আছেন। তাদের কাজের পরিধি নিম্নরূপ—

ক) আগরতলা : সমগ্র পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা (সদর, খোয়াই, সোনামুড়া মহকুমা)

খ) উদয়পুর : সমগ্র উদয়পুর বিলোনীয়া এবং শিলাছড়ি এলাকা ব্যতিত সমগ্র সাব্রুম মহকুমা।

গ অমরপুর : গণ্ডাছড়া ব্যতিত সমগ্র অমরপুর সাব ডিভিসন এবং সাব্রুম মহকুমা শিলাছড়ি এলাকা।

ঘ) আমবাসা : সমগ্র কমলপুর মহকুমা এবং অমরপুরের গণ্ডাছড়া এলাকা।

ঙ) কাঞ্চনপুর : সমগ্র ধর্মনগর মহকুমা।

চ কৈলাশহর সমগ্র কৈলাশহর মহকুমা।

Admitted Un-Starred Question No. 10

Name of Members— 1. Sri Manoranjan Majumder
2. Sri Sudhir Ranjan Majumder
3. Smti Gita Choudhury
Sri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department (Police) be pleased to states :

ক) ১৯৮০ইং এর আগষ্ট থেকে ১৯৮৪ইং এর জুন পর্য্যন্ত উগ্রপন্থীকর্তৃক কতজন

সরকারী কর্মচারী (Department ভিত্তিক) ও কত বেসরকারী লোক খুন হয়েছে ?

খ) নিহত সরকারী ও বেসরকারী লোকদের পরিবারবর্গকে কি পরিমাণ আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে (পৃথক পৃথক সর্বমোট হিসাব)

গ) উক্ত সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থী কর্তৃক কি পরিমাণ সম্পদ (সরকারী ও বেসরকারী) নষ্ট হইয়াছে এবং

ঘ) তাহার মূল্য কত ?

ঙ ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে উগ্রপন্থী তৎপরতা রোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

Answer

Name of Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister

ক) ১৯৮০ইং এর আগষ্ট থেকে ১৯৮৪ইং এর জুন পর্যন্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক মোট ১ জন খুন হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ জন বেসরকারী লোক এবং ৩৪ জন সরকারী লোক। সরকারী লোকদের হিসাব ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া গেল—

১।	পুলিশ—	১৪ জন
২।	বি, এস, এফ -	৪ জন
৩।	সি, আর, পি, এফ—	১০ জন
৪।	ফরেষ্ট	৪ জন
৫।	বর্ডার হোমগার্ড	১ জন
৬।	গ্রীক সাব অভারসিয়ার	১ জন
		৩৪ জন

খ) সর্বমোট— ৬৩৮,২৫০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে সরকারী লোকদের পরিবারবর্গকে ৪,০৭,০০০ টাকা এবং বেসরকারী লোকদের পরিবারবর্গকে ২,৩১,২৫০ টাকা।

গ) ও ঘ) উক্ত সময়ের মধ্যে, সরকারী ও বেসরকারী অনুমানিক ২,৫৫,৪১৪

টাকার অধিক নষ্ট হইয়াছে।

ঙ) বাহির হইতে রাজ্যে উগ্রপন্থী যাতে প্রবেশ করিতে না পারে তারজন্য স্থানে স্থানে পুলিশ ফাড়ি এবং বি, এস. এফ ফাড়ি বসাইয়া পাহাড়া জোরদার করা হইয়াছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে Police/CRPF উগ্রপন্থী দমনে কম্বিং অপারেশন চালাইতেছে। উগ্রপন্থীদের গতিবিধির নজর রাখিতে গোয়েন্দা বাহিনী বিশেষ তৎপরতা চালাইতেছে। পুলিশ, সি আর,পি এবং বি,এস,এফ বাহিনীকে সতর্ক থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No. : 12

Name of the Member : Shri Tarani Mohan Sinha

প্রশ্ন

১। পানীয় জল সরবরাহের জন্য সরকারী পরিকল্পনা থাকা সত্বেও এখনো কার্যকরী হয় নাই এইরূপ কতগুলি পরিকল্পনা আছে।

২। উক্ত পরিকল্পনাগুলি চালু করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

উত্তর

১। এইরূপ ৯১টি প্রকল্প আছে।

২। ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫০টি প্রকল্পের এবং পরবর্তী বৎসর অবশিষ্ট ৪১টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেবার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 13

Name of Member : Sri Sudhir Ranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

Question

১। সমগ্র ত্রিপুরা এ পর্য্যন্ত কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে ;

২। তাদের কত টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে;

৩। কতজনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে;

৪। কোন কোন পদে কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে?

Answer

Name of the Minister— Sri Nripen Chakraborti,

Chief Minister.

১। ২৮৭ জন (২৪-৭-৮৪ইং পর্য্যন্ত)

২। একজনকে প্রথম কিস্তিতে ২০০০ টাকা, এবং ২৮২ জনকে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রত্যেককে ৪০০০ টাকা করিয়া গৃহাদি নির্মাণের জন্য সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

তাছাড়া আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের মধ্যে মোট ২৪ জনকে কৃষি, পশুপালন, মৎস্যপালন, পরিবহণ এবং শিল্প প্রভৃতি পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য সর্বমোট ২,৮৯,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৩। ২৫০ জনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

ক) পাম্প অপারেটর—	১২ জন
খ) ককবরক শিক্ষক—	৬ জন
গ) পঞ্চায়েত সেক্রেটারী—	৫ জন
ঘ) সোসিয়েল এডুকেশন ওয়ার্কার—	১ জন
ঙ) স্কুল মাদার—	১ জন
চ) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী—	২৫ জন
ছ) পিয়ন—	৩০ জন
জ) জি, ডি, এ—	৫৭ জন
ঝ) টলুয়া—	২ জন
ঞ) চৌকিদার—	৪১ জন
ট) হেল্পার—	৮ জন
ঠ) চেইনম্যান—	৬ জন

ঙ) খালাসী— ৬০ জন

চ) বাগানমালী— ১৮ জন

মোট— ২৫০ জন

Admitted Unstarred Question No. 15

Name of M. L. A— Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

Question

১। ১৯৮১ সালের ১লা এপ্রিল হতে ঐ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন সরকারী অফিস, বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন করপোরেশন এবং বোর্ডে কতজন শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে তার সংখ্যা ?

২। এদের মধ্যে নিয়মিত এবং অনিয়মিত কতজন ?

Answer

Minister-in-charge of the Apptt. & Services Department
Sri Nripen Chakraborti' Chief Minister.

১। ১৯৮১ ইং সালের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন সরকারী অফিস, বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয় এবং করপোরেশন এবং বোর্ডে মোট ৪৪৮২ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে নিয়মিত কর্মচারী ৩৮১০ জন এবং অনিয়মিত কর্মচারী ৬৭২ জন। (উক্ত সংখ্যার মধ্যে নিম্নলিখিত সরকারী অফিস ধর হয় নাই।

১। রুরেল ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গেনাইজেশন।

২। জিলা শাসক, উত্তর ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৩। জিলা দায়রা আদালত, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৪। নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারী বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PERIOD FROM 1-4-1981 to 31-12-1981.

Sl. No.	Name of the Department / Offices.	No of persons appointed during 1-4-81 to 31-12-81	Among them no. of appointment made on Regular	Ad-hoc
1.	2	3	4	5
1.	Director of Fire Services	29	24	5
2.	Gauhati High Court, Agt. Bench	1	1	1
3.	Tripura Housing Board	6	2	—
4.	State Planning Machiery	2	6	—
5.	Rajya Sainik Board	1	1	—
6.	Tripura Road Transport Copn.	13	9	4
7,	Tripura Forest Dev. & Plantation	41	41	—
8.	Director of Civil Defence	2	2	—
9.	Controller of Weights & Measures	2	2	—
10.	Chief Cons. of Forests	44	44	—
11.	D.M. & Collector, West Tripura	34	34	—
12.	Labour Directorate	11	11	—
13.	Director of Research	1	1	—
14.	Local Self of Govt. Deptt.	1	1	—
15.	Directorate of Social Welfare and Social Education, Tripura	141	138	3
16.	Directorate of Welfare for Sch. Castes and Sch. Tribes	15	15	—

1	2	3	4	5
17.	Admn. Reforms Department	4	—	4
18.	Dte of Food & Civil Supplies	3	3	—
19.	Dte. of Small Savings & Group Ins.	5	5	—
20.	Secretariat Administation Deptt	14	13	1
21.	Dte. of Panchayat Raj	16	16	—
22.	Dte. of Employment Services and M. P.	27	27	—
23.	Commissioner of Taxes	8	8	—
24.	Dte. of Land Records & Settlement	88	67	21
25	Agartala Municipality	55	55	—
26.	Directorate of Agriculture	244	—	244
27.	Directorate of Co-operatin	49	29	—
28.	Directorate of Rehabilitation	1	—	1
29.	Prisons Directorate (Jail Deptt)	10	10	—
30.	Directorate of Health Services	216	204	12
31.	Public Works Department	374	337	37
32.	Directorate of Animal Husbandry	73	73	—
33.	Tripura Public Service Commission	4	4	—
34.	Dist. & Sessions Judge, North	34	33	1
35.	Directorate of Fisheries	8	7	1
36.	Directorate of Information, Cultural Affairs & Tourism	14	13	1
37.	Asstt. Transport Commissioner	1	1	—
38.	Dte. of Statistics & Evaluation	7	7	—
39.	Chief Engineer, Irrigation and Flood Controll	203	137	66
39.	Dte. of Printing & Stationery	38	38	—
41.	Dist. and Sessions Judge, West	40	40	—

1	2	3	4	5
42.	Directorate of Higher Education	67	61	6
43.	Inspector General of Police Tripura	640	638	2
44.	Directorate of School Education	1,566	1,566	—
45.	Chief Inspector of Factories	6	6	—
46.	Directorate of Industries	342	80	262
	TOTAL :	4,482	3,810	672

Note :- These figures do not include the following offices :--

1) Rural Engineering Organisation, West
2) D. M. and Collector, North, Kailasahar
3) D. M. and Collector, South Udaipur
4) Dist. and Sessions Judge, South Tripura.

Admitted Unstarred Question No. 20

Name of the Member :- Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং সনের ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় এ,ডি,সি, এরিয়াতে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮২ ইং সন হইতে অদ্যাবধি নিম্নলিখিত কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে; বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব

ক্রমিক নং	বিভাগ	সমাপ্ত সেচ প্রকল্প	সৃষ্ট কার্যকরত হেক্টর হিসাবে	চলতি সেচ প্রকল্প	যে কার্যকরতা সৃষ্ট হবে হেক্টর হিসাবে	প্রস্তাবিত সেচ প্রকল্প
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	ধর্মনগর	১। কমলপুর—১ এল, আই	৩৮	১। লক্ষ্মীপুর—২ এল, আই	৭৬	১। সুব্রতনগর এল, আই
		১। কমলাপুর—২ এল, আই	৪০	২। উত্তর ধর্মীছড়া ডিপ টিউবওয়েল	৩০	২। ফুলেনালা এল, আই
		৩। ছুপাতাছড়া এল, আই	৬০			৩। করইছড়া এল, আই
		৪। কাঞ্চনপুর এল, আই	৫২			
		৫। রাধামাধবপুর ডিপ টিউবওয়েল	৩০			
	কৈলাশহর	১। করমছড়া ডিপ টিউবওয়েল	৫০	১। লালছড়ি এল, আই	৭০	১। মাণিকপুর এল, আই
		২। ময়নামা ডিপ টিউবওয়েল	৫০	২। [illegible] এল, আই	৫১	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩। কমলপুর	—			...	—	১। ভোলাই এল. আই
৪। খোয়াই	১। মুহুরীছড়া এল, আই	৮০		১। সমরুছড়া-২ এল, আই	৬০	১। আমপুরা ডিপ টিউবওয়েল
	২। চাকমা ঘাট ,,	২০		২। সর্বংছড়া ডাইভারশন	৭২	২। চন্দ্রঠাকুরপাড়া ডিপ টিউবওয়েল
	৩। সমতল পদ্মবিল ডিপ টিউবওয়েল	৩০				৩। আশারামবাড়ী ডিপ টিউবওয়েল (বন বাজার)
						৪। উত্তর পদ্মবিল ডিপ টিউবওয়েল
৫। সদর	১। মাধববাড়ী এল, আই	৫৬		১। ভুবনচন্দ্রাইপাড়া এল, আই	৪০	১। কৃষ্ণকো রা ডিপ টিউবওয়েল
	২। গোলাঘাটি-২ ,,	৮২		২। মোহন্ত শিকারীপাড়া ডাইভারশন	৭০	২। মাতামবাড়ী ডিপ টিউবওয়েল
	৩। টাকারজলা ,,	৮৯		৩। সোনাইছড়া এল. আই	৪৮	৩। অক্ষেন্দ্রনগর ডিপ টিউবওয়েল
	৪। গুণমনি ঠাকুর পাড়া টিউবওয়েল	০০				৪ বাসুরগাঁও

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৫। টাকারজলা ডিপ টিউবওয়েল	৩০			
৬।	সোনামুড়া	—			—	—
৭।	উদয়পুর	১। কুপিলং ডিপ টিউবওয়েল	৩০			১। আঠারোগোলা ডিপ টিউবওয়েল
		২। কঙ্কনী ডিপ টিউবওয়েল	৩০			২। বৈতনানী এল, আই
		৩। ফুলাক্ষেত ডিপ টিউবওয়েল	৩০			
		৪। দক্ষিণ মহারাণী এল, আই	৫০			
		৫। পির৷ এল, আই	২০			
		৬। নাজিলাবাড়ী এল, আই	২০			
৮।	বিলোনীয়া	১। পূর্ব চড়কবাই ডিপ টিউবওয়েল	৩০	১। লক্ষীছড়া ডিপ টিউব ওয়েল	৩০	১। দেবীপুর এল, আই
		২। রানাপুর ডিপ টিউবওয়েল	৩০	২। পত্তিছড়ি ডিপ টিউবওয়েল	৩০ ৩০	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৫। মধ্যপিলোক ডিপ টিউবয়েল	৩০			
		৪। [illegible]ধানবাড়ী এল আই	৮[illegible]			
৯।	[illegible]ক্রম	১। বেতাগা এল, আই	১২০	১। রূপাইছড়ি ডিপ টিউবওয়েল	৩০	
		২। শাকবাড়ি ডিপটিউবওয়েল	৩০			
		৩। বুড়াতলি ডিপটিউবওয়েল	৩০			
১০।	অমরপুর	১। ডালাক এল আই	৩৬	১। সোনাইছড়ি ডিপটিউবওয়েল	৩০	১। বীরগঞ্জ এল আই
		২। দেববাড়ী এল আই	৫২	২। একনানছড়া-১ এল আই	৬০	২। র [illegible] এল আই
		৩। উত্তর চেলাগাং এল আই	৬৪	৩। একনানছড়া ২ এল আই	৬৪	৩। তেপাছড়া এল আই
		৪। চালিয়াখোলা ,,	৩০			
		৫। রাঙ্গামাটি-২ ,,	১৪০			
		৬। একছড়ি ,,	৫৫			
		৭। কাওয়ামারা ,,	৩৬			
		৮। মৈলাকছড়া ,,	২০০			
		৯। পাকাইএর চর ,,	২০			

বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প

ক) কাজ মঞ্জুর হইয়াছে কিন্তু আরম্ভ হয় নাই

১) রূপাইছড়ি বাঁধ নির্মাণ ২) ধুমাছড়া বাঁধ নির্মাণ

খ) প্রস্তাবিত প্রকল্প

১) পিত্রাজলা বাঁধ নির্মাণ

গ) ভূমিক্ষয় নিরোধ প্রকল্প

দামছড়া ভূমিক্ষয় নিরোধ প্রকল্প— কাজ শেষ হইয়াছে

Admitted Unstarred Question No. 41

Name of M.L.A. : Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

Question

১। ক) বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কন্টিনজেন্ট কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

খ) ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ সনের ৩০শে জুন পর্যান্ত কতজন কন্টিনজেন্ট কর্মচারীকে সরকার রেগুলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়াছেন তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment and Services Department Sri Nripen Chakraborti, Chief Minister.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No 42

Name of Member :- Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Vigilance Department be pleased to state :—

Question

১। ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮৪ ইং সনের ২০শে জুলাই পর্যান্ত সরকার কতজন গেজেটেড এবং নন্-গেজেটেড কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করিয়াছেন ?

২। তন্মধ্যে তদন্তকার্য্য সমাপনের পর কতজনকে আদালতে সোপর্দ করা হইয়াছে ?

৩। কতজনের আদালতের কি কি সাজা হইয়াছে এবং কয়টি কেইস এখনও বিচারাধীন আছে ?

৪। কতজন আদালত কর্তৃক উক্ত কেইস হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে ?

Answer

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 45

Name of member— Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

Question

১। Executive Magistrate এবং Sub-Divisional Magistrate কোর্টগুলিতে কতগুলি মামলা বিচারাধীন (তার Sub-Division ভিত্তিক হিসাব) ?

২। অমরপুরে উক্ত দুই কোর্টে কোন সন থেকে কতগুলি মামলা বিচারাধীন আছে (তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

৩। এই মামলাগুলি নিষ্পত্তির জন্য আরও Executive Magistrate নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা করা হবে বলে তা আশা করা যায় ? এবং

৫। ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকিলে তাহার কারণ ?

Answer

Name of Minister :- Shri Nripen Chakraborti, Chief Minister.

১। মোট ১৬১৪ টি মামলা Executive Magistrate এবং Sub-Divisional Magistrate কোর্টগুলিতে বিচারাধীন আছে।

Sub-Division ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

Sub Division	Sub-Divisional Magistrate এর কোর্টে বিচারাধীন	Executive Magistrate এর কোর্টে বিচারাধীন
১। সোনামুড়া—	৫০	২৫
২। খোয়াই—	৭৭	১০০
৩। সদর—	৯	৪১৩
৪। অমরপুর—	৫৭	২
৫। সাব্রুম—	৫৭	৬
৬। উদয়পুর—	৩৫	২৬

৭।	বিলোনীয়া—	৭৮	২২
৮।	কৈলাশহর—	১৩৫	১৮৫
৯।	ধর্মনগর—	২৬	১৭৩
০।	কমলপুর—	৮৩	২৫
		৬০৭	১০০৭

২। অমরপুর Sub Divisional Magistrat এবং Executive Magistrate এর কোর্টে বিচারাধীন মামলার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	Sub-Divisional Magistrate এর কোর্ট	Executive Magistrate এর কোর্ট
১৯৭৬—	১	
১৯৮২—	৫	
১৯৮৩—	১৪	
১৯৮৪—	৩৭	২
মোট—	৫৭	

৩নং, ৪নং এবং ৫নং

বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তির জন্য Executive Magistrate নিয়োগ করা হয় না। জেলায় এবং মহকুমায় কর্মরত Class-I এবং Class-II অফিসারদের জেলা শাসকের সুপারিশ অনুযায়ী Executive Magistrate এর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। জেলায়, মহকুমায় এবং ব্লকে কর্মরত সমস্ত Class-I এবং Class-II অফিসারদের Executive Magistrate এর ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 56

Name of MLA : Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and

Services Department be pleased to state—

Question

১। রাজ্যে ১৯৮২ সালের জুলাই পর্য্যন্ত নিয়মিত সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত সময়ের মধ্যে সরকারী দপ্তরগুলিতে অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

৩। ঐ সকল অনিয়মিত কর্মচারীদের কিসের ভিত্তিতে নিয়মিত করা হয়ে থাকে ?

Answer

Minister-in-charge of the Appointment and Services Department. Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 58

Name of M.L.A. : Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :--

Question

১। রাজ্যের কোন কোন দপ্তর তপঃ উপজাতিদের সংরক্ষিত কতগুলি পদ যোগ্য প্রার্থীর অভাবে খালি পড়ে আছে (১৯৮৪ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত পদগুলি পূরণের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে ?

Answer

Minister-in-charge of the Appointment and Services Department. Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 59

Name of the Member : Shri Jawhar Saha
Shri Rabindra Deb Barma
Shri Lenprasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge, Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্যে জুমিয়ার সংখ্যা কত। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট কত জুমিয়া পরিবারকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে (বছর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। উক্ত পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়া পরিবারকে কি পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, এবং

৪। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে উক্ত পুনর্বাসন খাতে কোন মহকুমার আর কত জনকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মহকুমা ভিত্তিক জুমিয়ার পরিবারের সংখ্যা নিম্নরূপ—

ক)	সদর	১৫৭৬ পরিবার
খ)	খোয়াই—	১৬১৪ „
গ)	সোনামুড	৪২৭ „
ঘ)	কমলপুর—	১১২৮ „
ঙ)	কৈলাশহর—	১১৭৮ „
চ)	ধর্মনগর -	৩১৩০ „
ছ)	উদয়পুর—	৮৮৮ „
জ)	অমরপুর—	২৬৫৪ „
ঝ)	বিলোনীয়া—	১৩১৮ „
ঞ)	সাব্রুম—	১৪৪৭ „

মোট— ১৬,১৫৭

২। মোট ছয় হাজার একশত আটচল্লিশ পরিবারকে। (বছর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া হল)।

● প্রতি পরিবারকে ৬৫১০, টাকার পুনর্বাসন প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

৪। সারা রাজ্যে মোট ৮৮৮ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। মহকুমা ভিত্তিক লক্ষ্য মাত্র স্থির করা হচ্ছে।

পরিশিষ্ট 'ক'

১৯৭৮ সাল থেকে মহকুমা ভিত্তিক পুনর্বাসন প্রাপ্ত
পরিবারের তালিকা

মহকুমার নাম	যে সালে যত পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছে					
	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪
১। সদর	২৩০	১৮৯	৮৫	৫৩	৮২	৩০০

২।	খোয়াই	১৩৪	১৬৭	৫৯	৭৯	১৬	৩১৭
৩।	সোনামুড়া	১১৮	১২৩	—	৪০	১৪	—
৪।	কমলপুর	—	১০১	৬২	—	—	৯০
৫।	কৈলাশহর	২৯৫	২০০	২১৬	—	৩২৬	—
৬।	ধর্মনগর	১৫৫	১১২	—	—	১০	১৮১
৭।	উদয়পুর	—	১৪০	৫০	১৮	৩০	১০০
৮।	অমরপুর	১৬১	৩৩৭	১১	৫১	—	২৮৬
৯।	বিলোনীয়া	১৯৮	২৬৯	—	১১৮	৪	৭২
১০।	সাব্রুম	১০২	৫৯	১০১	৫১	—	১১৯
	মোট—	১০৯০	১৬৯৭	৫৮৪	৫৯০	৪৯১	১৫৯৫

Admitted UnStarred Question No : 66

Name of the Member : Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। সারা রাজ্যে বিগত ১৯৮০ সনের জুন দাঙ্গার পরে মোট কয়টি বন্দুক (লাইসেন্স সহ) আটক করা হয়েছিল ;

২। তার মধ্যে কয়টি বন্দুক ফেরত দেওয়া হয়েছে, এবং

৩। কয়টি বন্দুক ফেরৎ দেওয়া হয়নি, এবং

৪। এই বন্দুকগুলো ফেরৎ না দেওয়ার কারণ কি ?

Answer

Name of Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। ২০০৩টী বন্দুক লাইসেন্স সহ আটক করা হইয়াছিল।

জেলা ভিত্তিক হিসাব

পশ্চিম ত্রিপুরা—	৫৬২
দক্ষিণ ত্রিপুরা—	১০০৭
উত্তর ত্রিপুরা—	৪৩৪
	২০০৩

২। ৪৮৭ টি বন্দুক ফেরত দেওয়া হইয়াছে

জেলা ভিত্তিক হিসাব

পশ্চিম ত্রিপুরা—	২৫১
দক্ষিণ ত্রিপুরা—	১৬৪
উত্তর ত্রিপুরা—	৭২
	৪৮৭

১৫১৬টি বন্দুক ফেরত দেওয়া হয় নাই।

পশ্চিম ত্রিপুরা—	৩১১
দক্ষিণ ত্রিপুরা—	৮৪৩
উত্তর ত্রিপুরা—	৩৬২
	১৫১৬

৩। সরকার ২৬টি পুলিশ থানা এলাকায় জমা দেওয়া বন্দুক ফেরত দেওয়ার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত এলাকার যেসকল বন্দুকের মালিক তাহাদের লাইসেন্স নবীকরণ করেন নাই তাহাদের বন্দুক এখনও ফেরত দেওয়া হয় নাই। বাকী ৯টি পুলিশ থানা যথা তেলিয়ামুড়া, কল্যানপুর, কিল্লা, অমরপুর, অম্পি, কমলপুর, আমবাসা, মনু এবং ছামনু থানায় জমা দেওয়া বন্দুকগুলি ফেরত দেওয়ার বিষয়ে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted UnStarred Question No. 82

Name of Member— Sri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible welfare Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ব্লক সমূহে Nucleus Budget এ কয়টি Nutrition প্রোগ্রাম বা তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছেলেমেয়েদের খাদ্য প্রদান প্রকল্প চালু আছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। মাতাবাড়ী ব্লকে কয়টি প্রকল্প চালু আছে ও কয়টি বন্ধ আছে,

৩। গত তিন মাসে মাতাবাড়ী ব্লকের অধিনস্থ প্রকল্পগুলিতে কত পরিমাণ চাল, ডাল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে তার পরিমাণ ?

উত্তর

১। 'নিউক্লিয়াস বাজেটে' এইরূপ কোন খাদ্য প্রদান প্রকল্প চালু করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 83

Name of Members— 1. Sri Gopal Ch. Das

প্রশ্ন

১। রাজ্যের যে সমস্ত বেকার যিড ফ্লোম্যান MIFC Deptt তে ঠিকেদারী কাজ করার জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের কোন নীতির ভিত্তিতে কাজ বণ্টন করা হয়।

২। নথিভুক্ত ডিড হোল্ডারগণ তাদের নাম উক্ত দপ্তরে নথিভুক্ত করার পর আজ পর্যন্ত একটীও কাজ পায় নাই এমন কয়টী ঘটনা আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। একাধিক বা ততোধিক কাজ (Form XI এ) পেয়েছেন এইরূপ কতজন ডিড হোল্ডার রয়েছে, তার হিসাব (বিভাগ ভিত্তিক, ডিডের নাম সহ)

উত্তর

১। ডিভিশন অফিসে নথিভুক্ত করার পর Serial এর ভিত্তিতে কাজ দেওয়া হয়, তবে কাজের গুরুত্ব, প্রকার ও কোন কোন এলাকার বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে সব সময়ই নিয়ম পালন করা সম্ভব হয় না

১) সদর— ২টী

২) খোয়াই— ১০টী

৩) সোনামুড়া— ১৪টি

৪) উদয়পুর— ২৪১টী (বিলোনিয়া, অমরপুর ও সাব্রুমের কিছু নামও ইহার ভিতর অন্তর্ভুক্ত

৫। বিলোনীয়া— ১৯টি

৬। সাব্রুম— নাই

৭। অমরপুর— নাই

৮। কমলপুর — ৩৭টি

৯। কৈলাশহর— ২০৬টি

১০। ধর্মনগর— ১২০টি ধর্মনগর ও কমলপুরের কিছু নাম ইহার ভিতর অন্তর্ভুক্ত)

৩। একাধিক বা ততোধিক কাজ পেয়েছেন এরূপ কো-অপারেটিভও এর বিবরণ সাথে দেওয়া হইল।

১) MIFC DIVN No 1 ১২৮টি

২) -Do- No II ২৯৭টি

৩) -Do- No III ৪২টি

৪) P.H.E. DIVN No 1 ১৩০টি

৫) -Do- No II ২৫টি
৬) -Do- No III ১০টি

ডিভের নাম সংযোজীত করা হইল।

Name of Member :-

Admitted untarred Question No. 83.

Q. 3 Name of the Co-operative who have been awarded with more the one works.

DHARMANAGAR SUB-DIVISION

Name of Co-operative Firms :

1) M/s. Apex Traders.
2) M/s. Diamond Construction
3) M/s. Bhattacherjee Brothers
4) M/s. Ajanta Construction
5) M/s. Biswas Construction
6) M/s. Nabaran Enterprise
7) M/s. Skylask Enterprise
8) M/s. Super Engineering
9) M/s. Sunrise Enterprise
10) M/s. Dey Enterprise
11) M/s. Jugal kishore Enterprise
12) M/s. Kanango Enterprise
13) M/s. B. J. A. Enterprise
14) M/s. Puilders & Co
15) M/s. Tribani Enterprisn

16) M/s. Venous Enterprise
17) M/s. Stert Brothers & Co.
18) M/s. United Enterprise
19) M/s. H. P. N. Enterprise
20) M/s. Joyram Enterprise
21) M/s. Jamshed Enterprise
22) M/s Parbati Enterprise
23) M/s. Friends Co-operative Society.
24) M/s. Das Mechanical Enterprise
25) M/s. Mita Enterprise
26) M/s. Das Enterprise
27) M/s. Alegence Enterprise
28) M/s. Engineering Construction
29) M/s. The Pioners

B) KAILASAHAR SUB-DIVISION

Name of Co-operative Firms :

1) M/s. Laxmi Davelopment
2) M/s. Saha & Banik.
3) M/s. Das Enterprise
4) M/s. Paul Enterprise
5) M/s. Gray Built
6) M/s. Sen Traders
7) M/s. Auto Enterprise
8) M/s. Diamond Construction
9) M/s. Sinha & Co.
10) M/s. Lohori

11) M/s. Datta Roy Enterprise
12) M/s. Mees India
13) M/s. Luck Ams and Co.

Public Health Engineering Division No. II, Kumarghat
Name of Firms.

1) M/s. United Enterprise
2) M/s. Allied
3) M/s. National Builders
4) M/s. B. I. C.
5) M/s. A. R. S.
6) M/s. Puspa Construction Fatikroy.
7) M/s. Ever Green
8) M/s. Trainity Enterprise
9) M/s. Sarma Engineering
10) M/s. Sankar Construction
11) M/s. S. S. R. D. Enterprise
12) M/s. Veneus Enterprise
13) M/s. Bhowmick Enterprise
14) M/s. Tripureswari Enterprise
15) M/s. Sandip Enterprise
16) M/s. Progressive Enterprise
17) M/s. Appex Traders
18) M/s. Puspa Enterprise
19) M/s. P. K. Enterprise
20) M/s. Saha & Banik
21) M/s. Triple Enteey
22) M/s. Dream land Enterprise
23) M/s. Deb Brothers

24) M/s. Deb and Co.
25) M/s. Das Enterprise

KHOWAI SUB-DIVISION

1. Paul's Enterprise
2. T. S. T. Corporation
3. Sampriti Firm
4. Raj Laxmi Firm
5. S. Biswas and Co.
6. Nataji and Co.
7. Chowdhury Firm
8. Dey Fnterprise
9. A C. E, Enterprise
10. Manas Firm
11. Medly
12. M/s. Bhattacharjee Enterprise
13. Saha Firm
14. Om Construction
15. B. S, P. and Co.
16. Lenin Enterprise
17. Jally Firm
18. Brahmin Sangsta
19. Bhowmick Firm
20. Tarafder and Co
21. Bholanath Firm
22. Saha and Paul Agency
23. Deb and Co.
24. Paul and Saha Co.
25. Joy Santushi Enterprise

26. Nath and Paul Enterprise
27. Majumder Engg. Enterprise
28. Chitra Construction
29. Priti Firm
30. Joy Enterprise
31. Das and Sen Co.
32. Das and Ghosh Enterprise
33. Debnath and Das
34. Bablu Enterprise
35. M. C. and Co.
36 Ma Firm
37. Raj Chakraborty Firm
38 Sasthi Construction
39. Radha Madhab Enterprise
40. Gandeswari Firm
41. Deb Roy Enterprise
42. Joy Laxmi Trader
43. Routh Enterprise
44. Biswan Firm
45. R. T. Firm
46. Deb Enterprise
47. Ram Krishnayan
48. Modern and Co.
49. Agani Enterprise
50. Saha and Co.
51. Das Biswas and Co.
52. Sreema three
53. Hochimina Enterprise
54. Ramthakur and Co,
55. Haradhan and Co.

56. Deb and Datta Enterprise
57. Joy Ram Enterprise
58, Tilotama Concern
59. B. I. K. Firm
60. Ujjala Traders
61. Deb and Datta Joint Venture
62. Pal and Deb Firm
63. A B C Construction
64. Deb and Podder Corporation
65. National Builders
66. Contract & Supply Society
67. Choudhury and Co.
68. Prabhabati Construction
69. Sree Durga Enterprise
70. Sukanta Enterprise
71. Roy Firm
72. Silla Firm
73. Ma Enterprise
74. Deb Trading Company
75. Ma Basanti Firm
76. m/s. Sontoshi Firm
77. Datta and Dey Friendship
78. Biswakarma Firm
79. Sreema Firm
80. Sharma Firm
81. Luckey Agency
82. Multipurpose Construction
83. Pioneer Agency
84. m/s. Progress
85. C G. B and Co.

86, Youth Corner
87, Tribal Brothers
88. Joykall Firm
89. Bir and Co.
90, Biswakarma Agency
91, D. and K. Firm
92, Majunder Engineering Enterprise
93, Bani Construction
94, Anagh Enterprise
95. Tripura Constract Corporation
96, Joy Guru Agency
97, Netaji & Co.

(E) SONAMURA SUB-DIVISION.

1. M/s. Pioner Traders
1. M/s. B. I. G. Traders
3, M/s. S.S.N. & Co.
4. M/s. Rainbow Firm
5. M/s. Alive to live
6. M/s. Three Stars
7. M/s. B. K. P. Enterprise
8. M/s. Padakhep Union
9. M/s. Paul Enterprise
10. M/s. Triplex Construction
11. M/s. Nishana
12. M/s. Mart Construction
13. M/s. Trio Construction
14. M/s. Associate Enterprise
15. M/s. S. S. B. Enterprise

16. M/s. Chowdhury Construction
17. M/s. S. Co.
18. M/s. B B P. Enterprise
19. M/s. S. N. P. Enterprise
20. M/s. Sen & Enterprise
21. M/s. U, T, P, Enterprise
22. M/s. Acharya Enterprise

UDAIPUR SUB-DIVISION

1. Das and Das
2. G. N. M. and Construction Firm
3. Giridhari Construction
4. M/s. Bhowmik and Co.
5. Bhowmik Firm
6. Tridip Construction
7. Srima Builders
8. M/s. R, G, D, Construction
9. Bhadra, Majumder and Sengupta
10. Chakraborty, Das and Banik
11. B, B, C and Co.
12. M/s. Good luck and Co.
13. D, N, P, Partnership Firm
14. M/s. Creat Brothers
15. Saha & Saha Enterprise
16. Seventy nine Construction
17. Rajarbag N, D, B, Firm
18. M/s. G, D, S, Partnership Firm
19. Three pens

20. M/s. Mahammad Co.
21. Naha & Baishnab Cons. Partnership Firm
22. Madhan Mohan Cons. Partnership Firm
23. M/s. Angle
24. M/s. Lucky Bhahar Firm
25. M/s. Progressive Welfare
26. Haragouri Construction
27. Rex Construction
28. Ramkrishna Construction
29. M/s. Modern Enterprise
30. B, S, S, Construction
31. Three Star
32. M/s. Roy and Lodh
33. M/s. Ghosh and Ghosh
34. M/s. Three Star Construction Partnership.
35. Eastern Construction
36. Tripura '79 Enterprise
37. M/s. R, D, S, Construction
38. Tripura Builders
39. M/s. B, L, P, Partnership
40. M/s. D.V,C,
41. Banik and Roy Firm
42. M/s. Banik & Chakraborty Enterprise
43. Pioner Construction
44. Dewangee Construction
45. Bhowmik Construction
46. Hindustan
47. Roy Brothers
48. Three Brothers Partnership Firm

49. M/s. Roy and Majumder Partnership Firm
50. Saha and Poddar
51. Purnalaxmi Unit.
52. D, M, Brothers
53. H, R, O, Construction
54. M/s. Datta and Co.
55. S, H, J, Construction
56. Nath and Co.
57. M/s. Sandhani
58. Das and Sarkar Partnership
59. M/s. Subrajit
60. Janaki Keeya Partnership Firm
61. M/s. Bhattacharjee Enterprise
62. M/s. Pioneer Partnership Firm
63. M/s Amtali Baker Firm
64. Roy Construction
65. M/s. Friendship Partnership Firm
66. T, S, S, Construction
67. M/s. Ram krishna
68. M/s. Santi Construction
69. M/s Chakraborty Construction
70. M/s. Raparna Enterprise
71. M/s. Rosy
72. Sprayer Brothers
73. Loknata Construction
74. Datta and Datta Construction
75. Poll Const. Partnership Firm
76. A, B, A, Construction

77. Tranity Construction
78. Techno Group
79. Datta & Bose Const. Partnership Firm
80. M/s. Three Star
81. Tripuraswari Maa
82. Tripal Saha Construction
83. Das Sarkar and Majumder
84. S. H, M. Construction
85. M/s. Joy Durga Enterprise
86. Youth Construction
87, Srima Enterprise
88, D, T. S. Construction
89. M/s, Three Brothers
90. M/s. Taxes Agency
91. M/s. Youth Star
92. U.R.D, Enterprise
93. Bhadra & Bhadra Construction
64. Dayamauee Construction
95. Uddokka
g6. Three Brothers
97. M/s. Three Star Partnership Firm
98. M/s. Modern Enterprise
99. Suman Enterprise
100. Ankur Traders
101. Dewanjee Construction
102. B. S, S, & Co.
103. Rina Enterprise
104. Tridevi Construction
105. Agradut Construction
106. M/s. Tribeni Construction

107. M/s. R, P, M, Construction
108. S. B. and T. Partnership Farm
109. M/s. Saha and Saha
110. A. G. B. Construction

Public Health Engineering Division No. III, Udaipur.

Name of Firm.

1) M/s. Majumder Engineering Construction
2) M/s. Progress Welfare
3) M/s. B. S. I. Brothers, P/A, Bimal Majumder
4) M/s. N. C, and Co. P/A, Dulal Nag
5) M/s. S. S. D. Construction, P/A, Satendra Saha
6) M/s. Pyali Construction, P/A, Kajal Chanda
7) M/s. Majumder Nath and Chakraborty,
P/A, Shrimata Majumder
8) M/s. P. S, C. Unemployed Unit,
P/A, Shri Dipankar Chakraborty
9) M/s. C. S T. and Co. P/A, Tapan Majumder
10) M/s. M. S. T. Unemployed Unit, P/A, Madan Kar Choudhury
11) M/s. Pioneer Partnership Firm, P/A, Pranati Saha
12) M/s. Three Brothers, P/A, Nipendra Chandra Datta.
13) M/s. Bhowmik and Co. P/A, Salil Kr. Bhowmik
14) M/s. Saha & Datta Brothers, P/A, Shri Ramendra Saha
15) M/s. Roy and Datta, P/A, Monoranjan Roy

16) M/s. A. C. B. Construction, P/A, Amiya Lal Chakraborty
17) M/s. A. B. C. Firm, P/A, Prameshwar Lodh
18) M/s. Das Sarkar and Majumder, P/A, Swapan Ch. Das
19) M/s. M. B. Brothers, P/A, Himanghshu Majumder
20) M/s. Bal Enterprise, P/A, Gopal Ch Bal
21) M/s. Bhai Bhai Treaders, P/A, Braja Lal Debnath
22) M/s. Ekate Unemployed Unit, P/A, Kshitish Sutradhar
23) M/s. New Construction, P/A, Tapati Dey
24) M/s. Agradoot Construction, P/A, Asit Debnath
25) M/s Datta & Ghosh Construction Partnership Firm, P/A, Samir Datta.
26) M/s N. C. R. Construction, P/A, Pradip Kr. Roy
27) M/s. Majumder Builders Construction, P/A, Tapan Majumder
28) M/s. P. T. S. Brothers, P/A, Pradip Kr Saha
29) M/s. Youth Construction, P/A, Paresh Shib
30) M/s. Saha & Dev partnership Firm, P/A, Bijan Saha
31) M/s. M. M. R. Brothers, P/A, Bimal Majumder.
32) M/s. Giridhari Construction' P/A, Shri Niranjan Ch Saha
33) M/s A. R. P. Brothers, P A, Pranab Majumder.
34) M/s Shilpi Construction, P/A, Samir Rn. Saha
35) M/s. S. D. R. Brothers, P/A, Chitta Rn. Choudhury
36) M/s. Podder and Sen Choudhury, P/A, Mukul Sen Choudhury
37) M/s. Sandhanag, P/A, Shri Desha Pranik Roy
38) M/s. B. N. S. & Co. P/A, Bidhan Ch. Choudhury
39) M/s. Bipin Construction, P/A, Shri Pradip Kr Bhowmik
40) M/s Bhowmik and Bhowmik, P/A, Amal Bhowmik
41) M/s. Dewanjee Construction, P/A, Buddha Deb Dewanjee
42) M/s. D. N. K. partnership Firm, P/A, Dilip Biswas
43) M/s. Deb & Chish Construction, P/A, Shri Sishir Kanti

BELONIA

1. A. A. and D
2. N. B. A. Brothers
3. Bingshatabdi
4. M. B. B. Unit
5. T. R. M. Brothers
6. Dos Paul and Bhowmik
7. United Youth Partner
8. Roy Construction
9. Saha and Saha P/A Sri Subash Saha
10. Datta, Biswas and Biswas
11. S S. B. Brothers
12. M/s, D, D. A, Partnership Firm
13. Saha Chakraborty and Mallik
14. Datta, Swal and Paul Co
15. Saha and Baidya
16. Unemployed Construction
18. M, M. R, Brothers
19. Mukta Bihanga Brothers
20. Saha Choudhury Brothers
21. Paul and Das Partner
22. Paul and Das Gupta
23. B. B. S.
24. Roy, Sankar and Sen Chowdhury
25 Das and Das Brothers
26. Chowddury Magundar and Saha Partner
27. Sarkar and Sarkar
28. Chakraborty and Majumder

29, Janaklyan labour Contact Co-oparative Society Ltd. (Bagafa)

30, A, R P. Brothers

31. Paul and Paul (Jaulaibari)

32. Saha snd Magunder

33. D. T. S, Construction

34. M/S. C. D. B. Partnership Firm

35. Das, Sarkar and Majumder

36. Sankar Majumper and Baidas

37. M. M. and M. Unemployed Vnit

38 Chowdhury and Sharma

39. S. D. C. Brothers

40. Paul and Paul (Belonia)

41. Majumder Sarkar and Saha

42. M, S. T. Unemployed Unit

43. Saha & Saha P/A Amitalal Saha

44. Baidai and Majumder

45 M, B, B, Unemployed Unit

46. Saha and Debnath

47. Constn. Co-operative Society Ltd.

48. Datta and Saha

49. Roy and Roy

50. Roy, Saha and Sarkar

51. Majumder and Majumder Brothers

52. M/s. Balaka

53. Saha and Datta Brothers

54. Bhai and Bhai Traders

55. D. T. S. Brother

56. Das, Baidya and Shome Brothers

57. Podder and Podder
58. Mojumder and Debi Firm
59. Bhaiday and Dey Brothers
60. B S T, Brothers
61. Saha and Saha (Gautam Saha)
62. M. S. S. Brothers
63. Baiday Brothers
64 S. M B Brothers
65. J. R. S. Brothers
66. C. R. S Brothers
67. Lodh and Das Brothers
68. M/s Datta and Chakraborty Brothers
69. S M, Brothers
70. Unemplo-ed Engineering Works P. Ltd.
71. Datta and Majumder
72. M. C. R, Brothers
73. A. R. B, Unemployed Association
74, M/s. Podder Enjersrise
75. Saha and Podder
76, Saha Construction Co.
77, Tsinity Construction
78, N, R, P. Brothers
79. B. M, M. Brothers
80, Roy and Roy Brothers
81, I. P. B. Unit
82, M/s, Rome Construction
83. M/s. A, P, H, Enterprise
82, H, D. M, Firm
85, D, A. R,

86. Jarna Trading
87, T, U, M. Firm
88, Ekata Unemployed Unit
89, Three Star
90, M/s. Bhowmick Mansion
91, M/s' Majumder Firm
92, Saha and Saha Sri Kanok Kr, Saha
93, Das Majumder and Dey
94, Datta Majumder Brothers
95, Lelin Jt. Bhatta Sramik Samabay Samity Ltd.
96, Ball Brothers
97, Srima Enterprise
98, M/s. Deb Barma Enterprise
99, A. B, C, Construction
100, Das Engineering
101, Sarkar Brothers
802, Ma Kali Enterprise
103, U, C. B Firm
104, Baidya and Baidya Unit
105, Joy Partnershis Firm
106, M/s. Eastern Engineering Enterprise
107, Bhowmik and Bhowmik
108, Achowai Mag
109, Trinate Enterprise
110, Ma Mechanical Works
111, N. C, and Co.
112. Feny Enterprise
113. K. G H
114, Majumder, Nath and Chakraborty
115. Srima Enterprise.

SUBROOM SUB-DIVISION.

1) Liberty Enterprise
2) Resco Engineering
3) A. R, C, Construction
4) G, N, R, Engineering
5) Unity Enterprise
6) United Contractor
7) Globe Enterprise
8) Rasing Contractor and Supplier
9) Nandy and Basak Enterprise
10) Ureka Contractor and Supplier
11) Natjonal Contractor and Suppliey
12) Das and Company
13) D, R, C, Enterprise
14) Uucky Enterprise
15) Modern Enterprise
16) Jeeban Deep Construction
17) Sharma and Das Partnership Constn.
18) M/s. Rexona
19) D, C, Enterprlse
20) Little Enterprise
21) Kohinoor
22) B, C, Co, Ltd.
23) M/s. Deb Barma Enterprise
24) Roy and Sarkar
25) R, N, S, Enterprise
26) Bright Engineering
27) Das Enterprise

28) New Enterprise
29) Nath Contractor and Supplier
30) Majumder Enterprise
31) Poder Enterprise
32) D, S, Engineering
33) National Construction Corporation
34) R, N, B, and Co.
35) New Stylo Enterprise
36) National Status
37) Chakma Dey
38) A, R, D, and Co,
39) Ureka Enterprise
40) M/s, Jeebandeep Enterprise
41) Popular Enterprise
42) Project Association
43) Poor Contractor and Suppliers
44) Three Star Construction Corporation
45) Stylo Enterprise
46) M/s, N, Co, Ltd,
47) Diamond Contractor Supplier
48) Debnath Chakraborty and Malla Brothers
49) To Alive to Live
50) M/s, Associate Entersrise
51) Monalisa Enterprise
52) U, M, A, Enterprise
53) Three Star Philips
54) Popular Construction
55) Hero Enterprise
56) Swasti Enterprise
57) Royal Enterprise

58) Saha Fnterprise
59) N. P I. Enterprise
60) Dey Enterprise
61) Goswami Enterprise
62) India Construction and Suppliers
63) Biswas Enterprise
64) Das Enterprise
65) M/s. Chowdhury Enterprise
66) Saha and Saha
67) Baidya Brothers
68) Bhai Bhai Traders
69) Baidya and Majumder
70) Majumder and Majumder Biothers
71) Deb and Dutta Enterprise
72) 79 Construction

SADAR SUB-DIVISION

1) M/s. Chipak Enterprise
2) M/s. V, R, D, Enterprise
3) M/s. Monalisa Enterprise
4) M/s, Bradma Enterprise
5) M/s. S, S, S, B. Coustruction
6) M/s Kamala Engineering Construction
7) M/s. Associated Popular Firm
8) M/s. Progressive Construction Co.
9) M/s, Ram Krishna Enterprise

Public Health Engineering Division No, 1, Agartala

Name of Firm

1) National Engineering Enterprise
2) Gopinath Construction
3) Agartala Construction
4) R, K, S, Enterprise
5) Progressive United Firm
6) N, C, S, and Co
7) Raj Enterprise
8) Joy and Joy
9) Dutta Enterprise
10) P, ', P, and Co
11) United Construction
12) Well up and company
13) B, K, Enterprise
14) Associated Popular Co
15) Chanda Enterprise
16) Joy Durga Enterprise
17) Shri Ma Enterprise
18) Krishna Development Construction Society
19) Paul and Choudhury and Co.
20) D, K' Construction
21) Ram Krishna Enterprise
22) Shri Ma Builders
23) Dey Enterprise
24) Das and Dey Construction
25) S, S, R, D, Enterprise
26) Vivekananda Firm

27) Sarana Enterprise
28) Subham Enterprise
29) Kamakhya Traders
30) Bharadaj and Sinha Enterprise
31) Ghosh and Chakraborty Enterprtse
32) R, N, Enternrise
33) Joy Kali Enterprise
34) Roy Enterprise
35) Nigam Srading Co
36) United Shioam Enterprise
37) Matri Construction
38) B K. D Construction
39) Anima Enterprise
40) Road Lofe Enterprise
41) Ghosh and Bhattacharjee Enterprise
42) Bhomik and Saha Co.
43) Chowringhee Construction
44) Nishana
45) Social Enterprise
46) Majumder Enterprise
47) Bhattacharjee Enterprise
48. Saha Construction
49. Swamiji Enterprise
50. Das Construction
51. Opal Enterprise,
52, Tripura Enterprise
53. N. R. B Enterprise
54. Sarashi Construction
55. Tripureswari Enterprise

56. Joy Kali Enterprise
57. C R. B. Enterprise
58. Majumder's Union
59. Das and Karmakar Co.
60. Unemployed Construction
61. Saha Brothers
62. Associated Popular Firm
63. Popula! Enterprise
64. Bhowmik Enterprise
65. Joy Ram Firm
66. Youth Corner
67. United Firm
68. Ananta Construction
69. Jita Construction
70. Sri Ma Enterprise
71. Anuprabha Enterprise
72. Bachu Enterprise
73 Podder Enterprise
74. Debnath Enterprise
75. Rajib Enterprise
76. Eletctronic Enterprise
77. Rajmata Enterprise
78. Chakraborty Enterprise
79. Nath and Bhowmic Enterprise
80. D. R. Enterprise
81. S, S. B. Construction
82. Bharati Construction
83. Delight Construction
84. Shib Enterprise
85. Debnath Brothers

86. A. B. T. Enterprise
87. S. N. K. Enterprise
88. Alfa, Sita' Cane Enterprise
89. National Builders
90. Tarajee Enterprise
91. Laxmi Enterprise
92. New Tripura Dev, Construction
93. D. T. Enterprise
94. R. P. S. and Co
95, Ma-Mani Enterprise
96, Ma Enterprise
97, M. B. Saha & Co.
98. Roy Enterprise
99. Jarina Enterprise
100. Saha & Saha
101. Comilla Construction
102. Shrbani Enterprise
103. A. P. S. Construction
104. Tripura Enterprise
105. K. B. Enterprise
106. Besco Enterprise
107, Das & Karmakar Construction
108, Seemly Enterprise
109. Mahanam Enterprise
110. Jhou Saha & Gupta Enterprise
111. Kali Krishna Enterprise
112. P. J. S Enterprise
113. Ram Krishna Builders
114. D. C. O. Enterprise

115. Modern Co.
116. Paul Choudhury & Co
117. Bhowmic and Das Enterprise
118. B. I, G. Traders
119. Sontoshi Engg. Enterprise
120. Friends Construction
121. Ujjala Traders
122, Taraknath Construction
123, R. B. B Enterprise
124. Majumder and Bhattacharjee Co.
125, Tringla Construction
126, Pratibandhi Enterprise
127. D, C, Enterprise
128, B. N, A, Construction
129, N, P, I, Enterprise
130. Maha Maya Enterprise

Admitted Un-Starred Question No. 84

Name of the Member : Shri Jawhar Saha, M L. A.
Shri Rabindra Deb Barma, M. L. A
Shri Narayan Das, M L. A
Shri Tarani Mohan Sinha, M. L. A
Shri Matilal Sarkar, M. L. A.
Shri Gopal Chandra Das, M. L. A.
Shri Nakul Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮১ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত কোন

কোন মহকুমায় কতবার উগ্রপন্থী আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে এবং পুলিশ সি. আর, পি. বি, এস এ, সহ কতজন সরকারী ও বেসরকারী লোক আহত ও নিহত হয়েছেন ;

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কতজন উগ্রপন্থী গ্রেপ্তার হয়েছে এবং কতজন আত্মসমর্পন করেছে ;

৩। যে সমস্ত উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন তাদের নিয় আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ;

৪। উক্ত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য এ পর্যান্ত কত ব্যয় করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কোন অনুদান পাওয়া গিয়াছে কিনা ,

৫। উগ্রপন্থী আক্রমণের ফলে ১৯৮১ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত কি কি ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে এবং তাদের পরিমাণ কত ;

৬। উক্ত উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ দমনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন . এবং

৭। উগ্রপন্থী আক্রমণের ফলে যেসব সরকারী ও বেসরকারী লোক নিহত হয়েছে তাদের পরিবার পরিজনদের কি কি সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

Answer

Name of Minister— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister

১। ক) ১-১-১৯৮১ইং হইতে ৩১-৭ ১৯৮৪ইং পর্যান্ত [illegible]টি উগ্রপন্থী আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মহকুমা	সন			
	১৯৮১ইং	১৯৮২ইং	১৯৮৩ইং	১৯৮৪ইং ৩১শে জুলাই পর্যান্ত
১। সদর—	১	৬	১১	৪
২। অমরপুর—	৫	৯	১০	৬

৩।	বিলোনীয়া	৩	৫	৩	৬
৪।	উদয়পুর	৩	১	২	২
৫।	কমলপুর—	১	৭	৮	৩
৬।	খোয়াই —	—	৫	৪	৩
৭।	কৈলাশহর—	—	[illegible]	১৭	৮
৮।	সাক্রম—	—	—	—	১
৯।	ধর্মনগর —	—	—	—	২
		১৪	৪০	৫১	৫৩

খ) মোট ১০৬ জন উগ্রপন্থীদের আক্রমনে নিহত হয়েছে। হিসাব নিম্নে প্রদত্ত

		১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪ ৩১-৭-৮৪ইং পর্য্যন্ত
১।	বেসরকারী লোক—	১৫	২২	১৭	১৪
২।	পুলিশ—	—	৪	৫	৫
৩।	সি আর, পি, এফ—	—	৪	—	১০
৪।	বর্ডার উইং হোমগার্ড	—	—	১	—
৫।	বি, এস, এফ	—	—	—	৪
৬।	সরকারী কর্মচারী	—	—	৪	—
৭।	জি, অ র ই, এফ ওভারশিয়ার	—	—	—	১
		১৫	৩০	২৩	৩৮

গ) মোট ৯৬ জন উগ্রপন্থীদের আক্রমনে আহত হইয়েছে। নিম্নে হিসাব প্রদত্ত

		১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪ (৩১-৭ ৮৪ইং পর্য্যন্ত
১।	পুলিশ	৩	৬	—	৭
২।	বেসরকারী লোক	৬	৩৮	২০	১৩
		—	—	২	১
		৯	৪৪	২২	২১

ঘ) ২৪ জন উগ্রপন্থী গ্রেপ্তার হয়েছে এবং ২৮৭ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে।

৩। একজনকে প্রথম কিস্তিতে দুই হাজার ২০০০ টাকা এবং ২৮২ জনকে প্রথম এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রত্যেককে ৪০০০ টাকা করিয়া গৃহাদি নির্মানের জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের মধ্যে ২৪ জনকে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য পালন. পরিবহন এবং শিল্প প্রভৃতি পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য মোট ২,৮৯,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২৫০ জনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

৪। মোট ১৪ লক্ষ ১৯ হাজার (১৪,১৯,০০০) টাকা ব্যয় হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ লক্ষ (২৫ ০০,০০০ টাকা অনুদান দিয়াছেন।

ক) অস্ত্রশস্ত্র লুট

৫। ১) এল, এম. জি ২

২) জি, এফ, রাইফেল ১

৩) রিভলভার ৫

৪) এস, এর, আর ১০

৫) পিস্তল ৩

৬) ডি, বি, বি, এল ৩

৭) রাইফেল ৩২

৮) ষ্টেনগান ৪

৯) গ্রেনেড ১৩

১০) '৩০৩ রাইফেলের গুলি ১৫৬৭

১১) ৭'৬২ গুলি ৪৭১

১২) '৩৪ গুলি ৮২

১৩) ৯ এম এম গুলি ১৬৫

খ) সরকারী সম্পত্তি ক্ষতি ও লুট

১) এ সি সি, পাড়া রাবার বাগান অগ্নিসংযোগ আনুমানিক ক্ষতি ১,৫০,০০০

২) ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের জীপ গাড়ী অগ্নি সংযোগ আংশিক ক্ষতি।

৩) মান্দাই ফরেষ্ট রেঞ্জারের নিকট হইতে মং ৩০,০০০ টাকা লুট

৪) জুট কর্পোরেশনের ৩৭,৮৯০,৭৩ লুট তন্মধ্যে ৬' ০ পয়সার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প।

৫) নদীয়া বাজার পি, ডব্লিউ অফিস হইতে একটি টাইপ রাইটার (টাইপ রাইটারের মূল্য) সহ সরকারী অর্থ প্রায় ৫,০০০ টাকা

বেসরকারী সম্পত্তি লুট

নগদ অর্থ প্রায় ,৬০,০০০ টাকা এবং ঘড়ি ট্রেনজিষ্টার সহ অন্যান্য জিনিস মূল্য প্রায় ৯০,০০০

৬। উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তারের জন্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কমিং অপারেশনে জোরদার করা হইয়াছে। উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ প্রতিরোধে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস, এফ ফাঁড়িগুলি শক্তিশালী করা হইয়াছে যাতে উগ্রপন্থীরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে এবং রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে না পারে। রাজ্যের অভ্যন্তরে পুলিশ এবং সি, আর পি, এফ বাহিনীর ফাঁড়িগুলি শক্তিশালী করিয়া টহলদারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উগ্রপন্থীদের গতিবিধির নজর রাখিতে গোয়েন্দা বাহিনী বিশেষ তৎপরতা চালাইতেছে। পুলিশ, সি, আর, পি, এফ এবং বি, এস, এফ বাহিনীকে সতর্ক রাখা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সীমান্তে রাস্তা ঘাট নির্মাণ, কাটা তারের বেড়া দেওয়া প্রভৃতির জন্যে দাবী জানানো হয়েছে। আরও তিনটী সি, আর, পি, এফ ব্যাটালিয়নও চাওয়া হয়েছে।

৭। ১লা জানুয়ারী ১৯৮২ইং হইতে ১৯৮৪ এর জুন পর্য্যন্ত মোট ৬,০৮,২৫০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের পরিবার বর্গকে ৪,০৭,০০০, টাকা এবং বেসরকারী লোকদের পরিবারবর্গকে ২,০১,২৫০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। নিহত সরকারী কর্মচারীদের পুলিশ বি, এস, এফ, সি আর, পি, এফ, ফরেষ্ট কর্মচারী সহ প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর পরিবারকে নগদ ১০,০০০ টাকা এবং নিহত বেসরকারী লোকদের প্রত্যেক পরিবারকে নগদ ৫০০ টাকা করিয়া এককালীন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া নিহত রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী লোকদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 85.
Name of Member : Shri Keshab Majumder, M.L.A.

প্রশ্ন

১। কি কি কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকার তা অনুসন্ধান করে দেখেছেন কিনা ?

২। যদি অনুসন্ধান করে থাকেন তবে বন্যার প্রকৃত কারণগুলির বিবরণ ?

৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং গৃহীত ব্যবস্থাদী কতটুকু কার্য্যকরী হয়েছে।

৪। নদীর গভীরতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজার মেশিন ব্যবহার করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় নদী পরিকল্পনা কমিশনের কাছে কোন প্রস্তাব পেশ করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। সামগ্রিক ভাবে সার্ভে প্রভৃতি করে কারণ অনুসন্ধান করা হয় নাই।

২। যদিও অনুসন্ধান করে দেখা হয় নাই তবে বন্যার প্রধানতঃ কারণগুলি যথা :
১। অত্যাধিক বৃষ্টিপাত।

২। নিম্ন সমভূমিতে জল নিষ্কাশনে বাধা।

৩। পাহাড়ী অঞ্চলের গাছ গাছড়া অধিক মাত্রায় ধ্বংস করায়।

৪। নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায়।

৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধের কাজ কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ হইয়াছে এবং পর্য্যায়ক্রমে চলিতেছে। গৃহীত ব্যবস্থাদি সন্তোষজনক বলা যায়। নিম্নে বিস্তারিত তথ্য বর্ণিত হইল।

ক) কাজ সম্পন্ন হইয়াছে :—

১। সভের মিঞা হাওর বাঁধ।
২। তেগোরী বাঁধ।
৩। হুরুয়া বাঁধ।
৪। সাতসঙ্গম বাঁধ।
৫। কমলপুর বাঁধ।
৬। গঙ্গারিয়া বাঁধ।
৭। পালাটানা (লুলুঙ্গা) বাঁধ।
৮। ডাকমাজলা বাঁধ।
৯। বল্লামুখা বাঁধ।
১০। গোবিন্দ মাঠ বাঁধ।

খ) কাজ চলিতেছে

১। কৈলাসহর টাউন বাঁধ নির্মাণ।
২। লক্ষীছড়ার উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ।
৩। গৌরনগর হইতে কৈলাসহর পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ।
৪। খাওড়া বিল বাঁধ ও স্লুইস গেইট নির্মাণ।
৫। রাঙ্গুটিয়া কৈলাসহর বাঁধ নির্মাণ।
৬। সমরুর পাড় বাঁধ ও স্লুইস গেইট নির্মাণ।
৭। রামাছড়া বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধিকরন।
৮। লালছড়া বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধিকরন।
৯। গঙ্গারিয়া বাঁধ ও স্লুইস গেইট নির্মাণ।
১০। সোনামুড়া বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধিকরন।
১১। শীলাঘাটি বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধিকরন।
১২। ডাকমাজলা বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধিকরণ।
১৩। উদয়পুর শহরকে বন্যার হাত হইতে রক্ষন।
১৪। বিলোনীয়া বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধি।
১৫। পদ্ম ঢেপা বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধি।

১৬। আমজাদনগর বাঁধ নির্মাণ।

১৭। হাওড়ার বাঁধের মজবুত করন।

১৮। কাটাখাল বাঁধের মজবুত করন।

গ) কাজ মঞ্জুর হইয়াছে কিন্তু কাজে হাত দেওয়া হয় নাই।

১। বিশালগড়-দুর্গানগর বাঁধ নির্মাণ।

২। সেকেরকোট বাঁধ নির্মাণ।

৩। লাকড়া ছড়া বাঁধ নির্মাণ।

৪। চড়িলাম রাঙ্গাপানিয়া বাঁধ নির্মাণ।

৫। সিঙ্গার পাড় বাঁধ ও স্লুইস নির্মাণ।

৬। হরিজলাকে বন্যা হইতে সংরক্ষণ।

৭। রূপাইছড়ি বাঁধ নির্মাণ।

৮। ধুমাছড়া বাঁধ নির্মাণ।

৯। জলাই বাঁধ নির্মাণ।

ঘ) নতুন প্রস্তাবিত প্রকল্প :—

১। খোয়াই নদী ও লাল ছড়ার বন্যার জল হইতে পাহাড়পুর ও চরগণকিকে সংরক্ষন।

২। জামজুরি স্লুইস গেইট হইতে উদয়পুর টাউন পর্য্যন্ত বাঁধ নির্মাণ।

৩। খোয়াই-উদনা রোডকে ক্ষয় হইতে সংরক্ষন।

৪। তেলিয়ামুড়া বাজার ফরেষ্ট অফিস, পি. ডব্লিউ, ডি অফিসকে ভূমিক্ষয় হইতে সংরক্ষন।

৫। মেঘাছড়া, ভাঙ্গাছড়া ও গুরুছড়ার উপর স্লুইস গেইট নির্মাণ।

৬। সাতসঙ্গম বাঁধের উচ্চতা ও প্রসস্থতা বৃদ্ধি।

৭। হুরুয়া বাঁধের উচ্চত বৃদ্ধিকরন।

৮। ধর্মনগর বাঁধ নির্মাণ।

বর্তমানে যে সব কাজ হাতে আছে তাহা শেষ করতে হইলে ৩ কোটি টাকারও বেশী দরকার হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৭৭-৭৮ সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বাঁধের দৈর্ঘ্য ছিল মোট ২২ কিঃ মিঃ। বর্তমানে তাহা ১০০'৫৬ কিঃ মিঃ।

৪। এখনও সেরকম কোন প্রস্তাব পাঠান হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 90

Name of Member : Shri Nakul Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Vigilance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ভিজিলেন্স দপ্তর কি কি কাজ করে থাকে?

২। বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ভিজিলেন্স দপ্তর কতটি মোকদ্দমা দায়ের করেছে?

৩। কাদের নামে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে? এবং

৪। তার ফলাফল কি?

উত্তর

১। রাজ্যের ভিজিলেন্স দপ্তর নিম্নলিখিত কাজ করে :—

১) দুর্নীতি দূরীকরন সম্পর্কে সকল কাজ।

২) বিভাগীয় তদন্ত কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে সমস্ত বিভাগকে উদদেশ দেওয়া।

৩) ভিজিলেন্স কমিশন ও ভিজিলেন্স কমিটি সম্পর্কে কাজ।

৪) ভিজিলেন্স অরগানিজেসনের কাজ কর্মের তদারকী করা।

৫) ভিজিলেন্স কাজের রিপোর্ট ও রিটার্ণ দেওয়া।

৬) গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সকল কাজ।

৭) ভিজিলেন্স সংক্রান্ত আপিল যাহা মুখ্য সচিব ও রাজ্যপাল বিচার বিবেচনা করেন।

৮) নিয়োগ কর্ত্তা, শাস্তিবিধান কর্ত্তা ও আপীল কর্ত্তা সম্পর্কে ঘোষণার কাজ।

৯) সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ পাওয়া যায় তাহার তদন্ত সম্পর্কে কাজ।

১০) ভিজিলেন্স রিপোর্ট ও ভিজিলেন্স রিটার্ণ তৈয়ারী করা।

১১) বিভিন্ন দপ্তরে নন্-গেজেটেড্ কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক কেইস তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত ইনকোয়ারী অথারিটীর কার্য্যের তদারক করা।

১২) গেজেটেড অফিসারের পদোন্নতি, স্থায়ীকরন, দক্ষতামুলক বাধা অতিক্রম, পেনসন মঞ্জুরী, পুনঃ নিয়োগ এবং কার্য্যকাল বৃদ্ধির সম্পর্কে ভিজিলেন্স ক্লিয়ারেন্স দেওয়া।

১৩) ভিজিলেন্স অরগানিচেসন এবং ইনকোয়ারিং অথারিটির অফিসের বাজেট তৈয়ারী এবং হিসাব সম্পর্কে কার্য্য।

১৪) শৃঙ্খলা এবং চাকুরীর আচরণ বিধি সম্পর্কে কার্য্যকলাপ।

২। ভিজিলেন্স দপ্তর আদালতে কোন মকদ্দমা দায়ের করেন নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala (Ujjyanta Palace) at 11-00 A.M. on Tuesday, the 11th September, 1984.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, the Dy Chief Minister, all Ministers and 42 Members.

Questions & Answers

Mr. Speaker :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ১৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১৯—স্যার, এই প্রশ্নের জবাব এত ব্যাপক যে এর উত্তর সংগ্রহ করতে যথেষ্ট সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৪০।

শ্রীদশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নং ৪০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই শহরের পাবলিক লাইব্রেরীতে বিকেলের দিকে কিছু অসামাজিক ব্যক্তির দৌরাত্মের জন্য জনসাধারণ লাইব্রেরীতে আসতে ও পড়াশুনা করতে অসুবিধা বোধ করছেন ;

২। ইহাও কি সত্য যে এ লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ান প্রায় সময় অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় থাকেন যার ফলে প্রতিদিন প্রচুর বই লাইব্রেরী থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে ;

৩। সত্য হইলে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না ?

উত্তর

১। এই ব্যাপারে আমাদের কিছু জানা নাই।

২। অনেকদিন যাবত খোয়াই পাবলিক লাইব্রেরীতে কোন লাইব্রেরীয়ান নাই। একজন লাইব্রেরী এসিস্টেন্ট লাইব্রেরীর চার্জে আছেন। উক্ত লাইব্রেরী এসিস্টেন্টের বিরুদ্ধে অনিয়মানুবর্ত্তিতা এবং অন্য নানাবিধ অভিযোগ জনসাধারণের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। প্রতিদিন লাইব্রেরী হইতে বই উধাও হইয়া যাওয়া সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

৩। এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— কোয়েশ্চান নং ৭৪।

শ্রীদশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নং ৭৪।

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮৩ সনে মোহনপুর হাইস্কুলের জন্য ফার্নিচার বাবত শিক্ষা-বিভাগ হইতে কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল ;

২। ইহা কি সত্য উক্ত টাকায় বিদ্যালয়ের জন্য ফার্নিচার ক্রয় না করিয়া অন্য কাজে ব্যয় করা হয়েছিল ?

৩। সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। মোট ৩,০০০ টাকা।

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই তিন হাজার টাকা সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সুবিধার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং শুধু তাই নয় সেই স্কুলের

•হেডমাষ্টার গত দুই বছর যাবত স্কুলে আসে না এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে থাকেন এবং স্কুল থেকে বেতন নিচ্ছেন, স্কুলের কাজে উনাকে পাওয়া যাচ্ছে না ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় সদস্য এটাও সত্য নহে। এই তিন হাজার টাকা গত ২৮-২-৮৪ ইং তারিখ ত্রিপুরা কনজিউমার্স কোপারেটিভ নামে একটা সোসাইটিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। তারা উপযুক্ত সময়ে অর্ডার সাপ্লাই করতে পারেন নাই সেজন্য সেই অর্ডার গত ২৯-৩-৮৪ তারিখ বাতিল হয়ে যায় এবং উক্ত হেডমাষ্টার গত দুই বছর যাবত এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টেই ডেপুটেশানে আছেন এবং তিনি রিটায়ার করার পর বর্তমানে এক্সটেনশানে আছেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্ন ছিল এই তিন হাজার টাকা স্কুলের ছাত্রদের সুবিধার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল কিন্তু সেই টাকাগুলি স্কুলের ফার্ণিচার কেনার জন্য ব্যয় করা হয় নাই।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি সেই স্কুলের ফার্ণিচার কিনার জন্য একটা সমবায় সংস্থাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই সংস্থা ঠিক সময়ে সাপ্লাই দিতে না পারায় সেই অর্ডার বাতিল হয়ে যায় এবং টাকাটা ড্র-ই করা হয়নি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, এই ব্যাপারে আমি এডুকেশান ডাইরেক্টারকে এই টাকাটা ব্যয় করার জন্য অনুরোধ করেছি এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেই স্কুলের ছাত্রদের অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য এই টাকাটা ব্যয় করা হয় নাই এই কথা ঠিক কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—ইট ইজ এবসলিউটলী ইনকারেক্ট।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সেই সংস্থা ডিউ টাইমে সাপ্লাই দিতে না পারায় সেই অর্ডার বাতিল করা হয়েছিল কিন্তু স্যার. বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে শুধু এই স্কুলেই নয় এইভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্কুলে বিশেষ বিশেষ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেইসব সংস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই হেডমাষ্টার মহাশয় সেই স্কুলের কাজ না করাতে সেই স্কুলের ছাত্রদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার সংগে দেখা করে এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং টাকাটাও যাতে সেই স্কুলের ফার্ণিচার কিনার জন্য ব্যয় করা হয় সেজন্যও আপনাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, সেই স্কুলে একজন এসিস্টেন্ট হেডমাষ্টার হেডমাষ্টারের চার্জে আছেন তার উপর ডুয়েল পাওয়ার দেওয়া আছে। তিনি টাকা ড্র করতে পারেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একজন সরকারী কর্মচারীকে ডেপুটেশানে নেওয়া যায় এবং ডেপুটেশানে গেলে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী তার সেই প্যারেন্ট ডিপার্টমেন্টই বেতন দিয়ে থাকেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটে নাই। পরে বললেন যে এই টাকাটা একটা কো-অপারেটিভকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সময়মত সাপ্লাই দিতে পারেনি দ্বিতীয়তঃ স্কুলগুলিতে হেডমাস্টারের অভাবে প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ছে সেখানে হেডমাষ্টার ডেপুটেশনে নেওয়া হয়েছিল। এর পেছনে সরকারের মোটিভটা কি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় সদস্য প্রশ্নটাই অনুধাবন করতে পারেন নি। টাকা খরচ করা হয়নি। কো-অপারেটিভকে ফার্ণিচার সাপ্লাই করার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু নির্দিষ্ট ডেটে সাপ্লাই দিতে পারে নাই, ডেট এক্সপায়ার হয়ে যায় সেইজন্য টাকাটা খরচ করা যায়নি। আর ডেপুটেশনের কথা যেটা বলা হয়েছে, পাবলিক ইন্টারেষ্টে আমরা ডেপুটেশনে নিয়ে থাকি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৭, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৭।

প্রশ্ন

১) উচ্চ বুনিয়াদী, জুনিয়ার হাই এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য উচ্চ বেতন হার চালু থাকা সত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে পে ফিক্সেশন-এর বেলায় তাহারা জুনিয়ার সহকারী শিক্ষকদের হতেও বেতন কম পাচ্ছেন ইহা সত্য কি না;

২) সত্য হলে এই বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে এ ক্ষেত্রে পূর্বতন স্পেশাল পে অ্যাড করে তাদের পে ফিক্সেশনের ব্যবস্থা করার বিষয় সরকার বিবেচনা করবেন কি না?

উত্তর

১) এই ধরণের কোন ঘটনা সরকারের গোচরে আসে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে উচ্চ বুনিয়াদী, নিম্ন বুনিয়াদী ও জুনিয়ার হাই স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পে ফিক্সেশনের ক্ষেত্রে যে বেতন হার প্রবর্তিত করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে এমন একটা বেতনক্রম দেওয়া হয়েছে যার ফলে সিনিয়ররা জুনিয়র, যারা চাকুরীর পদের দিক থেকেও জুনিয়র তাদের চেয়ে বেতন কম পাচ্ছেন। এই ধরণের ঘটনা হয়েছে। এই সম্পর্কে সরকার উদাসীন। সরকার কি চান না যে স্কুলগুলিতে পড়াশুনা হউক। আমরা জানি এর আগে যে বেতন বৈষম্য ছিল সেটাকে স্পেশাল পে দিয়ে সেই বৈষম্যকে দূর করা হয়েছিল। এই ধরণের ঘটনা যেগুলি আছে সেগুলি তদন্ত করে এর সুরাহা করবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—বিষয়টি ১-১-৮২ ইং তারিখ থেকে বেতন পুনর্বিন্যাসের পূর্বে পর্যন্ত সিনিয়র বেসিক জুনিয়র হাই স্কুলের গ্র্যাজুয়েট সহকারী শিক্ষক এবং গ্র্যাজুয়েট প্রধান শিক্ষকগণ সমতুল্য বেতনক্রম ৩২৫—৬২৫ টাকা পেতেন। তবে প্রধান শিক্ষকদের কিছু অতিরিক্ত দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয় বলে তাদের বেতনের সাথে মাসিক ৪০ টাকা হারে বিশেষ বেতন দেওয়া হত। অনুরূপভাবে প্রাইমারী, জুনিয়র বেসিক স্কুলের আণ্ডার গ্রেজুয়েট সহকারী শিক্ষক এবং আণ্ডার গ্রেজুয়েট প্রধান শিক্ষকগণও সমতুল্য বেতনক্রম ২৪০—৪৪০ টাকা পেতেন। অতিরিক্ত দায়-দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধান শিক্ষকগণ মাসিক ১৫ টাকা হারে বিশেষ বেতনও পেতেন। ১-১-৮২ ইং থেকে শিক্ষকদের জন্য নূতন বেতনক্রম হল— গ্রেজুয়েট প্রধান শিক্ষক—৬০০—১৪৪০ টাকা। গ্রেজুয়েট সহকারী শিক্ষক—৫৬০—১৩০০ টাকা। এরা সিনিয়র বেসিক স্কুলের। আণ্ডার গ্রেজুয়েট প্রধান শিক্ষক— ৫৫০—১২৪০ টাকা। আণ্ডার গ্রেজুয়েট সহকারী শিক্ষক—৪৩০—৮৫০ টাকা। ওরা প্রাইমারী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১-১-৮২ ইং তারিখে নূতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ বেলায় প্রি-রিভাইজড স্কেলে বেতনের সাথে প্রাপ্ত উপরোক্ত প্রধান শিক্ষকদের বিশেষ বেতন মূল বেতনের সাথে যোগ করা হয় নি। কারণ এজন্য ১৯৮২-এর সংশোধিত বেতন বিধিতে কোন সংস্থান নাই। কিন্তু এজন্য সংশোধিত স্কেলে কোন প্রধান শিক্ষকের তার থেকে জুনিয়র সহকারী শিক্ষকের চেয়ে কম বেতন পাওয়ার কোন যুক্তি গ্রাহ্য করার কারণ থাকতে পারে না। যেহেতু উক্ত বিশেষ বেতন সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকগণ পারসোনেল পে হিসাবে সংশোধিত মূল বেতনের সাথে পরবর্ত্তী ইনক্রিমেণ্টের সাথে এডজাস্টমেণ্ট না হওয়া পর্যন্ত পেতে থাকবেন। এই প্রসংগে বেতন বিধির ৭ (১) (ডি) ধারার, উল্লেখ করা প্রয়োজন। উল্লিখিত ধারা বলে যে সকল কর্ম-চারী ১-১-৮২ তারিখ বা তার পূর্বে একই পদে বা গ্রেডে ১৫ বছর বা তদুর্দ্ধকাল চাকুরী করে-

ছেন তাদের বেলায় সংশোধিত স্কেলে বেতন ধার্য্যের ক্ষেত্রে প্রি-রিভাইজড স্কেলের মূল বেতনাদির সাথে এ স্কেলের একটি ইনক্রিমেন্ট যোগ করা হয়েছে। কিন্তু সাকুল্যে ১৫ বছর বেশী কাল চাকুরী করা সত্বেও যে সকল প্রধান শিক্ষকের প্রধান শিক্ষক হিসাবে ১-১-৮২ তারিখ পর্য্যন্ত ১৫ বছর কার্য্যকাল পূরণ হয় নি তারা বেতন বিধির ৭ (১) ডি ধারায় উল্লিখিত একটি বাড়তি ইনক্রিমেন্টের সুযোগ না পাওয়ায় জুনিয়ার সহকারী শিক্ষকদের চেয়ে ১-১-৮২ তারিখে সংশোধিত স্কেলে যদি কম বেতন পেয়ে থাকে তবে এ ধরণের কেসগুলি সম্পর্কে অর্থ দপ্তরের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।

মি: স্পীকার :—শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০২, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০২।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকের সংখ্যা কত ;

২। এদের মধ্যে কতজনকে স্নাতক স্কেল দেওয়া হচ্ছে এবং কতজনকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ;

৩। উক্ত স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের স্নাতক স্কেল অনুসারে বেতন না দেওয়ার কারণ কি ;

৪। কবে নাগাদ এই সকল ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের স্নাতক স্কেল অনুসারে বেতন দেওয়া হবে হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ৪, ৩৮৫ জন।

২। এদের মধ্যে ৩, ৯৭২ জন স্নাতক বেতনক্রম পাচ্ছেন এবং ৪১৩ জন পাচ্ছেন না।

৩। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩-৪-১৯৮২ ইং থেকে যে সমস্ত শিক্ষক যে পদে বহাল আছেন তিনি সেই পদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনক্রম পাবেন।

৪। প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্নাতক বেতনক্রমের শিক্ষকের পদ পেলে এবং ঐ পদে তারা নির্বাচিত হলে তা সম্ভবপর হবে।

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে একটা সিনিয়র বেসিক স্কুলে বা জুনিয়র বেসিক স্কুলে যদি দুইজন স্নাতক শিক্ষক থাকেন সেখানে একজন স্নাতক ডিগ্রী অনুযায়ী বেতন পাচ্ছেন অথচ পাশাপাশি অন্যজন স্নাতক ডিগ্রী থাকা সত্বেও বেতন পাচ্ছেন

না। এই যে বৈষম্য করা হয়েছে সেটা কোন উদ্দেশ্যে করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় সদস্য বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন নি। বেতনক্রম চাকুরীর পদ অনুযায়ী হয়। যেমন একটা কেরানীর পদ। সেই পদের জন্য একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন আছে এবং তার একটা স্কেলও আছে। তারজন্য যারা কেরানী হবেন তারা একই স্কেল পাবেন। কোয়ালিফিকেশনের জন্য বেতনের তারতম্য হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসী রাজত্বে প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারীতে যে যেমন কাজে আছেন তেমন বেতন দেওয়া হত। এই অরাজকতায় বাজেটের কোন মা-বাপ থাকে না। অনার্স কতজন, মেট্রিক কতজন, গ্রেজুয়েট কতজন এবং কতজন মাষ্টার ডিগ্রীধারীকে চাকুরীতে নেবেন এই ভিত্তিতে বাজেট ফ্রেম হতে পারে না। পোষ্ট অনুযায়ী চাকুরী দেওয়া হয়।

শ্রীদশরথ দেব :—বৎসরে বৎসরে কতজন অনার্স গ্রেজুয়েট হবেন, কতজন গ্রেজুয়েট হবেন, কতজন মাষ্টার ডিগ্রি নেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতন পাবেন এটা তো চলতে পারে না। কাজেই এখন পোষ্ট অনুযায়ীই স্কেল দেওয়া হচ্ছে। কেহ যদি গ্রেজুয়েট কিংবা মাষ্টার ডিগ্রিধারী হয়েও প্রাইমারী স্কুলের চাকুরী পান, তাহলে তাকে প্রাইমারী স্কুলের যে বেতন প্রাপ্য তাই তিনি পাবেন। কেহ যদি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী নিয়ে আসেন, তাহলেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট হিসাবেই তিনি বেতন পাবেন। এটাই নিয়ম চাকুরীর ক্ষেত্রে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যখন পদ খালি হবে তখনই দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখছি, সম্প্রতি ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যে বহু গ্রেজুয়েট টিচার আছেন যারা প্রাইমারী স্কুলের অ্যাসিস্টেন্ট টিচার হিসাবে কাজ করছেন শিক্ষা দপ্তরের অধীনে; আবার কেহ কেহ স্কেলও পাচ্ছেন। এই বেতন বৈষম্য কি কারণে হচ্ছে ? তা সুরাহা করার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হবে কি ? সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন হবে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিকই আছে। মাননীয় সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকার চলতে পারে না। সরকারের ডিসিশান আছে, ২৩-৪ ৮৩ পর্য্যন্ত যারা গ্রেজুয়েট হয়েছেন তারা গ্রেজুয়েট স্কেল পাবেন। এবং পাচ্ছেনও। এরপর যারা গ্রেজুয়েট হয়েছেন তারা যে স্কেল পাচ্ছিলেন তাই পাবেন এবং যে পদের জন্য চাকুরী পেয়েছেন তার বেতন অনুযায়ীই স্কেল পাবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে

এবং তারজন্য ত্রিপুরার অর্থনীতির দিকটি চিন্তা করা হচ্ছে এটা ঠিক নয়। আগে শিক্ষকদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হতো শিক্ষার দিকটির প্রসারতা করার জন্য। তখন শিক্ষকের সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে স্বাধীনতার পরেও দেখা যাচ্ছে শিক্ষকতা এমন একটি জিনিস যা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এখানে মানসিকতার প্রশ্ন থেকে যায়। আমি বলছি, করণিক যারা এইখানে আছেন তাদের স্কেলের সঙ্গে যদি শিক্ষকের স্কেল করে দেখা হয়, তাহলে উৎকর্ষতার ব্যাঘাত হবে না কি? এ ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি আমার বক্তব্য জানতে চান, তাহলে আমি বলছি, কেরানীর সঙ্গে কমপেয়ার করার প্রশ্ন এখানে উঠে না। প্রাইমারী স্কুলের জন্য কি কোয়ালিফিকেশন দরকার তা বিচার করেই রাখা হয়েছে এবং তার জন্য কি বেতন প্রাপ্য তাও বিচার করে দেখা হয়েছে। টুয়েলভ্ ক্লাসের জন্য অনার্স গ্রেজুয়েট এবং পোষ্ট গ্রেজুয়েট-এর নীচে পাবেন না। মাধ্যমিকের জন্য গ্রেজুয়েশান কোয়ালিফিকেশন রাখা হয়েছে। এবং তা সঠিক হয়েছে বলেই মনে করি। এখন কেহ যদি এম, এ, পাশ করেও প্রাইমারী স্কুলের টীচারশিপ নিতে চান, তাহলে তাকে প্রাইমারী স্কুলের স্কেলই নিতে হবে।

শ্রীজওহর সাহা :— দেখা যাচ্ছে, স্নাতক ডিগ্রীধারী হওয়া সত্বেও স্কেল পাচ্ছেন না। এইসব গ্রেজুয়েট টীচারগণ হাই স্কুল এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলে কাজ করছেন। আমরা জানি, শিক্ষকের অভাবজনিত কারণেই এইসব স্কুলগুলিতে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা এও জানি, তাদের যোগ্যতা আছে বলেই নিয়োগ করা হয়েছে। কাজে কাজেই এইসব শিক্ষকদের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী পুনঃবিবেচনা হবে কি? এবং তা তাদের অনুকুলে যাতে যায় সে ব্যাপারে সরকার চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :— প্রশ্ন হলো, একজন গ্রেজুয়েট বা মাষ্টার ডিগ্রী হোল্ডার যদি প্রাইমারী স্কুলে চাকুরী করার জন্য নিয়োগ পত্র পান, এবং তিনি যদি তা গ্রহণ করেন, তাহলে তাকে প্রাইমারী স্কুলেরই বেতন নিতে হবে। অনেকে এই বেতন ক্রমেই হাইস্কুল এবং টুয়েলভ্ স্কুলে পড়াতে চান। এতে তাদেরই ভাল হয়, কাজের সুবিধা হয়। আপত্তি থাকে না বলেই তাদের দেওয়া হয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এটা স্বীকার করবেন কি, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষকতা করছেন এবং গ্রেজুয়েশন ডিগ্রী নেওয়া সত্বেও স্কেল পাচ্ছেন না, তাদের স্কেল না দিয়ে নুতন যে সব গ্রেজুয়েট টীচার ছাড়া হচ্ছে গ্রেজুয়েট স্কেল দিয়ে তাতে পুরানো শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে? আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, এইসব

পুরানো স্নাতক শিক্ষকদের বেতনের দিক দিয়ে প্রমোশন দেবার জন্য বিবেচনা করে দেখতে।

শ্রীদশরথ দেব :— অটোমেটিক প্রমোশন হবে। তারা যদি এপ্লাই করেন, তাহলে অন্যদের সঙ্গে তা বিবেচনা করে দেখা হবে।

মি: স্পীকার :— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

মি: স্পীকার :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ১১০ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ১১০ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে ককবরক্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এমন স্কুলের সংখ্যা কত ; (বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আরও এইরূপ স্কুল খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৩। ককবরক্ ভাষার উন্নতির জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ৭৫৩টি।

২। হ্যাঁ।

৩। ককবরক্ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও শিশু সাহিত্য ও সহায়িকা প্রকাশিত হইয়াছে আরও বই প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। উক্ত ভাষায় উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সুপারিশ করা ও পরামর্শ দানের জন্য "ত্রিপুরী ভাষা উন্নয়ন পরিষদ" পুনর্গঠন করা হইয়াছে। উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বানান পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে প্রণয়নের জন্য ফোনেটিক ও মরফেমিক শিক্ষা বিষয়ে গবেষণার কাজ চলিতেছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি যে বালোয়ারী স্কুলগুলিতে ৩ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অক্ষর জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয়। ঠিক সেইভাবে উপজাতি শিশুদেরকে ককবরক্ ভাষায় অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— এটা এখনও চালু করা যায় নি। সব প্রাইমারী স্কুলকেই আমরা ককবরক্ স্কুল পরিণত করতে পারি নি। এটা একদিনে করা যাবে না। তারজন্য পরিকল্পনার

দরকার, এবং সময়েরও দরকার। তবে এটা চালু করার জন্য আমরা শিক্ষা দপ্তর থেকে চেষ্টা করে দেখছি। তারজন্য কিছু বই ছাপানোর পরিকল্পনা আমাদের আছে। কক্‌বরক্ ভাষায় সব সাবজেক্টের বই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ তারজন্য কক্‌বরক্ ভাষায় বই লিখতে পারে এমন সমাজসেবী আমাদের তৈরী করতে হবে। আমাদের প্রায় ১১০০ মত প্রাইমারী স্কুল আছে এবং বেশীর ভাগ স্কুলই বাংগালী শিক্ষাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত। এটা করার জন্য আমাদের পরিকল্পনার দরকার ও টাকার দরকার। তবে কক্‌বরক্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ৭৫৩টি কক্‌বরক্ স্কুল আছে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে মাত্র একজন কক্‌বরক্ শিক্ষক দিয়ে স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। ফলে উনি কক্‌বরক্ ভাষা না পড়িয়ে অন্যান্য বিষয় পড়াতেই উনার সময় চলে যায়। ফলে কক্‌বরক্ ভাষায় শিক্ষাদান প্রায় হয়েই উঠে না। এছাড়া বাংলা ভাষায় যে সমস্ত সাবজেক্ট পড়ানো হয় সেগুলি যাতে তাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় তার জন্য প্রাইমারী লেভেলে সমস্ত কক্‌বরক্ শিক্ষক নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কক্‌বরক্ স্কুলের প্রয়োজনানুযায়ী কক্‌বরক্ শিক্ষক আছে। তবে কক্‌বরক্ ভাষায় বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী যেখানে আছে সেখানে অন্য ভাষায় পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা খুবই কম থাকে। স্পেসিফিক কেস যদি জানা থাকে তাহলে আমরা খবর নিয়ে দেখতে পারি।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কক্‌বরক্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৭৫৩টি প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে উপজাতিদের মধ্যে কক্‌বরক্ ভাষা ছাড়া আরও অন্যান্য ভাষা আছে। কাজেই সেই সব জনগোষ্ঠীর বিকাশের জন্য অন্য ভাষায় শিক্ষা দানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, কক্‌বরক ভাষায় শিক্ষাদান আমরা চালু করেছি। এছাড়া চাকমা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা ইত্যাদির ব্যাপারে একটা এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তারা একটা মিটিংও করেছেন। তাদের মধ্যে কোন্ লিপিটা গ্রহণ করবেন এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। আপাততঃ বাংলা লিপিকে গ্রহণ করে চাকমা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রচলন করবেন। এছাড়া কুকী, হালাম ট্রাইব আছে। তাদেরও একটা এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করার জন্য সরকার থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই তারা নিজেরাই ঠিক করবে কাদের নিয়ে এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করা হবে কমিটি গঠন করার পরে

সবকারী তরফে সরকারী অনুদান দেওয়া হবে। তাছাড়া মগ্ ভাষীরাও কোন্ লিপিটা গ্রহণ করবে তার জন্য একটা এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠনের জন্য বলা হয়েছে। ভাষাগত সংখ্যালঘু যত জনগোষ্ঠী আছে তারা যাতে প্রত্যেকেই নিজের নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় তার জন্য বই প্রকাশের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ককবরক ভাষীরা নিজেরা এগিয়ে এসে লিপি ঠিক করেছে, গ্রামার তৈরী করেছে। অতএব তারাও যাতে সেইভাবে এগিয়ে এসে যদি সরকারকে সাহায্য করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করব এবং এই ঘোষণা আমরা আগেই দিয়েছি।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ককবরক ভাষা যে চালু হয়েছে এটা নিশ্চয়ই ভাল কথা। কিন্তু আদো ককবরক ভাষা জানেনা এমন ব্যক্তিকে এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, এ ধরণের সংবাদ আমরা অবগত নই। তবে আরও বেশী প্রিকয়েশন দেওয়ার জন্য ইদানীং আরও ২৫৩ জন ককবরক শিক্ষককে অফার দেওয়া হয়েছে। ককবরক ভাষায় লিখিত পরীক্ষা নিয়েই অফার দেওয়া হয়েছে। কাজেই কোন অবস্থায়ই ককবরক ভাষা জানেন না এমন ব্যক্তিকে চাকুরি দেওয়া হয়নি। সিনিয়ারিটি দেখে নয়, ককবরক ভাষায় লিখিত পরীক্ষায় যিনি ভাল ফল করেছেন তাকেই চাকুরি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে ককবরক ভাষাকে উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। এটা ভাল কথা। কিন্তু ত্রিপুরায় আরও একটা জনগোষ্ঠী আছে তাদেরকে সাঁওতাল বলে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের ভাষা চালু আছে। কাজেই ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকার তাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এই ভাষা চালু করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, এ ভাষার প্রচলনে আমাদের তরফে কোন চেষ্টা করা হয়নি। কারণ এখানে সাঁওতাল পপুলেশন খুবই কম। তবে তারা যদি চান তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যে পাঠ্যলিপি চালু আছে সেটা এখনে ইমপোর্ট করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে প্রাইমারী লেভেলে ৭৫৩টি স্কুল খোলা হয়েছে। কিন্তু ট্রাইবেল এলাকাতে সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। সেই সমস্ত সিনিয়ার বেসিক স্কুলে ক্‌ক্‌বরক্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্‌ক্‌বরক্ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, প্রাইমারী স্কুলেই আমরা সবটা চালু করতে পারি নি। ক্লাস থ্রি পর্য্যন্ত আমরা চালু করেছি এবং এবার আমরা ক্লাস ফোর চালু করব। সিনিয়ার বেসিক স্কুলে

ট্রাইবেল ছেলেরা যাতে কক্‌বরক্ ভাষায় লেখা পড়া করতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং কক্‌বরক্ শিক্ষকও নিয়োগ করব।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, Kok Borok Teacher (Kailashahar)

Offer of appontment

Sl. No. 192

No. F 1 (1—13) DES/84

Government of Tripura

Dte. of School Education

(Estt Section) Dated 20. 8. 84.

কক্-বরক জানেন না এমন একজন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে সরকার অবগত নেই, তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন আমরা দেখবো, কিন্তু সোসিয়েল এডুকেশানে নেওয়া হয়নি। এই সম্পর্কে আমি একেবারে কনফার্মড, আগে যদি হয়ে থাকে তাহলে অন্য কথা। কারণ আগে কক্-বরক পরীক্ষা নেওয়া হতো না, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট যদি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলে আমরা দেখবো।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে সোনামুড়া গালর্স হাই স্কুলে বোডিং খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন নেই এই কথাটা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন। এই প্রশ্নের সাথে আর একটা প্রশ্ন আনছি সেটা হলো সোনামুড়া গালর্স হাই স্কুলের একটা বোডিং কন্‌ষ্ট্রাকশ্যান আছে, সেটা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, পরিকল্পনা করতে হলে পরিকল্পনার মধ্যে প্রথমত: আর্থিক অবস্থাই সবচেয়ে বেশী বিবেচ্য কাজেই আর্থিক সঙ্গতি যদি না থাকে তাহলে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণ করা যায় না। তবে এটাও ঠিক সেখানে একটা বোর্ডিং ছিল কিন্তু একজন অফিসার সেটা দখল করে আছেন কিন্তু উনাকে সরানো যাচ্ছে না। কংগ্রেস আমল থেকেই এটা দখল করে রেখেছেন কারণ কংগ্রেস আমলে এক অংশের লোক মনে করতেন এটা তাদের এডিশন্যাল রাইট তাই এটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে এটা যদি বোর্ডিং করা যায় তাহলে ১২ জনের মত ছাত্র রাখা যেতে পারে কাজেই এটা খুব বড় নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

(মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলি।

সৈয়দ বসিত আলি :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

প্রশ্ন

১। ক) বর্তমান আর্থিক বৎসরে কৈলাসহর বিভাগে অবস্থিত টিলাবাজার হাই স্কুলটিকে পাকা গৃহ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ;

খ) থাকিলে কবে নাগাদ গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ক) টিলাবাজার হাই স্কুলের জন্য পাকা গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা থাকিলেও বর্তমান আর্থিক বৎসরে কাজ হাতে নেওয়ার সম্ভাবনা কম। আমরা ২১-১০-৮১ ইং তারিখে টিলাবাজার হাই স্কুল করার জন্য ৬ লাখ, ৯২ হাজার ৭ শত টাকার ব্যয়-বরাদ্ধ করেছিলাম, এটার এপ্রুভাল আছে কিন্তু যেহেতু টাকা আমাদের নেই তাই আমরা দিতে পারছি না। এইবার করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে।

খ) এখন বলা সম্ভব নয়।

সৈয়দ বসিত আলি :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টিলাবাজার হাই স্কুলটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত এবং সেখানে প্রতি বছরই বন্যা হয় তার ফলে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী দূরবর্তী অঞ্চল থেকে স্কুলে যাতায়াত করতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং বন্যার ফলে কাচা ঘরে

তাদের ভীষণ অসুবিধা হয়। এই বিষয়েও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলোচনাও হয়েছে। সুতরাং সরকার এই ব্যাপারে বিবেচনা করবেন কিনা এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, টিলা বাজার হাইস্কুল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা এটা আমার জানা আছে। যদি টাকা পাওয়া যায় তাহলে করবো কিন্তু এখনও তো টাকা পাওয়া যায় নি। আসল কথা হচ্ছে কাচা ঘরে স্কুল করতে অসুবিধা হচ্ছে তাই যদি পাকা ঘর হয়ে যায় তাহলে কোন অসুবিধা হবে না।

সৈয়দ বসিত আলি :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই অবস্থায় ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনা করতে পারছে না, এটা বিবেচনা করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মেরামতির কাজ যতদিন পর্য্যন্ত না চলবে, ততদিন পর্য্যন্ত স্কুল চলতে থাকবে এইভাবেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩১৭।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৩১৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বেসরকারী বিদ্যালয়ে (গভর্ণমেন্ট এইডেড স্কুল) এ কর্মরত চতুর্থ শ্রেণার কর্মচারীগণ পোষাক অথবা ভাতা পাচ্ছেন না;

২। যদি সত্য হয় ইহার-কারণ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে, গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড আইনের বিধি অনুযায়ী বে-সরকারী বিদ্যালয়ের প্রদেয় "বিবিধ খরচ" (আদার চারজেস) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণের পোষাক প্রদানের সংস্থান রহিয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন নন গভর্ণমেণ্ট স্কুলে কন্টিজেন্সী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভাতা দেওয়া হয়েছে কিনা বা যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তা মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা।

শ্রীদশরথ দেব :—এ ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন কন্টিনজেন্সি বাবদ যে টাকা

দেওয়া হয়, বর্ত্তমানে যে খরচ বাড়ছে. খরচ করার পরে এই টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে-না। এই ব্যাপার নিয়ে বেসরকারী শিক্ষকদের পক্ষে থেকে শিক্ষকদের সংগে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। বাড়ানো যায় কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে। তাদের কিছু দাবীও আছে। তাদের দাবীগুলিও দেওয়া যায় কিনা অর্থ দপ্তরের সংগে আলোচনা করেছি, বাড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং বাড়াতে হবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তাদের টেলিফোন চার্জ, মাইনর রিপেয়ারিং, ইলেকট্রিক চার্জ ইত্যাদি দেওয়ার কথা বলা আছে। এগুলি মোটেই সংকুলান হচ্ছে না, এর উপর পোষাকের ত প্রশ্নই উঠে না। বেসরকারী শিক্ষক সমিতি দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাপারে শিক্ষা-দপ্তরের সংগে যোগাযোগ করে আসছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— সিনিয়ার বেসিক স্কুল-এ ৬০০ টাকা প্রতি বৎসরে, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ৩ হাজার টাকা প্রতি বৎসরে, উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে ৩ হাজার ৬০০ টাকা প্রতি বৎসরে। অতিরিক্ত প্রতি ৫০ টাকা করে প্রতি বৎসরে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ২০০ টাকা, উচ্চতর মাধ্যমিকে ৩০০ টাকা করে। এই হল টাকার হার। এছাড়া, ইলেকট্রিক চার্জ. টেলিফোন ইত্যাদি যদি আলাদা ধরা যায় তবে চলে যায়। সব কিছু পরীক্ষা চলছে। এখন সব কিছু বলা সম্ভব নয়।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবৃদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবৃদ্ধ দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৮৮।

মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৮৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে ঘোষিত জুনিয়র বেসিক এবং প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সিনিয়রদের (তপঃ জাতি, উপজাতির সংরক্ষিত এবং সাধারণ উভয়ক্ষেত্রেই) ডিঙ্গিয়ে জুনিয়র শিক্ষক শিক্ষিকাদের পদোন্নতি করা হয়েছে :

২। সত্য হইলে কয়টি ক্ষেত্রে সিনিয়ারিটি লংঘন করে পদোন্নতি করা হয়েছে ; এবং

৩। এইরূপ নিয়মনীতি বহির্ভূত কার্য্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার কারণ ?

১। তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত প্রাইমারী ও নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষিকার ৩৪১টি পদ তপশিলী জাতি ও উপজাতি ভুক্ত প্রাইমারী। নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের সহকারী শিক্ষক। শিক্ষিকাদের জরুরী ভিত্তিতে "এডহক" প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। অসংরক্ষিত পদে কোন প্রমোশন দেওয়া হয়নি। প্রমোশনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাপেক্ষে সিনিয়ারটিকেই ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রমোশনের জন্য নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সর্ত পূরণ করতে না পারায় সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে আপাততঃ প্রমোশন দেওয়া যায়নি। এই ক্ষেত্রে একটি শর্ত আছে। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং কমপ্লিট করতে হবে। কমপ্লিট করতে না পারলে প্রমোশন দেওয়া যাবে না। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট না করতে পারলে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও প্রমোশন পাবে না।

২। প্রাইমারী ও নিম্নবুনিয়াদী স্কুলের ৬৫ জন তপশিলী জাতি উপজাতিভুক্ত সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রমোশনের ক্ষেত্রে তাদের সিনিয়ারিটি ডিঙ্গানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এই ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে যদি সিনিয়ারিটি প্রমাণ হয় এবং অভিযোগ সত্য হয় তাহলে সে পাবে। তাদের জন্য কিছু পদ খালি আমরা রেখেছি। অভিযোগটি তদন্ত করে দেখা হবে, তদন্তে যদি সবকিছু প্রমাণ হয় তাহলে সে প্রমোশন পাবে।

৩। নিয়মনীতি বহির্ভূতভাবে কাউকে প্রমোশন দেওয়া হয়নি, কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে প্রমোশান দেওয়া হবে এই যে লক্ষ্মীছড়া কাঞ্চনমালা সিনিয়ার বেসিক স্কুলে বুধমনি দেববর্মা ১৯৫৬এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রমোশান পায়নি।

শ্রীদশরথ দেব :—স্পেসিফিক যদি অভিযোগ থাকে তাহলে সেটা দেখা হবে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে। এখানে অফেন কিছু বলা যাবেনা। হয়ত তার নামটা লিস্টে অমিট হতে পারে। কিংবা তার বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স কেইস থাকতে পারে। যদি ভিজিলেন্স কেইস থাকে তাহলে সে প্রমোশান পাবে না। তদন্ত করে যদি প্রমাণিত হয় সে প্রমোশান পাবে।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সোনামুড়াতে স্কুলে সুভায় দেববর্মা ৮২তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সে কি করে পেল? সে জয়েনও করে ফেলেছে?

শ্রীদশরথ দেব :—সে পাবেনা। এইরকম অনেক কেইস আছে। তাদের ক্যানসেল হয়ে গেছে। জয়েন করলেও তারটা কেন্সেল হয়ে যাবে। যখন কাগজপত্র দাখিল করবে তখনই সবকিছু ধরা পড়বে।

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস এবং সেনপ্রসাদ মালসই।

শ্রীনারায়ণ দাস :—অ্যাডমিটড কোয়েশ্চান নং ১৮৯।

শ্রীদশরথ দেব :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৮৯।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ ব্লকে কতজন বৃদ্ধ, কতজন অন্ধ এবং কতজন বিকলাঙ্গ ভাতা পাচ্ছেন;

২। এর মধ্যে কাঞ্চনপুর ব্লক পঞ্চায়েতে কতজন উক্ত ভাতাগুলি পাচ্ছেন; (গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)

৩। সোনামুড়া মহকুমায় কতজন বার্দ্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতজন বৃদ্ধ, কতজন অন্ধ ও কতজন বিকলাঙ্গ ভাতা পাচ্ছেন, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগে সেটা দিয়েছি।

	বৃদ্ধ ভাতা পাচ্ছেন	বিকলাঙ্গ ভাতা পাচ্ছেন
পানিসাগর ব্লক	৪৯২ জন	১৫৪ জন
কুমার ঘাট ব্লক—	৫৫৫	১১৫
সালেমা ব্লক—	৬৭৪	১৪১
তেলিয়ামুড়া ব্লক—	৭৫৭	৯২
খোয়াই ব্লক—	৬২৩	১৩৮
মোহনপুর ব্লক—	৫৩৯	১০৭
জিরাণীয়া ব্লক—	৫২৬	১১৪
বিশালগড় ব্লক— (টাকারজলা-জম্পুইজলা সহ)	৯১৪	১৬৯
মেলাঘর ব্লক—	৫৩৩	১২৩
মাতাবাড়ী ব্লক—	৬৩২	১৫০
বগাফা ব্লক—	৩২২	৮১
রাজনগর ব্লক—	৩৪১	৮৯
কাঞ্চনপুর ব্লক	৩২০	৫৯

	বৃদ্ধ ভাতা পাচ্ছেন	বিকলাঙ্গ ভাতা পাচ্ছেন
ছামনু ব্লক—	৩১৫	৬০
ডম্বুরনগর ব্লক—	৯২	৩৪
অমরপুর ব্লক—	৩১৮	৯৬
সাব্রুম ব্লক—	৫১৩	১৪১

আরও ৩ হাজার ৬০০ জনকে বৃদ্ধ ভাতা এবং ১৬০২ জনকে বিকলাঙ্গ ভাতা দেওয়া হবে।

২। কাঞ্চনপুর ব্লকে বার্দ্ধক্যভাতা ও বিকলাঙ্গ ভাতা প্রাপকের সংখ্যা যথাক্রমে ৩২০ ও ৫৯ জন। গাঁওসভা ওয়ারী ভাতা প্রাপকদের হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে আমি আর একটি কথা বলছি আগে এই ভাতা ছিল ৩০ টাকা এখন সেটাকে বাড়িয়ে ৪৫ টাকা করেছি।

৩। সোনামুড়া মহকুমায় বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের সংখ্যা ৫৫১ জন।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত ( ) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (Annexures—"A" & 'B")

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের বিজনেসে ৫১টা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, আর মাত্র ১১টা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আমার মনে হয় এতগুলি প্রশ্নের নাম্বার একদিনে দেওয়া ঠিক হয় না, কারণ একদিনে সবগুলির উত্তর পাওয়া যায় না, ফলে মেম্বাররা সেটা পেতে পারে না। আমরা দেখেছি পার্লামেন্টে মাত্র ২০টা প্রশ্ন একদিনে লিষ্টে দেওয়া হয় বা দেওয়া যায়। সেখানের মত আমাদের এখানেও কি সেই ব্যবস্থাটা করা যায় না? তাহলেতো সবগুলি প্রশ্নের উত্তর সমস্ত মেম্বাররা পেতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, সেখানে প্রথমত একজনের নামে মাত্র দুইটা প্রশ্ন থাকতে পারে এবং প্রশ্নকর্তা তিনটার বেশী সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করতে পারেন না। অন্যান্যরা মাত্র একটা প্রশ্ন করতে পারেন। আর আমাদের এখানেতো কোন কোন মেম্বার ছয়টারও বেশী প্রশ্ন করেন, এইভাবে প্রশ্ন করলে আর সময় পাওয়া যাবে কি করে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটা ঠিক, কিন্তু আমাদের অধিবেশনতো চলবে মাত্র ছয়দিন, অথচ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অনেক প্রশ্ন হয়। কাজেই আপনারা যদি তিনটার বেশী প্রশ্ন না করেন তাহলে হয়তো আমরা কিছু বেশী প্রশ্ন করতে পারব।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটা নোটিশ মাননীয় সদস্য-

এর নিকট হইতে তাহার উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তার নাম উল্লেখ করিতেছি, শ্রীসমর চৌধুরী। বিষয়বস্তুটি হলো :— 'গত ৬ই জুলাই রাতে আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে জুটমিল শ্রমিক এবং সি. আই. টি. ইউ. কর্মী বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তীর কং (আই) কর্মীদের সশস্ত্র আক্রমনে নৃসংশভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তাঁর বিষয়টিকে সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমার বিষয়টি হচ্ছে :—"গত ৬ই জুলাই রাতে আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে জুট মিল শ্রমিক এবং সি আই টি ইউ কর্মী বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তীর কং (আই) কর্মীদের সশস্ত্র আক্রমণে নৃসংশভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :-- আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইটা সম্পর্কে ১২ই সেপ্টেম্বর আমি হাউসের সামনে আমার বিবৃত্তি রাখব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁর বিবৃত্তি রাখবেন। আমি আজ আর একটা নোটিশ মাননীয় সদস্য-এর নিকট হইতে তাহার উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপনকরার অনুমতি দিয়াছি এবং যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তার নাম উল্লেখ করিতেছি, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। ওনার বিষয়বস্তুটি হলো— "গত ৩০শে আগষ্ট, ১৯৮৪ ইং তুলামুড়া গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তার বিষয়টিকে সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমার বিষয়টি হলো— "গত ৩০শে আগষ্ট, ১৯৮৪ ইং তুলামুড়া গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর ১৩ই সেপ্টেম্বর আমার বিবৃত্তি রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁর বিবৃত্তি রাখবেন। আমি আজ আর

একটা নোটিশ মাননীয় সদস্য-এর নিকট হইতে তাহার উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তার নাম উল্লেখ করিতেছি, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। বিষয়বস্তুটি হলো— "গত ১৫ই আগষ্ট দেশের ৩৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে দ: ত্রিপুরার উদয়পুরে জেলাশাসক অফিস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় কতিপয় কংগ্রেস (ই) নামধারী ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, জাতীয় অনুষ্ঠানের অবমাননা এবং ত্রিপুরার মাননীয় কারা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ প্রকাশ করা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তাঁর বিষয়টিকে সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— আমার বিষয়টি হলো — "গত ১৫ই আগষ্ট দেশের ৩৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে দ: ত্রিপুরার উদয়পুরে জেলাশাসক অফিস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় কতিপয় কংগ্রেস ই) নামধারী ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, জাতীয় অনুষ্ঠানের অবমাননা এবং ত্রিপুরার মাননীয় কারা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ প্রকাশ করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা সম্পর্কে ১৩ই সেপ্টেম্বর আমি হাউসের সামনে বিবৃতি রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁর বিবৃতি রাখবেন। গত ১০-৯-৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ও শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো— "গত ২৮শে জুন, ১৯৮৪ইং বিলোনীয়া মহকুমার রায় বাড়ীতে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের হামলায় ছয়জন সি আর. পি. এফ এবং একজন এস, আই, সহ দুইজন ত্রিপুরা পুলিশ নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মি: স্পীকার স্যার, গত ২৭-৬-৮৪ইং তারিখে রাত্র অনুমান ৮ ঘটিকায় ২০/২২ জনের একটি উগ্রপন্থীদল জলপাই রং-এর পোষাক পরিহিত হাতে রাইফেল, ষ্টেনগান সহ লক্ষীছড়া গ্রামের শ্রীবিমল সরকারের (২৪) বাজে মালের দোকানে জোর পূর্বক প্রবেশ করে। ঐ দোকানে ঐ সময়ে ঐ গ্রামের উপজাতি ৪ জন যুবক তাস খেলায় রত ছিল। উগ্রপন্থীদের মধ্যে একজন তাস খেলায় রত থাকা ৪ জন উপজাতি যুবককে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ৪ জন উপজাতি যুবক স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। উপজাতি যুবকরা চলিয়া যাওয়ার পর প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে উগ্রপন্থী দলটির মধ্যে একজন দোকানের মালিক শ্রীবিমল সরকারের মাথায় লাঠি দিয়া আঘাত করে ফলে শ্রীবিমল সরকার রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হয়। শ্রীবিমল সরকারের চীৎকারে তাহার মা অগ্রসর হইয়া আসিলে শ্রীবিমল সরকারের মাকে উগ্রপন্থীদের মধ্যে একজন ধাক্কা মারে। শ্রীবিমল সরকারের মা ভয়ে পলাইয়া যায়। উগ্রপন্থী দলটি ঐ দোকানে থাকা বিড়ি, পিয়াজ ডাল, বিস্কুট ইত্যাদি ইত্যাদি একটি ছালার ব্যাগে ভরিয়া লয়। তৎপর উগ্রপন্থী দলটি লক্ষীছড়া বাজারের দিকে অগ্রসর হয়।

উগ্রপন্থীদলটি প্রথমে লক্ষীছড়া বাজারের ২/৩ দিকের প্রবেশ পথ অবরোধ করে এবং তাদের মধ্যে ২/৩ জন করিয়া দোকানীদের দোকানঘরে প্রবেশ করে এবং নগদ টাকা, বিড়ি, মেচ, সিগারেট, ব্যাটারী, সাবান এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় মালামাল লুট করিয়া লয়। উগ্রপন্থী দলটি দোকান ঘরে থাকা ক্রেতাদের হেফাজত হইতে হাতঘড়ি ও নগদ টাকা কাড়িয়া লয়। লুট করার পর উগ্রপন্থী দলটি অতুল দাস, জগদীশ সরকারের দোকান হইতে জ্বলন্ত কেরোসীনের কুপি বাতি নিয়া যায় এবং জ্ঞানতোষ ভৌমিকের রেশন সপ হইতে অনুমান ২/৩ লিটার কেরোসিন তেল জোর করিয়া ছিনাইয়া নেয় এবং দোকানের ছাদে কেরোসিন তেল ছিটকে এবং কুপি বাতির আগুণের সাহায্যে দোকান ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। উগ্রপন্থীদলটি গ্রামের কেহ যাহাতে আগুণ নিবাইবার চেষ্টা না করে তার জন্য ভয় দেখাইবার উদ্দ্যেশ্যে কয়েকবার গুলি ছুড়ে। উগ্রপন্থী দলটি তৈরুমার রাস্তা ধরিয়া পলাইতে থাকে।

উগ্রপন্থীদের কর্তৃক যে দোকানীদের দোকানের জিনিস পত্র লুঠ হয় এবং আগুন লাগাইয়া জ্বালাইয়া দেয় তাহাদের নাম নিম্নরূপ :—

১) শ্রীজ্ঞানতোষ ভৌমিক—রেশন সপ ও বাজে মালের দোকান, ২) শ্রীপরেশ সেন—চায়ের দোকান, ৩) শ্রীপ্রমোদ চৌধুরী—চায়ের দোকান, ৪) শ্রীদেবেন্দ্র রিয়াং—চাউলের মিল মালিক, ৫) শ্রীমন্টু দেবনাথ—চায়ের দোকান, ৬) শ্রীরমেশ সেন—বাজেমালের দোকান, ৭) শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী—বিড়ি সিগেরেটের টং দোকান, ৮) শ্রীসন্তোষ সরকার—বাজেমালের দোকান, ৯) শ্রীরাধাকিশোর বিশ্বাস—বাজেমালের দোকান, ১০) শ্রীলক্ষীচরণ বৈদ্য—বাজেমালের দোকান, ১১) শ্রীহরিমোহন মজুমদার—চায়ের দোকান, ১২) শ্রীঅতুল ভৌমিক—ঔষধের দোকান।

বাজারে যে কতগুলি খালি বাছাই দোকানঘর ছিল এবং আগুনে জ্বলিয়াছিল ঐ দোকানগুলির মালিকদের নাম :—

১] শ্রীবলাই দেবনাথ,

২] শ্রীধনঞ্জয় সরকার,

৩] শ্রীজগদীশ সরকার,

৪] শ্রীসুখেন সরকার, ৫] শ্রীহিমাংশু সাহা, ৬] শ্রীসুখেন্দু দত্ত, ৭] শ্রীভানু সরকার, ৮] শ্রীনেপাল দাস, ৯] শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

উগ্রপন্থীরা অনুমান ৩/৪ হাজার মালামাল লুট করিয়া বাজারে আগুন দিয়া আনুমানিক একলক্ষ টাকার মত ক্ষতি করিয়াছে।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাইখোড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৮ ও ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা রুজু হয়।

উক্ত মোকদ্দমায় এখনো পর্য্যন্ত কেহ ধৃত হয় নাই বা লুন্ঠিত মালামাল উদ্ধার হয় নাই। মোকদ্দমাটি আছে।

২৮-৬-৮৪ ইং তারিখ সকাল ৭টায় বাইখোড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, সাব-ইনস্পেক্টর শ্রীদীনেশ ঘোষ, কনস্টবল ৩৬৯৫ নারায়ন মজুমদার ও ২ নং ব্যাটেলিয়নের সি. আর. পি. এফ-এর দুই সেকশন সশস্ত্র সদস্য দলটিকে রাইবাড়ীর দিকে যে উগ্রপন্থী দলটি লক্ষীছড়া বাজারে লুটতরাজ ও পরে অগ্নি সংযোগে বাজার ধ্বংস করার জন্য দায়ী ঐ উগ্রপন্থী দলটিকে গোপন আস্তানা ও পিছু ধাওয়াক্রমে ধৃত করার জন্য সাবইন্সপেক্টর শ্রীদীনেশ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে প্রেরণ করেন। পুলিশ দলটি যখন রাইবাড়ীতে পৌঁছায় তখন বেলা অনুমান ১১টা হইবে। রাইবাড়ীর নিকট যখন পুলিশ দলটি পৌঁছায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র উগ্রপন্থী দলটি পুলিশ দলকে লক্ষ্য করিয়া অতর্কিতে এল. এম. জি ও রাইফেল হইতে পাহাড়ের তিন দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়িতে থাকে। গুলি ছুড়ার ফলে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলেই নিম্নোক্ত পুলিশ কর্মীরা প্রাণ হারায় :—

১।	সাব-ইন্সপেক্টর	দীনেশ ঘোষ—	ত্রিপুরা পুলিশ
২।	কনস্টবল নং ৩৬৯৫—	নারায়ণ মজুমদার—	ত্রিপুরা পুলিশ
৩।	হাবিলদার—	হরবনস সিং—	কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর
৪।	নায়েক—	বাকিল সিং—	ঐ
৫।	লেন্স নায়েক—	রমাশংকর—	ঐ
৬।	লেন্সনায়েক—	শৈলেন্দ্র সিং—	ঐ
৭।	কনস্টবল—	লালুরাম—	ঐ
৮।	কনস্টবল—	বহিমতুল্লা ভট্ট—	ঐ

৩নং হইতে ৮নং সকলেই কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর ২নং ব্যাটেলিয়নের সদস্য।

উগ্রপন্থী দলটি মৃত পুলিশ কর্মীর হেফাজত হইতে নিম্নে বর্ণিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়া যায় :—

১।	এল. এম জি.	১টি
২।	স্টেনগান	১টি
৩।	এস. এল আর-	চারটি
৪।	রিভলভার	১টি
৫।	৩০৩ রাইফেল	১টি

লুণ্ঠিত গোলাবারুদের হিসাব :—

১।	৯ এম এম.	৩৫টি গুলি।
২।	৩০৩ রাইফেলের গুলি	—১২৫টি।
৩।	এস. এল. আর. গুলি	—২৪০টি।
৪।	গ্রেনেড	—৩টি।
৫।	রিভলভারের গুলি	—২৪টি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাইখোড়া থানার ১০ (৬)৮৪ দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০২/৩৭৯/১২১ ও অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় মোকদ্দমা রজু করা হয়। পুলিশ উক্ত মোকদ্দমার তদন্তাধীন রাইবাড়ীর শ্রীধনঞ্জয় রিয়াংকে সন্দেহমূলে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ধনঞ্জয় রিয়াং পরে কোর্ট হইতে ছাড়া পায়। ত্রিপুরা আরক্ষা বাহিনীর সদস্য মৃত সাব-ইন্সপেক্টর দীনেশ ঘোষ এবং কন্সটবল নারায়ণ মজুমদারের পরিবার বর্গকে অনুদান হিসাবে প্রত্যেককে ২০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। সি. আর. পি. এফ. সংস্থার মৃত সদস্য পরিবারগণের জন্য প্রত্যেককে ২০,০০০ টাকা করিয়া অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের নিহত কর্মীদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হইতেছে। লক্ষ্মীছড়া বাজারের যে সমস্ত দোকানের ৫০০০ হাজার টাকা এবং অধিক ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিগকে প্রত্যেককে মং ৫০০ টাকা এবং যাহাদের ক্ষতি ১০০০ টাকা হইতে ৫০০০ হাজার টাকার তাহাদিগকে ৩০০ টাকা এবং যাহাদের ১০০০ হাজার টাকার কম ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিগকে ১০০ টাকা করিয়া সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এটা এস. ডি. ও অফিস থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার বাহিরে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সংগৃহীত তথ্যে এই সমস্ত খবর আছে কিনা যে, বিনয় রিয়াং যিনি পদ্ম রিয়াং-এর বাড়ীতে কাজ করেন তিনি নিজে এই লক্ষ্মী-ছড়ার, রামুরাই রিয়াং লক্ষ্মীছড়া, অমৃত রিয়াং. পিং-গগন চৌধুরী, টিচার, মনোরঞ্জন রিয়াং, লক্ষ্মীছড়া, যিনি জুনিয়র বেসিক স্কুলে চাকুরী করেন, সুখময় রিয়াং, বাহাদুর রিয়াং, নেতাজী পাড়া, যতীন্দ্র রিয়াং, পিং-রামজয় রিয়াং যারা টি. ইউ জে. এসের সক্রিয় কর্মী তারা এই সমস্ত লুটপাটে অংশ নেয় এবং আগুন লাগাতে সাহায্য করে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনাটা পুলিশ তদন্ত করছে। যেসব নাম মাননীয় সদস্য দিয়েছেন সেগুলি নিশ্চয়ই পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, যে সমস্ত এক্সট্রিমিষ্টরা এখানে এসেছিল তারা হারাধণ রিয়াং ও চারু রিয়াংকে খোঁজ করে এবং জনসাধারণকে বলে তাদেরকে ধরে আনতে, তাদেরকে খুন করা হবে, এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যখন লক্ষীছড়ায় যাই এবং সেখানকার লোকজনদের সাথে সাক্ষাৎ করি তখন তারাও একথা বলেছে যে উগ্রপন্থীরা এসে এই দুইজনকে খোঁজ করেছিল। কাজেই মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিক।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই সমস্ত তথ্য আছে কিনা যে, ২৭-৬-৮৪ ইং তারিখে এই বাজার লুটপাট করার পর টি.ইউ.জে. এসের সাধারণ কর্মীরা কেউ উপস্থিত ছিলনা এবং বাজার লুটপাট করার পর কৃষ্ণ রিয়াং-এর বাড়ীতে, হরেন্দ্র রিয়াং সেখানকার এক্স উপ-প্রধান তাঁর ছোট ভাই হচ্ছে কৃষ্ণ রিয়াং, রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে এবং ঐ কৃষ্ণ রিয়াং সেখানকার একজন একনিষ্ঠ টি.ইউ.জে.এস. কর্মী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজারে টি. ইউ. জে. এসের সদস্যরা এসেছিল কিনা সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে অন্যান্য যে সব তথ্য মাননীয় সদস্য দিয়েছেন সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ২৭. ৬. ৮৪ইং তারিখে সাড়ে আটটার সময় লক্ষীছড়া বাজার আক্রান্ত হয় উগ্রপন্থীদের দ্বারা, সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই তথ্য জানা আছে কিনা জানাবেন কি যে ২৭. ৬ ৮৪. ও ২৬-৬-৮৪ইং তারিখে ধনঞ্জয় রিয়াং, যিনি সি. পি.এমের একজন সমর্থক তিনি সমন্বয় কমিটির নেতা রমেশ রিয়াং মাষ্টার, ওনার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন এবং পরের দিন শান্তির বাজারে বিজয় উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি শান্তির বাজারে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার রমেশ রিয়াংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরে উগ্রপন্থীদের দ্বারা বাজার আক্রমণের ও আগুন লাগানোর সময় উপস্থিত থেকে সাহায্য করেন। ২৭ তারিখে আগুন লাগানোর পর তিনি রমেশ রিয়াংয়ের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ধনঞ্জয় রিয়াং সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে সেটা একেবারেই সত্য নয়। এই ঘটনা যখন হল তখন পুলিশ অফিসার নিহত হলে এবং যেসব সি. আর. পি. এফ জোয়ান আমাদের রাজ্যে আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে তাদের জোয়ান নিহত হলে একটা ভয়ানক অবস্থা সেখানে ছিল। আবার এদিকে ডেড বডিগুলি আনারও একটা সমস্যা ছিল যেহেতু সেখানে জীপ পর্য্যন্ত যায় না তখন আমাদের কয়েকজন ছেলে তাদেরকে সাহায্য করেছিল।

সেই সঙ্গে যে কিছু কিছু লোক সেখানে সি, আর, পি, এফ-দের সাহায্য করবার জন্যে গিয়েছিলেন

ধনঞ্জয় দেববর্মা তাদেরই একজন। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যা বলেছেন তা অসত্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :--পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার কাছে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে সে সমস্ত তথ্য সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কি যে লক্ষীছড়া বাজারে আগুন লাগানোর পরে হীমাংশু সরকার, শ্যামল সরকার প্রভৃতি কিছু কংগ্রেস (আই) সমর্থকরা চিৎকার করে বলতে থাকে যে, সেখানে পাহাড়ী-বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে গেছে। তাই তারা আরো কিছু কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের নিয়ে কয়েকটি পাহাড়ী বাড়ী আক্রমণ ও অগ্নি সংযোগ করে। এতে শচীন্দ্র রিয়াং এবং আরো কয়েকজন নিরীহ উপজাতির মারাত্মকভাবে আহত হন। এইভাবে কংগ্রেস (আই) এর সমর্থকরা আগুন নেভানোর পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করে। আরো তথ্য রয়েছে যে, এই টি এন, ভি.-র উগ্রপন্থীরা গত ২৪ তারিখ থেকে নাকি এই সমস্ত এলাকায় চলাফেরা করেছে এবং উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। আর বিকাশ রিয়াং এবং ধনঞ্জয় রিয়াং, মুক্তারাম রিয়াং এরা সি. আর, পি, দের সাহায্য করবার জন্যে সেখানে ছোটে যান। হালারাই রিয়াং যিনি নতুন পঞ্চায়েত মেম্বার হয়েছেন তিনিও সেখানে সি. আর. পি.-দের সাহায্য করবার জন্যে যান। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে যদিও কোন নাম বলতে পারব না তবে সেখানে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল এবং সে সময় বাইখোরা থেকে কয়েকজন যুবক সেখানে যায়। আমি সেখানকার লোকদের সাথে আলাপ করে জেনেছি যে শুধুমাত্র বাঙ্গালীদের বাড়ীতেই আগুন দেওয়া হয় নি সেখানে একজন রিয়াং আছেন যার একটি চালের মিল আছে, তার মিলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে—তার কয়েকটি গোলা সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে। কাজেই কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবার মত কোন প্রকার উত্তেজনা সেখানে ছিল না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফেকেসান স্যার, যখন ২৭/৬/৮৪ তারিখে লক্ষীছড়া বাজারে আক্রমণ হয় সে সময় কয়েকজন সি, পি, এম-এর সমর্থক গুরুদাস সরকার, বিশ্বেশ্বর এবং সহদেব দেবনাথ যারা কংগ্রেস (আই)-এর সমর্থক তাদের নিকট গিয়ে বলে যে, চল উপজাতিরা বাঙ্গালীদের বাড়ী আক্রমণ করছে, আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে আমরাও গিয়ে পাহাড়ীদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দিই। কিন্তু গুরুদাস, বিশ্বেশ্বর এবং সহদেব দেবনাথ তারা এদের কথায় কর্ণপাত না করে তারা সঙ্গে সঙ্গে বাইখোরায় পায়ে হেটে যায় এবং সেখানে পুলিশ স্টেশনে খবর দেয়। কিন্তু খবর পাওয়ার পরও পুলিশ সেখানে অনেক পরে গিয়েছে। অথচ বাইখোরা থেকে সেখানকার দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য প্রথমে বলেছেন তা ঠিক নয়। আর দ্বিতীয়তঃ তিনি যা বলেছেন যে পুলিশ সেখানে সময়মত যায় নি এটা ঠিক। পুলিশের আরো আগে সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাইখোরা থেকে লক্ষীছড়া বাজারে যেতে হলে কিছু পথ পায়ে হেটে যেতে হয়, সেখানে গাড়ী যেতে পারে না। তাই পুলিশের

সেখানে যেতে দেরী হয়ে গেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, আমরা দেখছি যে, গত ২৭/৬/৮৪ ইং তারিখের লক্ষ্মীছড়া বাজারে উগ্রপন্থীদের হামলার পর থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের হামলা একের পর এক চলছে অথচ রাজ্য সরকার এটা বন্ধ করতে পারছেননা। যেখানে এত কোটি টাকা দিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী পোষা হচ্ছে সেখানে এই সামান্য কয়েকজন উগ্রপন্থীদের কেন দমন করা হচ্ছেনা? আর পুলিশের যে একটি গোয়েন্দা বিভাগ রয়েছে এই বিভাগ উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ অনেক আগেই খবর দেওয়া সত্বেও কেন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে—এই সকল উগ্রপন্থীরা নির্বিবাদে তাদের হামলা একের পর এক চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সরকার তাদেরকে ধরতে পারছেননা। আমাদের প্রশ্ন হলো, এই সকল উগ্রপন্থীরা এত তাড়াতাড়ি পালিয়েই বা গেল কোথায়, এবং কিভাবে গেল? মুখ রক্ষার জন্যে পুলিশ মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, লক্ষ্মীছড়া বাজারে যেতে হলে কিছু রাস্তা পায়ে হেটে যেতে হয়। ফলে পুলিশ সেখানে যাবার আগেই উগ্রপন্থীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ তথ্য আমাদের নিকট রয়েছে যে, এই এলাকা হলো উপজাতি যুব সমিতির একটা বড় ঘাটি বলা যায়। এই উগ্রপন্থীরা সেখানে উক্ত ঘটনার তিন চার দিন পূর্ব থেকেই তাদের অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের বাড়িতেই। অথচ এই উপজাতির সমর্থকরা সেটা আগে পুলিশকে জানিয়ে দিলে এ ধরণের এম্বুস হতো না। এরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই সেখানে ছিল। সি, পি, এম, যাতে নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারে তার জন্যেই তারা এদের সেখানে এনেছিল। সুতরাং এই ঘটনা একটা রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই গ্রুপটা পরবর্ত্তী সময়ে অমরপুরে ঢুকে, কাছিমাতে যে দুঃখজনক ঘটনা হয়, এদেরই হাতে আমাদের ৩ জন নিহত হন। আবার সি, আর, পি, এদের পেছনে ধাওয়া করে এবং অম্পির কাছাকাছি কোন একটা এলাকায় একজনকে খুন করা হয়। এই গ্রুপটার পেছনে ধাওয়া করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য সরকার চেষ্ট করছেন। এটা ঠিক নয় যে সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছেন। আমাদের যতটুকু শক্তি আছে সেই শক্তি আরও বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই হাউসের মাধ্যমে আমাদের দাবী উত্থাপণ করেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান।

মিঃ স্পীকার :— আর সময় দেওয়া যাবে না। এটার উপর অনেক হয়ে গেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমি তো শুধু একটাই করব। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

জানাবেন কি যখন উগ্রপন্থী দল অম্পির কাছাকাছি অম্পিছড়ার উপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন অম্পিছড়ার প্রধান অশ্বিনী কুমার যিনি টি, ইউ, জে, এস, এর সদস্য—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন এখানে রিলেটেড নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যুব সমিতি পুলিশের কাছে খবর দেয় না। রাইয়া বাড়ীর যে ঘটনা ঘটলো সেদিন, অশ্বিনী কুমার খবর দিলেন। যখন সেটা মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে এসে পৌছলো তিনি সংগে সংগে প্রেস রিলিজ দিলেন যে অশ্বিনী কুমার টি. ইউ. জে. এস-এর সদস্য খবর দিয়েছিল। তবে একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, তাই তাদের পায়নি। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী যে প্রেস রিলিজ দিয়েছিলেন তার অর্থ হলো টি, ইউ, জে, এস-এর লোকদের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করা। অশ্বিনী কুমার এখন তার বাড়ীতেই থাকতে পারে না। সি. আর. পি-এর লোকেরাই আমার কাছে বলেছেন যে অশ্বিনী কুমার খবর দিয়েছিলেন। তবে একটু দেরী হয়ে গেছে। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি, একটাও উগ্রপন্থী কেন এখনও পর্যন্ত ধরতে পারেন নি? এটা সরকারের ব্যর্থতা বলে স্বীকার করবেন কি?

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার এবং শ্রীসমীর দেব সরকার-এর নিকট থেকে একই বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—"বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর খোয়াই—আগরতলা বাস রুটে (সুবল সিং) উগ্রপন্থী হামলা ও পুলিশ অফিসার ও অন্যান্য যাত্রীদের খুন ও আহত করা সম্পর্কে।" মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার এবং শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়গণ উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এই সম্পর্কে ১৩ সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার কাছ থেকে আজ আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ৫ই জুলাই ১৯৮৪ ইং অম্পির তেঁতুই গ্রামে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের হামলায় ১ জন অ্যাসিস্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট সহ ৪ জন জওয়ান নিহত হওয়ার ঘটনা

সম্পর্কে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর একটি বিবৃতি দিতে।" যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এই সম্পর্কে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়ার নিকট থেকে আজ আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এখানে উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি তাঁর প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিয়েছি। তাঁর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হলো—"গত ১৮ আগষ্ট, ১৯৮৪ ইং তারিখে গভীর রাত্রে জমাতিয়া সমাজের প্রাক্তন 'হদা অকরা' সিদ্ধি কুমার জমাতিয়া তার নিজ বাড়ীতে (উদয়পুর মহকুমা) কতিপয় সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এই সম্পর্কে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ একটি বিবৃতি দেবেন বলেছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটির উপর একটি বিবৃতি দেবার জন্য। নোটিশটির বিষয়টি হলো—

"মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ের ২নং ছাত্রাবাসে ১১ই আগষ্ট রাতে বোমা বিস্ফোরণ ও হাসপাতালে ৪ জন ছাত্রের মৃত্যু সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—গত ১২/১৩-৮-৮৪ ইং রাত্রি ১টা ৪৫ মিঃ পূর্ব থানার ডিউটি অফিসারকে এম. বি. বি. কলেজের ২ নং হোষ্টেলের সুপারিণটেনডেণ্ট শ্রীসুপ্রসন্ন চক্রবর্তী টেলিফোন যোগে জানান যে এম, বি, বি, কলেজের ২ নং হোষ্টেলের কমন রুমে বোমা ফাটিয়া ২ নং হোষ্টেলের কিছু আবাসিক আহত হইয়াছে। উক্ত খবর পূর্ব থানায় দৈনিক ভূক্ত করা হয়, দৈনিক ভুক্তি নং ৫৯৫। উক্ত খবর পাওয়ার সংগে সংগে পূর্ব থানার অফিসার এবং স্টাফ দ্রুত সেখানে যায়।

পুলিশ অফিসারগণ উক্ত ঘটনাস্থলে পৌছিয়া হোষ্টেলের সুপারের ও সঙ্গীয় স্টাফ সহ

পূর্ব থানার গাড়ী এবং অ্যাম্বুলেন্স করিয়া নিম্নলিখিত ১৪ জন ২ নং হোষ্টেলের আবাসিক ছাত্রকে শরীরের স্থানে কাঁচা ও পোড়া জখম সহ চিকিৎসার জন্য জি, বি হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

১। শ্রীঅলক মল্ল—পিতা যোগেন্দ্র মল্ল, সাং জোলাইবাড়ী, বিলোনীয়া (দ্বিতীয় বর্ষ ছাত্র)

২। শ্রীদীপক রায়—পিতা অবণী মোহন রায়—সাং বড়পাথর, বিলোনীয়া (দ্বিতীয় বর্ষ)

৩। শ্রীরণজিৎ বল—পিতা বীরেন্দ্র বল—সাং মোতাই, বিলোনীয়া, (দ্বিতীয় বর্ষ)

৪। শ্রীকানুলাল ভৌমিক—পিতা যতীন্দ্র ভৌমিক—সাং পিলাক, বিলোনীয়া, (দ্বিতীয় বর্ষ)

৫। শ্রীঅরবিন্দ নন্দী—পিতা অমরেন্দ্র নন্দী—সাং নয়াপাড়া, ধর্মনগর (দ্বিতীয় বর্ষ)

৬। শ্রীতুষার কান্তি দাস—রাধাকান্ত দাস, সাং—কমলপুর (দ্বিতীয় বর্ষ)

৭। শ্রীবিধান পোদ্দার—পিতা নেপাল পোদ্দার—সাং উদয়পুর (দ্বিতীয় বর্ষ)

৮। শ্রীবিকাশ সরকার—পিতা প্রসন্ন সরকার, সাং কাঞ্চনবাড়ী, ফটিকরায় (দ্বিতীয় বর্ষ)

৯। শ্রীবিমল দাস—পিতা যুগলাল দাস—সাং চানকাপ, কমলপুর (দ্বিতীয় বর্ষ)

১০। শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার—পিতা দেবেন্দ্র সরকার—সাং জোলাইবাড়ী, বিলোনীয়া (দ্বিতীয় বর্ষ)

১১। শ্রীশঙ্কর দেববর্মা—পিতা লক্ষ্মী দেববর্মা – সাং কল্যাণপুর (দ্বিতীয় বর্ষ)

১২। শ্রীবাবুল ভৌমিক—পিতা চিন্তাহরণ ভৌমিক—সাং দুপপুকুর উদয়পুর, (দ্বিতীয় বর্ষ)

১৩। শ্রীকেশব সেন—পিতা রোহিনী সেন—সাং গঙ্গানগর, ধর্মনগর (দ্বিতীয় বর্ষ)

১৪। শ্রীতীর্থ সলিল মজুমদার—পিতা ননীগোপাল মজুমদার, সাং বদরমুকাম, উদয়পুর (দ্বিতীয় বর্ষ)।

তাহাদের সকলকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। উপরোক্ত ১৪ জন ছাত্র ছাড়াও ২নং হোষ্টেলের আরও ৩ জন—১। শ্রীকানুলাল ভৌমিক— পিতা যতীন্দ্র ভৌমিক, সাং জোলাইবাড়ী, বিলোনীয়া, ২। শ্রীমতিলাল সরকার, পিতা মহেশ চন্দ্র সরকার, সাং ময়নামা, মনু। ৩। শ্রীবিজয় কান্তি ধর, পিতা বনমালী ধর, সাং কৃষ্ণনগর, ফটিকরায়। তাহাদের শরীরে সামান্য জখম নিয়া নিজেরা জি, বি, হাসপাতালে যায়। তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল হইতে সংগে সংগে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উপরোক্ত ১৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জখমী ছাত্রদের মধ্যে ১নং উল্লেখিত ছাত্র গত ১৩-৮-৮৪ ইং সকাল ৭টার সময় মারা যায়, ২নং উল্লেখিত ছাত্রটি ১৬-৫-৮৪ইং রাত্রি আনুমানিক ৯ টার সময় মারা যায় এবং ৩নং উল্লেখিত ছাত্রটি ১৭-৮-৮৪ ইং রাত্রি অনুমান ১১ টার সময় মারা যায়। মৃত ছাত্র ৩ জনের যথারীতি পোষ্ট মর্টেম করার পর তাদের মৃতদেহ তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে পাঠানো হয়। হাসপাতালে ভর্ত্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে ৪ নং বর্নিত ছাত্র ১৩-৮-৮৪ ইং, ৫ নং ও ৬নং ছাত্র ১৮-৮-৮৪ ইং, ৭, ৮নং ছাত্র ১৯-৮-৮৪ ইং, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নং ছাত্র ২৮-৮-৮৪ ইং, এবং ১৪

নং ছাত্র ৩০-৮-৮৪ ইং হাসপাতাল হইতে ছাড়া পায়। উক্ত ঘটনার ব্যাপারে যথাযথ তদন্তের পরে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৮ নং ধারা এবং ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৫ নং ধারা মতে পূর্ব থানার ২৬ (৮) ৮৪ নং মকোদ্দমা রুজু করা হয় এবং তদন্ত শুরু করা হয়। পুলিশ গত ১৩-৮-৮৪ইং সকাল ৬টা ৩০ মিনিট সময়ে তদন্তকালে এম. বি. বি. কলেজের ২নং হোষ্টেলের কমনরুম হইতে ৮টি হাতে তৈরী তাজা বোমা এবং বোমা তৈরীর আনুসঙ্গিক মাল-মশলা সীজ করিয়া হেপাজতে নেওয়া হয়। সেদিনই সকালে পুনরায় তল্লাসী চালাইয়া ২টি তাজা বোমা এবং ২টি ডেগার উদ্ধার করা হয়। গত ১৪-৮-৮৪ইং পুনরায় ২নং হোষ্টেল-এর আশে-পাশের এলাকায় এবং কলেজ লেইকে তল্লাসী চালান হয়, কিন্তু কোন কিছু পাওয়া যায় নাই।

উক্ত মকোদ্দমার সংশ্রবে ২নং হইতে ১৬নং ছাত্রকেই ১২-৮-৮৪ইং তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। ১নং ব্যক্তি ১৩-৮-৮৪ইং সকালে মারা যায় বিধায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ধৃত ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে ২নং এবং ৩নং ছাত্র মারা যায়। ধৃত ৪নং হইতে ১৬নং ছাত্র কোর্ট হইতে পর্য্যায়ক্রমে মুক্তি পায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক ২নং ছাত্রাবাসটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২-৯-৮৪ইং সমগ্র ছাত্র ছাত্রাবাস ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

শ্রীমানিক সরকার :—অন এ পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি যে, ১১ই আগষ্ট সকালে আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে শ্রীরতন ভৌমিক, সহ এই তিনজন হোস্টেলের ভিতরে অন্যান্য সমস্ত আবাসিক ছাত্রদের নিয়ে একটি সভায় বসে এবং তারা সভায় আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে বলেন যে হোস্টেলের ছাত্রদের সঙ্গে শহরের কোন কোন জায়গায় আগেই কিছু কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তাতে হোস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে কারো কারো মতে স্বাভাবিকভাবে চলা ফেরা করতে অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই এই অসুবিধার থেকে আত্ম রক্ষার্থে তাদের আগে থেকেই আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে তা প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে না আসলে ভবিষ্যতে অনেক রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। আর তা করার জন্য এখন থেকে তাদের কিছু বোমা তৈরী করার প্রয়োজন এবং তা করতে হলে যে টাকা পয়সার দরকার, তা আবাসিক ছাত্রদের দিতে হবে। কিন্তু সেই সভায় উপস্থিত অনেক আবাসিক ছাত্রই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। তাই আমি জানতে চাইছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই রকমের কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সমস্ত তথ্য পুলিশ সংগ্রহ করছে যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এভাবে একটা হোস্টেলের মধ্যে বোমা তৈরী করা হয়েছিল যার জন্য চারটা অমূল্য জীবনকে আমাদের হারাতে হয়েছে। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের একথা মনে রাখতে বলছি যে এর আগেও এই হোস্টেলে এই ধরনের কিছু কাজ হয়েছে যার জন্য বরাবরই গার্জিয়ানেরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ-বিরোধীরা সেখানে এই ধরণের আক্রমন এবং হামলা সংগঠিত করার চেষ্টা করে আসছে, এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। কোন সরকারই এই ধরণের একটা হোস্টেলকে একটা অস্ত্রাগারে পরিণত হতে দিতে পারে না। এখানেও আমরা দেখছি যে পর পর দুইটি হোস্টেলই বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ভাল ছাত্র নেই, তা নয়, বিশেষ করে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতির অনেক ছাত্র আমাদের কাছে এসে বলেছেন যে আমাদের আলাদা হোস্টেল করে দিন, আমরা ভালভাবে লেখা পড়া করতে চাই, এই সব উপদ্রব আমরা সহ্য করতে পারি না। আর একটা বিষয় হচ্ছে যেটা আমি না বলে পারছি না, সেটা হল রাত্রিতে যে কলেজ হয়, তার সংগে এই হোস্টেটের সব সময়ে একটা সংঘর্ষ লেগে থাকে, এটার কোন কারণই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আমি আশা করছি যে. এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন অংশের লোকদের সংগে আলাপ আলোচনা করা হবে যাতে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয় যাতে আমরা আবার হোস্টেল খোলে দিতে পারি। আমরা প্রয়োজন হলে দুষ্কৃতকারীদের স্ক্রিনিং করব যাতে হোস্টেল-এর মধ্যে বাইরের কোন সম্পর্ক না থাকে। আর সেজন্য আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষ ও গার্ডিয়ানদের সহযোগীতাও নিতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই তথ্য জানা আছে কি যে, এই হোস্টেলে বোমা তৈরী করা হয়, তা আগে থেকেই পুলিশ জানত এবং জানা সত্বেও কেন আগে ভাগে ব্যবস্থা নেওয়া হল না আমাদেরকে জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পুলিশ এই ধরণের কোন খবর পায়নি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. ১২ তারিখে এই ঘটনা ঘটার পর আমি নিজে সেখানে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি যে. হোস্টলের মধ্যে যেসব আবাসিক থাকে, তাদের সবার কাছ থেকে প্রতি মাসে দশ টাকা করে বোমা তৈরী করার জন্য নেওয়া হয়। আর যারা বোমা তৈরী করার জন্য টাকা না দিতে চায়, তাদের জোর করে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হয়। সেখানে অলক মল্ল. দীপক রায় এবং রঞ্জিত বল নামে এই তিন জন এস, এফ. আই. সদস্য আবাসিকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে বাংলাদেশ থেকে বিলোনীয়া হয়ে বোমা তৈরীর মাল-মশলা নিয়ে আসে এবং বোমা তৈরী করার পর সেগুলি হোস্টেলের বাইরে নানা সমাজবিরোধী কাজে ব্যবহারের জন্য সাপ্লাই দেওয়া হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এইসব তথ্য আমার কাছে নাই. তবে যেভাবে ঘটনা ঘটেছে তাতে সব অংশের ছাত্রদের নজরে ছিল না একথা মনে করার কারণ নাই। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ১৬ জনের নাম আমরা পেয়েছি, এর বেশী সংখ্যক ছাত্রও জড়িত থাকতে পারে। এটা দুঃখজনক যে পুলিশ আগেই কেন এই

সম্পর্কে কোন খবর পেল না।

শ্রীজওহর সাহা :— এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে গত ১২ই আগষ্ট এম. বি বি. কলেজের ২ নং হোষ্টেলে বোমা তৈরী করতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৪টি অমূল্য প্রাণ নষ্ট হয়েছে এবং বেশ কিছু ছাত্র আহত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে অবগত আছেন কি—আমরা জানি যে প্রতিটি ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন করে হোষ্টেল সুপার থাকেন সেই হিসাবে দুই নম্বর হোষ্টেলে কোন সুপারিন্টেনডেন্ট ছিল কিনা এবং মাননীয় সদস্য জানালেন যে কিছু সংখ্যক ছাত্র সেখানে এর বিরোধীতা করেছিল। এই ব্যাপারে সুপারিন্টেডেন্ট কিছু জানিয়েছিলেন কিনা? কারণ এই ঘটনা এক দিনের ঘটনা নয় এই রকম ঘটনা দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে এবং এই ২নং হোষ্টেলের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠেছে সেখান কার ছাত্রদের উশৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে—এইগুলি পুলিশের নজরে আছে কিনা এবং সরকার এই ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং হোষ্টেল সুপারিন্টেডেন্ট সেই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য জানিয়েছিলেন কিনা এবং যদি না জানিয়ে থাকে কেন জানানো হল না? এবং এটাও জানা গিয়েছে কিছু আহত ছাত্র পুলিশ কেসের ভয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে এটা সত্য কিনা এবং ২নং হোষ্টেলটি একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিনা, না সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? কারণ ১নং হোষ্টেলটি এর আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি অনুরোধ করব যে যারা গ্রামাঞ্চলের নিরীহ ছাত্র—সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব তাদের পড়াশুনার জন্য সরকার সেগুলি খোলা রাখবেন কি না, এটা হাউসে জানালে সুবিধা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা আমি আগেই জানিয়েছি যে সেই হোষ্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট তার নাম সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী। তিনি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানিয়েছিলেন এবং এটা মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে পুলিশ ইচ্ছা করলেই যে কোন সময় যখন খুশী স্কুল বা কলেজের ভিতরে ঢুকতে পারে না, এইসব ঘটনা শুধু ত্রিপুরাতেই নয় সারা ভারতবর্ষেই এই রকম ঘটনা ঘটেছে। এবং অন্যান্য বিষয়ে আমি আগেই আমার বক্তব্য রেখেছি।

শ্রীমাণিক সরকার :— স্যার, ১১ তারিখ রাত দেড়টায় এই ঘটনা ঘটে এবং সেদিন রাত তিনটায় সময় একজন মারা যায়। তারপর দিন কংগ্রেস (ই) পরিচালিত ছাত্র সংসদ শ্লোগান দিতে থাকে যে ২নং হোষ্টেল বন্ধ করে দিতে হবে এবং ১৮ তারিখ—সেদিন নূতন ছাত্র ভর্ত্তির কাজ সুরু হয়েছে সেদিন কংগ্রেস (ই) পরিচালিত ছাত্র সংস্থা এন. এস. ইউ. আই. বিনা রসিদে জোর করে ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে থাকে এবং সেখানে একটা নীল রংয়ের গাড়ীও ছিল। এই জন্য ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়—ফলে ২নং হোষ্টেল আক্রমণ করা হয় এবং একজন আবাসিককে ছোরা মারা হয়—কাজেই এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের ঘটনার কোন যোগ আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— কোন যোগ আছে কিনা আমার জানা নাই। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার— এই সভা বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকবে ।

মিঃ স্পীকার :—সভায় পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—দি এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কস বিল ১৯৮৪ ইং ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮৪ ইং। উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবীরেণ দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দি এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কস বিল ১৯৮৪ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮৪ ইং) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"দি এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কাস বিল ১৯৮৪ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮৪ ইং) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(তারপর মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা সেলস্ টেক্স (থার্ড অ্যামেনডমেন্ট) বিল, ১৯৮৪ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮৪ ইং) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি ত্রিপুরা সেলস টেক্স (থার্ড অ্যামেনডমেন্ট) বিল ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮৪ ইং) বিবেচনা করা হউক। "মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলের পরিপ্রেক্ষিতে আমি দুই একটা কথা বলছি। রাজ্য সরকার গত ১২ই জুলাই, ১৯৮৪ ইং তারিখে ১৯৭৬ সালের প্রণীত সেলস টেক্স বিলের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনে অর্ডিনান্স জারী করেন। বিধানসভা তখন ছিল না। এই তৃতীয় সংশোধনী বিলের উদ্দেশ্য এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিলের উদ্দেশ্য হল কর ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া এবং কর যাতে সময় মত সরকারের ঘরে জমা পড়ে তা নিশ্চিত করা। যারা সময় মত কর জমা দেন তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। যারা যথাসময়ে কর জমা দেন না কর ফাঁকি দিচ্ছেন, অবহেলা করছেন তাদের উপর এটা প্রযোজ্য হবে। সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব যদি সময় মত সরকারের ঘরে জমা না পড়ে তাহলে সরকার জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারবেন না। সেই কর যাতে সরকারের ঘরে তাড়াতাড়ি জমা পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিল আনা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের যে বিল সেটাতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেগুলিও এই বিলের মাধ্যমে সংশোধিত করা হয়েছে। তারপর দুই একটা সংশোধন করা হয়েছে, যেমন এয়ার পোর্ট, রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস প্রভৃতিতে এ আইন ভংগ

করে অনেক জিনিষ ত্রিপুরায় আনা হয় সেগুলিকে চেক দেওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা এই বিলে রাখা হয়েছে। তারপরে এই সংশোধনীকে সংবিধানের ৪৬ তম সংশোধনী আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে হায়ার পার্সেজ এবং লিজ অব গুডস টেকসেবালের আওতায় এসে গেল। আমরা নূতন কর কিছু বসিয়েছি। যেমন রংগীন বসিয়েছি। যেমন রঙীণ কাগজ, গ্লাস পেপার্স তাস, নিমন্ত্রণের কার্ড, সিগারেটের টিস্যু পেপার্স ইত্যাদি। ছাত্রদের ব্যবহারের কাগজের উপর কোন কর আরোপ করা হয় নি। নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিসের উপর আমরা কর বসাইনি। এই কর সমাজের গরীব অংশের মানুষের উপর কোন আঘাত করবে না। কাজেই আমি আশা করব হাউস এই বিলকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— এই বিলের উপর যারা আলোচনা করবেন তাদের নামের একটা লিষ্ট দিয়ে দেবেন। দুই ঘন্টা সময় আলোচনা চলবে। তারমধ্যে কংগ্রেস (আই) পাবে ২৪ মিনিট টি, ইউ, জে, এস ১২ মি:, ইনডিপেন্ডেন্ট ৬মি:, রোলিং পার্টি ৪৩ মি: আর ভোটিং-এর জন্য দুই মিনিটস্। আপনারা নাম দেন যারা আলোচনা করবেন। শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এখানে যে ত্রিপুরা সেলস টেক্স অ্যামেনডমেন্ট বিল, ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮৪) এনেছেন, এই বিলকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই রাজ্যের গরীব মেহনতী মানুষ যারা দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে এই সরকারের উপর তারা অনেক আশা করেছিল এবং অনেক আশা নিয়েই এই সরকারকে গদিতে বসিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা এই সরকারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি; গরীবদের দুঃখ দুর্দশার কথা যারা এক সময়ে বলতেন, সেই গরীবদের দুঃখ দুর্দশার কথা আজকে আর তাঁদের মুখে শুনতে পাই না, কিংবা তাদের কার্য্য-কলাপেও দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা আরো দেখতে পাই, এই ত্রিপুরা রাজ্যের কাজ চালাতে গিয়ে সরকারের যে ব্যয় হয় তার শতকরা ৮৮ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকিতে চলে। কেন্দ্রীয় সরকারও বুঝতে পারেন ক্ষুদ্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী এবং ছিন্নমূল মানুষের পক্ষে ব্যয়ের বোঝা বহণ করা সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এটা বুঝতে পারেন বলেই ত্রিপুরা সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য গরীব রাজ্যগুলিকে ভর্তুকি দিয়ে পালন করে চলেছেন। বাজেটের মাধ্যমে সেই টাকা আসছে। সেই টাকাই তাঁরা আজকে নাম ভাংগিয়ে আত্মসাৎ করছেন। গরীবদের জন্য দেওয়া ইন্দিরা গান্ধীর টাকা—কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা প্রকৃত ব্যয়ের মাধ্যমে না গিয়ে স্বজন পোষণ করছেন। তাছাড়া আর এক দিকেও ত্রিপুরার গরীব মানুষের উপর শোষণ চালাচ্ছেন। তা হচ্ছে করের বোঝা বৃদ্ধি। সেখানে কোন

প্রয়োজন নেই সে জায়গায় এই বৃদ্ধির কোন মানে নেই। এর কোন কারণ থাকতে পারে না। কেন না, কেন্দ্রীয় সরকার বলেননি, তোমাদের রাজ্যের খরচ তোমরা কর বাড়িয়ে তুলে নাও। সম্পদ বৃদ্ধির কথা না বলা সত্ত্বেও বিক্রয় কর বৃদ্ধি করে চলেছেন। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যে বিষয়টি অতি সুপরিকল্পিত ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে, এই বিক্রয় কর। ১০ পারসেন্ট থেকে ২০ পারসেন্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট কখনো ইন-ডাইরেকট ট্যাক্স বসাবেন না। এই ট্যাকস আদায় করা হয় ক্রেতাদের কাছ থেকে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রেতা কারা? শতকরা ৮৩ ভাগ লোকই এখানে গরীব। এই ৮৩ ভাগ লোকের উপর এই সরকার একটি করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। ভারতবর্ষের কোথাও এ নজির নেই। ভারতবর্ষের বৃহৎ রাজ্যে উত্তর প্রদেশ আজ করের বোঝা কমিয়ে নিচ্ছে, এবং একেবারে তুলে দেবার জন্য চিন্তা করছেন। সেখানে এই সরকার ২০ পারসেন্ট থেকে ৪০ পারসেন্ট কর বৃদ্ধি করছেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করব, আপনারা যদি সত্যিকারের জন দরদী হয়ে থাকেন, সত্যিকারের বাম চিন্তা ধারায় চলেন, তাহলে আপনারা চিন্তা করুন, এটা ঠিক করছেন কিনা। গরীব মানুষের পকেটে ছুরি চালাবার জন্য এই বিল অন্যায় ভাবে আনা হয়েছে। ন্যায় ভাবে আনার সাহস আপনাদের নেই। আগে অর্ডিনান্স করে আজকে এখানে মেজরিটির সুবাদে এই অন্যায় বিল পাশ করিয়ে নিতে চাইছেন। ত্রিপুরার মানুষ তা বরদাস্ত করবেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, তাই আমি আবেদন করছি ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য-বৃন্দের কাছে, আপনারা যদি সত্যি সত্যি জনদরদী হয়ে থাকেন, তাহলে এই বিল প্রত্যাহার করে নিন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই বিল এমনি কৌশলে আনা হয়েছে যে, একবার নয় কয়েকবারই বিক্রয় কর দিতে হবে। ডবল স্কোপ রাখা হয়েছে। এখানে লেখা হয়েছে, ৫০,০০০ টাকার মধ্যে বিক্রি আছেন তার উপরে হলে আবৃত্রা আনা হবে। কিন্তু বিক্রেতারা কোথা থেকে দেবে? কাজে কাজেই গরীব মানুষ যারা কিনতে যাবে, জিনিসের দাম বাড়িয়ে তাদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার না চাইতেই ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য টাকা দিচ্ছেন সে টাকা আপনারা আত্মসাৎ না করে ত্রিপুরার উন্নয়ণের প্রকৃত কাজে লাগান। কাজেই আমি অনুরোধ করছি আপনাদের কাছে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই বিল বাতিল করে দিন। তাহলেই হবে প্রকৃত জন-দরদীর কাজ। এই কথা বলেই বিলের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। মাননীয় সদস্য আপনাদের দু'জনের জন্য তিন মিনিট করে সময় নির্দিষ্ট আছে এই সময়ের মধ্যে বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে 'দি ত্রিপুরা সেলস্ ট্যাক্স (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ১৯৮৪) নামে যে বিল আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। সংবিধানের ক্ষমতা বলে রাজ্য বিধান সভা গুলি সেলস্ ট্যাক্স আইন গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এখানে যে ওয়ার্কসের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যে "ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট" এর উপর সেলস্ ট্যাক্স আনা যায়। কিন্তু যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অ্যাকসিকুইশান সেখানে তা ট্যাক্সের আওতায় আসেনা। বাস্তবিক পক্ষে দেখতে গেলে, একটা কাজের যখন কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় তখন তার সঙ্গে আরো অনেক কিছুই যুক্ত থাকে। এই যে আকসিকুইশন তা পি ডাব্লু ডি' এর টোটাল এমাউন্টের উপর হবে যেহেতু কাজটা হচ্ছে, অ্যাকসিকুইশন অব দি ওয়ার্ক। সেটা যদি ট্যাক্সের আওতায় আনা হয়, তাহলে সাংবিধানিক ভাবে তা হতে পারে না। কিন্তু এখানে তা করা হচ্ছে। এতে প্রগতির বিঘ্ন হচ্ছে। এটা তখনই হতে পারে, প্রপার এসেসমেন্ট করে করা হয়। এতে যারা কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করছে তাদের কাজের যখন ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে এবং অসুবিধে দেখা দিচ্ছে ওয়ার্কস্ কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে এই অ্যামেণ্ডমেন্ট বিলের ক্লজ ৫-এ আছে, "Provided further that the authority before whom an appeal has been filed may, for reasons to be recorded in writing, direct the appellant to pay any lesser amount which shall not be less than fifty per cent of the Tax assessed or fifty per cent of the penalty levied and on payment of the amount so directed, entertain the appeal."

তাহলে একজন সেলস অফিসার যদি ভুল বশতঃ একজন ব্যবসায়ীর উপর পেনাল্টি ইম্পোজ করেন তাহলে ঐ ব্যবসায়ীকে ৫০ পার্সেন্ট টাকা জমা দিতে হবে, তা না হলে তিনি আপীল করতে পারবেন না। আজকে অনেক বেকার যুবক ব্যবসায়ে নেমেছেন। অনেক সময় তাদের ব্যবসা ফেল হতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোন সেলস অফিসার যদি তার উপর পেনাল্টি ইম্পোজ করেন এবং তাকে ৫০ পার্সেন্ট টাকা জমা দিতে হয় তাহলে কি করুণ অবস্থা হবে মাননীয় স্পীকার স্যার আপনি ভেবে দেখুন তো। আমারতো মনে হয় এই বিলের দ্বারা বামফ্রন্ট মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছেন, তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার একটা পন্থা বের করেছেন। উনারা বিধানসভায় একটা করহীন বাজেট পেশ করে ত্রিপুরার মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কিছুদিন পর আবার তাদের উপর ট্যাক্স আরোপ করেন, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। এমনকি উনারা জীবনদায়ী ঔষধের উপরও ট্যাক্স আরোপ করেছেন। এমনিতেই সাধারণ মানুষের দুঃসহ অবস্থা, তার উপর তাদের উপর করারোপের ফলে তাদের

অর্থনৈতিক অবস্থার উপর যে চরম আঘাত হানবে না একথা তো হলফ করে বলা যায় না। তাই আজকে হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিল উপস্থিত করেছেন, আমি মনে করি এই বিল ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে অকল্যাণকর। যে রঙীন কাগজ নিয়ে স্কুলের ছেলেমেয়েরা বা ছোট ছোট ইনষ্টিটিউশান খেলনা তৈরী করে তার উপর পর্যান্ত উনারা কর আরোপ করেছেন। স্যার, এই বিলের দ্বারা সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করা হয়েছে, তাই সর্বান্তকরণে এই বিলের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী আজকে হাউসে যে বিল উত্থাপন করেছেন, সে বিলের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমি আজকে অত্যন্ত দুঃখিত এইজন্য যে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা সেল ট্যাক্স, থার্ড এমেণ্ডমেন্ট এনে ত্রিপুরাবাসীর উপর একটা করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। বিগত তিন দশকে কংগ্রেসী শাসনে রাজ্যে ৬১ পার্সেন্ট লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে ৮২ পার্সেন্ট লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। এহেন অবস্থায় আজকে একটা বিল এনে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থাকে আরও জর্জরিত করতে চাইছেন। কিন্তু এরজন্য আপনাদেরকে সাধারণ মানুষের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এসে দুইটি কাজই ভালভাবে করতে পেরেছেন। একটা হলো উগ্রপন্থী সৃষ্টি করা এবং অপরটি হলো সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। উগ্রপন্থীর জ্বালায় মানুষের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, ঠিক তখনই উনারা আবার চাপিয়ে দিলেন করের বোঝা। বামফ্রন্টের রাজত্বে ত্রিপুরাবাসীর বাঁচাই দায় হয়ে উঠেছে। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের নিকট জবাব দেবার জন্য আপনারা তৈরী হোন। আর বেশী দিন নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে হাউসে নেই। কিন্তু উনারা বিরোধী দলে আসীন থাকা কালে এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ত্রিপুরাবাসীর জন্য কি বলতেন, আর আজকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কি করছেন? সেটা কি ভেবে দেখেছেন? স্যার, আমরা জানি জলের আরেক নাম জীবন। সেই জীবনের উপরও উনারা করারোপ করেছেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। মৃত্যুর সময়েতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মুখে জল দিতে হবে, সেই জলের উপরও আপনারা কর বসিয়েছেন? ভাবতে লজ্জা হচ্ছে। ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর তো কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৯৮ পার্সেন্ট ভূর্তকী দিচ্ছেন। কিন্তু সে টাকা যাচ্ছে কোথায়? জবাব দিতে হবে। জোর করে রাজত্ব করা যায় না। যেভাবে আপনারা গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে সাধারণ

মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়েছেন তার জন্য জনসাধারণের কাঠগড়ায় জবাব দিতে হবে। স্যার, আমরা যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে স্থান দিলেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে। এই উদ্বাস্তু জনসাধারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সেদিন চিন্তা করেছিলেন এবং সেই চিন্তা করেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর ৯৮ পার্সেন্ট ভর্তুকী দিয়েছেন কিন্তু ঐ টাকায় আপনারা কি করছেন ? ক্যাডার পুষছেন, আর দলবাজী করছেন। সাধারণ মানুষের খাদ্য নিয়ে আপনারা ছিনিমিনি খেলছেন। আপনাদের চেহারা দেখুন আর সাধারণ মানুষের চেহারা দেখুন। সাধারণ মানুষের খাদ্য নিয়ে ক্যাডার পোষার জবাব ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের নিকট আপনাদের দিতে হবে। সময়াগত মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনের অপ-ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু আজকে উনাদের অবস্থা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ? আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে তাঁদের মুখে হাসি এবং অপর দিকে সাধারণ মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন যাপন করছেন। শাসক দলীয় মাননীয় সদস্য চিৎকার করছেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সেই টাকা তারা নিজেদের পকেটে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীতা করছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে ভুল বুঝবার চেষ্টা করছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁদের আসল চেহারা বুঝতে পেরেছেন। আজকে তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতি করছেন, কারণ মানুষ বাচুক আর না বাচুক তাতে তাঁদের কোন যায় আসে না কারণ তাঁদের নীতি হচ্ছে নিজেদের পকেটে টাকা রাখা এবং ক্যাডারদের টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। আজকে চাকুরীর ক্ষেত্রে বলুন এই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সিনিয়রিটি বেসিসে চাকুরী দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে আপনি বসুন। আপনি ট্যাক্সের উপর আলোচনা করুন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি মত কাজ করছেন না তাই আমি আজকে এই হাউসে যে ট্যাক্স বিল এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী এই সভায় যে বিল বিবেচনা করার জন্য এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে যে জিনিষটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী যে ট্যাক্স বিল এনেছেন সেই বিল সাধারণ মানুষ এবং যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন তাদের স্পর্শ করবে না। আমরা দেখছি যে সমস্ত জিনিষের উপর এই ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে এইগুলি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন না। আমরা দেখেছি এই বিক্রয় কর বৃদ্ধির প্রশ্নে, বকেয়া আদায়ের প্রশ্নে যখনই কোন বিল আনা হয় তখনই শ্রেণী-স্বার্থে বিরোধীতা করা হয়। এই বিলে বলা হয়েছে যারা সময়মতো ট্যাক্স দেবেন না তাঁদের ১৫ পারসেন্ট সুদ দিতে হবে, কিন্তু এটা মনে হয় অনেক কম ধরা হয়েছে। কারণ এই ট্যাক্স নিয়ে গিয়ে সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে এই সমস্ত বৃহৎ ব্যাবসায়ীরা,

কনট্রাকটররা, সুদখোররা নিজেদের কাছে রেখে দেন, তাই তাঁদের কাছ থেকে যাতে সময়মতো আদায় করা যায় সেইজন্য এই বিল আনা হয়েছে। তাই বলছি এটা আরো বেশী করে দেওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখেছি এই ট্যাক্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭৬তম যে সংশোধনী আছে সেই সংশোধনীকে সামনে রেখে এটা করা হয়েছে। বিক্রয়কর নেওয়া আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আছে। সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে যদি আদেশ আসে তাহলে সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং কর বৃদ্ধি করে আমাদের টাকা পয়সা বাড়ানো হয় এবং যখনই সম্পদ বৃদ্ধির প্রশ্ন আসে তখনই করের বোঝা চাপে এবং সেটা বৃহৎ ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টার, গাড়ীর মালিক এবং যারা আরো অনেক বেশী টাকা রোজগার করেন তাদের উপর চাপে। কিন্তু ট্যাক্স যখন বাড়ানো হয় তখন সেই শ্রেণীর স্বার্থ যারা রক্ষা করেন তাঁরা বিধানসভার বাহিরে, কি ভিতরে বিরোধীতা করেন। আমরা দেখছি ৭ই আগষ্ট কংগ্রেস (আই) এবং ২১শে আগষ্ট উপজাতি যুব সমিতি বন্ধ ডেকেছিলেন। এই বন্ধের মধ্যে এই বিলেরও বিরোধীতা করা হয়েছে, কারণ তাঁরা বিরোধীতা করে সেন্ট্রাল রোডের বড় বড় ব্যবসায়ীদের খুশী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা সফল হয় নি কারণ জনগণ এই বন্ধে সাড়া দেননি। এই যে বিল আনা হয়েছে তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ২২ লক্ষ মানুষ আছে, এই ২২ লক্ষ মানুষের মধ্যে সাড়ে ২১ লক্ষ মানুষের তাতে কোন যায় আসে না কারণ এই বিলের মধ্যে এমন কোন জিনিষ নেই যা সাধারণ মানুষ এবং দিন মজুর তাদের স্পর্শ করবে না বরং এটা অত্যন্ত সুকৌশলে মুষ্টিমেয় যে সমস্ত ধনী ব্যবসায়ী, জোতদার, কন্ট্রাকটার আছেন তাদের উপর পড়বে। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করবো আপনারা এই বিলের অপব্যাখ্যা করবেন না। আমরা দেখেছি এখানে প্লেয়িং কার্ড-এর মূল্য বাড়ানো হয়েছে তাতে গরীব, দিন-মজুর, ক্ষেত-মজুর মানুষ তাদের কিছু আসে যায় না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ যেখানে সাধারণ গরীব কৃষক, ক্ষেত-মজুর তাদের কিছু আসে যায় না। কারণ তারা তাস খেলে না। আমরা দেখেছি গ্রিটিংস্ কার্ডের দাম বেড়েছে, কিন্তু এই গ্রিটিংস্ কার্ড সাধারণ গরীব মানুষ এবং দিন মজুর ব্যবহার করেন না তাই এই ক্ষেত্রেও গরীব মানুষ-এর কোন ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া নিমন্ত্রণ কার্ডেরও দাম বেড়েছে, কিন্তু তাতেও সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি হয় নি। কারণ গ্রামের সাধারণ মানুষ মুখে মুখে বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করেন। আজকে দেখা যায় ভিজিটরস কার্ডের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের এবং ক্ষেত-মজুরের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ এটা তাদের কোন ক্ষতি হয় না। সিগারেটের উপর ট্যাক্স বসানো হয়েছে। বিড়ির উপর তো বসানো হয়নি। গ্রামের লোক বিড়ি খায়, সিগারেট খায় না। সুতরাং গ্রামের গরীব মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই ট্যাক্স বসানো হয়েছে। গ্রামের গরীব মানুষের তাতে কোন ক্ষতি হবে না। গোল বাজারের ব্যবসায়ীদের ট্যাক্স দিতে হবে, গাড়ীর মালিকদের ট্যাক্স দিতে হবে, কন্ট্রাকটরদের ট্যাক্স দিতে

হবে। যে কন্ট্রাক্টর ৫ বস্তা সিমেণ্টের জায়গায় ২ বস্তা সিমেণ্ট লাগিয়ে কাজের মধ্যে কারচুপি করে। গরীব মানুষের তাতে কোন ক্ষতি হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। মাননীয় সদস্য বলছেন ৮ম অর্থ-কমিশন রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়ে থাকেন। ৯৮ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেওয়া হয়, ২ শতাংশতো রাজ্য সরকার থেকে মেইনটেইন করতে হয় ১০০ কোটি টাকায় ৪ কোটি টাকা। এই ৪ কোটি টাকা আসবে কোথা থেকে ? তখনই ট্যাক্স বসিয়ে ব্যবসায়ী, গাড়ীর মালিক, কন্ট্রাক্টার তাদের উপর ছুরি চালাতে হবে। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ট্যাক্স বসাতে হবে তাদের উপর। সেলস্ ট্যাক্সের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। অন্তঃশুল্ক চালু করতে চায়। রাজ্য সরকারের সম্পদ হাত ছাড়া হচ্ছে। অন্তঃশুল্ক চালু করতে চায়। ৪৬তম সংবিধানকে সংশোধন করে আনা হয়েছে। এই অন্তঃ শুল্ককে আদায় করবে ? রাজ্য তার ভাগ পাবে তো ? এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে যেতে চাইছে। রাজ্যগুলিকে শুকিয়ে মারছে। গাড়ীর মালিকদের উপর প্যানালটি দিতে হবে এমনকি যে কর্মচারী এল, টি, সি, নিয়ে যেতে না পাবেন, তাহলে তার থেকে প্যানালটি আদায় করতে হবে। যদি লোন নিয়ে ঠিক সময়মত না দিতে পারে তাহলে প্যানালটি দিতে হবে। গরীব মানুষের জন্য কোন ট্যাক্স বসানো হয়নি। কাজেই এই বিলকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে বিল এনেছেন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কেন্দ্র থেকে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য। উনারা বলছেন কেন্দ্র টাকা দেয় না। উনারা বলছেন আমরা কেন্দ্র থেকে টাকা আনতে পারি, আমরা আদায় করে আনি, কেন্দ্র ইচ্ছা করে দেয় না কেন্দ্রীয় সরকার তো প্রচুর দিচ্ছেন কিন্তু আপনারা সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করছেন। আগে ৬৬ পারসেণ্ট যেখানে দারিদ্র সীমা রেখার নীচে ছিল আজকে সেটাকে আপনারা ৮৩ পারসেণ্টে বৃদ্ধি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বার বার কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওনারা তার হিসাব দিতে পারবেন না। মানুষ আজকে ৮৩ পারসেণ্টের মত দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে এই ট্যাক্স-এর বোঝা চাপানো ছাড়াই। সেখানে বামফ্রণ্ট সরকার ১৯৮৪ ইং অর্ডিন্যান্স জারী করলেন ২০ পারসেণ্ট থেকে ৪০ পারসেণ্ট ট্যাক্স চালু করলেন। এটা কি সাধারণ মানুষের গায়ে পড়বে না ? সাধারণ মানুষ কি বাজারে যাবে না ? কণ্ট্রাক্টর বাবুরা হাজার হাজার টাকা দেবেন। ব্যাবসায়ীরা দেবে। ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্ত দিতে হবে গরীব মানুষকেই। আজকে এই জিনিসটা পরিস্কার বামফ্রণ্ট সরকার

দলীয় মানুষদের জন্য গরীব অংশের মানুষকে পিষিয়ে মারার চেষ্টা করছে। দলীয় অফিসে অফিসে আমরা ধর্না দিয়েছি, কাজের জন্য, তখন আমরা দেখেছি কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে, লুট করা হচ্ছে। আমার এই ত্রিপুরা রাজ্যে আগে ফরেষ্টে আয় ছিল। এখন আর সেই আয় হয়না। কারণ তাদের দলের লোকেরা বনের কাঠগুলি পাচার করে দিচ্ছে বিদেশে। সেই রয়েলেটি কোথায়? সুতরাং ত্রিপুরার ফরেষ্ট থেকে আজকে কোন আয় হচ্ছেনা। আজকে টাকার অভাব, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বামফ্রণ্ট সরকারের জবাব দেওয়ার মত কিছু নাই। আমরা অফিসে অফিসে ধর্না দিয়েছি রাস্তার কাজের জন্য। সেখানে বলা হয়েছে টাকা নাই। টাকার অভাবে কাজ হবেনা। কিন্তু দেখা যায় তাদের দলের লোকদের একটি ওয়ার্কের বদলে ২টি করে ওয়ার্ক দেওয়া হয়। এইভাবে তারা দলীয় লোকদের পোষছেন। এই টাকা ত আপনাদের টাকা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী কৃত টাকা। আপনারা কি কামাই করতে জানেন?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বিলের উপর বলুন। বিলের উপর ত কিছু বলছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সোনামুড়ার রাস্তাগুলি সংস্কার করার জন্য যখন অফিসে গিয়ে ধর্ণা দিলাম বললেন টাকা নেই। আমরা এখন টাকা দিতে পারবনা। এইটা কাগজ দেখতে গিয়ে দেখলাম সেখানে অংকের কারচুপি অ্যাগ্রিমেণ্ট নং পি, ই, এফ, এল ৩১-৮৭-৮২ এম বি নং ২৭৯৬। এইটাতে দলীয় লোকদের টাকা পাইয়ে দেবার নমুনা। সেই খানে অ্যাক্সট্রা কাজ করে পিটিশান দিয়ে পিটিশান দেওয়া হল আমার রেইটটা বাড়িয়ে দাও। সেইখানে দেখা গেল ৪০ হাজার দেখা গেল বেড়ে ৫০ হাজার হয়ে গেল। এইভাবে বামফ্রণ্ট সরকার দলীয় লোকদের বাঁচানোর জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। কেন্দ্রীয় সরকার হিসাব চালিয়ে বামফ্রণ্ট সরকার তার জবাব দিতে পারবেনা। এইজন্য বামফ্রণ্ট সরকারের এই ট্যাক্স। আমি এইজন্য ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আমি সদস্যের অনুরোধ করব। আপনারা মানুষকে বাঁচান। আপনারা এই বিলটিকে সমর্থন করবেন না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী "The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 7)" যে বিলটি এনেছেন আমি এই বিলের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলকে দেখে ১৯৭৩ সালের একটা কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের আজকের যিনি মুখ্যমন্ত্রী, যার নেতৃত্বে আজকে হাউসে এই বিলটি পেশ করা হয়েছে তিনি সেইদিন এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা মাত্র ৫ শতাংশ টেক্সের যে প্রস্তাব এনেছিলেন, তিনি তার তীব্র বিরোধীতা করে বলেছিলেন

যে ত্রিপুরার গরীব মানুষের উপর এইটা চাপানো ঠিক হবে না। আর আজকে আমরা দেখছি যে এই বিধানসভায় যে বিল পেশ করা হয়েছে তাতে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ টেক্স বসানো হয়েছে, মানুষের জীবিকা নির্বাহ করার অতি সাধারণ জিনিস যেমন রসুন তা থেকে শুরু করে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের জিনিষকে সেল টেক্সের আওতায় আনা হয়েছে। আমরা রামায়ণে পড়েছি যে পঞ্চবটী বনে মায়াবী রাক্ষসী সুন্দর মেয়ের রূপ ধরে গিয়েছিল রামকে ভুলানোর জন্য, লক্ষণের আক্রমণে শেষে তার আসল রূপ ধরা পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের কাছেও আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আসল মুখোসটি খুলে পড়েছে মায়াবী রাক্ষসীর মত শুধু আমাদের কাছেই নয় ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষের কাছেও সে আজ ধরা পড়ে গেছে। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে সরে গেছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, জনগণের মনে আজ আর তার জায়গা নাই, তাই তার অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য আজ ঔষধ থেকে শুরু করে দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রদের পড়ার কাগজ-এর উপর পর্যন্ত সেল টাক্স বসিয়েছেন। বিভিন্ন দপ্তরে আজকে চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, লুট হচ্ছে, তারা টাকার কোন হিসাব আজ দিতে পারেন না। শোষকের মনোভাব নিয়ে আজকে ত্রিপুরার গরীব মানুষের উপর এই টেক্সের বোঝা চাপানো হয়েছে। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের এই হটকারীতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে, তারা আজ চিনতে পেরেছে জনদরদী এই বামফ্রন্ট সরকারকে। তাই আজ ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত-এর প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যার প্রমাণ স্বরূপ ৭ তারিখ যুব কংগ্রেসে এর ত্রিপুরা বন্ধের ডাক, সেদিন কোন বাজার বসে নি, কোন দোকান-পাট খোলে নি, স্কুল বসে নি, অফিস আদালত হয় নি, বামফ্রন্ট সরকারের এই ধরণের কাজের প্রতিবাদে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ সাড়া দিয়ে ত্রিপুরার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছিল। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের মধ্যে কর্মচারী হতে শুরু করে দরীদ্র দোকানদার পর্যন্ত সেদিন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের হাউসের কাছে অনুরোধ করব ত্রিপুরার দরীদ্র শ্রমজীবি মানুষের কথা চিন্তা করে তাদের উপর যাতে এই টেক্সের বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়া না হয় তার জন্য আমি এই বিলটাকে উইড্রো করে নেবার কথা বলছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় বলেছিলেন যে খেলার সামগ্রীর উপর কোন টেক্স বসানো হবে না, মানে এই টেক্সের আওতায় খেলার সামগ্রী পড়বে না এবং এই ধরণের কোন পরিকল্পনা আমাদের নাই। কিন্তু আমি দেখছি যে তাসের উপর ও চামড়ার উপর সেল টেক্স বসানো হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্কুলগুলিতে যে খেলার ব্যবস্থা করা হয় তাতে কি তাসকে বাদ দেওয়া হয়, সেখানে কি তাস খেলার কমপিটিশান হয় না? ছেলেরা যে বল খেলে, সেই বল খেলতে কি তাদের চামড়ার বুট জুতা পায়ে দিতে হয় না? আজকে ছাত্রদেরকে বল খেলার জন্য বেশী দাম দিয়ে বুট জুতা কিনতে হবে। তাই আমি বলব যে শুধুমাত্র শোষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ত্রিপুরার মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা না করে এই বিলটিকে আনা হয়েছে। কাজেই আমার অনুরোধ ত্রিপুরার দরিদ্র জনগণের সার্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করে যেন এই বিলটিকে এই হাউস থেকে তুলে নেওয়া হয়। এইটাকে যেন ত্রিপুরার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমি আমার আবেদন রাখছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন যে, এই বিল নাকি ধনীদেরকে কণ্ট্রোল করার জন্য করা হয়েছে, ধনীরাই নাকি রসুন বেশী খায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা : — এইতো স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই অতিরিক্ত সেল টেক্সের জন্য দোকানদাররা সাধারণ জনগণের কাছ থেকেই এই টাকাটা তুলে তবে সরকারের কাছে জমা দেবে। ফলে ত্রিপুরার দরিদ্র জনগণই এই বিলের চাপে পিষ্ট হবে। ত্রিপুরার দরীদ্র মানুষকেই এই অতিরিক্ত টেক্সটা দিতে হবে। তাই রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব ত্রিপুরার দরীদ্র মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি যেন এই বিলটিকে পাশ না করান, এইটাকে যেন উড্র করা হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসিত আলী।

সৈয়দ বাসিত আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী যে বিলটিকে এখানে এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা দেখেছি এই রাজস্ব-দপ্তরের মন্ত্রী কংগ্রেস আমলে ত্রিপুরার শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের হয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, আর আজকে ক্ষমতায় এসে সেই শোষিত বঞ্চিত মানুসের উপর তার শানিত অস্ত্রটি নিক্ষেপ করলেন। যাদের স্বার্থে তিনি নিজে সংগ্রাম করেছিলেন তাদের স্বার্থ-হানির আজ ব্যবস্থা করলেন, নিজেদের ইচ্ছায় এই বিলটিকে উত্থাপন করলেন। ত্রিপুরার শোষিত মানুষকে শোষণের হাতে সপে দেওয়ার জন্য আজ এই বিলটি আনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, ত্রিপুরার সর্ব্বহারা মানুষের যে সরকার সেই আজ আবার নূতন করে ত্রিপুরার মানুষকে সর্ব্বহারা হবার সুযোগ করে দিলেন কেন সর্ব্বহারা বলছি? ত্রিপুরার শতকরা ৯০ ভাগ লোক দরীদ্র সীমারেখার নীচে বাস করে, আর তাদের এই অবস্থার মধ্যে আজ তাদের উপর আর একটা টেক্সের বোঝা চাপানো হচ্ছে। আজকে সুকৌশলে গরীব মানুষকে বাস্তুহারা করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুকৌশলে বলেছি এইজন্যে যে—বইয়ের ২য় পৃঃ 4 (a)—তে আছে : এ "Any transfer of property in goods (whether as goods of in some other from) involved in the execution of a works contract (herein after referred to as contractual transfer) shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer and the purchase of those goods by the person to whom such transfer is made;

অবশ্য এখানে বলা হয়েছে রাজ্যে ব্রীজ-বিল্ডিং ইত্যাদি তৈরী করতে এসব টাকা খরচ হবে, কিন্তু আমি বলতে চাই এই ট্যাক্সের প্রভাবটা কি বাজারের জিনিষ-পত্রের উপর পড়বেনা? নিশ্চয়ই

পড়বে। তাতে করে গরীব অংশের মানুষের বাঁচার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ত্রিপুরার সর্ব্বহারা মানুষ আর বাঁচতে পারবে না এই বিলের দ্বারা তারই ব্যবস্থা হয়েছে। তাই রাজস্বমন্ত্রীর প্রতি আমার আবেদন তিনি যেন ত্রিপুরার গরীব মানুষের কথা চিন্তা করে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের কথা চিন্তা করে, তাদের স্বার্থের খাতিরে ইহার পুনর্বিবেচনা করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য আপনাদের সময় আর ১২ মিনিট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী ত্রিপুরা সেইলস্ ট্যাকস্ বিল যেটা এনেছেন সেটার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। এর দ্বারা ত্রিপুরাবাসীর উপর একটা বিরাট আক্রমণ করা হল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি করে ২০ পার্সেণ্ট থেকে ৪০ পার্সেণ্টে নিয়ে গেলেন? এটা তো আগের চাইতে ডাবল। আমরা তো কোথাও এরকম এমেণ্ডমেণ্ট দেখিনি। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। আজকে এই কর বৃদ্ধির অর্থ কি? অর্থ হচ্ছে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি তাতে বাজারে জিনিষপত্রের দাম হু-হু করে বাড়বে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে কেউ যদি কর না দেন তাহলে ১৫ পার্সেণ্ট থেকে ২০ পার্সেণ্ট পেনালটি হবে। এটা অত্যন্ত অবিবেচক প্রসূত ব্যাপার। মানুষের উপর আক্রমণেরও একটা লাগাম থাকা দরকার, এটা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমি যদি শুধু আগরতলার ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কথা ধরি তাহলে পরেও দেখা যাবে যে কয়জন কর্মচারীর জিনিষপত্র কেনার ক্ষমতা থাকবে। তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনা। আগে যে পেনালটি ১৫ পার্সেণ্ট ছিল সেটাকে হঠাৎ করে এভাবে ২৫ পার্সেণ্ট করা হল কেন? এর প্রতিক্রিয়া সবটাইতো বাজারে গিয়ে পড়বে। আজকে দেশের সারকামসটেন্সেস কি ওনারা দেখবেন না? উগ্রপন্থীরা এসে দোকানপাট লুট করে চলে যায় সেখানে আপনার সরকার কি করেন? তাদেরকে কি আপনারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য দেন? তাদের যে কি নিদারুণ অবস্থা দেখলে বুঝা যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনারা তো গ্রামাঞ্চলে যান না তাই গ্রামের অবস্থা বুঝেন না। যদি বুঝতেন তাহলে এভাবে আঘাত হানতেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ছাতার বাঁটের উপর কর বসান সম্ভব। আমরা তো জানি গ্রামের লোকেরাই তো বেশী ছাতা ব্যবহার করে, কারণ সেখানে গাড়ীর সুযোগ কম।

গ্রামের ছেলেরা বাস চড়তে পারে না, রিক্সা চড়তে পারেনা। অথচ আগরতলায়

মন্ত্রীর ছেলেরা, বড়লোকের ছেলেরা ভি. ডি. ও, টি. ভি. সিনেমা দেখছেন, শহরে খেলা হচ্ছে, এন্টারটেনমেন্টের অনেক সোর্স রয়েছে কিন্তু গ্রামের ছেলেরা বি, ডি, ও, দেখতে পারছে না, সিনেমা দেখতে পারছেনা খেলা দেখতে পারছে না। এদের এন্টারটেনমেন্টের কোন সুযোগ নেই। ফলে এই যে টেক্স বসানো হচ্ছে এতে করে গ্রামের লোকেরাই বেশী পরিমাণে অসুবিধা ভোগ করবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই যে টেক্স বসিয়ে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করছেন তবু তাদের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কোটি কোটি টাকা দিয়েও এই ঘাটতি পূরণ করতে পারছেন না। এর একমাত্র কারণ হলো এই বামফ্রন্ট সরকারের অপদার্থতা। এই টেক্স্ না বসিয়ে আরো নানাভাবেও অর্থ সংগ্রহ করা যেত, সম্পদ সৃষ্টি করা যেত যেমন ত্রিপুরাতে প্রচুর পরিমাণে আখ উৎপাদন হচ্ছে-অথচ সরকার খান্দেশ্বরী সুগার মিলটি বন্ধ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় এই টি, আর, টি, সি, তে প্রতি মাসে লক্ষ-লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতি বন্ধ করতে পারছেন না সরকার। ঠিক তেমনি জুটমিলেও লক্ষ-লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে অথচ সেটা বন্ধ করা যাচ্ছে না। সরকারের মদতপুষ্ট সমন্বয় কমিটির কর্মচারীরা এই জুটমিলের এবং টি, আর, টি, সি-র লক্ষ-লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করছে ফলে এই দুই করপোরেশনে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার যদি এই ক্ষতি বন্ধ করতে পারতেন তবে আর নতুন করে কোন ট্যাক্স বসিয়ে ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করতে হতো না। সুতরাং এই ট্যাক্স বসানোর ফলে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর একটা বড় ধরণের আঘাত আসবে। আজকে আমরা দেখছি বামফ্রন্টের সমর্থক কর্মচারীরা ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স-এর টাকা আত্মসাৎ করছে, পঞ্চায়েত প্রধানরা টাকা আত্মসাৎ করছে, কাঞ্চনপুর ব্লকে সমন্বয় কমিটির কর্মচারীরা টাকা চুরি করছে। এই চুরি বন্ধ করবার জন্যে সরকার কোন আইন তৈরী করেন না। এই চুরি বন্ধ করা হলে আর নতুন করে ট্যাক্স বসানোর প্রয়োজন হতো না। কাজেই আমি বামফ্রন্ট সরকারের রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থে তিনি যেন এই বিলটি উইথড্রো করে নেন তাহলে আমরা সকলেই খুশী হব এবং ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ এক বিরাট বোঝার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী "দি ত্রিপুরা সেলস্ টেক্স (থার্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৪ উত্থাপিত করেছেন আমি তা সমর্থন করেই আমার বক্তব্য রাখছি।

এই বিলের মধ্যে যে টেক্স-এর কথা বলা হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের উপর কোন ভাবেই প্রভাব পড়বে না। কারণ এখানে বিলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে—

" v) after clause (n), the following new clause shall be added, namely :—

" o) "Works contract" means any agreement for carrying out for cash or deferred payment or other valuable consideration—

i) the construction, fitting out, improvement or repair of any building, road, bridge or other immovable property, or

ii) the installation or repair of any machinery affixed to a building or other immovable property, or

iii) the overhaul or repair of—

1. any motor vehicle,

2. any vessel propelled by internal combustion engine or by any other mechanical means,

3. any aircraft,

4. any component or accessory part of any of the items mentioned in paragraph (1), (2), (3) above"

ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ যাদের অনেকেই পেট পুরে খেতে পারে না, তারা এই ধরণের বিল্ডিং নির্মাণ করবার কল্পনাও করতে পারে না। এই ট্যাক্স শুধুমাত্র ধনীদের উপরেই পড়বে। ধনীদের পক্ষে এই ট্যাক্সের টাকা দেওয়া অসুবিধা-জনক নয়। তাই সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ সাধারণ মানুষই এই বিল পাশের ফলে উপকৃত হবেন। এবং ত্রিপুরার মানুষ তার জন্য হা-হুতাশ করেন নি। মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র বাবু বলেছেন যে যার নাম জীবন তার উপরেই ট্যাক্স বসিয়েছে। মূল অ্যাকটে মদের উপর ট্যাক্স বসানোর কথা বলা হয়েছে, তবে আমি বুঝলামনা কবে থেকে মদ জীবন হয়ে গেল। যেখানে বলা হয়েছে গ্লাস পেপার, ইনভাইটেশান কার্ড, ভিজিটার্স কার্ড, সিগারেটের টিস্যু, এইগুলির উপর ট্যাক্স বসেছে। এইগুলির কোনটাই সাধারণ মানুষের কাজে লাগে না। ওরা বিরোধিতা করছেন। ওদের আপত্তিটা অন্য কোন জায়গা নয়। এই পেনালটিটা বাড়ানো হয়েছে সাধারণ মানুষের উপর নয়, অন্যদের উপর। যারা বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন তাদের উপর ট্যাক্সটা বসেছে। এটা শুধু ত্রিপুরায় নয়, গোটা ভারতবর্ষে একটা চাপ সৃষ্টি হয়ে গেছে যে বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যে বড় লোকদের উপর ট্যাক্স বসেছে। যেহেতু যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, তাদের জন্য ফিফটিন পারসেন্ট ছিল সেখানে টুয়েনটি ফাইভ পারসেন্ট করা হয়েছে এটা তাদের গায়ে লেগেছে. গত বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোটি কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাইলাম। ওরা ১৩ কোটি

টাকা দিলেন এবং বললেন যে বাকী টাকা তোমরা যোগাড় করে নাও। নগেন বাবুরা বললেন যে এখানে শিল্পের জন্য কোন চেষ্টা নেই। কিন্তু এই বিধানসভায় বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে শিল্পের জন্য টাকা দিতে। কিন্তু সেই কথাটা তাঁরা একবারের জন্য বলেননি। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে তাঁরা বলছেন, যারা কর ফাঁকি দেয়, যা আমাদের গরীব মানুষ ব্যবহার করেন না, বড় লোকেরা ব্যবহার করে তার উপরেই ট্যাক্স বসেছে। ১৯৮০ সালে যখন জনতা সরকার ছিল তাদের ২২ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি ছিল। শ্রীমতী গান্ধী কয়েক বছরে কোথায় নিয়ে গেছেন। এখন শ্রীমতী গান্ধী ট্যাক্স বসিয়ে ঘাটতি পোষাচ্ছেন। এখনও ১১ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি আছে ভারতবর্ষের। তার জন্য কি ট্যাক্স বসবে না? তা সত্ত্বেও তারা বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার জিনিষপত্রের দাম বাড়াচ্ছেন। এখানে কি কোন জিনিষ উৎপাদন হচ্ছে যে দাম বাড়বে? সুতরাং এই বিলের মধ্যে তাঁরা যা বলেছেন তা মোটিভেটেডলী বলেছেন এবং এটা ওদের শ্রেণীর লোক যারা ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন তাদের সমর্থন করে বলছেন। এই বলেই আমি এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আশা করেছিলাম বিরোধী পক্ষের দায়িত্বশীল সদস্যরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে গরীব মানুষের উপর যাতে চাপ না আসে এই রকম কিছু করলে সেটা সমর্থন করবেন। কিন্তু দুঃখ হয় তাঁরা এই আলোচনার ধারে-কাছেও গেলেন না। ১৯৭৬ সালে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ছিল তখন প্রথম ট্যাক্স বসানো হয়। বাচ্চাদের চকলেটটা পর্যন্ত তাঁরা বাদ দেন নি। কিন্তু আমরা এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই কথা বলছি যে আমরা গরীব মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের উপর ট্যাক্স বসাব না। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয় বলেছেন যে পেনাল্টি কেন ১৫ পারসেন্ট থেকে ২৫ পারসেন্ট করা হলো? তিন মাস তাদের কোন পেনাল্টি দিতে হয় না। জনগণের কাছে ট্যাক্স আদায় করা এবং সেটা নিজের কাছে রেখে পূর্ণনিয়োগ করে নিজেদের ব্যবসায়ে খাটানো সেটা বন্ধ করতেও নগেন্দ্র বাবুরা চান না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যখন তারা এর পক্ষে ওকালতি করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে এটা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রভিশন রাখা হয়েছে। কিন্তু মাত্র ২,৩টা জিনিষ ছাড়া এই প্রভিশনটা রাখা হয়েছে। সেই জিনিষটা কি? বারীণ বাবুর কারণ সুধা। দেশীয় জিনিষটার উপর নয়, বিদেশ থেকে যারা আনেন। বিদেশী মদের জন্য যখন প্রভিশন রাখা হবে তার জন্য তারা বিরোধিতা করছেন। আমরা ৪০ পারসেন্ট রেখেছি প্রভিশান। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য আছে যেখানে ৭৫ পারসেন্ট আছে। অন্ধ্রপ্রদেশে হয়েছে ৭৫ পারসেন্ট কংগ্রেসী আমলে।

দ্বিতীয়তঃ মেডিশিন সম্পর্কে ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৪ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ফাইভ পার্সেণ্ট সেল্‌স টেক্স ধার্য্য ছিল। আমরা ১-৭ ৮৪ থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সেই ফাইভ পার্সেণ্টকে বাড়িয়ে সেভেন পার্সেণ্ট করেছিলাম, কিন্তু এখন আবার সেটাকে ফাইভ পার্সেণ্ট ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, অর্থাৎ আমরা মেডিসিনের উপর নতুন করে আর কোন টেক্স আরোপ করি নি। এখানে একটা কথা আপনাদের স্মরণ করিবে দেওয়া দরকার সেটা হল অর্থ-কমিশন আমাদের বলেছিলেন রাজ্যের আয় বাড়ানোর জন্য তোমাদের তেত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত টেক্স বাড়াতে হবে। কিন্তু আমরা এই হাউসে ঘোষণা করেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের এমন একটা অবস্থা, এই অবস্থায় আমরা অর্থ-কমিশনের সেই সুপারিশ অনুযায়ী কোন মতেই তেত্রিশ শতাংশ টেক্স তাদের উপর চাপাতে পারব না, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ আমাদের পক্ষে কোন মতেই মানা সম্ভব নয়, সেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই। আমি মাননীয় সদস্যদের আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সেই ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সালেই ভারতে প্রত্যক্ষ করের হার ছিল শতকরা ৫১ ৯৪ ভাগ. আর পরোক্ষ করের হার যার বোঝা সমাজের সব চাইতে গরীব অংশের মানুষকে বেশী করে বইতে হয়, তার হার ছিল ৪৮'০৬ শতাংশ। কিন্তু ১৯৮১-৮২ সালে এসে প্রত্যক্ষ করের বোঝা ধাপে ধাপে নামিয়ে করা হল ২৩'৪৭ শতাংশ, অন্য-দিকে পরোক্ষ করের সব চাইতে বেশী বোঝা গরীব মানুষদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল ৭৬ ৫৩ শতাংশ। এটা আমার হিসাব নয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া যে বুলিটিন বের করেছেন, সেই বুলিটিন থেকেই আমি এটা উল্লেখ করছি। অবশ্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এটা বিশ্বাস করবেন না, যদিও পার্লামেন্টে অনেক সদস্যই বলেছেন ভারতের সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া পরোক্ষ করের হার ৮৯ শতাংশের বেশী ছাড়িয়ে গেছে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে এখানে একজন হেডমষ্টার মশাই বসে আছেন, তিনি সেটা বুঝতে চেষ্টা করছেন না। ১৯৮২—৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ২,২৫০ কোটি টাকার যে টেক্স বরাদ্দ পেশ করেছিলেন, তার মধ্যে পরোক্ষ করের হার ছিল ১,৫৩৬ কোটি টাকা আর প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ছিল ৬১৫ কোটি টাকা। এই পরোক্ষ করের প্রায় সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে নিলেন, মাত্র ৯৯ কোটি টাকা ২২টি রাজ্য এবং আরও ৮টি কেন্দ্র শাসিত রাজ্যকে ভাগ করে দেওয়া হল। তার পরেও কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করে অতিরিক্ত ২,১৭০ কোটি টাকার কর সাধারণ মানুষদের উপর চাপিয়ে দিলেন, এবং সেখানে কেরোসিনটা পর্য্যন্ত বাদ যায় নি। তেমনি ১৯৮৩-৮৪ সালে যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করলেন, তার উপরও ২৭৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দিলেন, তারপরেও দেখা গেল যে ২,১৩২ কোটি টাকা ঘাটতি রয়ে গেল। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় লক্ষ্য করবেন যে স্বাধীনতার পর এই পর্য্যন্ত যতগুলি বাজেট করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি বাজেটই ঘাটতি বাজেট এবং সেই বাজেট ঘাটতি পূরণ করবার জন্য

বৎসরের মাঝামাঝি এখানে ঐ কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্ডিন্যান্স জারী করে সাধারণ মানুষের উপর সময়ে করের বোঝা চাপাতে হয়েছে। গ্রামের গরীব মানুষ রাত্রির অন্ধকারে ১০ পয়সার কেরোসিন কিনে যে ঘরটিকে আলোকিত করবে, তাও ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের সহ্য হল না, তারা কেরোসিনের উপরও ট্যাক্স বসিয়ে দিল এবং এই কেরোসিনের উপর ট্যাক্স বসলে, তা ভারতের মোট লোকসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের বেশী লোককে সেই ট্যাক্স দিতে হয়। অথচ শ্রীমতি গান্ধী কোটি কোটি কালো টাকা জমানো লোকদের গায়ে একটু হাত দিচ্ছেন না। এই কালো টাকার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য যাট দশকের যে কমিশন বসানো হয়েছিল, সেই কমিশনের রায় বের হলে দেখা গেল যে দেশের মোট উৎপাদনের মূল্যে কালো টাকার পরিমাণ হল ৬১১ কোটি টাকা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন ওয়াঞ্চু কমিশন বসানো হল, তখন দেখা গেল এই কালো টাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪০০ কোটি টাকার মত, আবার সেই ওয়াঞ্চু কমিশনের অন্য এক একজন সদস্য বললেন যে কালো টাকার পরিমাণ হবে ২,১৩৩ কোটি টাকা। তখন বলা হল যে এই বিরাট পরিমাণ কালো টাকা দেশের মধ্যে থাকলে দেশের অর্থনীতিতে এক বিরাট বিপর্যয় দেখা দেবে এবং অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ ১০০ টাকার নোট আছে, সেগুলিকে তখনকার মতো বাতিল করে দিতে হবে। কিন্তু শ্রীমতি গান্ধী সে দিকে গেলেন না, কারণ তা করলে তাঁর গদীতে টান পড়তে পারে। তাইতো আজকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে ভারতের অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলশ্রুতি ভারতের অগণিত জনসাধারণের উপর পড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি জনিত কারণে জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে চলেছে। বলা যেতে পারে যে ভারতের মোট উৎপাদন মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগই কালো টাকা, যার পরিমাণ ৭২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে যাই যে শ্রীমতী গান্ধী এই কালো টাকা দিয়ে সরকার চালাবেন কি করে? আপনারা সবাই জানেন যে মাত্র কিছু দিন আগে কুখ্যাত কালো টাকার মালিক হাজি মস্তানকে গ্রেপ্তার করে আবার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুনা যাচ্ছে সেই হাজি মস্তানকে নাকি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর মেয়ের বিয়েতেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তারপর ৮ম অর্থ কমিশন-এর যে সুপারিশ যেটা নাকি ১লা এপ্রিল ১৯৮৪ থেকে কার্যকরী হওয়ার কথা ছিল, সেটা নাকি এক বছর পিছিয়ে দিয়ে ৪ বছরের জন্য কার্যকরী করা হবে। তাতে আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের প্রাপ্য ৩০ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হলাম যে টাকা দিয়ে আমরা আমাদের রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য উন্নতিমূলক কাজকর্ম করতে পারতাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নতি করে আমি এখানে যে প্রস্তাব রেখেছি, আশা করি হাউস আমার সেই প্রস্তাবকে সব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—"The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 7 of 1984) বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্টের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

এখন আমি সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এই বিলের অন্তর্গত ৩নং ধারা ও ১৩ (সি) নং ধারার উপর দুইটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব দুইটি সভার সামনে উত্থাপন করে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি আমি আশা করছি যে মাননীয় সদস্য এই সংশোধনী দুইটির উপর তাঁর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলের অন্তর্গত ৩ নং ধারায় আমার সংশোধনী হল যেখানে 'ফোরটি পার্সেন্ট' কথাটা বলা হয়েছে, সেখানে 'ফোরটি পার্সেন্টের পরিবর্তে 'টুয়েন্টি ফাইভ' পার্সেন্ট' করা হউক। ২৫ পার্সেন্ট এটা যাতে সংশোধন করা হয়। আর ১৩ (সি) এটাতে কার্লার্ড পেপার ও প্লেয়িং কার্ড এই দুইটা জিনিষ যেন বাদ দেওয়া হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, এই জিনিষগুলি কেন বাদ দেওয়া দরকার তার কারণ হল ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন মানুষই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন এবং এই জিনিষগুলির উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে তাদের উপর চাপ পড়বে সেটা এই সরকারের পক্ষে বেমানান। এর ফলে গ্রাম ত্রিপুরার মানুষের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এবং অদ্ভুত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। তাছাড়া আজকে ত্রিপুরায় যেখানে হাজার হাজার বেকার তাদের আমরা চাকরী দিতে পারছি না এবং প্রতিটি জিনিষের দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। তারপরও যদি এই সব জিনিষের উপর ট্যাক্স বসান হয় তাহলে গ্রাম ত্রিপুরার অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনবে। সেজন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি এই এমেণ্ডমেন্ট এনেছি। সেজন্য আমি মনে করি এই সংশোধনী ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সরকার মেনে নেবেন। মিঃ স্পীকার স্যার, কার্লার্ড পেপার এবং প্লেয়িং কার্ড এই দুইটা জিনিষের উপর যদি ট্যাক্স বসান না হয় তাহলে ত্রিপুরার জনগণের উপর আক্রমণ কিছুটা হালকা হবে আজকে গ্রামের মানুষের আর কিছুই নাই—জুমিয়া পরিবারদেরও গড়িয়া পূজা করতে হয় সেখানে আজকে কার্লার্ড পেপারের প্রচলন হয়ে গিয়েছে আগে জমাতিয়া পরিবারদের বিয়ের নিমন্ত্রণ করা হত একটা আস্ত সুপারী এবং একটা পান দিয়ে, কিন্তু আজকে সেখানে চিঠি দিতে হয় এবং চিঠি দিতে গেলে অনেক খরচ কম পরে (ইন্টারাপশান) মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্লেয়িং কার্ড—গ্রামের মানুষের খেলাধূলা করার আর কোন ব্যবস্থা নাই, তারা অবসর সময়ে তাস খেলেই সময় কাটান। সেই দিক চিন্তা করে সরকার এই ব্যাপারে বিবেচনা করবেন এই আশা রেখে আমি আমার এমেণ্ডমেন্টের উপর বক্তব্য শেষ করছি এবং আশা করছি যে ট্রেজারী ব্যাঞ্চের মাননীয় সদস্যগণ আমার এই এমেণ্ডমেনটকে সমর্থন জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২নং ধারা দুইটি

বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি ধ্বনিভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় বিলের অন্তর্গত ৩নং ধারাটির উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল ধারাটি সংশোধিত আকারে আবার ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হল—"That not exceeding forty per cent" be substituted by "not exceeding twentyfive per cent" in clause 3 of the Bill. (It was put to voice vote and lost.)

আমি এখন বিলের ৩নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের ৩নং ধারাটি সংশোধীত আকারে এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাটি সংশোধীত আকারে বিলের অংশ রূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি—বিলের ৪নং হইতে ১২নং এবং ১৪নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি ধ্বনিভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

সভার অবগতিব জন্য জানাচ্ছি যে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়, বিলের অন্তর্গত ১৩ (সি) নং ধারাটির উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি। সর্বশেষে মূল ধারাটি সংশোধিত আকারে ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হল—

Coloured paper, playing cards 'b omitted in item No. 89 of clause 13(c) of the Bill. (It was put to voice vote and lost.)

আমি এখন বিলের ১৩(সি ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১৩(সি) নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাটি ধ্বনিভোটে সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল 'বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামটি ধ্বনিভোটে বিলে অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল—"The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 7 of 1984)". পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে। [এই সময় মাননীয় সদস্য জওহর সাহা কিছু বলার চেষ্টা করেন—সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষের সবাই একযোগে তাঁদের বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেন। এরপর কংগ্রেস (ই), উপজাতি যুব সমিতি এবং নির্দল সদস্য জওহর সাহা এবং মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়গণ

সহ সকলে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।)

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No 7 of 1984)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No 7 of 1984)" পাশ করা হউক।"

(উক্ত বিলটি ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

Short Discussion on Matter of Urgent Public Importance

Mr. Speaker— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—'সর্ট ডিসকাশান অন মেটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি সর্ট ডিকসাশান নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয়। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"ত্রিপুরায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী টি. এন ভি কার্য্যকলাপ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী টি এন ভির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি। আমরা লক্ষ্য করছি সম্প্রতি টি এন ভি. বাংলাদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে ত্রিপুরার ভিতর ঢুকছে এবং বিভিন্ন উপজাতী অধ্যুষিত এলাকায় খুন খারাপি করতে গিয়ে সফিসটিকেটেড আর্মস ব্যবহার করছে। উপজাতী যুব সমিতি প্রভাবিত এলাকার মধ্যে যে সমস্ত গ্রামগুলি আছে তার ভিতরে ঢুকে টি এন ভি উপজাতী যুব সমিতির নেতাদের সহযোগে খুন করছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এই ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি করছে স্যার, ঐ লক্ষীছড়া, কাছিমছড়া সেখানে দুই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী একজন দুগ্ধ ব্যবসায়ী আর অন্য জন মাছ ধরতে গিয়েছিল সেখানে তাদেরকে খুন করা হয়েছিল। এর আগেই সেখানে টি এন ভি. আস্তানা গড়েছিল। এই দুইজন ব্যবসায়ী আদিত্য ও দীনেশ দেবনাথকে খুন করার সময় বিষ্ণু দেববর্মা টি, ইউ, জে, এসের নেতা তারা সেখানে ছিলেন। উপজাতি যুব সমিতি টি, এন, ভিকে প্রত্যেকটা ব্যাপারে সাহায্য করছে। স্যার, এম, এল, এ, টি, ইউ, জে, এসের রবীন্দ্র দেববর্মা নগেন্দ্র জমাতিয়া এদের সঙ্গে টি, এন, ভির, যোগাযোগ রেখে এই সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে। ওরা কি ফ্যাসিসট্ বর্বর সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচর। ওরা বিচ্ছিন্নতা বাদের চিন্তাধারা যুবকদের ভিতর সংচারিত করে ত্রিপুরা রাজ্যে এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা করছে। গ্রামীন ত্রিপুরা অ-উপজাতি ও উপজাতি মেহনতী মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন, তিনি

পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন, নেতা ছিলেন সেখানে তাকে বাড়ী থেকে কিডনেপ করে এনে খুন করা হয়েছিল। ধুমাছড়ার গজেন্দ্র ত্রিপুরাকে, তিনি বাড়ীতে খেতে বসেছেন সেখান থেকে তাকে ডেকে এনে টি, এন, ভি-র লোকেরা উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের প্ররোচনায় কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। হাত কেটেছে, পা কেটেছে, তারপর টেনে-হেঁচড়ে কয়েক কিলোমিটার নিয়েছে। কি বর্বরতা। এর চেয়ে ফ্যাসিস্ট কি হতে পারে? স্যার, একটু আগেও টি. ইউ. জে. এস. এবং কংগ্রেস (আই)-এর সদস্যরা সেল্স টেক্সের উপর বক্তব্য রেখেছে এবং হঠাৎ তাদের খেয়াল হয়েছে যে বেরিয়ে যেতে হবে তাই বেরিয়ে গেল, পালিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় পালাবে? শম্ভু দেববর্মা, ধুমাছড়া তিনি ভয়ে পালিয়ে থাকতেন। একদিন তিনি বাড়ীতে গিয়েছিলেন তখন তাকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে খুন করা হয়। এই টি. এন. ভি এবং টি. ইউ জে. এসের লোকেরা খুন করেছে। উনার স্ত্রী স্বর্ণ বালা দেববর্মা উনার অপরাধ তিনি তার স্বামীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন সেইজন্য তাকে তার ছেলের সামনে, ছেলে ও মাকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। স্যার, নবীন দেববর্মা টি. ইউ. জে. এসের নেতা সন্ধ্যার সময় স্বর্ণবালাকে ডেকে এনেছিল। সুরমণি দেববর্মা তাকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে খুন করা হয়েছে। এই সমস্ত সব ব্যাপার টি, এন, ভি এবং উপজাতি যুব সমিতির কাজ। ওরা আবার গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছে। তুইনাল্লীতে ফরেষ্টার দুইজন শ্রমিককে নিয়ে কাজ করছিলেন। সেখানে ফরেষ্টার ও একজন ফরেষ্ট গার্ডকে খুন করেছে। বীরেন্দ্র ভৌমিক, পুষ্পপরাম রিয়াং, মার্কসবাদী নেতা। অমৃত ত্রিপুরা তুইকুম্বার গাঁও প্রধান। এদেরকে টি, এন, ভি-র লোকেরা খুন করেছে। টি, ইউ, জে, এসের সহায়তায় ওরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে এবং গ্রামের যুবকদের বাংলাদেশে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসে এবং খুন-খারাপি করছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ২১শে মে তারিখে রাম রায় বাড়ীতে ('মনিরাম বাড়ীর কাছে) কংগ্রেস (আই) টি. ইউ. জে. এস. একটি প্রকাশ্য জন সমাবেশ করেছে। কংগ্রেস (আই) নেতা কাশীরাম রিয়াং এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া, আমাদের বিধানসভার এম. এল. এ. জয়েন্ট মিটিং করেছেন। সেই মিটিংয়ের পর কাশীরাম বাবুকে রামরায়ের বাড়ীতে রেখে নগেনবাবু -কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন? সূযবাড়ীতে সেদিন মুজিব মারাকের বাহিনীর লোকেরা অপেক্ষা করছিল কি? তার পরদিনই মধ্য পিলাক থেকে মানিক নমঃ ও পুলিন নমঃ নামে ২টি মৎস্যজীবি ছেলে কিডন্যাপ হয়ে গেল। আজ পর্যান্ত তাদের খোঁজ নেই। খুন করে ফেলছে। স্যার, আমরা জানি, বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় উপজাতি, অ-উপজাতি জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ়

করার জন্য যে চেষ্টা চালিয়েছেন, যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছেন অনেক দিনধরেই তা নষ্ট করে দেবার চেষ্টা চলছে। বীরেন কলুই সন্ত্রাসবাদের পথ পরিহার করে এসেছিলেন। টি, ইউ. জে, এস. টি, এন, ভি, তাকে ক্ষমা করেনি। সঙ্গে সঙ্গে খুন করেছে। অমরপুর মহকুমার জয়ন্ত জমাতিয়া এবং তার স্ত্রী দু'জনেই খুনীদের হাতে খুন হল। কেন খুন করেছে? কারণ, ওরা সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল বলেই খুনীরা খুন করেছে। কৈলাসহরে কাঁঠালছড়ায় সারেগুার করেছিল গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করবে বলে। ঘরের ভেতরে তাদের খুন করা হয়েছে। কৃষ্ণধন রিয়াং, বুঠংছার বাড়ী, ছেলাগাং, অমরপুর তাকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে টি, ইউ, জে, এস,-এর কর্মীরা খুন করেছে। কেন খুন করল? কারণ, সে উগ্রপন্থীর পথ পরিহার করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শরীক হয়েছিল। সুকুমার রিয়াং খমিরায় রিয়াং পাড়া, গামছুতে জুম করতে গিয়েছিল তার বাবা, মা, বৌ আরও ছোট বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে টং ঘরে তারা থাকত। কেননা, জুম কাটতে হবে। সুকুমার রিয়াং সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পেয়ে ২ তারিখ বাড়ী গিয়েছিল অসুস্থ বৃদ্ধ পিতা কার্তিক কুমার রিয়াং এবং স্ত্রী ও ছেলেকে দেখার জন্য। তাকে খুন করার জন্য যখন টি, এন, ভি,-এর লোকেরা গেল, তখন পিতা হাত জোড় করে বলেছে, আমার ছেলেকে মারবেন না, ৬ থেকে ৯ মাসের ছেলেকে কোলে নিয়ে স্ত্রী হাত জোড় করে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করেছে। কিন্তু উগ্রপন্থীরা তাকে রেহাই দেয় নি। টংঘর থেকে তারা সুকুমার রিয়াংকে নামিয়ে এনে খুন করেছে। কাঁদতে কাঁদতে সুকুমার রিয়াং-য়ের স্ত্রী ঘৃণায় খুনীদের বলেছে, আপনারা যখন আমার স্বামীর প্রাণ-ভিক্ষা দিলেন না তখন স্বামীর টাকা দিয়ে আমাদের কি হবে, আপনারা নিয়ে যান। এই বলে তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে টাকা। গড়িয়া পূজার শেষদিন হারাধন রিয়াংকে টি, ইউ, জে, এস, এবং টি, এন, ভি-এর লোকেরা খুন করেছে। অপরাধ? সে আর উগ্রপন্থীদের কার্য্য-কলাপে না থেকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চেয়ে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বলে। সে জঙ্গল থেকে ফিরে এসে প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদান করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল বলে। লক্ষ্মীছড়ায় এসেছিল তার কাকার বাড়ীতে। সেখানে মুজিব মারাক, দিলীপ কলই তাকে গুলি করে। কাচকুর কাছে দুইজন মৎস্যজীবি, একজন দুধ ব্যবসায়ী তাদের সেখান থেকে ডেকে এনেছে। স্যার, ৩০শে আগষ্ট মানিকপুরে জুয়াকা ডার্লং আত্মসমর্পনকারীকে খুঁজে বের করতে গিয়েছিল। খুন করতে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি বলে সে বেঁচে গিয়েছে। কৃষ্ণধন রিয়াং এবং সুকুমার রিয়াংয়ের কথা আমি আগেই বলেছি। টি. এন. ভি. থেকে পোষ্টার দেওয়া হয়েছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাথা চাই,

রক্ত চাই বলে। আর সে দিক থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্য "দৈনিক সংবাদ" লিখেছে আমবাসায় বিজয় রাংখলের সাথে গোপন বৈঠক করতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী সেখানে গিয়েছিলেন। ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উপজাতি জনগণের সমর্থন চাইছে। 'দৈনিক সংবাদ' আরো লিখেছে, উপজাতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে টি, ইউ, জে. এস, এবং টি. এন, ভি, একই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। 'দৈনিক সংবাদ' ইচ্ছাকৃতভাবে বামফ্রন্টের সুনাম নষ্ট করতে চাইছে। মি: স্পীকার স্যার, ১৯৮৩ সালের মে মাসে নগেন্দ্রবাবু, হরিনাথ দেববর্মা, অমিয় দেববর্মা কি চিঠি লিখেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে সেখানে কি টি, এন, ভি-র, কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে একটি কথাও ছিল? না ছিল না। লেখা ছিল আমরা কংগ্রেসে যোগদান করতে চাই। এই ফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের যে সংবিধানিক কোটা ছিল তা পূরণ করেছেন, এ, ডি, সি, গঠন করেছেন। তবু আমরা লেফট ফ্রন্টকে সমর্থন করছি না। আসুন আপনি। আমাদের আপনার কাছে স্থান দিন, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমাদের সাহায্য করুন। একটি কথাও কি ছিল টি, এন, ভি, সম্পর্কে, উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে? ১৯৮৩ সালের ২৬শে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী, পাবিয়া ছড়াতে ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনীর কনফারেন্স হয়ে গেল সেখানে কি একটি কথাও আছে টি. এন. ভি সম্পর্কে? কিংবা একটি শব্দও উগ্রপন্থী সম্পর্কে? ফার্স্ট অ্যাণ্ড সেকেণ্ড মার্চ্চ, ১৯৮৩ সালে অমরপুরে টি. ইউ. জে. এস-এর অ্যানুয়াল কনফারেন্স হয়েছে। কিন্তু এই টি. এন. ভি সম্পর্কে একটি শব্দও তাঁরা উচ্চারণ করেন নি। কৈলাসহর সাবডিভিশানের কনফারেন্সে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, দিবাচন্দ্র রাংখল, রবীন্দ্র দেববর্মা, যদুমোহন, বিশ্বধন চাকমা সব নেতারাই উপস্থিত ছিলেন ১৯৮৪-সালের মার্চ্চ মাসে। সেখানে তাঁরা কি বলেছেন? বলেছেন, উগ্রপন্থীদের চিহ্নিত করতে হবে। ১৯৮৪ এর মার্চ্চ মাসেও কি চিহ্নিত হয়নি? এতগুলি খুন হয়ে গেল, হত্যা হয়ে গেল, টি. এন, ভি-এর লোকেরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের বেছে বেছে হত্যা করল, সি. পি. এম-কর্মীদের হত্যা করল তখন আপনারা চিহ্নিত করতে পারেন নি? আজকে তাদের চিহ্নিত করতে হবে?

শ্রীঅমর চৌধুরী :—স্যার, ২৫/৪/৮৪ তারিখে চীফমিনিষ্টারকে এড্রেস করে কৈলাশহরের এস, ডি.ও-র কাছে একটা মেমোরেণ্ডাম সাবমিট করা হয়েছে। তাতে মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল সই করেছেন। তাতে টি, এন. ভি-র কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সামান্যতম শব্দও নেই। শুধু তাই নয় টি, ইউ জে, এস-এর মুখপত্র পত্রিকা 'চিনিকক্' তাতেও টি এন ভি-র কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। স্যার, আরও বলছি ওয়ার্ল্ড ভিশান অব ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ, এন অর্গানাইজেশান অব দ্য ব্রাঞ্চ অব ওয়ার্লড ভিশান ইন্টারন্যাশনাল অব ইউ এস. এ হ্যাজ বীন সাপোর্টিং দ্য ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস্ অব সেন্টপলস্ স্কুল টি. বি সি. ইউ, অরুন্ধতীনগর সেখানে তারা ১০০ ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস্‌কে ষ্টাইপেণ্ড দেবার নাম করে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছে। জোনাল ব্যাপটিষ্ট মিশান অব মিজোরাম থেকে ২২/৭/৮৩ইং তারিখে ৮০ হাজার টাকা এসেছে টি. বি. সি. ইউ,

অরুন্ধুতিনগর ব্রাঞ্চের কাছে। স্যার, জোনাল ব্যাপটিষ্ট মিশান, মিজোরাম, তারা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রিকোয়েষ্ট পাঠিয়েছেন কিসের জন্য টু ষ্টার্ট পৌসটকস্ উইথ্ বালভেজ্য। কিছু মিশনারীজ বাংলাদেশ থেকে ইতিমধ্যে আগরতলায় ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন এবং এখনও তারা আগরতলায় আছেন। এই আন্তর্জাতিক চক্র তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে তাদের সন্ত্রাসমূলক কাষ্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ৩০/৪/৮২ইং তারিখে সাক্রমে টি. ইউ, জে, এস একটা স্মারকলিপি পেশ করেছে। তাতে ওরা লিখেছেন—উগ্রপন্থী দমানোর নামে পুলিশী জুলুম বন্ধ কর। কারণ পুলিশ সমস্ত টি. এন ভি দের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসছে। ফলে উনারা গ্রামে গঞ্জে কোন অপারেশন করতে পারবেন না। তাই উনারা দাবী তুলছেন পুলিশী জুলুম বন্ধ কর। স্যার, ১০/৬/৮২. তারিখে অমরপুরে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ও শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—উগ্রপন্থী দমানোর নামে পুলিশ অত্যাচার করছে, এই কথা বলে তারা একটা মিছিল করেন। এতে টি. এন. ভি. সম্পর্কে একটা শব্দও নেই। এ্যাক্সট্রিমিষ্টদের সম্পর্কে উনারা কোন বক্তব্যই রাখেন নি। উনাদের বক্তব্য হচ্ছে সমস্ত নিরপরাধ লোকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসছে। উনারা এই আওয়াজ তুলছেন যাতে পুলিশ টি. এন, ভি. লোকদের গ্রেপ্তার করে না আনতে পারে। এই হচ্ছে টি. ইউ জে এস-এর চরিত্র ৬/৫/৮২ইং তারিখে টি, ইউ, জে. এস অভিযোগ করেছে—গান্ধী ত্রিপুরা হত্যা মামলায় পুলিশ নিরপরাধ ব্যাক্তিদের গ্রেপ্তার করে আনছে। অথচ এই হত্যা মামলায় টি. এন, ভি সম্পর্কে পুলিশের কাছে রিপোর্ট রয়েছে। পুলিশ টি, এন, ভি-দের গ্রেপ্তার করতে গেলেই উনারা লাফিয়ে উঠেন যে পুলিশ সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। ১৪ই মার্চ, ১৯৮২ইং তারিখে খামার বাড়ীতে উপজাতি যুব সমিতির এন্যুয়েল কনফারেন্স উগ্রপন্থী সংগঠন করা হয়েছে। সেখানে তারা যে রিজলিউশান নিয়েছেন তাতে উনারা লিখেছেন—অবিলম্বে আসামের বিদেশী সমস্যার সমাধান করা হোক এবং ঐ সমাধান সূত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যে প্রয়োগ করা হোক। শ্যামা বাবু, দ্রাউ বাবু, নগেন্দ্র বাবু, রতি বাবু সবাই সে মিটিং-এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত থেকেই এই সিদ্ধান্ত উনারা নেন। স্যার, আসামে ১৯৭১ইং সালকে ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে নির্বাচন করতে চাইছেন। আর ত্রিপুরায় টি. ইউ জে, এস. তাই চাইছে। তা যদি না হয়, টি, এস, এফ গত ১০ আগষ্ট তারিখে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত স্কুল কলেজ বয়কট করার জন্য উপজাতি ছাত্রদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল, সেটা কিসের জন্য? ঐ একই দাবী। একই বক্তব্য. তার সঙ্গে ইনার পারমিশান লাইন। স্যার, ১১ থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ইং তারিখে বগাফাতে টি. এস. এফের কনফারেন্স হয়। সেখানে তারা যে দাবীগুলি রাখে সেগুলি হচ্ছে—১) রিজার্ভেশান অব ৫০ পার্সেন্ট ষ্টেট এসেম্বলী সিটস। ২) ফরমেশান অব ত্রিপুরী রেজিমেন্ট ইন্ দ্য আরমী। ৩) ইনট্রোডাকশান অব ইনার লাইন পারমিট। ৪) ইমিডিয়েট সলিউশান অব ফরেনার্স ইস্যু। এই যে দাবী তারা সেখানে রাখেন এই দাবী গুলির সাথে তারা এ্যাক্সট্রিমিষ্টদের সম্পর্কে ডাইরেক্টলী বা ইনডাইরেক্টলী একটা বক্তব্যও রাখেন নি। স্যার, ৫/১/৭৮ইং তারিখে মিঃ রেভারেণ্ড বেসেওট, সেক্রেটারী, নর্থ-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া খ্রীশ্চিয়ান কাউন্সিল, শীলং একটি চিঠি লিখেন নাম্বারস অব খ্রীশ্চান লীডারস ইন দ্য পলিটিক্যাল ফীল্ড ইন ত্রিপুরা, ১৯৭৮, সেই

চিঠির মধ্যে আমরা দেখেছি উপজাতি যুব সমিতির দ্রাউ কুমার রিয়াং, বিজয় রাংখল, মদুমোহন ও রবীন্দ্র দেববর্মার নাম আছে। তিনি সেই চিঠির মধ্যে লিখেছেন—I am rather thrilled to see the increased interest of our Church members in politics. This is ofcourse quite a new development and the first time the Christians in Tripura have shown interests and have taken part in politics. আর, বেভারেণ্ড ক্যানভিলে একটা বই লিখেছেন। বইটির নাম হচ্ছে—দ্য চার্চ গ্রোস থ্রো পিউপলস মুভমেণ্ট। তাতে লিখেছেন—Tripura had today formed a party T. U J S. This is led by youngmen and although its early beginning was communist oriented it has become nationalist

তিনি আরও লিখেছেন, আই ওয়ার্ক এবল টু মিট উইথ জেনারেল সেক্রেটারী অফ টি. ইউ. জে এস। তিনি আরও লিখেছেন, রোমান স্ক্রিপ্ট টি. ইউ. জে এস. ডিমাণ্ড করেছে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং এর মধ্যে সমগ্র উপজাতি জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তিনি আরও লিখছেন ট্রাইবেল আর নট 'হুন্দুজ, হিন্দুস্থান হ্যাজ বিকাম এ গ্রেট স্টেট। তারপর তিনি বলেছেন যে একটা অভিযোগের মধ্যে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে সমগ্র ত্রিপুরায়, এই সুযোগে আমরা এখানে একটা সেপারেট খ্রীষ্টান ষ্টেট করার জন্য কি কায়দায় অগ্রসর হতে পারে তার জন্য নানাভাবে তিনি বলেছেন, কষ্ট হয় তিনি আরও লিখেছেন টি. বি. সি. ইউ বাই ইটসেলফ্ এলোন কনভার্ট টু খ্রীষ্টান। তারপর তিনি লিখেছেন, আই ষ্ট্রংলি আর্জ পাপপিং ইনটু মেটিরিয়্যালস্ জিপ, বুকস্, ফাণ্ডস্ দিয়ে, বই-পত্র দিয়ে বড় বড় দেশ থেকে ইংল্যাণ্ড থেকে, আমেরিকা থেকে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ ঢোকাতে পারেন কিনা তার জন্য তিনি ঢুকতে ক্যাপিটেলের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পার্লামেণ্টের একজন মাননীয় মন্ত্রী এটাকে ইনসার্জেন্স বলে ঘোষনা করতে চেষ্টা করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ-এর বিরুদ্ধে লড়ছেন। কেবলমাত্র ২/৪ জন সেখানে উপজাতি যুবসমিতির লোক তারা এই বিচ্ছিন্নতাবাদী অংশের সঙ্গে যুক্ত। সমস্ত জিনিষটাকে বিচ্ছিন্ন করে তুলতে যতই চেষ্টা করুন না কেন এখানকার মানুষ লড়ছেন, গ্রামের মানুষ লড়াই করছেন, গণমুক্তি পরিষদ লড়াই করেছেন, মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি এবং সারা ত্রিপুরার মানুষ জাতি এবং উপজাতি সকল মানুষ এক সঙ্গে লড়াই করছেন বলেই আজকে সমর্থন পাচ্ছেন না। আমরা লক্ষ্য করেছি কংগ্রেস (আই) ও এর সাথে হাতে মিলিয়েছে এবং প্ল্যান করেই সারা ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর জন্য চিৎকার করতে শুরু করেছেন। দুঃখের কথা ত্রিপুরা রাজ্যের 'দৈনিক সংবাদ'' পত্রিকা এবং অল ইণ্ডিয়ার কোন কোন পত্রিকাতে এইভাবে লীড করার চেষ্টা করছেন এবং এই কায়দায় সমস্ত খবর রচনা করা হচ্ছে এবং ইনসার্জেন্স সৃষ্টি করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বার বার শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখতে চেষ্টা করছেন কিন্তু সেখানে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত

অঞ্চল ঘোষনার দাবী জানাচ্ছেন। উপজাতি অঞ্চল ঘোষণা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, প্রবলেম হচ্ছে রাজনৈতিক সমস্যা। বামফ্রন্ট সরকার মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি, গণমুক্তি পরিষদ রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করছেন এবং এই রাজনৈতিক মোকাবিলায় সমস্ত অংশের জনগণ অংশ গ্রহণ করবেন এবং আগামী দিনে বামফ্রন্ট সরকারকে ঠিক এই ভাবে অগ্রসর হতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক ভাবে সাহায্য করুন এটাই আমরা আশা করবো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য করুন এটা আমরা আশা করবো না। তাই এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এটা আলোচনার জন্য ৬৭ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ ৪২ মিনিট, কংগ্রেস (আই) ১৪ মিনিট, উপজাতি যুব সমিতি ৭ মিনিট, নির্দল ৪ মিনিট। আমি কংগ্রেস (আই -এর ৪ জনের নাম পেয়েছি আপনারা সাড়ে ৩ মিনিট করে বলতে পারবেন। উপজাতি যুব সমিতির ৩ জনের নাম পেয়েছি আপনারা আড়াই মিনিট করে বলতে পারবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা—মি: স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এটা নিয়ে উত্তাপ চলছে তাই বলছি সময় কিছু বাড়ালে ভাল হবে।

মি: স্পীকার—হাউস যদি অনুমোদন করে তাহলে বাড়ানো যাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এটা সমর্থন যোগ্য, সময় বাড়ানো যেতে পারে।

মি: স্পীকার—হাউস ৩০ মিনিট এক্সটেনশান করা হলো। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উগ্রপন্থী সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী সর্ট ডিসকাশনের অবতারনা করেছেন এবং তিনি যে কথা বলেছেন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে বিপথে পরিচালনা করার অপকৌশল নিয়েছেন। আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী ইনসার্জেন্সি এই কথাটা আমরা ১৯৭৮ সাল থেকে অর্থাৎ এই রাজ্যে যে দিন থেকে বামফ্রন্ট সরকার এসেছেন সে দিন থেকে ইনসার্জেন্স উগ্রপন্থী শুনতে পেলাম। ওদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলতে চাই, এই যে উগ্রপন্থী এটা বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি করেছেন। ওরা বলছেন সরল আদিবাসী জন সমাজ ওদের একটা শক্ত ভিট ছিল। সেই ভিটটা আজকে নড়ে যাচ্ছে, সুতরাং ওদের হাতে রাখতে হবে সেই কারণেই ওরা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন। নানা ভাবে আজকে যে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে এইগুলি কেউ বলতে পারবেন একটা বিদেশী অস্ত্র, বিদেশীরা দিয়েছিলেন? যারা অস্ত্র সমর্পণ করেছিল আপনি বলুন সেগুলি বিদেশী অস্ত্র কিনা? আমরা কি করে বুঝতে পারবো? যে সমস্ত সি. আর. পি ক্যাম্প লুট হয়েছে, বি এস এফ ক্যাম্প লুট হয়েছে সমস্ত অস্ত্র এই সরকারের অর্থাৎ ত্রিপুরা এবং এই দেশের অস্ত্র। আমরা এইভাবে দেখলাম একটা পদ্ধতিতে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে।

এই বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অপদার্থ আমি বলব না। তিনি যদি সত্যিই চাইতেন উগ্রপন্থী

দমন করতে তাহলে তিনি পারতেন। তিনি করতে চান না। তিনি এই জিনিসটাকে জিইয়ে রাখতে চান। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে উগ্রপন্থীদের দমন করা হয়েছে। মিজোরামে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে, আসামে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে সেখানে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ দমন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ শান্তিতে বাস করতে চায়। শান্তিপ্রিয় মানুষ কোনদিন চায় না এই উগ্রপন্থীর কার্য্যকলাপ থাকুক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থাকতে উগ্রপন্থী দমন করতে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করতে দেব না। আবার তিনি নিক্ষেপ দমন করতে পারছেন না। তিনি আর্মি দিয়ে উপদ্রুত অঞ্চল চান না। কারণ উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ তিনি জিইয়ে রাখতে চান না সারা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার জন্য তারা বিপ্লব সৃষ্টি করতে চান। এই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষে একটি সরকার রয়েছে, সে হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী সরকার। জাতি উপজাতিকে অগ্রগতির দিকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখনই তারা এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব এনে দেশে আগুন লাগাচ্ছেন শ্রীমতি গান্ধী একা এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, লালডেঙ্গার পার্টি আলোচনায় বসে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। আজকে সেই আলোচনা ত কেউ করে নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উগ্রপন্থীদের হয়ে বক্তব্য রাখছেন। আমরা জানি শুধু মাত্র উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করলেই উগ্রপন্থী দমন হবে না যতক্ষণ পর্যান্ত উগ্রপন্থী মদতকারী সরকার গদিতে বসে আছেন। এখানে বিধানসভার ভেঙ্গে দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। সেই পাঞ্জাবে কংগ্রেস (আই)-এর সরকার বাতিল করে দিয়ে আজকে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করে উগ্রপন্থী দমন করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিপদজনক অবস্থায় আছে উনারা যদি সত্যিই দেশকে ভালবাসেন, সত্যিই দেশের জনগনের জন্য শান্তি চান, তাহলে উনারা পদত্যাগ করুন। আমরা বলছিনা, বিধানসভা ভেঙ্গে আমাদের ক্ষমতায় বসানো হোক। উনারা পদত্যাগ করুন দেশের স্বার্থে। উগ্রপন্থী দমন হওয়ার পর উনারাই আবার গদীতে ফিরে আসুন। আমরাই আপনাদেরকে আবার ক্ষমতায় পাঠাব। রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হলে পরে রাজ্যে আর উগ্রপন্থী থাকবে না। ত্রিপুরা রাজ্যে বা উত্তর পূর্বাঞ্চলে আজকে যে অবস্থা সেটা আর থাকবে না। আজকে উগ্রপন্থীর কথা যেখানে সেটাকে ছোট করে দেখলে চলবে না। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে শ্রীমতি গান্ধী বলেছেন পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীর আর ত্রিপুরার উগ্রপন্থীর চরিত্রগত কোন পার্থক্য নাই। তারা দেশের বাইরে এবং ভিতরে থেকে দেশের অখণ্ডতা, সংহতিকে বিনষ্ট করতে চাইছে। দেশের ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যদি সেটাকে মোকাবিলা করতে হয়, দেশের ঐক্যকে রক্ষা করতে হয় তাহলে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা করে, রাষ্ট্রপতি শাসন

জারী করে সেগুলি রক্ষা করতে হবে। এইটাই একমাত্র পথ। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :– মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা। মাননীয় সদস্য আপনি সাড়ে তিন মিনিটের বেশী সময় পাবেন না। কারণ হাতে আর বেশী সময় নাই।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে উগ্রপন্থীর যে সমস্যা সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হচ্ছে। এই উগ্রপন্থীদের ব্যাপার নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত সদস্যই উৎসাহী। কাজেই একটা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হওয়া দরকার। তবে মূল প্রস্তাবক শ্রীসমর চৌধুরী যে বক্তব্য রেখেছেন, অলীক, অবাস্তব, এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না এবং সম্ভব ও নয় এই অল্প সময়ের মধ্যে। উনি টি, এন, ভিকে উপজাতি যুব সমিতির সংগে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন। বলছেন বাংলাদেশ থেকে মিশনারীরা আসছে তা আপনারা তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন? তিনি এক মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন অমুক নাম টি, এস, এফ, অমুক নাম, টি, ইউ, জে, এস, তিনি উগ্রপন্থী সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টি, ইউ, জে, এসের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন। উগ্রপন্থী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপজাতি যুব সমিতি সব সময়ই বলে। প্রথম ১৯৮১ সনের ৪ এবং ৫ এপ্রিল আগরতলা কমিউনিটি হলে দাঙ্গার কয়েক মাস পরে, এই ৯-১০ মাস পরে উপজাতি যুব সমিতির একটি সম্মেলন হয়। সেখানে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখা হয়েছে। তখন আমরা এই কথাও বলেছি এই সমস্যা বাড়বে বই কমবেনা। কারণ উপজাতিদের উপর যে অগণতান্ত্রিকভাবে নিপীড়ন চলছে এই নিপীড়নের ভয়ে তারা জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। উগ্রপন্থীরা সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের মূল সমস্যাটা কি তা আমাদের বলা উচিত। তা সে সি, পি, আই, (এম)-এরই আর উপজাতির উপর দোষারোপ করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। ১৩শে জুলাই ১৯৮৩ ইং তে বিনন্দ জমাতিয়ার আত্মসমর্পনের আগের দিন পর্যন্ত বলা হয়েছে উনি এ, টি, পি, এল, ও উপজাতি যুব সমিতির হয়ে কাজ করছেন কিন্তু আজকে আর সেই কথা বলা হয়নি। কারণ আজকে তারা সি, পি, আই, এম, হয়ে কাজ করে, খুন করে। সুতরাং টি, ইউ, জে, এসের নয়। এখন টি, এন, ভি-র কথা বলা হচ্ছে, উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে জড়িত। কিছুদিন আগে ছৈলেংটাতে আমরা যা বলেছিলাম তা সমরবাবু বলছেন উগ্রপন্থী চিহ্নিত কর। জানিনা তিনি হয়ত কম শুনেছেন না হয় বেশী শুনেছেন। আমরা এই কথা বলিনি। আমরা বলেছি উগ্রপন্থীকে উগ্রপন্থী হিসবে চিহ্নত কর। তা যে জাতিই হোক আর যে সম্প্রদায়ই হোক এটা কোন বিষয় না সে যদি উপজাতি যুব সমিতির হয় তাহলে সে রেহাই পাবে না,

আবার সি, পি, আই, (এম) হলেও শাস্তি পাবে। আমাদের বক্তব্য এটা ছিল। নকশালরা তো এখন সি, পি, আই, (এম এল) লিখে। তারাও তো আগে সি, পি, আই, (এম) ছিল। আপনারা এর আগে সবাই ১৯৬৪ এর আগে সি. পি. আই, ছিলেন। নীতির ভিত্তিতে এখন আপনারা ভাগ হয়ে গেছেন। এখন আপনাদের বলা হয় সি. পি. আই (এম)।

কিন্তু আজকেতো কেউ বলেছে না যে সি পি আই (এম এল)-রা সি পি (এম) এর লোক। ১৯৬৭ সালের পরে তারা দেখল যে সি পি এম-রা সশস্ত্র সংগ্রাম এ বিশ্বাসী না, তখনই তারা সি পি আই (এম এল) হয়ে গেল। কাজেই আজকে যারা টি, এন, ভি তারা শুধু টি, এন, ভি-ই হতে পারে তারা উপজাতি যুব সমিতি করত, হতে পারে তারা কংগ্রেস করত, হতে পারে তারা সি. পি, এম করত। কিন্তু যখনই সে তার আগের দল থেকে সরে এসে অন্য দলে যোগ দিন, তখন তাকে তাই বলেই চিহ্নিত করতে হবে এবং সেইভাবেই তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তার পর আর একটা জিনিষ হচ্ছে ডিষ্টার্ভেন্স এরিয়া ঘোষণা করার ব্যাপারে আমরা অনেক শুনেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আরমি এনে কোন সমস্যার সমাধান হয়না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আর দুই মিনিট স্যার, এইটা ঠিক যে আরমি দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না, তারজন্য রাজনৈতিক সমাধান দরকার, সেটাকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করা দরকার, কিন্তু আমরা দেখেছি যে আপনারা রাজনৈতিক সমাধান করতে মোটেই উৎসাহি নন এবং আপনারা সমস্যাকে সমাধান করার চেয়ে সমস্যাকে আরও গুরুতর করার কাজে আপনারা ব্যস্ত। তাই আমরা চাই ডিষ্টার্ভেন্স এরিয়া ঘোষনা হউক। তাতে আরমিরা কো-অপারেট করবে, আমার মনে হচ্ছে আপনারা বলছেন টি, এন, ভি-রা উপজাতি যুব সমিতির অংশ, কিন্তু আমরা বলছি যে ওরা বাংলাদেশ থেকে এসেছে, সেখানে ট্রেনিং পাচ্ছে, কাজেই তাদেরকে প্রটেকশান দেওয়া হউক, বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর আরমি বসানো হউক, তাহলেই তারা আর বাংলাদেশ থেকে আসতে পারবেনা। আজকে ত্রিপুরাতে নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তির যে পরিবেশ সেটাও থাকবে না। তাই এটা শুনতে ভূতের মুখে রাম নামের মত লাগে যে আপনারা বলছেন আরমি দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না, অথচ আপনাদেরই সমর্থক সি, পি, এম, পার্টি ঐ আফগানিস্থানে রাশিয়ানরা সৈন্য পাঠিয়েছে, সারা বিশ্বের মানুষ তার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও এমনটাকে আপনারা সমর্থন না করে পারেন না। ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়াতে কে সৈন্য পাঠিয়েছিল, ঐ আমেরিকা না রাশিয়া। কাজেই এইভাবে ভাওতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, ভাওতাবাজী রাজনীতি আজ চলে গেছে, এখানে আজ এইটা সবাই জানে। আপনারা বলছেন উপজাতি

যুব সমিতি বিচ্ছিন্নতাবাদী। বিচ্ছিন্নতাবাদী কারা যুব সমিতি না আপনারা? আপনারা কমিউনিষ্টরা আলখাল্লা গায়ে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ করছেন, আপনারা নিজেরাই নিজেদের বিচার করুন। আজকে উপজাতি যুব সমিতি ৬ষ্ঠ তপশীল দাবী করে বলে তাদের বলছেন সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী। এদিকে পাঞ্জাবের আকালী যারা খালিস্থান, দাবী করছে তাদেরকে আপনারা সমর্থন করছেন কি করে? তাদের সমর্থনে আপনারা মিছিল করছেন মিটিং করছেন। আবদুল্লারা ও তার সমর্থকদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে আপনারা একজোট হয়ে লড়াই করছেন। তাই আমি আবার এই হাউসকে অনুরোধ করব যে, আপনারা এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে আসুন আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে উগ্রপন্থী দমনে দমনে ব্রতী হই, এই সমস্যার সমাধানে ব্রতী হই। এই সমস্যার সমাধানে আমরাও আপনাদেরকে সাহায্য করতে রাজী আছি কিন্তু আপনারা যদি সেটাকে রাজনৈতিকভাবে পালন করতে চান, তাহলে আমরা আপনাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে রাজী নই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে রিজুলোশানটি এনেছেন, তাতে আছে ত্রিপুরায় বর্তমানে সন্ত্রাসবাদী টি, এন, ভি-র কার্যকলাপে যে সাড়া ত্রিপুরার জনজীবন স্তব্ধ হওয়ার পথে সেকথা এবং এইটাকে এই হাউসের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনার জন্য তোলা হয়েছে, তার জন্য আমি ওনাকে আমার অভিনন্দন জানাই এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই যে এইটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সুরে এর প্রকৃত অর্থটাকে তুলতে গিয়ে আড়াল করে দিয়েছেন সেটা অবশ্য সমর্থন যোগ্য নয়। মাননীয় সদস্য তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে বার বারই টি, এন, ভি-র, সঙ্গে জড়িত উপজাতি যুব সমিতি ও কংগ্রেস ই) কথা বলছেন। অথচ সবচেয়ে আসল যে কথা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের নেতা বিজয় রাংখলের যে কথা সেটাকে তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের স্রষ্টাকর্তাকে বিজয় রাংখলের কথা মাননীয় সদস্য এর মুখ থেকে একবারও বাহির হল না। যেন এই টি. এন, ভি-র, প্রতিষ্ঠাতা বিজয় রাংখলের সঙ্গে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের গোপনে আলোচনার কথা ত্রিপুরার মানুষ জানে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে মিটিং করতে গিয়ে নিজের স্বার্থে গোপনে বিজয় রাংখলের সঙ্গে আলোচনা করার যে তথ্য পত্রিকার ফাঁস হচ্ছে সেটাও বলেন নি। আমরা দেখেছি দিন দিন ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের তৎপরতা বেড়েই চলেছে, অথচ আজ পর্যন্ত এই সরকার একজন উগ্রপন্থী বা বৈরীকে ধরতে পারেন নি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই মুখ্যমন্ত্রীওতো একদিন বৈরী ছিলেন, কাজেই তিনি নিশ্চয়ই বৈরীদের আত্মগোপন করার জায়গাটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখেন। ত্রিপুরার কংগ্রেস আমলে ১৯৫২ হতে ত্রিপুরার বৈরীর অবস্থার সময় তিনি খোয়াই থেকে সাব্রুম পর্যন্ত বৈরী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। আর আজকে ত্রিপুরার একজন বৈরীকেও তিনি ধরতে পারছেন না, অথচ সেই বনাঞ্চল ও পাহাড় অঞ্চলটি সম্পর্কে তিনি খুব ভালভাবেই অবগত আছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যার হাতে নাকি স্বরাষ্ট্র দপ্তরটি আছে তিনি ১৯৭৮ থেকে আজ ১৯৮৪ পর্যন্ত একজন বৈরীকে ধরতে পারেন নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এইটা

পরিষ্কার যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে দলের নেতা এবং পরিপূর্ণ সদস্য সেই দলইতো পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন নিয়ে আজকে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। আজকে জ্যোতিবাবুও তাদের সমর্থনে কথা বলছেন, বলছেন আমরা পাঞ্জাবের এই আন্দোলনকে সমর্থন করি।

আজকে সারা ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার সূচনা ১৯৫২ সালে হয়েছে আজকে সেটাকে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। কেন্দ্রে জনতা সরকারের আমলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা হয়েছিল। আজকে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় যেমন পাঞ্জাবে খালিস্থানের নাম দিয়ে, ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের মদতপুষ্ট হয়ে টি, এন. ভি, মানুষের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা বলুন, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল বলুন সর্বত্র কি চলছে? কারা এদেরকে মদত দিচ্ছে? তারা ত মদত পাচ্ছে চীন থেকে। আজকে মণিপুরে, মিজোরামে সর্বত্রই তো চীনের অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতাকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেওয়ার জন্য চীনের মদতপুষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্ম করছে। ইন্দিরা গান্ধী যদি চেষ্টা না করতেন তাহলে ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। ত্রিপুরা সরকারও তার মোকাবিলা না করে বরং বিজয় রাংখল প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদিদেরকে সরকার হাজার হাজার টাকা দিয়ে মদত দিচ্ছেন। আজকে আমরা দেখছি ঐ বিজয় বাবু জনসাধারণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তারপরেও আমরা দেখলাম সরকার এসব ঘটনাগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে আরেকটু সময় দিন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি কার সময় দেব।

শ্রীজওহর সাহা :— ঐ বিজয় বাবুরা নিরহ মানুষকে হত্যা করছে। কূর্মা গাঁও-সভার শূন্যরাম রিয়াং-এর বাড়ীতে উগ্রপন্থীরা খাওয়া-দাওয়া করেছে। তিনি একজন সি. পি. এম সমর্থক। তারপরে গ্রামগুলিতে ঘটনা করে। সেদিন ২টার সময়ে নৃপেনবাবুর মিটিং ছিল তারপরে রাত্রি ৯ টার সময়ে এই ঘটনা সরবুং-এ। বিনন্দবাবুরা আত্ম-সমর্পন করার পরে তাদের অস্ত্রগুলি কোথায় নৃপেনবাবু জানাবেন কি?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীজওহর সাহা :— আগে থেকে ব্যবস্থা নিলে রাজ্যে এ সমস্ত না। আমি আশা করি সরকার এ সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবিলা করবেন, এ আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী টি, এন, ভি-র কার্যাকলাপ সম্পর্কে যে শর্ট ডিসকাশন এনেছেন সেটা ত্রিপুরার জন্য খুবই ভাল কিন্তু আমরা দেখছি তিনি আসল বিষয়টাকে বিকৃত করে খৃষ্টান ধর্মকে নিয়ে নানা কথা বলেছেন তাতে তিনি হাউসকে মিস গাইড করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেছেন নবীন ত্রিপুরা টি, ইউ, জে, এসের সদস্য যদি তাই হত তাহলে কাঠালছড়ায় উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের উপর হুমকি দিয়েছে কেন? ছামনুতে যে সি, আর, পি, এফের এসিট্যান্ট কমাণ্ডেণ্ট খুন হয় তাতে এমন একজনের নাম করা হয় যে কোন দিন একসট্রিমিণ্ট ছিল না। এভাবে মিথ্যা কথা হাউজে প্রকাশ করছেন এর আসল উদ্দেশ্য হল হাউসকে মিস-গাইড করা। ত্রিপুরার সমস্ত খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তিনি নানা কথা বলেছেন। বিগত বিধান সভায় আমাদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে মিশনারীদের কোথায় থেকে টাকা আসে সেগুলি দেখানোর জন্যও জানানোর জন্য। কিন্তু রাজ্য সরকার তার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

শ্রীসমীর কুমার নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য বার বার মিথ্যা শব্দটি উচ্চারণ করছেন, এটা তো আন-পার্লামেন্টারিয়ান শব্দ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য "মিথ্যা" শব্দটা আন-পার্লামেন্টারি।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি বামফ্রণ্ট সরকার উগ্রপন্থীদেরকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কার্যাকলাপ চালাচ্ছেন। ত্রিপুরার সমস্ত বিরোধীদেরকে কোণঠাসা করার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার এসব করছেন। তারজন্যই বামফ্রণ্ট সরকার একজন উগ্রপন্থীকেও গ্রেপ্তার করতে পারছেন না। তারজন্যই সি আর. পি. কর্মীরা খুন হয়। রাজ্যের সৈনিকরা গুলিবিদ্ধ হয়। আসলে বামফ্রণ্ট সরকার হিংসার মনোভাব নিয়েছেন বিরোধীদের কোণঠাসা করার জন্য। আমি আবেদন করব তারা যেন সে মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং সত্যিকারের একস্ট্রিমিষ্টদের গ্রেপ্তার করেন, তাদের শাস্তি দেন। বিনন্দ জমাতিয়ার সারেণ্ডার নিয়ে রেডিও ব্রডকাষ্ট হল, প্রচার হল কিন্তু তারপর কি হল তার আলোচনা করুন এবং সত্যিকারের আলোচনায় আসুন। কিন্তু আপনারা যেভাবে আলোচনা এনেছেন সেটা সম্পূর্ণ বাস্তবের পরিপন্থী।

আজকে বামফ্রণ্ট সরকার শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ দিচ্ছেন। কিন্তু তারা নিজেদের দোষ দেখছেন না। তারা উপজাতি যুব সমিতির উপর দোষ দিচ্ছেন জনগণকে বিভ্রান্ত করবার

জন্যে। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, বামফ্রন্টের কথায় ও কাজে কোন মিল নেই। এই যে, উগ্রপন্থীরা যারা দেশের শত্রু, ত্রিপুরা রাজ্যের শত্রু, জনগণের শত্রু তাদের আস্কারা দিচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্টের নিকট থেকে আস্কারা পেয়ে উপজাতি যুবকরা উগ্রপন্থীদের দলে নাম লিখাচ্ছেন। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার অসত্য ভাষণ দিয়ে এই হাউসকে তথা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এই হাউসে উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই বলে মিথ্যা কথা বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করা অন্যায়। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই উগ্রপন্থীদের দমন করার, তাদের এরেস্ট করা এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা দেখেছি বিভিন্ন স্থানে উগ্রপন্থীদের হামলায় শাসক দলের সমর্থকদের বদত রয়েছে। সুতরাং আজকে উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে আলোচনা করছেন তাদের দমন করার জন্যে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, অথবা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই উগ্রপন্থীদের সৃষ্টি হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। সুতরাং এই উগ্রপন্থীদের দমন করার জন্য সরকার সচেষ্ট হোন, এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসিত আলী।

সৈয়দ বাসিত আলী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে এই হাউসে আলোচনা চলছে আমি সেই সম্পর্কে দু একটা কথা বলতে চাইছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যে পাশাপাশি দুটি সরকার চালু রয়েছে একটি নির্বাচিত সরকার আর একটি উগ্রপন্থী সরকার। এটা ভারতের জাতীয় সংহতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক গ্রাম ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাসকারী জনগণের উপর. একচেটিয়া ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলছে উগ্রপন্থী সরকার। তারা জোর জবর করে পাহাড়ী এলাকা থেকে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে, ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে, সরকারী বা বে সরকারী কর্মচারীদের নিকট থেকে চাঁদা, কর বা রাজস্ব আদায় করছে। কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তাকে নির্বিবাদে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। অপর দিকে চলছে বামফ্রন্ট সরকার এবং তার তাঁবেদার শ্রেণীর কর্মচারীদের শাসন। এরা জোর জবরদস্তি করে সাধারণ কর্মচারীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় অথবা মিছিলে মিটিং-এ যেতে অরাজী হয় তবে তাকে উগ্রপন্থী সরকারের শাসনাধীন এলাকায় বদলী করে দেবার হুমকী দেখানো হয়। ফলে ভয়ে ভয়ে কর্মচারীরা, সাধারণ মানুষ চাঁদা দেন, মিছিলে যান গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে হরতাল হয়ে গেল তার আগের দিন যে মিছিল করা হয় সে মিছিলে যোগদানকারী অনেকেই বলছেন যে, তারা ভয়ে সে সব মিছিল মিটিং করছেন— পাছে তারা উগ্রপন্থীদের এলাকায় বদলী হয়ে যান। সুতরাং আজকে আমরা দেখছি যে, কি বামফ্রন্ট

সরকার কি উগ্রপন্থীদের সরকার এই দুই সরকারের ভয়ে মানুষ মৃত্যুর দিন গুনছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে তারা অনেকেই অভিমত দেন যে, যে-কোন সময় ৮০ সালের জুনের দাঙ্গা আবার লেগে যেতে পারে। তাই তারা সকলেই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই তো সেদিন আগরতলা আসার পথে ডলুবাড়ীতে একটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে টি, এন, ভি, সরকারের পতাকা উড়ছে। পতাকা কিসের সেটা জানতে চাইলে স্থানীয় জনসাধারণ এটা আমাদের জানান। তারা আরো বললেন যে, দুই তিন দিন আগেও নাকি তুলাছড়া বাজারে উগ্রপন্থীরা তাদের সরকারের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে গেছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই উগ্রপন্থীদের দমন করবার জন্যে বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের চাহিদামত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ বাহিনী পাঠাচ্ছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সে পুলিশ. সি, আর, পি. এফ, বাহিনীকে সঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন না ফলে পাহাড় অঞ্চলে উগ্রপন্থীরা অবাধে চলাফেরা করছে, উগ্রপন্থী শাসন কায়েম করছে।

গত বৎসর কুমারঘাটের বি, ও, সি'তে লোক মারা গেল এবং সেখানে লুটপাট হলো। সেই সম্পর্কে আমি কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা বলছেন রাজ্য সরকারকে আমরা ইনফরমেশান দিয়েছি। অথচ উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ তাঁরা দমন করছেন না। সুতরাং আজকে যে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ চলছে তাতে আমি দাবী রাখছি রাজ্য সরকারের কাছে ত্রিপুরাবাসীর জীবন নিরাপদ করতে এবং সরকারী পর্য্যায়ে তাদের এতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই ব্যাপারে তৎপর হতে বলব এবং এই আবেদন জানিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরসিকলাল রায়। আপনার বক্তব্য দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে শর্ট ডিসকাশন এনেছেন ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী তৎপরতা সম্পর্কে, সেই প্রসঙ্গ বলতে গেলে বলতে হয় যে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী সমস্যা একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোচনাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই যে উগ্রপন্থী হামলার ব্যাপারে আলোচনাটা সেই আলোচনা করতে গিয়ে উনি অতি সংগোপনে দায়ী করতে চেয়েছেন কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতিকে। কিন্তু এটা তো একটা সরকারের দায়িত্ব। যে-কোন দলই হোক না কেন ত্রিপুরা বাসীদের রক্ষা করতে গিয়ে সরকারের উগ্রপন্থী দমনের দায়িত্বটা পালন করতে হবে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার কি করে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান করেছেন? সেটাও লক্ষ্য করা উচিত। উগ্রপন্থীরা হামলা করছে সত্য। কিন্তু কাদের মদতে ত্রিপুরায় এই মানুষ খুন করছে তারা? আমরা পরিষ্কার দেখেছি বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যে বিনন্দ জমাতিয়া, একটা উগ্রপন্থী নেতা হিসাবে যিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন সরকার তাকে রেহাই দিয়েছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাকে সরকারী গাড়ীতে বসিয়ে মার্কসবাদী পার্টির ভোটের প্রচারে নামিয়েছিলেন এবং সে এমন কথাও নির্বাচনী জনসভায় বলেছে যে বিনন্দ জমাতিয়ার রাইফেলে

এখনও মরচে ধরে নি। সরকারী গাড়ীতে চড়ে যদি তিনি এই মন্তব্য করতে পারেন তাহলে সরকার যে উগ্রপন্থী দমন করবেন না সেটা সহজেই বুঝা যায়। এটা কি ধরণের সরকার? সুতরাং এই ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী সৃষ্টি হওয়ার জন্য দায়ী মার্কসবাদী পার্টি। একটা লোকও আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয় নি উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য। সোনামুড়ায় নদীর পারে একজনকে খুন করেছিল। কিন্তু পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট হাকিমের সামনে হাজির করতে পারেন নি। (রেড লাইট) সুতরাং আমি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের অনুরোধ করছি যে ত্রিপুরায় উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণায় আপত্তি করবেন না। তবে আপত্তি শুধু এই কারণে হতে পারে যে যদি সামরিক বাহিনী আসে ত্রিপুরাতে তাহলে মার্কসবাদী পার্টির লোকেরা রক্ষা পাবেন না, সেজন্যই এটাকে তারা বিরোধীতা করছেন। সুতরাং এটা থেকেই বুঝা যায় যে প্রকারান্তরে বামফ্রন্ট সরকার উগ্রপন্থীদের সাহায্য করছেন এবং এইভাবে আমার দেশের লোকদের খুন করাচ্ছেন। এই বামফ্রন্ট সরকার উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছেন, তাদের ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং কোন্ দিন কোন্ থানা লুঠপাট হবে সেটাও তারা আগে থেকেই জানেন। সেটা নৃপেনবাবু এবং দশরথ দেব ভালভাবেই জানেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উগ্রপন্থী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের কাছে আবেদন করছি ত্রিপুরাসীকে বাঁচাবার জন্য উনারা যেন সক্রিয় হোন। এই অনুরোধ রেখেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি আর কোন্ সদস্যকে সময় দিতে পারছি না। কারণ টি, ইউ. জে. এস এবং কংগ্রেস (আই)-এর মাননীয় সদস্যরা অনেক সময় নিয়ে নিয়েছেন। এবার আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার. স্যার, আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি প্রথমে যারা টি. এন. ভি. এর হাতে জীবন দিয়েছেন তাঁদের প্রতি এই হাউসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের মধ্যে যেসব আমাদের অফিসার, জোয়ান এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা তাদের হাতে জীবন দিয়েছেন তাঁরা এই দেশে এবং আমাদের রাজ্যে শহীদের স্থান লাভ করেছেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাঁরা আমাদের এখানে এসেছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের এখানের মানুষের জীবন জীবিকা এবং অন্যান্য দিক থেকে যাতে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে অগ্রসর করা যায় সেজন্য এবং তাঁদের অবদান আমরা চিরদিন স্মরণ রাখব।

মাননীয় স্পীকার. স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদারকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি ঠিক বুঝেছেন যে এই সরকারটা গঠন হওয়ায় পরই উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে এবং তার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল টি. ইউ. জে এস-এর পক্ষ থেকে ১৯৭৯ সালে। সেই নোটিশের কপি আমার কাছে আছে এবং তার অধিনায়ক ছিলেন বিজয় রাংখল। সেখানে মন্ত্রীদের নাম ছাপিয়ে তারা একটা স্বাধীন ত্রিপুরা সরকার গঠন করার জন্য এবং বিজয় রাংখল বাংলাদেশে গেলেন ৮০-৮১ সালে এবং তখন এম. এন, এফ, থেকে রাইফেল পেয়েছিলেন তার ছেলেদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। ১৯৮২-৮৩তে চুনীকলাই অস্ত্র যোগাড় করল। তারপর জেনারেল ইলেকশান এল এবং সেই জেনারেল ইলেকশান বানচাল

করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। যখন আমাদের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের উপর বোমা নিক্ষেপ করলো, চুনিকলই স্বীকার করেছেন যে 'আমার ছেলেরা বোকা। দশরথ দেবের একটা মাংসের টুকরোও পাওয়া যেতনা, আবার ইলেকশান' কাজেই তাঁরা যে বলছেন যে নৃপেন চক্রবর্ত্তী সৃষ্টি করেছেন এবং বিরোধী দলের একটা লোকও খুন হলো না এবং তার পরেও তাঁরা যে গল্প সুরু করেছেন, এটা মাসির গল্প আগষ্ট ৮২ তে তারা বিজয় রাংখলকে তার বাড়ী থেকে কিডন্যাপ করে বাংলাদেশে নিয়ে গেল। বিজয় রাংখল এর আগে আত্মসমর্পণ করে তার আত্মসমর্পণের চিঠি আমাদের সরকারের কাছে আছে যে সংবিধান মেনে গণতান্ত্রিক পথে গণতান্ত্রিক জীবনে আমরা ফিরে আসব এবং এই যে হাজার হাজার টাকা আমরা দিয়েছি সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং আষাঢ়ে গল্প।

এমন গল্পও বলা হচ্ছে যে আমরা নাকি বিজয় রাংখলকে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করেছি, যারা এটা বলছেন, তা তাদের কাছে গল্পই, আসলে যা ঘটেছে, সেটা হল টি, এন, ভি, তাঁকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় এবং নভেম্বর ৮২তে যখন চুনী কলই এবং বিজয় রাংখল আত্মসমর্পণ করবে বলে এক রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছিলেন, তখনই টি, এন, ভি, এই কাজটা করে। এরপর জুলাই ৮৩ থেকে এপ্রিল ৮৪ পর্যান্ত এইসব এ্যাক্ট্রিমিস্ট এ্যাক্টিভিটিজ যখন চলতেছিল, তখন বিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন, শুধু এ, টি, পি, এল, ওর সদস্যরাই আত্ম সমর্পণ করেন নি, মোট ১৭৬ জন আত্ম সমর্পণ করেছেন, তাদের মধ্যে ২৭ জন টি, এন, ভি,-এর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৩ তে ৫টি ইনসিডেন্ট হয় এবং ১৯৮৪ তে টি, এন, ভি দেখা গেল যে দাম্বাবাড়ীতে কিছু পোস্টার লাগিয়েছে ১৬ শে জানুয়ারীর প্রাক্কালে, তার থেকে বুঝতে পারা গেল যে তারা কিসের জন্য সংগ্রাম করছে, সেই পোস্টারে রয়েছে টি, এন, ভি, ডিনাউনসড গ্রিটিংগস উইথ বুলেট দি ইণ্ডিয়ান রি-পাবলিক ডে। টি, এন, ভি, অলসো ডিন ই গুড খ্যাট দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ইজ নট ফর রিফিউজিস, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ইজ অনলি ফর ট্রাইবেলস। টি, এন, ভি, স্ট্রাগলড ফর দি ইউনাটেড নর্থ-ইয়েস্টার্ণ ট্রাইবেলস স্টেটস এ্যাণ্ড সাপোর্ট খালিস্থান ফর পাঞ্জাব। কাজেই যারা সন্দেহ করছেন যে টি, এন, ভি, বিচ্ছিন্নতাবাদী দল নয়, তাদের সেই শ্লোগানগুলি এখানে উপস্থিত করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ শ্লোগানগুলিই আমাদের এখানকার টি, ইউ, জে, এদের শ্লোগানেরই অন্তর্ভুক্ত। টি, এন, ভির আক্রমণাত্মক কাজকর্মগুলি আবার দেখা গেল পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে শুরু করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেও সেগুলি অব্যাহত রেখেছে ১৯৮৪ তে এই পর্যান্ত তারা প্রায় ৩০ টির মত ইনসিডেন্ট করেছেন, সেগুলির বিস্তারিত দেওয়ার সময় এখন আমার নেই, তবে সংক্ষেপে বলবো যেমন টি, এ, পি র উপর আক্রমণ, সি, আর পি-র উপর আক্রমণ, করেষ্ট কর্মচারীদের উপর

আক্রমণ করে তারা অনেক খুন খারাপি করেছেন। এছাড়া কিছু কিছু হাট বাজার এবং ব্যবসায়ীদের মত নিরীহ লোকদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের খুন করেছেন। তবে এই সম্পর্কে সংখ্যার দিক থেকে কিছু গরমিল আছে বলে যারা বলছেন, তা আদৌ ঠিক নয়। এর মধ্যে কোন গরমিল নেই, কারণ দুই দিক থেকেই এর একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে। আমি যেটা বলতে চাইছি, সেটা হল, এই যে সন্ত্রাসবাদী কাজ কর্ম হচ্ছে, এটা শুধু আমাদের ত্রিপুরাতেই সীমাবদ্ধ নয়, মিজোরামে ১৯৬৩ থেকে এটা শুরু হয়েছে এবং লাল ডেঙ্গা-১৯৭৮ থেকে বাংলাদেশে যারা টি, এন, ভি-র লোক রয়েছেন, তাদের সংগে যুক্ত হয়েছে অমরপুর রেঞ্জে এম, এন, একের, একটা অংশ, তখন থেকেই এটা স্বীকৃত হয়েছে। মনিপুরে প্রি-পাক, পি, এল, ও, ইত্যাদি পার্টি রয়েছে। আজকে যারা এটা বলার চেষ্টা করছে যে বাম ফ্রন্টই এটা সৃষ্টি করেছে, তাহলে তো আমাকে বলতে হয় যে বাম ফ্রন্ট লাল ডেঙ্গা এবং এম, এন, এফকেও সৃষ্টি করেছে, তাদের এই সব আষাঢ়ে গল্প, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যখন আমরা এই নিয়ে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করেছি, এমন কি এই ধরনের আষাঢ়ে গল্প কংগ্রেস (আই)-র দায়িত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্যেও কেউ কেউ এখানে উপস্থিত করেছেন। রসিক বাবু বললেন তাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কারণ অভ্যাস বশতঃ তিনি অনেক সময় এই ধরণের করে থাকেন। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ লোকেরা যদি এসব করেন, তখনই সত্যি খারাপ লাগে। নাগাল্যাণ্ডেও এই রকম একটা দুইটো দল আছে, যেমন নাগা সোসাইলিষ্ট কাউন্সিল এবং নাগা ফেডারেল আর্মি, আসামেও এই রকম দল আছে, যেমন আম্সু, এ, এ, পি, এল, ও, ইত্যাদি। ১৯৮০ সালে প্রথম যখন ডিব্রুগড়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের আদিবাসীদের একটা সম্মেলন হয়, সেই সম্মেলনে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরাও অনেকে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে হিতেন বোস নামে একজন সন্ত্রাসবাদী নেতা টি, ইউ, জে, এসের সদস্যদের সংগে সাক্ষাত করেন এবং তিনি আত্মগোপন করে সেই সম্মেলনে উপস্থিত হন। সেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এটেমপ্ট টুবি মেইড হ্যাড ওযান আর্মি, এদিক থেকে একটা চেষ্টা রয়েছে। তারপর বিজয় রাংখল জেনারেল এরসাদের সংগে ঢাকাতে ১৭ই মে ১৯৮৪ তে দেখা করেছেন এবং বাংলাদেশ সরকার টি, এন, ভি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। টাকা আসে ওয়েষ্টার্ণ কান্ট্রিগুলি থেকে যেমন আমেরিকার থেকে, কানাডার থেকে এবং পশ্চিম জার্মানীর থেকে। আর এখানে বলা হচ্ছে আমরা নাকি চার্চের বিরুদ্ধে কথা বলছি, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি চার্চের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি। কারণ মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে যখন কংগ্রেস রাজত্বে এনটি কনভার্শান এ্যাক্ট অরুণাচলে চালু করেছিল, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সেই এ্যাক্ট চালু করতে অস্বীকার করি। আমাদের এখানে চার্চের লোক রয়েছেন, যেমন মাদার টেরেসা,

তাঁকে আমরা একটা বিরাট সম্পত্তি দিয়েছি, শুধু আগরতলা শহরেই নয় কুমারঘাটেও দিয়েছি। কাজেই মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় জানেন যে আমরা চার্চের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিনি, আর যারা চার্চকে অস্ত্রাগার হিসাবে ব্যবহার করেছে, যেমন স্বর্ণ মন্দিরকে ভিন্দ্রেওয়ালা ব্যবহার করছেন, আমরা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি. কারণ এটা আমাদের কাছে জাতীয় সংহতির প্রশ্ন। তা সত্বেও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এসব কথা এখানে বলছেন, যেটা তাদের নেতৃত্ব আমাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কখনও করেন নি যে মার্কসবাদীরা খালিস্থানের দাবীকে সমর্থন করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, টি. এন, ভি-র সংগে টি, ইউ, জে, এস-এর যে যোগাযোগ রয়েছে তার অনেক তথ্য আমি এখানে দিতে পারি। কারণ এই কিছু দিন আগে আমি একবার মানিকপুর গিয়েছিলাম, আমি যখন যেখানে যাই, তখন অভিরাম ত্রিপুরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি শ্যামাচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে অভিরাম ত্রিপুরা কে? তিনি টি. ইউ, জে, এস, করতেন কিনা এবং তিনি বাংলাদেশে কতদিন ছিলেন? তার সঙ্গে টি, ইউ, জে এসের যোগাযোগ আছে, এটা এখন তারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন না, অন্য দিকে যে মোকা ডার্লং-এর কথা বলা হচ্ছে- সে টি. এন ভি, এ্যাক্সট্রিমিষ্ট নয়। মোকা ডার্লং তিনি একটা চাকুরী নিয়ে সেখানে যান, তিনি আগে টি, ইউ, জে. এস, করতেন, টি, এন ভি, এ্যাক্সট্রিমিষ্ট বলে তাকে কোন পুর্নবাসন দেওয়া হয় নি। অন্য দিকে সেখানকার আর একজন ভুয়া ডার্লং, যিনি আগে এ্যাক্সা ট্রমিষ্ট ছিলেন, তিনি সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আজকে বুঝতে হবে, তারা যে বলছেন একজন লোককেও এরেষ্ট করা হয় নি, এটা ঠিক নয়। স্যার, আমার কাছে ২৭ জনের একটা লিষ্ট আছে সেই লিষ্টের মধ্যে যে নামগুলি আছে, তারা যদি জানতে চান, আমি দিতে পারি যে তারা কারা, তারা টি, ইউ, জে, এসের লোক কিনা, তারা কোথায় থাকেন। তারা আরও দেখতে পারেন যে আমাদের দলের লোক যারা, তারা আদৌ বাংলাদেশে যান কিনা, এই রকম একটা লোকও তারা দেখাতে পারবেন না, এটা চেলেঞ্জ করতে পারি।

যে-সব চিঠি বিজয় রাংখল প্রধান মন্ত্রীর কাছে দিয়েছেন তার তারিখ হচ্ছে ৪,৪,৮৪ ইং সেই চিঠিতে তিনি এটা গোপন রাখেন নি যে তারা ভারতবর্ষের মধ্যে থাকতে ইচ্ছুক নন। তারপর আছে ধনঞ্জয় ত্রিপুরার চিঠি সেই চিঠির মধ্যেও একই বেশ, তার সবটাই হচ্ছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নয়। ধনঞ্জয় ত্রিপুরার চিঠিতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে এটা রিফিউজি সংক্রান্ত এই গভর্ণমেন্টকে আমরা টলারেট করবনা মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করে আনছি—এটা প্রশ্ন নয় এই টি, এন, ভি, কে ক্র্যাশ করা হবে কি না, আমরা আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে তাদের ক্র্যাশ করব। কারণ

তাদের সংগে সাম্রাজ্যবাদীদের যোগাযোগ আছে, সি. আই. এ.-র যোগাযোগ আছে, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ রয়েছে. কাজেই তাদের সম্পর্কে কোন দুর্বলতার সুযোগ কোথাও নাই। আর যেটা আমি দুঃখের সঙ্গে মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে, যারা ক্যাম্প ছেড়ে আসছে সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তাদের রক্ত চাই—এই কথাটা কারা বলতে পারে। এই করে নৃপেন চক্রবর্ত্তীর গভর্ণমেন্টকে অপসারিত করা যাবে না। স্যার, এদের ক্র্যাশ করতে হবে কারণ তারা সি. আই. এ.-র এজেন্ট, এরা থাকলে গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করবে এবং এই কথা মাননীয় সদস্যদের আবার জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি কালীদাস দেববর্মা দিয়েছে, এই ভাবে আরও অনেকে দিয়েছেন বাঙ্গালী ট্রাইবেল অনেক রক্ত আমরা দিয়েছি, অথচ আশ্চর্য্য উদের গাঁয়ে একটা আচড়ও লাগে না। আমাদের ১০০ জন লোক তারা বাড়ী ঘর ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকতে হচ্ছে একজন নির্বাচিত প্রধান তাঁকেও বাড়ী ছেড়ে থাকতে হচ্ছে—আর মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল বলছেন তিনি ভয়ে বাড়ীতে থাকতে পারছেন না। একদিনও তিনি পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলেন? কাজেই এই সমস্ত গল্পতে ত্রিপুরার মানুষ ভুলবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে তাদের দমন করা হবে কিনা, হ্যাঁ দমন করা হবে কিন্তু তার আগে শত্রুকে চিহ্নিত করতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী চিহ্নিত করছেন না—বিদেশীর এজেন্টদের নাম বলছেন না। একবার মাত্র বলেছিলেন কিন্তু তারপরই তিনি সেটা উইড্র করে নিলেন। কাজেই নাম বলতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে এরা এরা এই টি, এন. ভি-দের সাহায্য করছে। নইলে এদের রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করা যাবে না। নাম বলতে হবে যে এই এই জায়গায় ট্রাইবেলদের মধ্যে বেস আছে, কংগ্রেসের মধ্যে এরা এরা এজেন্ট. এরা সি. আই. এ.-র এজেন্ট—নইলে আমরা উদের রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করতে পারব না। এখানে বলা হচ্ছে যে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। যারা এই স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কাজেই আমি মাননীয় বিধায়ক শ্রীমজুমদারকে জানাচ্ছি যে ৩০ বছরে সেখানে সমস্যার সমাধান হয় নাই সেখানে এত তাড়াতাড়ি এইভাবে এক দলের রাজত্বে এই ভাবে সমাধান হবেনা। কাজেই তাঁরা যদি মনে করেন যে ভারতবর্ষের ৭০ কোটি মানুষের মাথা একটি মাত্র দলই শাসন করবে তাহলে আমি দুঃখিত আমাদের দল আপনাদের এই ব্যাপারে অবলাইজ করতে পারলাম না এবং তাদের চিহ্নিত করে তাদের নক আউট করতে হবে, তাদের পরিচয় টি, এন, ভি, হউক বা টি, ইউ, জে, এস, হউক আর কংগ্রেস (আই) হইক, তাদের নক আউট করতেই হবে। এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা আণ্ডার এস্টিমেট করি না। হাউস আণ্ডার এস্টিমেট করছে না। সেজন্য আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং আমরা সব দলের সহযোগীতা চাই

এটা নয় যে আমরা সব দলের সহযোগীতা চাই না। আমরা সব দলের সহযোগীতা নিয়ে আমি আশা করব যে আমরা এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারব। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং বেলা ১১ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 23

Name of the Member :— Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গৌহাটি হাইকোর্টে বর্তমানে ত্রিপুরার কয়টি মামলা জমা হয়ে আছে ;

২। উপরোক্ত মামলাগুলি পরিচালনার জন্য ত্রিপুরাতে হাইকোর্টের ব্রাঞ্চ বছরে সাধারণত কতবার বসে ;

৩। ত্রিপুরায় পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট গঠনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করছেন কি ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট গঠনের প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনা করছেন না।

Admitted Un-starred Question No. 24.

Name of the Member :— Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। সূর্যমণি নগরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী তৈরীর কাজ কবে পর্যন্ত শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ;

২। উক্ত কাজের জন্য এ পর্যন্ত কত টাকার সংস্থান করা হয়েছে ?

ANSWER

১। এই বছরের মধ্যেই শুরু করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

২। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রেখেছে এবং রাজ্য সরকারও সমপরিমাণ টাকার সংস্থান রেখেছে।

Admitted Starred Question No. 72

Name of the Member :—Shri. Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে স্থানীয় জনসাধারণ বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস খোলা হচ্ছে না ;

২। সত্য হইলে তাহার কারণ ;

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER.

Minister-in-charge : Shri. D. Deb.

১। হাঁ।

২। অর্থাভাব।

৩। না।

Admitted Starred Question No. :—75

Name of the M. L. A. :— Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯৮৪ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা

সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ, হিসাবে ১৫ মাসের যে অর্থ Provident Fund এবং Postal Savings Bank-এ জমা ছিল সেই অর্থ এ পর্য্যন্ত কতজন সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীকে Payment করা হইয়াছে ;

২। যে সকল কর্মচারীকে এখন পর্য্যন্ত উক্ত টাকা Payment করা হয় নাই তাহাদিগকে সেই টাকা Payment করা হবে কিনা ;

৩। হলে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ;

৪। ইহা কি সত্য অনেক কর্মচারীর উক্ত ডি, এ,-র টাকা এখনো Provident fund-এ জমা পড়ে নাই ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Finance Department: Chife Minister.

১। ১৯৮৪ সালের ১৬ই মার্চের সরকারী আদেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় হারে মঞ্জুরীকৃত ডি, এ-র উল্লেখিত সময়ের যে টাকা Provident Fund-এর Special Account-এ জমা ছিল, তাহা ১লা এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং হইতে কর্মচারীদের নিজ নিজ Provident Fund-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ টাকা এখন হইতে কর্মচারীগণ Provident Fund Rules-এর নিয়মানুসারে নিজ নিজ প্রয়োজনে তুলিয়া লইতে পারেন।

বেসরকারী কর্মচারীরাও অনুরূপভাবে Postal Savings Account-এ কেন্দ্রীয় হারে মঞ্জুরীকৃত উল্লেখিত সময়ের জমা টাকা তাহাদের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে তুলিয়া লইতে পারেন।

(২) ও (৩): প্রশ্ন উঠে না।

৪। এ রকম কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ অর্থ দপ্তরের গোচরে আনা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 78

Name of M . L.A. :—Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। সমগ্র ত্রিপুরায় উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী ও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকদের চূড়ান্ত

Seniority List প্রকাশ করা হয়েছে কি ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No.—100

Name of M. L. A. :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

Question

১। বর্তমানে রাজ্যে বালোয়ারী শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষকের সংখ্যা কত ;
২। বর্তমানে রাজ্যের সব কয়টি বালোয়ারী কেন্দ্রে এস. ই. ডাব্লু আছে কি ;
৩। না থাকিলে কয়টি কেন্দ্রে নাই ; এবং
৪। উক্ত কেন্দ্রগুলিতে কবে নাগাদ এস ই ডাব্লু নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ;
৫। এস ই ডাব্লু নিয়োগ করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয় কি ?
৬। যদি না হয়, তাহলে তার কারণ ?

Answer

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister, Shri Dasaratha Deb.

১। বর্তমানে রাজ্যে বালোয়ারী শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ১১৭১টি এবং শিক্ষকের সংখ্যা—১৪৩২ জন।

২। না।

৩। ১২৯টি কেন্দ্রে নাই।

৪। যে সমস্ত কেন্দ্রে এস. ই. ডাব্লু নাই সে সমস্ত কেন্দ্রে যত তাড়াতাড়ি এস. ই. ডাব্লু. পোষ্টিং দেওয়া যায় সে ব্যাপারে সমাজ শিক্ষা দপ্তর হইতে যথাযথভাবে উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে।

৫। রাজ্য-সরকারের চাকুরী নীতি অনুসারে চাকুরী দেওয়া হইয়া থাকে।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 101

Name of M.L.A :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

১। ১৯৮৭ ইং সনের ৩০শে জুনে চেলাগাং হাইস্কুলে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

২। উক্ত শিক্ষকদের মধ্যে কতজন স্নাতক ডিগ্রিধারী ; এবং

৩। উক্ত স্কুলটিতে কত শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে ?

Answer

Minister-in-charge :— Shri Dasaratha Deb.

১। উক্ত সময়ে ঐ বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষক এবং ২৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল (প্রাথমিক স্তরে ১৭৬ জন এবং মাধ্যমিক স্তরে ৬৬ জন)। এদের মধ্যে একজন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক, বর্তমানে বেসিক ট্রেনিং-এ আছেন। ই তমধ্যে ২জন স্নাতক ডিগ্রধারী শিক্ষককে অন্যত্র থেকে এই বিদ্যালয়ে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিদ্যালয়ে একজন জীবন বিজ্ঞান শিক্ষক এবং ৪জন প্রাথমিক শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। অচিরেই তা পূরণ করা সম্ভবপর হবে।

২। শিক্ষকদের মধ্যে ১জন স্নাতক ডিগ্রিধারী।

৩। দশম শ্রেণী।

Admitted Starred Question No. 113

Name of M. L. A. :— Smt. Gita Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

১। ভেজিয়ামুড়া সারদাময়ী বিদ্যাপীঠকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি কার্য্যকর করা হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

Answer

Minister-in-charge :— Shri D. Deb

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। নিকটবর্তী এলাকায় বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আছে।

Admitted Starred Question No. 137

Name of the Member :—Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S. A. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) কলকাতা ও দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে কত খানা গাড়ী আছে (আলাদা হিসাব);

খ) এই সকল গাড়ীর তৈল ও মেরামত প্রভৃতির জন্য ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৪ (৩০শে জুন) পর্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হয়েছে; এবং

গ) বিভিন্ন কাজের জন্য প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করা বাবদ উক্ত সময়ে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে?

উত্তর

Minister-in-charge of the S. A. Department :—Chief Minister Shri Nripen Chakraborty.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 138

Name of M. L. A. :—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত বন্যায় কয়টি বিদ্যালয় গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; এবং

২। ইহার মধ্যে কমলপুর মহকুমায় কয়টি ;

৩। ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমায় মেতির মিয়া নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি নদীর পাড় ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ;

৪। যদি সত্য হয় তবে এই বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। ২৮০ টি।

২। ৩২ টি।

৩। হঁ্যা।

৪। স্কুল গৃহটি সরানোর জন্য এস. ডি. ও (পি. ডব্লু. ডি) ও এস. ডি. ও (সিভিল) কমলপুরকে জানানো হয়েছে। তাহারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

Admitted Starred Question No. 140

Name of M L. A :—Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত ধারিয়াথল হাইস্কুল গৃহ সংস্কারের জন্য বিগত (১৯৮৩-৮৪) আর্থিক বছরে এবং চলতি (১৯৮৪-৮৫) আর্থিক বছরে কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে (বছর-ভিত্তিক হিসাব) ;

২। উক্ত স্কুল গৃহ সংস্কারের দায়িত্ব কাহার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল ;

৩। মঞ্জুরীকৃত অর্থের যথাযথ ব্যয়ের হিসাব দায়প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে পাওয়া গিয়েছে কি ; এবং

৪। সংস্কার কার্য্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট হইতে কোন রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে ৭,৫০০ .০০ টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে

এখনও কোন মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই।

২। প্রধান শিক্ষকের অনুকূলে মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।

৩। এখনও পাওয়া যায় নাই।

৪। গৃহ সংস্কারের কাজ এখনও চলিতেছে এইরূপ তথ্য আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 227

Name of the Member :—Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বমোট শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত;

খ) বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department :—Shri B. Dutta.

১। ক) ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট ৫৩,৪১৮ জন মাধ্যমিক ও তদূর্দ্ধ শিক্ষিত বেকার আছেন।

খ) বেকারদের কর্মসংস্থানের সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। সমস্ত বেকারদের চাকুরীর সংস্থান করা ত্রিপুরা কেন, ভারতের কোন রাজ্য সরকারের পক্ষেই সম্ভব নহে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বিভাগে নিয়োগ ছাড়াও বেকারদের ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থার কথা চিন্তা করে সরকার বিভিন্ন স্ব-নির্ভর কর্ম-প্রকল্পসমূহ রচনা করেছেন। যথা :—

ইট ভাটা স্থাপন, সমবায় ভিত্তিতে চা-বাগান গঠন, রাবার শিল্প স্থাপন, সব্জী উৎপাদকদের সমবায় গঠন, সমবায় ভিত্তিতে মোটর পরিবহণ সংস্থা গঠন; হস্ত-তাঁত শিল্পীদের জন্য সহজ সর্তে ঋণ ও কাঁচা মালের বন্দোবস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া বর্তমানে সরকার স্ব-নির্ভর কর্ম-প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও শিল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এই প্রকল্পগুলি হল ১) Laundry Shop স্থাপন ২) সাইকেল

রিক্সা মেরামতির প্রতিষ্ঠান ৩) নাইলন দড়ি তৈরী প্রকল্প ৪) কাঠের আসবাব তৈরী কারখানা ৫) টিন ও লোহার ঝালাই কাজের প্রতিষ্ঠান ৬) রেডিও তৈরী ও মেরামতির সংস্থা স্থাপন ৭) রুটি ও বিস্কুট তৈরীর কারখানা ৮) বাঁশ ও বেতের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ৯) মোটর কারখানা স্থাপন ১০) কর্মাশিয়েল আর্ট ১১) মোমবাতি তৈরীর কারখানা স্থাপন ১২) বেটারী তৈরীর দোকান ১৩) ফটোগ্রাফির দোকান ১৪) স্টীল, ট্রাংক তৈরীর কারখানা স্থাপন ১৫) টার্ণার, ফিটার ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প স্থাপন ১৬) ঝালার দোকান স্থাপন ১৭) কর্মকারের দোকান স্থাপন ১৮) ইলেকট্রিক তার ও বিদ্যুৎ কাজ ১৯) তন্তু-বয়নশিল্প স্থাপন ২০) সেলুন স্থাপন ২১) হাঁস-মুরগী পালন শিল্প ২২) দুগ্ধ-প্রকল্প স্থাপন ইত্যাদি।

Admitted Starred Question No. 174.

Name of M. L. A :—Shri Rashik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্ত্তমানে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কোন কোন মাদ্রাসাকে সরকার অনুদান দেওয়া হইতেছে ;

২। উক্ত মহকুমায় সোনাপুর ইসলামীয়া মাদ্রাসার জন্য অনুদান দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৩। যদি থাকে তাহলে কি ভাবে দেওয়া হইবে ;

৪। যদি না থাকে তাহলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge : Shri Dasaratha Deb.

১। বর্ত্তমানে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত একমাত্র সোনামুড়া ইসলামীয়া মাদ্রাসাকে অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

২। উক্ত মহকুমার সোনাপুর ইসলামীয়া মাদ্রাসার জন্য অনুদান দেওয়ার কোন আবেদনপত্র পাওয়া যায় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 178

Name of M. L. A. :—Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be Pleased to state :—

QUESTION

১। মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের রেকর্ডভুক্ত জমির পরিমাণ কত ;

২। উক্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত (ছাত্র-ছাত্রীর আলাদা হিসাব) ;

৩। মোহনপুরে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৪। যদি থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri D. Deb

১। ৮ একর ৯৭ শতক।

২। ৮০৭ জন (ছাত্র-৪৪২ জন ও ছাত্রী-৩৬৫ জন)

৩। আপাততঃ নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 197

Name of the M. L. A. :—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ১৯৮৪ইং সনের যে মাসের বন্যায় ত্রিপুরার ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলি নির্মাণ ও মেরামত করার জন্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন ; এবং

২। এখন পর্যন্ত কতটি বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামত করার কাজ শেষ হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb

১। ৭, ৬৫, ২০০'০০ টাকা।

২। কাজ চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 209

Name of M. L. A. :— Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য রুদ্রসাগর অন্তর্গত চন্দনমুড়া গ্রামের তপশিলী এলাকাবাসীরা উক্ত স্থানের সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য বহুদিন ধরে আবেদন করছেন ;

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত স্কুলটিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করার কোন সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ;

৩। যদি করে থাকেন, তাহলে ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের আর্থিক বৎসরের মধ্যে উক্ত স্কুলটিকে উন্নীত করা হবে কি না ?

ANSWER

Deputy Chief Minister :— Shri D. Deb

১। হ্যাঁ, গত ২৮/৩/৮৪ ইং তারিখে সর্বশেষ একটি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

২। না।

৩। যথাসময়ে অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই প্রস্তাবটিও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

Assembly Admitted Starred Question No.—326

Name of the Member :—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রাজ্যে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রিকৃত তপশীলি সম্প্রদায় ভুক্ত বেকারের সংখ্যা কত;

২। তন্মধ্যে চাকুরীর বয়:সীমা অতিক্রান্ত বেকারদের সংখ্যা কত;

৩। যে সকল বেকার চাকুরীর বয়সসীমা অতিক্রম করেছে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

উত্তর

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department : Shri B. Dutta.

১। ১৯৮৪ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রাজ্যে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২,০০৪ জন তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বেকার আছেন।

২। তন্মধ্যে ২৬৯ জন বেকারের চাকুরীর বয়:সীমা অতিক্রম হয়ে গেছে।

৩। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সরকার ঐ সমস্ত বয়স অতিক্রান্ত বেকারদের "স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে" যথা সম্ভব বিবেচনা করবেন।

Admitted Starred Question No.—215

Name of M. L. A. :—Smt. Ratna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Socil Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার অধিকাংশ বে-সরকারী বিদ্যালয়ের নির্বাচিত পরিচালক কমিটিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত সরকারী প্রশাসক দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে ঐ কমিটিগুলির জন্য পুণঃ নির্বাচনের ব্যবস্থা না করার কারণ কি ;

৩। উক্ত বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার নির্বাচিত কমিটির হাতে পুণরায় তুলে দেবার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি ;

৪। যদি থাকে তবে কতদিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri Dasartha Deb,

১। গ্র্যান্ট-ইন-এইড বিধি অনুযায়ী কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে।

২। ঐ সমস্ত বিদ্যালয় সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রয়োজনেই প্রশাসক নিযুক্ত রহিয়াছে। পরিস্থিতি অনুকূল হইলেই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে।

৩। হাঁ।

৪। ইতিমধ্যেই দুটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পরিচালন কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাকীগুলি সম্বন্ধে এখনো কোন সময় সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 216

Name of M. L. A. :—Smt. Ratna Prava Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, বিগত ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পর থেকে পাহাড় অঞ্চলে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ নিরাপত্তার অভাবে কর্মস্থলে থাকে না এবং রীতিমত স্কুলেও যায় না ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সরকার সেই সব শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের বিদ্যালয়ে রীতিমত যাওয়া ও সেখানে থাকার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge : Shri D. Deb

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 217

Name of M. L. A. :—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের বিলথৈ দ্বাদশ মান বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শাখা চালু করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ;

২। যদি নেওয়া হয় তাহলে কবে পর্যন্ত চালু হবে ; এবং

৩। উদ্যোগ না নেওয়া হলে তার কারণ ?

উত্তর

Minister-in-charge :—Sri D. Deb.

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে চালু করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 226

Name of M. L. A. :—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় কতটি হাই স্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পরিণত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ; এবং

২। থাকিলে বেহালা বাড়ী হাই স্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে পরিণত করা হইবে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-charge :—Shri D. Deb

১। ১০ (দশ) টি।

২। আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No. 228

Name of M. L. A :—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

১। বর্তমানে কাঞ্চনপুর ব্লকের অধীন হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা কত ;

২। তার মধ্যে কোন শ্রেণীতে কতজন তপশীলি জাতি ও কতজন তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত; এবং

৩। উপরিউক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকের সংখ্যা কত?

Answer

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। ২৬৭ জন।

২।

১ম	শ্রেণীতে	তপশীলি	জাতি	ছাত্র-ছাত্রী	×	তপশীলি	উপজাতি =	২০
২য়	,,	,,	,,	,,	৩	,,	,,	৩
৩য়	,,	,,	,,	,,	×	,,	,,	৬
৪র্থ	,,	,,	,,	,,	১	,,	,,	৭
৫ম	,,	,,	,,	,,	১	,,	,,	৩
৬ষ্ঠ	,,	,,	,,	,,	×	,,	,,	১১
৭ম	,,	,,	,,	,,	×	,,	,,	৬
৮ম	,,	,,	,,	,,	×	,,	,,	×
৯ম	,,	,,	,,	,,	×	,,	,,	৩
১০ম	,,	,,	,,	,,	১	,,	,,	১
					৬			৬১

৩। ১১ জন শিক্ষক আছেন (প্রধান শিক্ষক নাই।)

Admitted Starred Question No. 240

Name of M. L. A :— Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বিশালগড় ব্লকাধীন মাণ্ডব কিল্লা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে

উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। না থাকিলে আগামী শিক্ষা-বর্ষে উন্নীত করা হবে কিনা ; এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ;

৪। ইহা কি সত্য, উক্ত বিদ্যালয় গৃহটি দীর্ঘদিন যাবত ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে ;

৫। সত্য হইলে উক্ত গৃহটির সত্বর সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri D. Deb.

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। কাছাকাছি উচ্চ বুনিয়াদী ও হাইস্কুল আছে বলিয়া এখনই ঐ স্কুলটির উন্নয়নের পরিকল্পনা নাই।

৪। হ্যাঁ।

৫। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 245.

Name of M. L. A :— Sri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ক) আগরতলা প্রগতি বিদ্যাভবনের মাঠটি আরও মাটি দিয়ে উচু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

খ) যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri Dasaratha Deb.

১। ক) হ্যাঁ আছে।

খ) আশা করা যায় ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সনে কার্য্যকরী করা হইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 251

Name of M. L. A— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :-

QUESTION

১। বিশালগড়ে মাধ্যমিক স্তরে কোন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। যদি থাকে তাহলে উক্ত পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে আশা করা যায় ; এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

Deputy Chief Minister : Shri D. Deb.

১। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণতঃ উন্নীত করা হয়।

Admitted Starred question No.—255

Name of M. L. A :—Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minster-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পাকা Construction (স্কুলঘর) করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হবে; এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারণ?

ANSWER.

Minister-in-charge : Shri Dasaratha Deb.

১। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব ক্রমেই বিষয়টি সরকার বিবেচনা করিতে পারেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—256.

Name of M. L. A :—Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ চড়িলামের ছেছরিয়াই উচ্চ বুনিয়াদী, দক্ষিণ চড়িলাম নিম্ন বুনিয়াদী এবং খারিয়াখলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চ নাই;

২। সত্য হইলে উক্ত স্কুলগুলিতে বেঞ্চ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

৩। থাকিলে কবে নাগাদ বেঞ্চ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Minister-in-charge : Shri D. Deb.

১। সত্য নহে; তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম আছে।

২। হাঁ।

৩। সত্বরই দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 263

Name of the Member :— Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য S. A. Deptt.-এ U. D. Asstt. Hd. Asstt., Section Officer-এর কতগুলি S. T/S. C. সংরক্ষিত পদ কবে হইতে যোগ্য প্রার্থীর অভাবে খালি পড়ে আছে ;

২। যদি সত্য হয় পদগুলি পূরণে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে ;

৩। ইহা কি সত্য রাজ্যে কেবলমাত্র S. A. Deptt.-এর L. D থেকে U. D, এবং U.D. থেকে হেড এসি: পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫ ও ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা কালের বাধ্যবাধকতা রাখা হইয়াছে এবং উহাতে তপঃ জাতি-উপজাতিদের নিয়মানুযায়ী সংরক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই ;

৪। যদি সত্য হয়, তার কারণ ?

ANSWER.

Minister-in-Charge of the S. A. Department :—

Chief Minister (Shri Nripen Chakraborty)

১। হ্যাঁ, সত্যি।

পদগুলি খালি পড়ে আছে— যথাক্রমে :—

ক) সেকসন অফিসার—১৯৮১ ইং এবং ১৯৮২ ইং হইতে।

খ) হেড এ্যাসিস্টেট— জুলাই/আগষ্ট, ১৯৮২ ইং হইতে।

গ) ইউ, ডি. এ্যাসিস্টেন্ট জুলাই ১৯৮২ ইং হইতে।

২। যদিও পদগুলি খালি পড়ে আছে তথাপি পদগুলির উপর মাননীয় আদালতে মামলা দায়ের থাকাতে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোগ্য প্রার্থীর অভাবে সংরক্ষিত পদগুলি পূরণ করা

সম্ভব হয় নাই। ব্যাপারটি সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

৩। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৪। সহাকরণে চাকুরীর গুরুত্ব বিবেচনা করেই চাকুরী কালের এই নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা রাখা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 269

Name of M.L.A.:—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৭৮-১৯৮৪-র ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কতজন কক্-বরক্ শিক্ষকের পদে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ; এবং

২। ইহা কি সত্য যে কক্-বরক্ শিক্ষকরা কক্-বরক্ বইয়ের অভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারছে না ;

৩। যদি সত্য হয় তবে কক্-বরক্ বইয়ের অভাব পূরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Sri D. Deb.

১। ১,০৪১ জন।

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 281

Name of the Member :— Shri Lea Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কোন বিভাগে কতটি চা-বাগান (সরকারী ও বেসরকারী) আছে ;

২। ঐ সব চা-বাগানে কর্মরত মোট-শ্রমিকের মধ্যে নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা কত ; এবং (আলাদা আলাদা হিসাব)

৩। তার মধ্যে কতজন স্থায়ী ও কতজন অস্থায়ী ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় সরকারী কোন চা-বাগান নাই। বিভিন্ন বিভাগে মোট ৫০টি চা-বাগান আছে। তন্মধ্যে ১টি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে ৪৯টি বাগানে কাজ চলিতেছে। বিভাগ ভিত্তিক চা-বাগানের হিসাব—

১। সদর — ২১টী
২। খোয়াই — ২টী
৩। কৈলাশহর — ১৪টী
৪। ধর্ম্মনগর — ৭টী
৫। কমলপুর — ৩টী
৬। সাব্রুম — ২টী

মোট — ৪৯টী

২। ৪৯টি চা-বাগানে মোট কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৮৪০৯ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৩,৬৪৩ জন এবং নারী শ্রমিক ৩,৮৭৫ জন।

৩। তার মধ্যে ৩০৪৮ জন পুরুষ স্থায়ী ও ৫৯৫ জন অস্থায়ী এবং ২,৮৫৯ জন নারী শ্রমিক স্থায়ী ও ২০১৬ জন অস্থায়ী।

Admitted Starred Question No 299

Name of M. L. A :—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উদয়পুর মহকুমার নোয়াবাড়ী হাই স্কুলের জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণ করার কোন পারিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে ;

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ; এবং

৪। উক্ত হাই স্কুলে কতজন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন ;

৫। এদের মধ্যে কতজন Graduate Teacher আছেন ; এবং

৬। উক্ত হাই স্কুলের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও আসবাব পত্রাদি যথোপযুক্ত কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থের অপ্রতুলতার জন্য।

৪। ১৩ জন (প্রাইমারী শাখা সহ)।

৫। ৮ জন।

৬। ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতে মোটামুটি যথোপযুক্ত।

Admitted Starred Question No. 312

Name of M. L. A. :— Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের সাতনালা এস. বি. স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

২। তারমধ্যে কোন শ্রেণীতে কতজন পড়েন ; এবং

৩। উক্ত স্কুলটিকে হাইস্কুলে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

Deputy Chief Minister :— Shri D. Deb

১। ৩২১ জন (৩১-৩-৮৩ ইং তারিখে)। এই বৎসরের সংখ্যা সংগৃহীত হইতেছে।

২।

শ্রেণী	পড়ুয়ার সংখ্যা
১ম—	৭২
২য়—	৫৮
৩য়—	৪৯
৪র্থ—	৪৪
৫ম—	৩৪
৬ষ্ঠ—	৩২
৭ম—	১৬
৮ম—	১৬
মোট —	৩২১

৩। এখনও এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 318.

Name of M. L.A :— Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে বে-সরকারী বিদ্যালয় (Non-Govt. Aided School) গুলিতে রীতিমত পড়াশুনা হচ্ছে না ; এবং

২। সত্য হইলে শিক্ষকের অভাব দূরীকরণের জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri Dasaratha Deb.

১। না, ইহা সত্য নহে। কিছু শিক্ষকের পদ খালি থাকিলেও পড়াশোনা ব্যাঘাত হচ্ছে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 336

Name of M L. A. :— Shri Keshab Mazumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

১। ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বর্ষে মোট কত টাকা ব্যয়ে কি কি খেলার সামগ্রী শিক্ষা দপ্তর ক্রয় করেছেন ;

২। উক্ত ক্রয় করা খেলার সামগ্রী কিভাবে বন্টন করা হয়েছে ?

Answer

Minister-in-charge :— Shri D, Deb.

১। মোট ২,৯১৮৪৭'৪০ পঃ ব্যয়ে ফুটবল, ভলি বল, ভলি নেট ক্রীকেট বল, হ্যাণ্ড বল, বাস্কেট বল, ক্রীকেট, হকি, জিমনাষ্টিক, টেবিল টেনিস ইত্যাদি।

২। কিছু খেলার সামগ্রী চীফ কোচের অফিস হইতে বিভিন্ন কোচিং ও সাব কোচিং সেন্টারে বন্টন করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্কুল তাদের প্রয়োজন মত মঞ্জুরীকৃত অর্থ হইতে ক্রয় করিয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 357

Name of the Member :— Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রীকে বিকলাঙ্গ হিসাবে স্কলারশীপ দেওয়া হয় এবং এতে বৎসরে সরকারের কত টাকা খরচ লাগে ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Dy. Chief Minister, Shri Dasaratha Deb.

১। সারা ত্রিপুরায় ১৯৮৩-৮৪ইং সনে মোট ২৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিকলাঙ্গ হিসাবে স্কলারশীপ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সরকারী খরচের পরিমাণ ১,২৫,০০৮.২৬ টাকা।

Admitted Starred Question No. 358

Name of M. L A, :—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য গ্রান্ট-ইন্-এইড্ রুলস্ অনুযায়ী রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে নিযুক্ত শিক্ষকগণকে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণের অনুরূপ বেতন ও ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ;

২। সত্য হইলে উক্ত শিক্ষকগণকে অদ্যাবধি প্রাথমিক শিক্ষকগণের অনুরূপ বেতন ও ভাতা না দেওয়ার কারণ ; এবং

৩। গ্রান্ট-ইন্-রুলস্ অনুযায়ী সরকার কতগুলি মাদ্রাসা বর্তমান আর্থিক বৎসরে অধীগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন (মাদ্রাসার নাম সহ বিভাগভিত্তিক হিসাব) ?

ANSWER

Minister-in-Charge :—Shri Dasaratha Deb.

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। গ্রান্ট-ইন্-এইড্ আইন অনুযায়ী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তথ্য সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করিতে অক্ষম হওয়ায় শিক্ষকগণকে বেতন ও ভাতা প্রদানে বিলম্ব হইতেছে।

৩। গ্রান্ট-ইন্-এইড্ আইনে সরকার কর্তৃক মাদ্রাসাকে অধিগ্রহণ করার কোন বিধি নাই।

Admitted Starred Question No. 359

Name of M . L.A. :—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ত্রিপুরায় মোট কতটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আছে ;

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আর শাখা খোলা হবে কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Finance Department : The Chief Minister.

১। ত্রিপুরাতে মোট ৬৩ (তেষট্টি)টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে।

২। ১৯৮৪-৮৫ সনে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-এর ২২ (বাইশটি) শাখা খোলার প্রস্তাব আছে।

Admitted Starred Question No. 366

Name of M L. A. :—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাতে রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়া কি ;

২। কেন্দ্রের ঐ শিক্ষানীতি ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের সাংবিধানিক মূল-নীতির পরিপন্থী কিনা ;

৩। যদি তাই হয় তবে রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri D Deb.

১। শিক্ষাকে কেন্দ্রের তালিকা-ভুক্ত করা হলে, শিক্ষা রাজ্যগুলির নিজস্ব নীতি রূপায়ণের স্বাধীনতা-খর্ব

হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির সুস্থ শিক্ষাগত পরিবেশ দূষিত করে তোলার একটা যন্ত্র হিসাবে কেন্দ্রের ক্ষমতাকে প্রয়োগ করা হবে।

২। হ্যাঁ।

৩। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 368

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্তমানে বীরচন্দ্র কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর অধীনে কতটি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে ; এবং

২। কোন্ কোন্ সাধারণ গ্রন্থাগারে ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছেন ;

৩। যে সমস্ত গ্রন্থাগারের ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছেন সেখানে পাঠকদের পুস্তক নির্বাচনের জন্য পুস্তকের তালিকা অর্থাৎ ক্যাটালগ দেওয়া হয়েছে কিনা ;

৪। না হলে তার কারণ ; এবং

৫। উক্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অফিসের কাজ চালানোর জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর করণিকের সংখ্যা কত ;

৬। ইহা কি সত্য করণিকদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম ?

ANSWER

১। বর্তমানে বীরচন্দ্র কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে ১৯টি গ্রন্থাগার আছে।

২। নিম্নলিখিত সাধারণ গ্রন্থাগারে ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছেন :—

ক) দক্ষিণ জেলা সাধারণ গ্রন্থাগার,

খ) উত্তর জেলা সাধারণ গ্রন্থাগার,

গ) ধর্মনগর সাধারণ গ্রন্থাগার,

ঘ) কমলপুর সাধারণ গ্রন্থাগার,

ঙ) সাব্রুম সাধারণ গ্রন্থাগার,

চ) বিলোনিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার,

ছ) সোনামুড়া সাধারণ গ্রন্থাগার,

জ) বিশালগড় সাধারণ গ্রন্থাগার,

ঝ) মেলাঘর সাধারণ গ্রন্থাগার,

ঞ) বগাফা সাধারণ গ্রন্থাগার,

ট) রাজনগর সাধারণ গ্রন্থাগার,

ঠ) পানিসাগর সাধারণ গ্রন্থাগার,

ড) আমবাসা সাধারণ গ্রন্থাগার.

৩। যে সমস্ত গ্রন্থাগারে ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ধারা-বাহিকভাবে আছেন সেখানে পুস্তক নির্বাচনের জন্য ক্যাটালগ্ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে সবে মাত্র ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক গিয়াছেন সেখানে কার্ড ক্যাটালগ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

৪। ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে কার্ড ক্যাটালগ্ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কিন্তু খাতায় লেখা পুস্তক তালিকা সব গ্রন্থাগারেই দেওয়া হইয়াছে।

৫। বীরচন্দ্র কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অফিসের কাজ চালানোর জন্য মোট ৬ (ছয়) জন করণিক রহিয়াছে। প্রধান করণিক-১ জন, উচ্চতর করণিক ২ জন এবং নিম্নতর করণিক ৩ জন।

৬। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 369.

Name of M. L. A :—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার গ্রন্থাগারিকদের পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় ইউ. জি. সি. বেতন হার চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। থাকলে কবে নাগাদ তা চালু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 1

Name of the M. L. A :—Shri Tarani Mohan Singh
and
Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের নিম্নবুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব আছে কি;

২। থাকিলে তাহার সংখ্যা কত (বিদ্যালয়ের স্তর-ভিত্তিক পৃথক-পৃথক হিসাব);

৩। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব পূরণ না করার কারণ কি; এবং

৪। শিক্ষকের অভাব পূরণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন;

৫। ইহা কি সত্য রাজ্যের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় আসবাব পত্রের অভাব আছে;

৬। যদি সত্য হয় তাহলে সরকার বিদ্যালয়গুলিতে আসবাব-পত্রের অভাব দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

Minister-in-charge :— Shri D. Deb.

১। হাঁ।

২। ২,৫১৮ জন (প্রাইমারী স্তরে ১,৩১৩, উচ্চ বুনিয়াদী/জুনিয়র হাই ৭৫৫ ও মাধ্যমিক ৪৫০ জন)।

৩। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর অভাবহেতু।

৪। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক যে সকল বিদ্যালয়ে অধিক আছে তথা হইতে বদলী ও নূতন নিয়োগের মাধ্যমে।

৫। হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

৬। আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করিয়া যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইতেছে।

Admitted Un-starred Question No. 8

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন হাইস্কুলের জন্য পাকা গৃহ নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

২। ক) ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ইং সনের জুনমাস পর্যন্ত এস. আর. ই. পি-এর মাধ্যমে রাজ্যে কতটি স্কুলগৃহ তৈরী হয়েছে; (ব্লক-ভিত্তিক ও এ. ডি সি, নন্-এ ডি. সি, এলাকার পৃথক হিসাব।)

খ) ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস আওতাধীন বারবিল সিনিয়র বেসিক স্কুলের জন্য এস. আর. ই পি. কাজে নূতন গৃহ নির্মাণের নামে ঐ এলাকার কোন ব্যক্তির পুরাতন গৃহের কাঠামো তুলে এনে বসানো হয়েছে;

গ) সত্য হলে, এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

ANSWER

Minister-in-charge : Shri. D. Deb.

১। সঙ্গে তালিকা 'ক'-তে দেওয়া হইল।

২। ক) সঙ্গে তালিকা 'খ'-তে দেওয়া হইল।

খ) বারবিল সিনিয়র বেসিক স্কুলের জন্য পুরাতন গৃহের কাঠামো তুলে এনে বসিয়েছে এ সম্পর্কে কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই।

গ) প্রশ্ন উঠে না

তালিকা—ক

বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যের নিম্নলিখিত ও উচ্চতর স্কুলের পাকা গৃহ নির্মাণের কাজ হইবে/চলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কৈলাসহর মহকুমা

১। ময়নামা উচ্চ বিদ্যালয়।

২। ছৈলেংটা উচ্চতর বিদ্যালয়।

৩। ছামনু উচ্চ বিদ্যালয়।

খোয়াই মহকুমা

৪। আমপুরা উচ্চ বিদ্যালয়।

৫। বাইজালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়।

৬। চাম্পাহাউর উচ্চ বিদ্যালয়।

৭। বলরামকোবরা উচ্চ বিদ্যালয়।

সদর মহকুমা

৮। শিশুবিহার উচ্চতর বিদ্যালয়।

৯। জয়েজয় নগর উচ্চ বিদ্যালয়।

উদয়পুর মহকুমা

১০। শালগড়া উচ্চতর বিদ্যালয়।

১১। বাগমা সমতল পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়।

বিলোনিয়া মহকুমা

১২। মতাই উচ্চ বিদ্যালয়।

১৩। দেবদারু উচ্চ বিদ্যালয়।

অমরপুর মহকুমা

১৪। তৈদু উচ্চ বিদ্যালয়।

১৫। অম্পিনগর উচ্চ বিদ্যালয়

সাব্রুম মহকুমা

১৬। গার্ধাং উচ্চ বিদ্যালয়।

তালিকা—'খ'

ব্লকের নাম	১৯৮৩—৮৪		১৯৮৪—৮৫ (জুন পর্যান্ত)	
	এ, ডি, সি,	নন-এ, ডি, সি,	এ, ডি, সি,	নন-এ, ডি, সি,
মোহনপুর	১১টি	—	৪টি	৪টি
বিশালগড়	১২টি	—	১৩টি	১২টি
মেলাঘর	—	—	১টি	৭টি
জিরাণীয়া	৭টি	—	৪টি	১টি
তেলিয়ামুড়া	১৫টি	—	১টি	—
খোয়াই	—	—	--	১০টি
সালেমা	৬টি	২০টি	—	—
ছৈলেংটা	১৮টি	—	১১টি	—
কুমারঘাট	৯টি	২২টি	—	২টি
পানিসাগর	১টি	—	১টি	২৬টি
কাঞ্চনপুর	১৬টি	—	—	—
মাতাবাড়ি	১১টি	—	—	—
সাতচাঁদ	—	—	৪টি	৭টি
রাজনগর	৯টি	—	—	—
বগাফা	১০টি	৪টি	১৮টি	—
অমরপুর ও ডম্বুর নগর	১০টি	—	২২টি	—
মোট :—	১৩৫টি	৪৬টি	৭৯টি	৭৯টি

Admitted Un-Starred Question No. 11.

Name of the Members :— 1) Shri Monoranjan Majumder
2) Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the C. M. Secretariat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সাল হইতে ১৯৮৪ ইং সালের ৮ই জুলাই পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে কত টাকা সংগৃহীত হয়েছে ; এবং

২। ১৯৮৩ ইং সালের বন্যার পর হইতে ১৯৮৪ ইং সালের ৩০শে জুন পর্যান্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বন্যাত্রাণ খাতে কত টাকা সংগৃহীত হয়েছে ;

৩। ১৯৭৮ ইং সাল হইতে ১৯৮৪ ইং সালের ৩০শে জুন পর্যান্ত কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে তার হিসাব (মহকুমা ও বছর ভিত্তিক হিসাব) ;

৪। উক্ত টাকা কি কি পদ্ধতিতে খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ৮১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯ শত ৬৭ টাকা ৫৮ পয়সা সংগৃহীত হয়েছে।

২। ৪০ লক্ষ ১৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা ২৯ পয়সা সংগৃহীত হয়েছে।

৩। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যথা—খরা, বন্যা বা অন্য কোন কারণে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত মানুষকে বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এই সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে, মহকুমা ভিত্তিক বা-দপ্তর ভিত্তিক হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। তবে বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া হল :—

১। ১৯৭৮ ইং — ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার ২ শত ৯৭ টাকা ২২ পয়সা,
২। ১৯৭৯ ইং — ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ২ শত ৮৩ টাকা ২৯ পয়সা,
৩। ১৯৮০ ইং — ৩৬ লক্ষ ৮ হাজার ৫ শত ৫৫ টাকা ৪৩ পয়সা,
৪। ১৯৮১ ইং — ৯ লক্ষ ৫ হাজার ৪ শত ৩০ টাকা ৩০ পয়সা,
৫। ১৯৮২ ইং — ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৬ শত ২৪ টাকা ১৫ পয়সা,

৬। ১৯৮৩ ইং — ১১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩ শত ৮৬ টাকা,

৭। ১৯৮৪ ইং — ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ২ শত ৮২ টাকা
(৩০শে জুন পর্যন্ত।)

(মোট— ১ কোটি ১১ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত ৫৮ টাকা ৩৯ পয়সা।)

৪। খরা, বন্যা, খুন-জখম, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত, রোগের চিকিৎসা, রোগীর জন্য রক্ত কেনা, মৃতদেহ দাহ বা কবর দেয়া, বই পত্র কেনা, যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন তাদের গৃহ মেরামত করা, বা, যারা খুব অভাব গ্রস্ত প্রভৃতি এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার আহত বা নিহত ব্যক্তি বা তার পরিবার পরিজনদের সরকারী বা বেসরকারী যে কোন পর্যায়ে আবেদন আসে তার উপর ভিত্তি করে এস, ডি, ও বা বি, ডি, ও-র মাধ্যমে ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য দেয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য থেকে যখনই কোন ত্রাণ সাহায্যের আবেদন আসে তখন এই ত্রাণ তহবিল থেকে তাদেরকেও সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে।

Admitted Un-starred Question No. 14

Name of M. L. A. :—Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীকে সদর মহকুমা থেকে বিভিন্ন মহকুমায় বদলী করা হয়েছে ; এবং

২। এদের মধ্যে কতজনকে পুনরায় সদরে বদলী করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge:—Shri Dasaratha Deb

১। ৩১৪ জন। এদের মধ্যে ২৯ জন স্বেচ্ছায় বদলী হয়েছেন।

২। ১৫ জন।

Admitted Starred Quesilon No. 17

Name of the Member :—Shri Buddha Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleasedto State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ইং সনের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষিত উপজাতি বেকারের সংখ্যা কত;

২। এদের মধ্যে মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীর সংখ্যা কত? (শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে আলাদা হিসাব।)

উত্তর

Minister-in-charge of tne Manpowar & Employment Department :—
Shri B. Dutta.

১। ১৯৮৪ইং সনের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষিত উপজাতি বেকারের সংখ্যা ৪,০১৯ জন।

২। এদের মধ্যে

মাধ্যমিক— ৭৯৯ জন
উচ্চতর মাধ্যমিক—১,৪৭১ জন
স্নাতক— ৬৯ জন
স্নাতকোত্তর— ৬ জন

Admitted Un-starred Question No. 19

Name of M. L. A. :—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল হতে ১৯৮৪ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা

রাজ্যে মোট কতজন নিরক্ষর বয়স্ক লোককে আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

Minister-in-charge : Dy. Chief Minister—Shri Dasaratha Deb.

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল হতে ১৯৮৪ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৮৩,৬০৯ জন নিরক্ষর বয়স্ক লোককে আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা হয়েছে

বৎসর-ভিত্তিক স্বাক্ষরতার হিসাব নীচে দেওয়া হলো :—

i)	১৯৭৮-৭৯	:—	১৩,০১০	জন
ii)	১৯৭৯-৮০	:—	১৮,৯২৫	,,
iii)	১৯৮০-৮১	:—	১৭,৪৫০	,,
iv)	১৯৮১-৮২	:—	১৩,৬৯১	,,
v)	১৯৮২-৮৩	:—	১০,০৮২	,,
vi)	১৯৮৩-৮৪		১০,৪৫১	,,
		মোট :—	৮৩,৬০৯	জন

Admitted Unstarred Question No. 22

Name of the Member :—Shri Kali Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় কতটি জে. বি. স্কুল, এস. বি. স্কুল এবং কতটি হাই স্কুল আছে ;

২। ঐগুলির মধ্যে কতটি স্কুলের জন্য পাকা ঘর করা হইয়াছে ; এবং

৩। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে আরও কতটি স্কুলের জন্য পাকা ঘর করার পরিকল্পনা সরকারের আছে (নাম সহ স্কুলের হিসাব) ;

ANSWER

Minister-in-charge : Shri D. Deb

১। জে. বি. স্কুল = ১,০৭৪টি
এস. বি স্কুল = ৯১টি
হাইস্কুল = ৫০টি

২। ২৪টি ।

৩। ১৩টি (সঙ্গীয় "ক" তালিকায় স্কুলের নাম দেওয়া গেল।)

Admitted Un-starred Question No.—23

Name of the M. L. A :—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

২। এই সকল স্কুলগুলিতে সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

৩। এ সকল স্কুলগুলিতে আরও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৪। থাকিলে, কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri Dasaratha Deb.

১। মোট ৩৪৮টি। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :—

সদর -৩২, খোয়াই—২০, সোনামুড়া—১৯, উদয়পুর—১৩. অমরপুর—৫০, বিলোনীয়া—৩৭ সাব্রুম—২৮, কমলপুর—৪০, কৈলাশহর—৪৯, ধর্মনগর—৭০।

২। ২১, ১১৮ জন।

৩। হ্যাঁ।

৪। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে সম্ভব হবে।

Admitted Un-starred Question No. 30

Name of the Members :—Shri Jawhar Saha
Smt. Gita Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুন পর্যান্ত কোন্ কোন্ দপ্তরে কতজন বেকারকে কর্ম্মে নিযুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে ; (পদ সহ দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। রাজ্যে বর্তমানে কোন্ কোন্ দপ্তরে কয়টি শূন্য পদ আছে ; (পদ সহ দপ্তর ভিত্তিক হিসাব

৩। কবে নাগাদ এবং কিসের ভিত্তিতে এ সকল পদে বেকারদের নিযুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department :—Shri B. Dutta.

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question. No. 35

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha M. L. A.

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার ১৯৮০-র জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত কত পরিবারকে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী নগদ ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা ও ২ (দুই) বান করে জি. সি আই. সীট দেওয়া হয়েছিল (নাম ঠিকানা সহ);

২। উক্ত মহকুমার সরনার্থীদের ক্যাম্প—তৈয়ারী ও বিলির জন্য কত বান জি. সি. আই. সীট সরকার সরবরাহ করেছিলেন;

৩। মহকুমার রিলিফের কাজের কত বান জি. সি. আই. সীটের হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি;

৪। না পাওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৪। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 37.

Name of Member :—Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the State Planning Machinery Department be pleased to state :—

QUESTION

১। গত ১৯৮১-৮২, ৮২-৮৩, ৮৩-৮৪ সনে এ পর্যন্ত ইষ্টার্ণ রিজওনাল কাউন্সিল কর্তৃক

বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে কোন্ কোন্ প্রকল্পের জন্য মোট কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে তার বছরওয়ারী ও প্রকল্পওয়ারী হিসাব ;

২। উক্ত ব্যয়িত অর্থ বরাদ্দকৃত অর্থের কত শতাংশ (প্রকল্প ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের জন্য তথ্য সমূহ নিম্নরূপ :—

বছর ওয়ারী প্রকল্প সমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যয়ের শতকরা ভাগ নিম্নরূপ :—

১৯৮১-৮২ (লক্ষ টাকার হিসাব)

প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয়ের শতক ভাগ
১	২	৩	৪
I. এ্যগ্রিকালচার এ্যাণ্ড এ্যালাইড্ পোগ্রাম			
ক্রপ হাজব্যণ্ডি ফাউণ্ডেসান			
১) রিজিওনাল সীড্ ফার্ম ফর মেজর ফিল্ড ক্রপস্	৫.৫৯	৮'১৪	১৪৫'৬
২) রিজিওনাল ভেজিটেবল্ সীড্ ফার্ম	৩'০০	৩'২৭	১০৯'০
হর্টিকালচার			
৩। রিজিওনাল অর্চার্ড কাম্ নার্সারী ফর সাব ট্রপিক্যাল ফ্রুটস্	৩'০০	৪'৭১	১৫৭'০
৪। রিজিওনাল কোকোনাট্ নার্সারী	৩'০০	৩'০৮	১০২'৭

১	৩	৩	৪
<u>সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কন্‌সারভেশান</u>			
৫। জুম কণ্ট্রোল, হাওড়া-মন্নু ক্যাচম্যাণ্ট	০'২৩	০'৩২	১৩৯'১
৬। সার্ভে এণ্ড ইন্‌ভেষ্টিগেশান্‌ সেল ফর ওয়াটার শেড্‌ ম্যানেজম্যাণ্ট	২'০৮	০ ৭৮	৩৯'০
<u>প্ল্যানটেশান</u>			
৭। নার্সারী ফর কফি	২.৬৯	২'৬৯	১০০'০
৮। বাড্‌ উড্‌ নার্সারী ফর রাবার	১.৫০	৩'১৬	২১০'৭
৯। ক্লোনাল নার্সারী কাম্‌ মাদার বুশ ফার্ম ফর টী	১২.০০	১২'০০	১০০'০
১০। টী ফ্যাক্টরী ফর স্মল ফার্মস টী এ্যাষ্টেট্‌	৩৪.৬৫	৩০'০০	৮৬'৬
১১। ওপেনিং অব শেড্‌ ট্রি সিড্‌লিং নার্সারী ফর কফি	২.০০	১'৪০	৭০'০
১২) বাড্‌ উড্‌ নার্সারী ফর রাবার (নিউ)	৪'৭৫	১ ৭৪	৪৩'৬
<u>এ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রী</u>			
১৩) রিজিওনাল ফোডার সীড্‌ প্রোডাকশান কাম ডেমোনষ্ট্রেশান ফার্ম	৮ ৫২	১২'৫৬	১৪৯'২

১	২	৩	৪
১৪) রিজিওনাল গোট্ ব্রিডিং ফার্ম	১০.০০	১২.৯৪	১২৯.৪
১৫) ফিসারী			
রিজিওনাল ফিস্ পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	৩.১৩	৩.১৩	১০০.০
মোট :— এ্যাগ্রি এ্যাণ্ড এ্যালাইড প্রোগ্রাম	৭৫ ৬৬	১০০.১২	১০৪ ৬৬
III. ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাণ্ড মাইনিং সেরিকালচার			
১৬) মালবারী নার্সারী কাম চৌকি রিয়ারিং সেণ্টার	৭.৮০	১.৯৬	২৫ ১
১৭) আপ গ্রেডিং অব রিলিং ইউনিট	০.৬৩	০.৬৩	১০০.০
মোট :— ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাণ্ড মাইনিং	৮.৪৩	২.৫৯	৩০ ৭
IV. ট্রেন্সপোর্ট এ্যাণ্ড কম্যুনিকেশান			
১৮) রোডস্ এ্যাণ্ড ব্রিজেস্	৫০.০০	৪৫.০০	৯০.০
মোট :— ট্রেন্সপোর্ট এ্যাণ্ড কম্যুনিকেশন	৫০.০০	৪৫.০০	৯০.০
V. সোসাল এ্যাণ্ড কম্যুনিটি সার্ভিসেস্			
১৯) ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	১৩.০০	১১.৫৫	৮৮.৮
২০) ফার্মাসী ইন্‌ষ্টিটিউট	৬.০০	১০.০০	১৬৬.৭
২১) ফেলোশীপ এ্যাণ্ড শর্ট টার্ম ট্রেনিং	৩ ৭৫	৩.৭৫	১০০.০
মোট :— সোসাল এ্যাণ্ড কম্যুনিটি সার্ভিসেস	২২.৭৫	২৫.৩০	১১১.২
সর্বমোট :—	১৭৬.৮৪	১৭৩.০১	৯৭ ৮

১	২	৩	৪
এ্যাগ্রিকালচার এ্যাণ্ড এ্যালাইড্ প্রোগ্রাম			
১) এ্যাগ্রিকালচার			
ক) ফাউনডেশান সীড্ ফার্ম ফর মেজার ফিল্ড ক্রপস্	৮·৬১	৫·৯৩	৬৮·৯
খ) জুম কন্ট্রোল পোষ্ট রিক্লামেশান এ্যাসিস্ট্যানস হাওড়া-মন্নু ক্যাচম্যান্ট	০·১০	০·১০	১০০·০
গ) ওয়াটার শেড্ ম্যানেজম্যান্ট প্রজেক্ট	১·০০	—	—
ঘ) সার্ভে ইন্ভেষ্টিগেশান্ ফর ওয়াটার শেড্ ম্যানেজম্যান্ট প্রজেক্ট	৩·০০	১·৫১	৫০·৩
২) হর্টিকালচার			
ক) রিজিওনাল ভেজিটেবল্ সীড্ ফার্ম	৫·৯০	৩·৮২	৬৪·৮
খ) সার্ভে অব্ এরিয়া এণ্ড প্রোডাক্শান অব হর্টি-কালচারেল ক্রপস্	১·৫০	০·২৪	১৬·০
গ) রিজিওনাল অচার্ড কাম নার্সারী ফর সাবট্রপিক্যাল ফুডস্ নালকাটা	৩·৫০	৩·৪১	৯৭·৪
ঘ) রিজিওনাল কোকোনাট্ সীড্ গার্ডেন	৬·০০	৪·৪৮	৭৪·৭

ঙ) পাইলট প্ল্যাণ্ট ফর প্রিপারেশন অব্ পাইন এ্যাপল অ্যাণ্ড অরেঞ্জ্ জুস কনসেনট্রেট	—	—	—
৩। প্ল্যানটেশান্			
ক) টী-নার্সারী কাম্ মাদার বুশট্রি	১৩·২৬	১৩·২৬	১০০·০
খ) ক্যাক্টরী ফর স্মল ফার্মাস টী এ্যাষ্টেট্	৮·৫০	৮.৫০	১০০·০
গ) নার্সারী ফর কফি	১·৮৫	১·৭৭	৯৫·৭
ঘ) ওপেনিং অব্ লেড্ট্রি সিডলিং নার্সারী	০·৭০	০·৬৮	৯৭·১
ঙ) বাড্উড্ নার্সারী ফর রাবার	১·৫৫	১·৫৫	১০০·০
চ) নিউ বাড্উড্ নার্সারী ফর রাবার	৪·০৫	৪·০৫	১০০·০
৪) ফরেষ্ট্রি			
ক) সার্ভে অব্ ফরেষ্ট রিসোর্সেস্	—	—	—
খ) ডিপার্টম্যাণ্টাল অপারেশান	—	—	—
গ) নার্সারী ফর এ্যাগ্রোফরেষ্ট্রি এ্যাণ্ড সোসাল ফরেষ্ট্রি	২·৬৫	২·৬৪	৯৯·৬
ঘ) ট্রি ইম্প্রুভমেণ্ট প্রোগ্রাম	২·১০	০·৫০	২৩·৮
৫) এ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রী			
ক) রিজিওনাল গোট ব্রিডিং ফার্ম	১৬·৯৪	১৩·৬৩	৮০·৫

১৯৮২—৮৩ (লক্ষ টাকার হিসাবে)

১	২	৩	৪
খ) রিজিওনাল ফোডার সীড প্রোডাক্শান কাম ডেমোন্-ষ্ট্রেশান ফার্ম	৭·০০	৫·৬৪	৮০·৬
গ) রিজিওনাল পিগ্ ব্রিডিং ফার্ম	১·০০	২·১৫	২১৫·০
৬) ফিসারী			
ক) রিজিওনাল ফিস পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	২·৫০	২·৫০	১০০·০
মোট :—এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড এ্যালাইড প্রোগ্রাম	৯১·৭১	৭৬·৪০	৮৩·৩
III. ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাণ্ড মাইনিং			
১) লার্জ এ্যাণ্ড মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্রিজ			
ক) প্রোজোনাল্গা প্ল্যাণ্ট	২·০০	৫·০০	২৫০·০
২) সেরিকালচার			
ক) মালবাজী নার্সারী কাম্ চৌকি রিয়ারিং সেণ্টার	২·০০	২·০২	১০১·০
খ) আপগ্রেডিং অব মালবারী রিলিং ইউনিট	২·৩৭	১·৫৯	৬৭·১
গ) পাইলট স্কীম ফর অম্বর স্পিনিং কাম উইভিং অব এরি মিল্ক	০·৭৫	০·১৫	২০·০
মোট :—ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাণ্ড মাইনিং	৭·১২	৮·৭৬	১২৩·০

১৯৮২—৮৩ (লক্ষ টাকার হিসাবে)

১	২	৩	৪
IV. ট্রেন্সপোর্ট এ্যাণ্ড কমুনিকেশান			
মোট :—রোড্স্ এ্যাণ্ড ব্রিজেস্ :—	১০৬·০০	৯৪·২৬	৮৮·৯
V. ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট খাত			
ক) ফেলোশীপ্ এ্যাণ্ড শর্ট টার্ম ট্রেনিং ইন্ এ্যাগ্রি	৪·৫০	৪·৫০	১০০·০
খ) ফার্মাস ট্রেনিং ইন্ ডেয়ারী এ্যাণ্ড পোলট্রি	০·০৪	—	—
গ) ট্রেনিং অব্ পার্সোনাল্ ইন্-সেরিকালচার	০·০৯	—	—
ঘ) এক্সপান্শান অব্ ত্রিপুরা ইন্জিনিয়ারীং কলেজ	১৭·৮৫	১৭·৮৫	৯৬·৫
ঙ) রিজিওনাল ফার্মাসী ইন্ষ্টিটিউট	১০·০০	১·০৯	১০·৯

১৯৮২—৮৩ (লক্ষ টাকার হিসাবে)

১	২	৩	৪
চ) ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্‌ট্	৩'৬০	২'৬৯	৭৪'৭
ছ) রিজিওনাল সেন্টার ফর ট্রেনিং অব্ হেলথ্ টেক্‌নিশিয়াস্	০'১০	—	—
মোট :—ম্যানপাওয়ার ডেভেলপম্যাট	৩৬'১৮	২৫'৫১	৭০'৫
VI. সোসাল এ্যাণ্ড কম্যুনিটি সার্ভিসেস			
ক) ডায়ালিসিস্ সেন্টার এ্যাট জি. বি, হস্‌পিটাল্	১'০০	—	—
খ) রেডিয়েশান মেডিসিন্ ইউনিট	১'০০	—	—
মোট :—সোসাল এ্যাণ্ড কম্যুনিটি সার্ভিসেস	২'০০	—	—
সর্বমোট :—	২৪৩'০১	২০৪'৯৩	৮৪'৩

১৯৮৩—৮৪ (লক্ষ টাকার হিসাবে)

১	২	৩	৪
I. এ্যাগ্রিকালচার এ্যাণ্ড এ্যালাইড্ প্রোগ্রাম			
এ্যাগ্রিকালচার			
১। ফাউণ্ডেশান সীড্ ফার্ম ফর মেজর ফিল্ড ক্রপস্	১১'৬৭	৬ ৯০	৫৯'১
২। ওয়াটার শেড্ ম্যানেজমেণ্ট প্রোজেক্ট	১৫ ০০	১০'২৮	৬৮'৫
৩। সারভেইন্‌ভেষ্টিগেশান্ এ্যাণ্ড ম্যানেজম্যাণ্ট প্রজেক্ট	৫'৮৮	৪'৩১	৭৩'৩
নিউস্কীম			
৪। জয়েণ্ট ইনপুট টেস্টিং ল্যাব্রোটরি	২'০০	—	—
হর্টিকালচার			
১। রিজিওনাল ভেজিটেবল্ সীড্ ফার্ম	৬'০০	৫'৯১	৯৮'৫
২। সার্ভে অব্ এরিয়া প্রোডক্শান্ অব্ হর্টিকালচারেল ক্রপস	২'১০	০'১৪	৬'৭
৩। রিজিওনাল অর্চাড্ কাম্ নার্সারী ফর সাব্‌ট্রপিক্যাল ফ্রুটস, নালকাটা	৫'৬০	৭'০৩	১২৫'৫
৪। রিজিওনাল কোকোনাট্ সীড গার্ডেন।	১০'০০	৬ ৪৮	৬৪ ৮
প্ল্যানটেশান টী			
১। নার্সারী কাম মাদার বুশ ট্রী ক্লোনাল	১২'৩০	১২'৩০	১০০'০
২। ফ্যাক্টোরী ফর স্মল ফার্মস ট্রী এস্টেট	১৫'০০	১৫'০০	১০০'০
কফি			
১। নার্সারী ফর কফি	১'৮০	২'১৭	১২০'৫
২। ওপেনিং অব শেড ট্রী নার্সারীস	০'৭	০'৫৪	৭৭'১
রাবার			
১। বাড উড্ নার্সারী	৪'৩৩	৪'৩০	৯৯'৩

১৯৮৩-৮৪			লক্ষ টাকার হিসাবে
১	২	৩	৪
২। নিউবাড উড নার্সারী ফরেষ্ট্রী	৫'৪০	৫ ৫৬	১০৩'০
১। নার্সারী ফর এগ্রোফরেষ্ট্রী এ্যাণ্ড সোস্যাল ফরেষ্ট্রী	২'০০	২'[illegible]	১৩৪'৫
২। ট্রী ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম	২'৩২	২'১৬	৯৩'১
এ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রী			
১। রিজিওনাল গোট ব্রিডিং ফার্ম	১১'৫০	১২'৭৬	১১১'০
২। রিজিওনাল ফোডার সীড প্রোডাকশন ফার্ম ডেমোনস্ট্রেশান ফার্ম	১৫'৫০	১২'৯৮	৮৩ ৭
৩। রিজিওনাল পিগ ব্রিডিং ফার্ম	৫'৪০	০'৮৯	১৭'৮
ফিসারী			
১। রিজিওনাল ফিশ পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	৪'০০	১'২৬	৩১'৫
মোট :—এ্যাগ্রিকালচার এ্যাণ্ড এ্যালাইড প্রোগ্রাম	১৩৮'১০	১১৩'৬৬	৮২'৩
ওয়াটার এ্যাণ্ড পাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট খাত			
১। ইনভেষ্টিগেশান অব খোয়াই হাইড্রেল প্রজেক্ট	১০'০০	১০'০০	১০০'০
মোট :— ওয়াটার এ্যাণ্ড ডেভেলাপম্যান্ট	১০'০০	১০'০০	১০০'০

১৯৮৩-৮৪ লক্ষ টাকার হিসাবে

১	৩	৩	৪
ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাণ্ড মাইনিং			
১। লার্জ এ্যাণ্ড মিডিয়াম্ ইন্ডাষ্ট্রিজ্			
২। লাইম্ বার্ণ্টক্লে পোজোলানা মিক্চার প্ল্যান্ট	৫'০০	৫'০০	১০০'০
৩। সেমিম্যাকানিজড্ ব্রিক প্ল্যান্ট	৩৫'০০	৩৫'০০	১০০'০
সেরিকালচার			
১। এস্টেট অব্ মালবারী নার্সারী এ্যাড চৌকি রিয়ারিং সেণ্টার	৫'৫০	৫'৮০	১০৫'৪
২। আপ গ্রেডিং অব্ রিলিং ইউনিট্	০'৭৫	০'৯৫	১২৬'৭
৩। পাইলট স্কীম ফর অম্বর স্পিনিং কাম্ উইভিং অব্ এ্যারিসিল্ক	১'০০	০'১০	১০'০
মোট :— ইণ্ডাস্ট্রী এ্যাণ্ড মাইনিং	৪৭'২৫	৪৬'৮৫	৯৯'২
ট্রেন্সপোর্ট এ্যাণ্ড কমিউনিকেশান্ রোডস্ এ্যাণ্ড ব্রিজেস্	১৪৩'০০	১৪৬'০০	
মোট :— ট্রেন্সপোর্ট এণ্ড কমিউনিকেশন্	১৪৩'০০	১৪৬'০০	১০২'১

১৯৮৩-৮৪ লক্ষ টাকার হিসাবে

১	২	৩	৪
ম্যানপাওয়ার ডেভেলাপম্যান্ট			
কন্টিনিউইং স্কীম			
১) ফেলোশিপ এ্যাণ্ড শর্ট টার্ম ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইন্ এ্যাগ্রিকালচার এ্যাণ্ড এ্যালাইড-ডিসিপ্লিন্	৭.৩২	৬'১৮	৮৪'৪
২) ফার্মার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইন্ ডায়ারী এ্যাণ্ড পোলট্রি	০'২০	—	—
৩) ট্রেনিং অব পারসোন্যাল ইন্ সেরিকালচার	০'১০	০'০২	২০'০
৪) এক্সপাংসন্ অব ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১০'০০	১৫'২৯	১৫২'৯
৫) রিজিওনাল ফার্মেসী ইন্‌ষ্টিটিউট্	১০'০০	১'১৩	১১'৩
নিউস্কীম			
৬) রিজিওনাল টেপার্স ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউট্	১'০০	—	—
৭) রিজিওনাল ট্রেনিং সেণ্টার ইন্ রাবার কাল্‌চার	১'০০	—	—
৮) সেটিং আপ অব আর্টিফিসিএ্যাল্ লিম্ব ফিলিং সেণ্টার	৩'৬৯	৩'০৮	৮৩'৫

১৯৮৩-৮৪ লক্ষ টাকার হিসাবে

১	২	৩	৪
৯) রিজিওনাল সেণ্টার ফর ট্রেনিং অব হেলথ্ ট্যাক্‌নিশিয়ানস্	০'১০	—	—
১০) ডিপ্লোমা কোর্সেস্ ইন্ ইলেকট্রোনিকস্ এ্যাণ্ড টেলিক্যমিউনিক্যাশান ইন পলিট্যাক্‌নিক ইনষ্টিটিউট	৩'৫০	—	—
মোট :—ম্যানপাওয়ার ডেভেলাপম্যাণ্ট	৩৬'৯১	২৫'৭০	৬৯'৬
সোস্যাল্ এ্যাণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস্			
নিউস্কীম			
১। ডায়ালসিস্ সেণ্টার এ্যাট্ জি. বি. হস্‌পিট্যাল্	৪.৬৫	—	—
২। রেডিএ্যাসান্ মেডিসিন্ ইউনিট	০.১০	—	—
মোট: — সোস্যাল্ এ্যাণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস্	৪.৭৫	—	—
সর্ব মোট :—	৩৮০.০১	৩৪২.২১	৯০.১

Admitted Un-starred Question No. 43

Name of Member :—Shri Jawhar Saha

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত অমরপুর মহকুমায় উত্তর চৈত্রু গাঁ.ও সভার কয়টি পরিবারকে এখন

পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হয় নি ;

২। ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে এখনও পুনর্বাসন না দেওয়ার কারণ কি ? এবং কবে নাগাদ পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। অমরপুর মহকুমায় কোন কোন গাঁও সভায় উক্ত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত কত পরিবারকে এখন পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হয় নি ; এবং না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। তৈদু মৌজার রাবণবাড়ী পাড়ার ২৩টি পরিবারকে অন্যত্র পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ঐ জায়গায় যাইতে অনিচ্ছুক বিধায় তাহাদের অন্যত্র পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

২। ঐ পরিবারগুলির মধ্যে যাহাদের নিজেদের সম্পত্তি আছে সেগুলি তাহারা চাষবাস করিতেছে এবং তাহাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর জন্য দাবী করিতেছে। তৈদু বাজার সংলগ্ন বাঙ্গালী পাড়ার কাছাকাছি কোন বাস্তুভূমি নিয়া বসবাস করিতে রাজী হইয়াছে এবং সেই অনুযায়ী বন্দোবস্তের কাগজপত্র তৈরী হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাদের পুনর্ব্বাসনের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। অমরপুর মহকুমায় উক্ত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্ব্বাসন পাওয়ার উপযুক্ত (ঐ ২৩টি পরিবার ভিন্ন) সমস্ত পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-starred Question No. 48

Name of M. L A— Smt. Ratna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে এস, টি ও এস, সি র জন্য সংরক্ষিত বহুপদ উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে দীর্ঘদিন যাবত খালি পড়ে রয়েছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কোন কোন বিদ্যালয়ে কতগুলি পদ ও কতদিন যাবৎ খালি

আছে ; এবং

৩। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে এই খালিপদের কাজকর্ম পরিচালনা করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Shri Dasaratha Deb.

১। হ্যাঁ, ৪১টি পদ উপযুক্ত তপশীলভুক্ত জাতি ও ৮৯টি পদ উপজাতি প্রার্থীর অভাবে খালি আছে (তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল)।

২। বিদ্যালয় ভিত্তিক খালিপদের হিসাব ও কতদিন যাবৎ খালি আছে তাহার তালিকা সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল।

৩। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে কর্মরত কর্মচারীদের দ্বারা ঐ সব খালিপদের কাজকর্ম পরিচালনা হইতেছে।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	তপঃ উপজাতি (S.T)	তপঃ জাতি (S.C)	খালিপদ সমূহের স্থিতিকাল
১.	২.	৩.	৪.	৫.
১।	নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন	১টি	১টি	৩ বৎসর (১৯৮২ইং সন হইতে)
২।	ঈশানচন্দ্রনগর পরগণা দ্বাদশ বিদ্যালয়	১টি	—	৪ বৎসর (১৯৮১ইং সন হইতে)
৩।	কটকরায় দ্বাদশ বিদ্যালয়	৫ ,,	২ ,,	২ ,, (১৯৮৩ইং সন হইতে)
৪।	রমেশ দ্বাদশ বিদ্যালয়	১২ ,,	৩ ,,	৮ ,, (১৯৭৭ইং সন হইতে)
৫।	প্রাচ্যভারতী দ্বাদশ বিদ্যালয়	৪ ,,	২ ,,	৩ ,, (১৯৮২ইং সন হইতে)
৬।	শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন	৭ ,,	— ,,	২ ,, (১৯৮৩ইং সন হইতে)
৭।	প্রগতি বিদ্যাভবন	৪ ,,	১ ,,	৬ ,, (১৯৭৯ইং সন হইতে)
৮।	মহাত্মা গান্ধী দ্বাদশ বিদ্যালয়	১ ,,	৪ ,,	২ ,, (১৯৮৩ইং সন হইতে)
৯।	রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির	২ ,,	১ ,,	৫ ,, (১৯৮০ইং সন হইতে)
১০।	বিশালগড় দ্বাদশ বিদ্যালয়	৭ ,,	১ ,,	৩ ,, (১৯৮২ইং সন হইতে)

১.	২.	৩.	৪.	৫.
১১।	দীননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির	৪ টি	২টি ৮ বৎসর	(১৯৭৭ইং সন হইতে)
১২।	রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪ ,,	২ ,, ৬ ,,	(১৯৭৯ইং সন হইতে)
১৩।	স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতন	১ ,,	১ ,, ৪ ,,	(১৯৮১ইং সন হইতে)
১৪।	জোলাইবাড়ী দ্বাদশ বিদ্যালয়	১০ ,,	৮ ,, ৮ ,,	(১৯৭৭ইং সন হইতে)
১৫।	বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ	১১ ,,	৬ ,, ৪ ,,	(১৯৮১ইং সন হইতে)
১৬।	হরচন্দ্র দ্বাদশ বিদ্যালয়	১ "	১ " ২ "	(১৯৮৩ইং সন হইতে)
১৭।	বিবেকানন্দ দ্বাদশ বিদ্যালয়	১ "	— " ২ "	(১৯৮৩ইং সন হইতে)
১৮।	রামঠাকুর পাঠশালা (বালিকা) দ্বাদশ বিদ্যালয়	২ "	— " ২ "	(১৯৮৩ইং সন হইতে)
১৯।	শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন	৩ "	১ " ৫ "	(১৯৮০ইং সন হইতে)
২০।	সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ	১ ,,	— " ৮ "	(১৯৭৭ইং সন হইতে)
২১।	সখীচরণ বিদ্যানিকেতন	১ "	— " ৪ "	(১৯৮১ইং সন হইতে)
২২।	প্রাথমিক বিভাগ, রমেশ দ্বাদশ বিদ্যালয়	১ "	— " ৫ "	(১৯৮০ইং সন হইতে)
২৩।	প্রাথমিক বিভাগ, শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন	১ "	১ " ৩ "	(১৯৮২ইং সন হইতে)
২৪।	প্রাথমিক বিভাগ, সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ	— "	১ " ৪ "	(১৯৮১ইং সন হইতে)
২৫।	বি,এস,এফ. প্রাইমারী বিদ্যালয়, শালবাগান	১ "	— " ২ "	(১৯৮৩ইং সন হইতে)
২৬।	বি,এস, এফ, প্রাইমারী বিদ্যালয়, বগাফা	১ "	— " ২ "	(১৯৮৩ইং সন হইতে)
২৭।	রামঠাকুর পাঠশালা (বালক) দ্বাদশ বিদ্যালয়	১ "	৩ " ৮ "	(১৯৭৭ইং সন হইতে)
		মোট—৮৯টি	৪১ টি	

Admitted Un-starred Question No. 50

Name of M.L.A. :— Smt. Ratna Prava Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় বে-সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ; এবং

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কতগুলি কোন স্তরের এবং কোন কোন স্থানে রয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge:—Shri Dasaratha Deb

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় বে-সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬২টি।

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে :—

উচ্চতর মাধ্যমিক—	২১টি।
উচ্চ মাধ্যমিক—	৬টি।
জুনিয়র হাই/সিনিয়র বেসিক—	৪টি।
প্রাইমারী—	৩১টি।
	৬২টি

বিদ্যালয়গুলির অবস্থানের তালিকা সঙ্গে দেওয়া গেল।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম (উচ্চতর মাধ্যমিক)
১।	দীননাথ নারায়নী বিদ্যামন্দির, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)।
২।	রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৈলাশহর, ত্রিপুরা (উত্তর)।
৩।	ফটিকরায় দ্বাদশ বিদ্যালয়, ফটিকরায়, ত্রিপুরা (উত্তর)।
৪।	হরচন্দ্র দ্বাদশ বিদ্যালয়, মানিক ভাণ্ডার, ত্রিপুরা (উত্তর)।
৫।	শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন, খোয়াই, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।

ক্রমিক নং ঃ—	বিদ্যালয়ের নাম (উচ্চতর মাধ্যমিক)
৬।	বিবেকানন্দ দ্বাদশ বিদ্যালয়, তেলিয়ামুড়া, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৭।	রানীরবাজার বিদ্যামন্দির, রাণীরবাজার, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৮।	বিশালগড় দ্বাদশ বিদ্যালয়, বিশালগড়, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৯।	কড়ইমুড়া দ্বাদশ বিদ্যালয় কৃষ্ণকিশোর নগর, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
১০।	ঈশানচন্দ্রনগর পরগণা দ্বাদশ বিদ্যালয়. ঈশানচন্দ্রনগর, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
১১।	বড়দোয়ালী দ্বাদশ বিদ্যালয়, অরুনধূতিনগর, আগরতলা।
১২।	প্রাচ্যভারতী দ্বাদশ বিদ্যালয়, আগরতলা।
১৩।	নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, আগরতলা।
১৪।	মহাত্মাগান্ধী দ্বাদশ বিদ্যালয়, আগরতলা।
১৫।	প্রগতি বিদ্যাভবন, আগরতলা।
১৬।	স্বামী দয়ানন্দ বিদ্যানিকেতন, (দ্বাদশ বিদ্যালয়) আগরতলা।
১৭।	রামঠাকুর পাঠশালা (বালক) দ্বাদশ বিদ্যালয়, আগরতলা।
১৮।	রমেশ দ্বাদশ বিদ্যালয়, রাধাকিশোরপুর, উদয়পুর।
১৯।	জোলাইবাড়ী দ্বাদশ বিদ্যালয়, জোলাইবাড়ী, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।
২০।	বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ, বিলোনীয়া, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।
২১।	রামঠাকুর পাঠশালা. (বালিকা) দ্বাদশ বিদ্যালয়, আগরতলা।

ক্রমিক নং —	বিদ্যালয়ের নাম (মাধ্যমিক)
১।	ডাবচুয়াই খ্রীষ্টান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুমারঘাট, ত্রিপুরা (উঃ)
২।	সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ, তেলিয়ামুড়া।
৩।	শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা।
৪।	কাতলামারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিমনা. ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৫।	সখীচরণ বিদ্যানিকেতন, আগরতলা।
৬	শান্তিরবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শান্তিরবাজার, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম (জুনিয়র হাই/উচ্চ বুনিয়াদী)
১।	মরিয়মনগর এস, বি. স্কুল. রেশমবাগান, ত্রিপুরা (পঃ)
২।	যতীন্দ্রকুমার জুনিয়র হাইস্কুল, রানীরবাজার, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৩।	আর, কে, আশ্রম বিদ্যামন্দির জুনিয়র হাইস্কুল। আগরতলা।
৪।	প্রগতি বিদ্যাভবন (বালিকা) জুনিয়র হাইস্কুল, আগরতলা।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম (প্রাথমিক)
১।	আর. কে, শিক্ষাসদন, কৈলাসহর, (উত্তর)।
২।	প্রাইমারী বিভাগ, ডারচুয়াই খ্রীষ্টান মাধ্যমিক স্কুল, কুমারঘাট, ত্রিপুরা (উত্তর)।
৩।	প্রাইমারী বিভাগ, শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন, খোয়াই, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৪।	প্রাইমারী বিভাগ, সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ, তেলিয়ামুড়া, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৫।	প্রাইমারী বিভাগ. বিবেকানন্দ দ্বাদশ স্কুল, তেলিয়ামুড়া, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৬।	বি, এস, এফ, প্রাইমারী স্কুল, তেলিয়ামুড়া, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
৭।	প্রাইমারী বিভাগ, রাণীরবাজার বিদ্যামন্দির, রাণীরবাজার, ত্রিপুরা (পঃ)।
৮।	প্রাইমারী বিভাগ, মরিয়মনগর এস, বি. স্কুল, রেশমবাগান, ত্রিপুরা (পঃ)
৯।	প্রাইমারী বিভাগ, যতীন্দ্রকুমার জুনিয়র হাই স্কুল, রাণীরবাজার ত্রিপুরা (পঃ)।
১০।	প্রাইমারী বিভাগ, শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন (বালিকা) স্কুল অরুন্ধুতিনগর, আগরতলা।
১১।	প্রাইমারী বিভাগ. বিশালগড় দ্বাদশ স্কুল, বিশালগড়, ত্রিপুরা (পঃ)।
১২।	কড়ইমুড়া প্রাইমারী স্কুল, কৃষ্ণকিশোর নগর, ত্রিপুরা (পঃ)।
১৩।	বিদ্যাপীঠ সত্য নিকেতন, চড়িলাম, ত্রিপুরা (পঃ)।
১৪।	শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালা, আমতলী, ত্রিপুরা (পঃ)।
১৫।	ভোলানন্দ বিদ্যাভবন, কুঞ্জবন, ত্রিপুরা (পঃ)।
১৬	রাধারাম বাড়ী প্রাইমারী স্কুল, ঈশানপুর, ত্রিপুরা (পঃ)।

ক্রমিক নং বিদ্যালয়ের নাম (প্রাথমিক)

১৭। প্রাইমারী বিভাগ, কাতলামারা হাই স্কুল, সিমনা, ত্রিপুরা (পঃ)।

১৮। বি, এস, এফ, প্রাইমারী স্কুল, শালবাগান, ত্রিপুরা (পঃ)।

১৯। প্রাইমারী বিভাগ, সখীচরণ বিদ্যানিকেতন, আগরতলা ত্রিপুরা, (পঃ)।

২০। প্রাইমারী বিভাগ, রামঠাকুর পাঠশালা দ্বাদশ (বালিকা) স্কুল, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

২১। প্রাইমারী বিভাগ, বড়দোয়ালী দ্বাদশ স্কুল, অরুনধুতিনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)

২২। প্রাইমারী বিভাগ, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

২৩। প্রাইমারী বিভাগ, আর, কে, আশ্রম বিদ্যামন্দির জুনিয়র হাইস্কুল, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

২৪। প্রাইমারী বিভাগ, প্রাচ্য ভারতী দ্বাদশ স্কুল, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

২৫। প্রাইমারী বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী দ্বাদশ স্কুল, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

২৬। প্রাইমারী বিভাগ, রামঠাকুর পাঠশালা (বালক) দ্বাদশ স্কুল, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

২৭। নেতাজী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, জগহরি মুড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

২৮। দেশবন্ধু শিশুতীর্থ, অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

২৯। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়, আখাউড়া রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

৩০। প্রাইমারী বিভাগ, রমেশ দ্বাদশ স্কুল, রাধাকিশোরপুর, উদয়পুর, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।

৩১। বি, এস, এফ, প্রাইমারী স্কুল, বগাফা, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।

Admitted Un-starred Question No. 51.

Name of M. L. A's :—Smt. Ratna Prava Das
Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকার বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ১৯৮২ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছিলেন ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ সময়ে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর কতগুলি পদ খালি ছিল (বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। সরকার কোন তারিখ থেকে কোন তারিখ পর্যান্ত এই আদেশ বলবৎ রেখেছিলেন এবং কেন ;

৪। এই আদেশের ফলে বিদ্যালয়গুলির বাজেটের কত টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছিল এবং এই টাকা কোন খাতে খরচ হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-charge :— Sri D. Deb.

১। হ্যাঁ। ১৯৮২ সালের জুন মাস হইতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ছিল।

২। ১৪৬টি শিক্ষক ও ৫৬টি শিক্ষা কর্মীর পদ খালি ছিল। (বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া হইল।)

৩। ৫ই জুন, ১৯৮২ ইং হইতে ৭ই আগষ্ট, ১৯৮২ ইং পর্যান্ত মূলতঃ গ্র্যান্ট-ইন-এইড খাতে ব্যয় মঞ্জুরীকৃত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষক	শিক্ষা কর্মী	মোট
১	২	৩	৪	৫
১।	নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন	৬	২	৮
২।	রমেশ দ্বাদশ বিদ্যালয়	৮	২	১০
৩।	বিবেকানন্দ দ্বাদশ বিদ্যালয়	৩	—	৩
৪।	রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির	৬	২	৮
৫।	হরচন্দ্র দ্বাদশ বিদ্যালয়	৬	—	৬
৬।	শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন	৭	১	৮
৭।	প্রগতি বিদ্যাভবন	৬	৩	৯
৮।	স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতন	১	—	১
৯।	রামঠাকুর পাঠশালা (বালক) দ্বাদশ বিদ্যালয়	৩	—	৩
১০।	ঈশানচন্দ্র নগর পরগণা দ্বাদশ বিদ্যালয়	৩	১	৪
১১।	রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬	—	৬
১২।	ফটিকরায় দ্বাদশ বিদ্যালয়	৬	৩	৯
১৩।	দীননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির	১০	৩	১৩
১৪।	জোলাইবাড়ী দ্বাদশ বিদ্যালয়	৮	—	৮
১৫।	বড়দোয়ালী দ্বাদশ বিদ্যালয়	১৬	৫	২১
১৬।	কাতলামারা হাই স্কুল	১	১	২
১৭।	সখীচরণ বিদ্যানিকেতন	১	—	১

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষক	শিক্ষাকর্মী	মোট
১	২	৩	৪	৫
১৮।	শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন	৪	১	৫
১৯।	রামঠাকুর পাঠশালা (বালিকা) দ্বাদশ বিদ্যালয়	২	—	২
২০।	মরিয়ম নগর এস, বি, স্কুল	১	—	১
২১।	রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির	—	২	২
২২।	প্রগতি বিদ্যাভবন জুনিয়র হাইস্কুল	৩	১	৪
২৩।	ডারচুয়াই খ্রীষ্টান হাই স্কুল	১	১	২
২৪।	বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ	১০	২	১২
২৫।	প্রাচ্যভারতী দ্বাদশ বিদ্যালয়	৫	২	৭
২৬।	মহাত্মাগান্ধী দ্বাদশ বিদ্যালয়	৮	৩	১১
২৭।	প্রাইমারী বিভাগ, মহাত্মাগান্ধী দ্বাদশ বিদ্যালয়	২	—	২
২৮।	প্রাইমারী বিভাগ, শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন	২	—	২
২৯।	প্রাইমারী বিভাগ, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন	১	—	১
৩০।	প্রাইমারী বিভাগ, আর, কে, আশ্রম বিদ্যামন্দির	১	—	১
৩১।	প্রাইমারী বিভাগ, মরিয়ম নগর এস, বি, স্কুল	২	—	২
৩২।	প্রাইমারী বিভাগ, রমেশ দ্বাদশ বিদ্যালয়	২	—	২
৩৩।	প্রাইমারী বিভাগ, ডারচুয়াই খ্রীস্টান হাই স্কুল	১	—	১
৩৪।	বি, এস, এফ. প্রাইমারী স্কুল (বগাফা)	১	—	১
৩৫।	প্রাইমারী বিভাগ, বিবেকানন্দ দ্বাদশ বিদ্যালয়	—	১	১

Admitted Un-starred Question No. 52

Name of M. L. A. :—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State :—

QUESTION

১। বিগত ১লা মার্চ ১৯৮৪ ইং থেকে সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য যে গ্রুপ ইন্সুরেন্স স্কীম চালু করেছেন-এর আওতাভুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং এই স্কীমের বাইরে রয়েছেন এরূপ কর্মচারীর সংখ্যা কত (গেজেটেড্ এবং নন-গেজেটেড বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২। এ পর্য্যন্ত কতজন মৃত কর্মচারীর পরিবারকে এই স্কীম অনুযায়ী টাকা প্রদান করা হয়েছে (গেজেটেড্ এবং নন-গেজেটেড্ দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Finance Department :—Chief Minister

১। তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

২। এ পর্য্যন্ত মোট ৩১ জন মৃত কর্মচারীর পরিবারকে এই পরিকল্পনানুযায়ী টাকা প্রদান করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 53

Name of the Member :— Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮৩-৮৪ ইং সনের আর্থিক বৎসরে এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের (১৯৮৪-৮৫) ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ষ্টাফ কার রুলস্ অনুসারে রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা

ব্যক্তিগত কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করার জন্যে কত টাকা জমা পড়েছে ;

২। সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে আইন মোতাবেক যারা টাকা জমা দেননি সেই সমস্ত পদস্থ কর্মচারীদের সংখ্যা কত ; (নাম সহ দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the S. A. Department :— Chief Minister, Shri Nripen Chakraborty.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Uu-starred Question No. 65

Name of M. L. A. :—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be Pleased to state :—

QUESTION

১। বর্তমানে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র আছে এবং (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ;

২। ঐ সমাজশিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে কোনটিতে এস, ই, ও'রও ও Village mother আছেন ও কোন কোনটিতে নাই তার তালিকা ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Deputy Chief Minister, Shri Dasaratha Deb.

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় ১,১৭১ টি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র আছে, ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

উত্তর জেলা		দক্ষিণ জেলা		পশ্চিম ত্রিপুরা	
সালেমা—	১০১	মাতাবাড়ী—	১০৬	তেলিয়ামুড়া—	২২
কুমারঘাট—	৮৯	সাতচাঁদ—	৭১	খোয়াই—	৫৯
কাঞ্চনপুর—	৫৫	রাজনগর—	৬৬	মোহনপুর—	৮৯

উত্তর জেলা		দক্ষিণ জেলা		পশ্চিম ত্রিপুরা	
পানিসাগর—	৭৯	অমরপুর—	৬৬	মেলাঘর—	৬০
ছামনু—	২৫	বগাফা—	৫৫	বিশালগড়—	৯৭
	৩৪৯		৩৬৪	টাকারজলা— (সাব-ব্লক)	২০
				জিরানীয়া—	৬৫
					৪১২

সদর নন-ব্লক=৪৬টি।

সর্বমোট =১.১৭১ টি।

অত্র সঙ্গে নামের তালিকা
Annexure-'A'-তে জুড়ে দেওয়া হইল ॥

২। ঐ সমাজশিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে যেগুলিতে এস, ই, ডব্লিও ও স্কুল মাদার আছে তার তালিকা Annexure—"B"-তে জুড়ে দেওয়া হইল। এবং যেগুলিতে এস, ই, ডব্লিও আছে, স্কুল মাদার নাই, আবার স্কুল মাদার আছে, এস, ই, ডব্লিও নাই অথবা কোনটাই নাই তাহার তালিকা Annexure—"C"-তে জুড়ে দেওয়া হইল ॥

WEST TRIPURA DISTRICT ANNEXURE—A

Statement Showing Social Education Centre

Block-Wise.

Bishalgarh Block.

1. Nagichera Ex-Serviceman Coloney S, E, C,
2. East Dukli S, E, Centre
3. North Badharghat S, E ,C,
4. Sukanta Jogendranagar S ,E, C,

Bishalgar Block.

5. Madhya Charipara S, E, C,

6. Nagichera S, E. C,

7. Bairagitila S, E, C,

8. East Pratapgarh S, E, C,

9. Rabindranagar S, E , C,

10. East Aralia S. E, C,

11. Kalitila S, E, C,

12, Sreenagar S, E, C,

13. Anandanagar S, E, C,

14. Madhuban Ex-Serviceman S, E, C,

15. Kantarjala S, E, C,

16. Sadhutila S, E. C,

17. Pratapgarh Hrishidaspara S, E, C,

18. Aralia S, E, C,

19. Charipara No. 1. S. E, C,

20. -do- No. 2 S, E, C,

21. Chandrapur S, E, C,

22. Panchyamukha S, E, C,

23. Santanagar S, E, C,

24, South Anandanagar S, E, C,

Bishalgarh Block

25. Nabadoy Jogendranagar S, E, C,

26. Chowringhee S, E. C,

27. Bidyasagar S, E, C,

28. Surjyamaninagar S, E, C,

29. Purbalaxmi Bill S, E, C,

30. Purnagram S, E, C,

31. West Gakulnagar S, E, C,

32. Gopinagar S, E, C,

33. Kalkalia S, E, C,

34. Mohanpur S, E, C.

35. Pekuarjala S, E, C,

36. Shyamnagar S, E, C,

37. Panditrampara S, E, C,

38. Chandranagar S, E, C,

39. Sibnagar S, E, C,

40. Hassan Hussonpara S, E, C,

41. Chalikhala S. E, C,

42. South Sibnagar S, E, C,

43. Dayarampara S, E, C,

Bishalgarh Block.

44. Routhkhala S. E. C.

45. Bishalgarh S, E, C,

46. Pachim Laxmibill S, E, C,

47. Murabari S, E, C,

48. Nehalchandranagar S, E. C,

49. Officetilla S, E, C,

50. Surendrapara S, E. C,

51. Kanchanmala S, E; C,

52. Raghunathpur S. E C,

53. Naraura S, E, C,

54. Nodilong S, E. C,

55. Pandabpur S, E, C,

56. Fultali S, E, C,

57. Champamura S, E, C,

58. Madhupur S, E, C,

59. Purthal Rajnagar S. E. C,

60. Madhupur S, E, C,

61. Officetilla S, E, C, (No-2)

62. Ganlamara S, E, C.

63. North Gajaria S, E, C,

Bishalgarh Block

64. East Sibnagar S, E, C
65. Purba Gakulnagar S, E, C,
66. Ramchera S, E, C,
67. Kemthana S, E, C,
68. Chanbaria S, E, C,
69. Dhalipukur S, E, C,
70. Ujan Larma S, E, C,
71, South Champamura Re-Settled Village S, E, C,
72. Purathal Rajnagar Re-Settled Village S, E, C,
73. Gakulnagar Re-Settled Village S, E, C,
74. Bangshibari Re-Settled Village S, E. C.
75. Murabari S, E, C,
76. Dhariathal S, E, C,
77. South Charilam S, E, C,
78. West Amtali S, E, C,
79. Kamalchowdhurypara S, E, C,
80. Lalshimura S, E, C,
81. Kamaraj Coloney S, E, C.
82. Amtali S, E, C,
83, Urangbari S, E C,
84. Kariamura S, E. C.

Bishalgarh Block.

85. Bishramganja S, E, C,

86. Chumirdhung S, E, C,

87. Ramnagar S, E, C,

88. West brajanagar S, E, C,

89. Shekharia S, E, C,

90. Tilakthakurpara S, E, C,

91. Nabinagar S, E. C,

92. Maharampara S, E, C,

93. Bangshibari S, E, C,

94. Mandabkilla S, E, C,

95. East Padmanagar S, E, C,

96. South Gharilam Re-Settled Village S, E, C,

97. Bangshibari Re-settled Village S, E, C,

98. Bakur bari S E C,

Khowai Block.

1. Ashrambari S, E. C,

2. Bachaibari S, E. C,

3. Shikaribari S, E, C,

4. Gopalnagar S, E, C,

5. Champahour S, E, C,

6. Gagan Smriti S, E, C,

Khowai Block.

7. Kachubari S, E, C,

8. Charghariabari S. E, C,

9. Ramgopanbari S, E, C,

10 Bachaibari S, E, C,

11 Bidyabill S, E, C,

12 East-Champachera S, E, C,

13 Bangshirambari S, E, C,

14. Barabil S, E, C,

15. Maungtuku S, E, C,

16. West Laxmichera S. E. C.

17. Banbazar S. E. C.

18. Madrambari S, E. C.

19. West Champachera S, E. C.

20. Purba Singichera S, E, C,

21. Samatal Padmabill S, E, C,

22. Bagabil Jumima Coloney S. E, C,

23. Radhanagar S, E, C,

24. Gournagar S, E, C

25. Bagabil S, E, C,

Khowai Block.

26. Belfangbari S, E, C,

27. Dhalajoy S, E, C,

28. Ramsadhupara S, E, C,

29. Barajambira S, E, C.

30. Sri Ramthakurpara S. E, C.

31. Kamini Sardar Para S, E, C,

32. Lal Tila S. E. C.

33. Hataibari S, E. C,

34. Sonarai Bari S, E, C,

35. Talakarai S, E, C,

36. Kanakapur S, E, C,

37. West Singhichera S, E, C,

38. Ajagar Tila S. E. C.

39. Manal chara S, E C,

40. Belchera S. E. C,

41, Sonatala Land Less Coloney S. E, C,

42. Ganki S, E, C,

43. Sri Krishana S. E. C,

Khowai Block.

44 Bara Bagai S, E. C,

45. Abala S, E, C.

46. Harakumar S, E. C.

47. Sonatala S, E C.

48 P harmura S, E, C,

49. Purba Ganki S, E. C.

50. Nalia Bari S, E, C,

51. Anath Choudhury Para S, E, C,

52. Pashim Rajnagar S, E. C,

53. Uthaibari S, E, C,

54. Uttar Chebari S, E, C.

55. Purba Ram Chandra Ghat S. E. C,

56. Dhakhin Jam Tilla S. E, C,

57. Subodh Para S. E. C.

58, Sashi Kumar para S. E. C.

59, Paharmura S. E. C.

Mohanpur Block.

1. Mohanpur S. E. C.
2. Gamchrakabara S, E. C,
3. Sepaipara S, E, C,
4. Krishnamohan Kabrapara S, E, C,
5. Nepalibasti S. E. C.
6. Rajghat S, E, C,
7. Mahadebbari S. E, C
8. Bhatifatikcherra S, E, C,
9. Dainmara S, E, C,
10. Taranagar S, E, C,
11. Fatikcherra S, E, C,
12. Bejoynagar S, E, C,
13. Rangacharra S, E, C.
14. Uttar Debendranagar S, E, C,
15. Kalikamura S, E, C,
16. Tamakari S, E, C,
17. Lefunga S, E, C.
18. Sonai S, E, C,
19. Barkathal S, E, C,
20. Chachu S. E. C,

Mohanpur Block

21. Jagatpur S, E, C.

22. Satdobia S, E, C,

23. Harinakhala S. E. C.

24. Chanpur S, E, C,

25. Chammuri S, E, C,

26. Uttar Rangutia S, E. C,

27. Kalkalia S, E, C,

28. Hazamara S, E, C,

29. Ramdayal Thakurpara S, E, C,

30. Jamirghat S, E, C,

31. Debapur S, E, C,

32. Dakhin Rangutia S, E, C,

33. Mukampara S, E. C,

34. Kumaribil S, E, C,

35. Ujanfatikcherra S, E, C,

36. Noagoan S, E, C,

37. Barmura Sontosh Jamaderpara S, E, C

38. Radhanagar Bejoy Deb Barma Para S, E, C,

39. Kalkalia Re-settled Village S, E, C,

Mohanpur Block

40. Harinakhala Re-settled Village S, E, C,

41. Mohinipur Re-settled Village S, E, C,

42. Nripendranagar Coloney S, E. C

43. Laxman Sardarpara Re-settled Village S, E, C,

44. Hrishi Arabinda Barjala S, E, C,

45. Gowala Basti (Lichu bagan) S. E. C.

46. Indranagar (new) S, E, C.

47. Lichu Bagan S, E, C,

48. Kalikapur S, E, C,

49. Ananganagar S, E, C,

50. Narayanpur S, E, C.

51. Nayaniamura S. E, C,

52. Shammura S, E, C,

53. Nandanagar S, E, C,

54. Nabagram S, E, C,

55. Nutannagar S, E, C,

56. Lankamura S, E, C,

Mohanpur Block

57. Narshinghar S, E, C,

58. Desh Bandhu S, E, C,

59. Airport S, E, C,

60. Sharmalong land less S, E, C.

61. Barjala S, E, C,

62. Gandhigram S, E, C,

63. Binpara S, E, C,

64. Nandanagar S, E , C,

65. Durjoynagar S, E, C,

66. Bargatha Kartic Barma Para S, E, C,

67. Mohandas Baisnab para S, E, C,

68. Kumarghat S, E, C,

69. Brahmakunda S, E, C,

70. Ishanpur S, E, C,

71. Ramdas Thakurpara S, E, C,

72. Brahma Kunda Basti S, E, C,

Mohanpur Block

73. Putiabill S, E, C,

74. Narendrapara Matiabari Jumia Coloney S, E, C,

75. Kambukchara S, E, C,

76. Bhadramanipara S, E, C,

77. Rangamura S, E, C,

78. Daldali S. E, C,

79. Ishan Choudhuripara S, E, C,

80. Mantala Coloney S, E, C,

81. Brajabinadinipur S, E, C.

82. Debendra Chowdhuripara S, E, C,

83. Brajanagar Jumia Coloney S, E, C,

84. Shankhala S, E, C,

85. Haticherra S, E, C,

86. Sarat Choudhuripara S, E, C,

87. Masraibari S, E, C,

88. Joyram mudi S, E. C,

89. Thomang Kuri S, E, C,

Jirania Block

1. Jirania S, E, C,
2. Kala chand Kobrapara S. E, C,
3. Narayanbari S, E, C,
4. Bhadramissip Para S. E, C,
5. Noadadi S, E, C,
6. Khutamara S. E, C,
7. Harinath Sarderpara S, E, C,
8. Vrigudasbari S, E, C,
9. Chargharla Radha Rani S, E, C,
10. Matambari S, E, C.
11. Purba Debendranagar S, E· C,
12. Belbari S, E, C,
13. Gurmapada Tribal Coloney S. E. C.
14. Harijoy Choudhurypara S, E. C.
15. Tarak Bhuiya para S, E, C,
16. Master para S, E, C.
17. Subashnagar S, E, C.
18. Sachindranagar Coloney S, E, C.
19. Joynagar S, E, C.

Jirania Block

20. Bisrambari S, E. C.

21. Jangalia S. E. C.

22. Atnekthank S. E. C.

23. Kamarbari S. E. C,

24. Chintaram Kobrapara S. E. C.

25. Mandaibazar S, E, C,

26. Sonaram Sardar Para S. E, C,

27. Kanai Sardar Para S, E, C,

28. Balaram Thakur Para S, E. C.

29. Athara Card Coloney S, E, C,

30. Joy Gobinda Para S, E, C.

31. Brajabashi Para S, E, C,

32. Wakheroy Sardarpara S. E. C,

33. Durga Choudhurypara, S. E. C,

34. Rajchandra Chantaipara S, E, C,

35. Old Agartala S, E, C,

36. Dafadarpara S, E, C,

37. Kobra Khamar, S, E, C,

Jirania Block

38, Kepram Para S, E, C.

39, Kobra Khamar No, 1 S, E. C.

40, Leembuchara S, E, C,

41, Birchandra Thakurpara S, E, C,

42, Purbanabari S, E, C.

43. Purbanoagoan S E. C.

44. Uttar Champamura S, E, C,

45. Barjanagar S. E, C,

46. Bardhaman Thakurpara S, E, C,

47. Nalgaria S, E,C,

48. Mohanpur Gurukul Ashram S, E, C,

49. Ratannagar Satyavajan S, E, C,

50. Astalonga S, E, C,

51. Satpara S, E. C,

52. Sonamani Shipalipara S, E, C,

53. Kalisaugkar Thakurpara S, E, C,

54. Lal Tila S, E, C,

55. Baldakhal S, E, C,

56. Kashnoagoan S, E, C,

Jirania Block

57. Gopinathghar S, E, C,

58. Assampara Janakalyan S, E, C,

59. Pashchim noabad Ex-servicemen coloney.

60. Kitchenpara C, E, C,

61. Dhupchara S, E, C,

62. Kashipur S, E. C.

63. Ramnarayan Sarderpara S, E, C,

64. Ranirbazar S, E, C.

65. Kalikapur S. E. C.

Teliamura Block

1. Howaibari S, E. C,

2. South Pulinpur S, E, C,

3. Ghaniarbill S, E, C,

4. Karailong S, E, C,

5. Maharanipur S. E, C,

6. Maiganga S, E, C,

7. Baluchera S, E, C,

8. Krishnapur S, E, C,

9. Gunamani S, E, C,

Teliamura Block

10. Morarchera S, E, C,
11. Santipur S, E, C,
12. Totabari S, E, C,
13. Gongraihour S, E, C,
14. Satya Bhama Hriday S, B, C,
15. Gouranga tilla S, E, C,
16. Hadrai S, E, C,
17. Ampura S, E, C,
18. Gagansadhu para S, E, C,
19. Kamalasagar S, E, C,
20. Kunjamura S, E, C,
21. Santinagar Jumia Coloney S, E, C,
22. Dwarikapur S, E, C,

Melaghar Block.

1. Joychandra Bala Mandir S, E, C,
2. Rangamura S, E, C,
3. Thakurpara S, E, C,
4. Palpara S, E, C,

Melaghar Block

5. Mohanbhog S, E, C,

6. Askhoy Samaj Siskha Kendra S, E, C,

7. Nalchar S, E, C,

8. Jagatchandra Sishu Udyan S, E, C,

9. Ambika Sishu Bihar S. E, C,

10. Mayarani S, E. C,

11. Ramkanai Sishu Niketan S, E, C,

12. Taxapara S, E, C,

13. Taijiling S, E, C,

14. Jumerdhepa S, E, C,

15. Bagabasa S, E, C,

16. Abid Ali S, E, C,

17, Bamnimura S, E, C,

18. Garjanban S, E, C.

19. Kemtali S, E, C,

20, Kalapara S, E, C,

21. Battali S, E, C,

22. Urmai S, E, C,

Melaghar Block

23. Baniyachera S, E, C,

24. Chandanmura S, E, C,

25. Garurband S, E, C,

26. Kaliram S, E, C,

27. Laxmandhepa S, E, C,

28. Kukiachera S, E, C,

29. Kachirgong S, E, C,

30. Kumariakucha S, E, C,

31. Lalmaibari S, E, C,

32. Khas chow. S, E C,

33, Killa mura S, E, C.

34. Taibandhal S. E, C,

35. Kunja Mohan Shisu Bihar S, E. C,

36. Sonamura Shisu Niketan S, E, C,

37. Sonamura Sub-jail S, E, C,

38. Soramati Shisu Sikhsa Mandir S, E, C,

39. Barnarayan S, E, C.

40. Sonamura Village S, E, C,

Melaghar Block

41. Karaliamura S, E, C,

42, Matinagar S, E, C,

43. Batadola S, E, C,

44, Kalabari S. E. C.

45. Kalamcherra S. E. C.

46. Kulubari S, E. C.

47. Boxanagar S. E, C.

48. Promode Shsu Bihar S. E. C,

49. Kalshimura S. E. C.

50. Kiranmoyee S. E. C.

51. Bashpukur S. E, C.

52. Barmura S, E, C,

53. Ramkali S, E, C,

54. Nirbhoypur S, E, C,

55. Thalabari S, E, C,

56. Manalpathar S, E, C,

57. Bhabanipur S, E, C,

58. Aralia S, E, C,

Melaghar Block

59. Putia S, E, C,

60. Kunjamohan Shisu Bihar S. E, C.

Takarjala (Sub-Block)

1, Takerjala (West) S, E, C,

2. Amtali S, E, C,

3. Jampui Coloney S, E, C,

4. Harikanta para S, E, C,

5. Sabarpur S, E, C,

6, Kandraichara S, E. C.

7. Dharaichara S, E, C,

8. Gahirampara S, E, C,

9, Bhabani kobra para S, E, C,

10. Pravapur Re-Settled Village S, E. C,

11. Gurudayalpara S, E, C,

12, Teleban Re-Settled Village S, E, C,

13. Debendrapara S, E, G,

14, Hamuch Chára S, E, G,

Takarjala (Sub-Block)

15. Kantamani para S, E, C,

16. Ramjoypara S. E, C,

17. Jampaijala S, E, C,

18, Dundripara S. E, C.

19, Ratanpur S, E. C,

Sadar-Non Block

1. Ashoke Smriti S. E. C.

2. Shishu Niketan Town Indranagar S, E, G,

3. Ashram Chowmnhani S, E, C.

4. Dhaleswar Nutanpalli S, E, C,

5. Dhaleswar Coloney S, E, C,

6. Khudiramprasad S, E, C,

7. Ujan Abhoynagar S, E, C,

8. Santipara S, E. G,

9. West Banamalipur S, E, G,

10. Adibashi Mahila Samiti S, E, C,

Sadar Non Block

11. Sukanta (Ranjitnagar) S, E. C,

12. Sukanta (Melarmath) S, E, C,

13, Central Jail Quarter S, E, C,

14. Kumaritila S, E, C,

15. Dashamighat S, E, C,

16. 79 Tilla S, E, C,

17. Bhagininibedita S, E, C.

18. Adarsha Hrishipalli Milanchakra S, E, C,

19. Ramsundarnagar S, E, C.

20. North Banamalipur S, E, C,

21. North Banamalipur Santi Unnyan S, E, C,

22. Udiaman S, E, C,

23, Sitala Tali S, E, C,

24. Bibekananda Gangail S, E, C,

25. Bibekvarati Town Indranagar S, E, C,

26. Bibekpalli Collegetila S, E, C,

Sadar Non-Block

27. Haradhan Sangha S, E. C,

28. North Krishnanagar S, E, C,

29. Bhati Abhoynagar Mollapara S, E, C,

30. Old Colonellari S, E, C,

31. Shamalibazar S, E, C.

32. Laxmi Narayanbari S, E, C,

33. ArunUdoy Sangha S, E, C,

34. Surja Sen S, E, C,

35. Ramnagar It Khala S, E, C,

36. Rajnagar S, E, C,

37. Santipara Kohimohan S, E, C,

38. Dhaleswar S, E, C,

39. Chandinamura S, E, C,

40. Indranagar S. E, C,

41. Kunjaban Khanna Park S, E, C,

42. Indranagar Harijan Coloney S, E, C,

43. Gurkha Basti S, E, C,

Saddar Non block

44. Najirbari S, E, C,

45. V. M. N./Coloney S, E, C,

46. Durga Chowmuhani S, E, C.

North District Annexure "A"

Statement Showing names of the Social Education Centres under the North Tripura District Block-Wise.

Salema Block

1. Gouri Shishu Bihar, Ambassa
2. Ambagan Shishu Bihar
3. Kanchanpur Coloney S, E, Centre
4. Jagannathpur S, E, C,
5. Raiapasa S, E, Centre
6. Dalubari S, E, Centre
7. Vaullabastee S, E, Centre
8. Kekmacherra S, E. Centre
9. Subhadra Shishu Bihar, Kulai
10. Sonamram Kobra Para S, E, Centre
11. Gandacherra S, E, Centre

Salema Block

12. Nalicherra S, E, Centre

13. Basudebpara S, E, Centre

14. Sudharampara S, E. C,

15. Lalchari S, E, C,

16 Lalchari Tribal Coloney S, E, Centre

17. Bagmara S, E, Centre

18. Dhamban Reang Chow Para S, E, Centre

19. Balaram S, E, Centre

20. Chandraipara S, E, Centre

21. Nilambar Shishu Bihar, Salema

22. North Singinala S, E, Centre

23. South Singinala S, E, Centre

24. Mandi Hower No. 1. S, E, Centre

25. Mandi Hower No. 2. S, E, Centre

26. Padma Kumar Deb Barma Para S, E, Centre,

27. Rakhaltali S, E, Centre,

28. Rabindra Ch. Shishu Bihar,

29. East Dalucherra S, E, Centre,

30. West Dalucherra S, E, Centre,

Salema Block

31. Salema Coloney S, E. Centre,

32. Dabbari S, E, Centre,

33. South Kachucherra S, E, Centre.

34. Mahendra Shishu Bihar,

35. Madhya Kachucherra S, E. Centre,

36. Kachucherra S, E, Centre,

37. Kachucherra Sangmabastee S, E, Centre,

38. Avanga S, E. Centre,

39. West Avanga S, E, Centre.

40. Maharani S, E, Centre.

41. Noagaon S, E. Centre.

42. Katalutma S, E, Centre.

43. Adhir Deb Para S, E, Centre.

44. Mechuria. S, E, Centre.

45. Chulubari S, E, Centre.

46. Noagaon S, E. Centre.

47. Kalachari No.2 S, E, Centre.

Salema Block

48. Mangal Singh Chow Para S, E. Centre.

49. Iswar Deb Barma Para S, E, Centre.

50. West Chulubari S, E, Centre.

51. Mayachari S, E, Centre.

52. Bishnupur S. E, Centre.

53. Sashi Kumar Para S, E, Centre.

54 Krishnanagar S, E, Centre.

55. South Manik Bhandar S, E, Centre.

56. West Lambu S, E, Centre.

57. Rajdhan Halam Para S, E, Centre.

58. Sadhubari S, E, Centre.

59. Fulchari S E, Centre.

60. Durai Shib Bari S, E. Centre.

61. Mainabari S, E, Centre

62. West Halahali C, E, Centre

63. Manik Bhandar S, E, Center

64. Biswachandrapara S, E, Centre

Salema Block

65. Kalachari No 1 S, E, Centre

66. Bidya Chow. Bari S. E, Centre

67. Mangal Cingh Show Para S, E, Cențre (No. 1)

68. Santosiabari S, E, Centre

69. Srídampur S, E. Centre

70. Ganarampara S, E. Centre

71. Bamancherra S, E. Centre

72. Baradrawn S, E, Centre

73. West Kuchainala S, E, Centre

74. North Michuria S, E. Centre

75. Rupaspur S, E, Centre

76. Chotosurma S, E, Centre

77. Kamalpur S, E, Centre (South)

78. Kamalpur Syb-Jail S, E, Centre

79. Maracherra S. E, Centre

80. Lalchari S, E, Centre

81. Mohanpur S, E, Centre

Salema Block

82 Kamranga S. E. Centre

83. Kamalpur West S. E' Centre

84. Putiacherra S E. Centre

85. Harerkhala S, E. Centre

86 Baligaon S E. Centre

87. Barasurma S. E, Centre

88. Darang S, E, Centre

29. Kandigram S, Ei Centre

90 Halahali S. E. Centre

91. Prafulla Das Para (Chulubari) S. E. Centre

92. Pasupati Deb Barma Para S. E. Centre

93. Kalachari No. S. E, Centre

94. Debicherra S, E, Centre,

95. Panbua S, E, Centre.

96. Panchashi S, E, Centre.

97. South Kuchainala S, E. Centre.

98. Singhagarh S, E, Centre.

Salema Block

99. Aparaskar S, E, Centre.

100 Kamalachara S, E, Centre.

101. Chandraipara S, E, Centre
(Silkaribari).

Chaumanu T. D, Block

1. Mainama S. E. Centre.

2. Aghore Sarder Para S. E. Centre.

3. Masli S. E. Centre.

4. Lalcharra M. T. Coloney S. E. Centre.

5. Bhitar Mainama S. E. Centre.

6. Nalkata S. E. Centre.

7. Karamcherra S. E. Centre.

8. Jamircherra S. E. Centre.

9. South Lalcherra S. E. Centre.

10. Kanchancherra S. E. Centre.

11. Kathalcherra S. E. Centre.

12. Ghagracherra S. E. Centre.

13. Kukicherra S. E. Centre.

Chaumanu T. D. Block

14. Jatindra Roajapara S. E. Centre.

15. Wakiram Roaja Para S. E. Centre.

16. Rabi Kumar Roaja Para (Manikpur) S. E. Centre.

17. Dhumacherra S. E. center.

18. Reangbastee S. E. Centre,

19. Chailengta Coloney S. E. Centre

20. Karaticherra S. E. Centre.

21. Brajendra Tripura Para S. E. Centre.

22. Chittasen Roaja Para S. E. Centre.

23. Rajdhar S. E. Centre.

24. Chaumanu S. E. Centre.

25. Natimanu S. E. Centre.

Kanchanpur Block :

1. Nabincherra S, E, Centre

2. Karaticherra S, E, Centre

3. Dhanicherra S, E, Centre

4. Unmadini Shishu Bihar

Kanchanpur Block

5. Hemangini Shi-hu Bihar

6. Krishn:tilla S, E, Centre

7 Nalkata S, E, Centre

8. Taraka Debi Shishu Bihar

9. Pyari Mohan Tirthamayee Shishu Bihar

10. Nutanbari S. E. Centre

11. Barahaldi S. E. Centre

12. Babujoy Chow. Para S, E, Centre

13, Tuisama S. E. Centre

14. Hanumanbari S, E, Centre

15, Kamakhyapur Nayanram S, E, Centre

16. Anandabazar S, E, Centre

17. Sakhan Sehrmun S, E. Centre

18. Uttar Gachirambari S, E, Centre

19, Raimanipara S, E, Centre

20. Sakhan Tlangssng S, E, Centre

21, No, 3 Coloney S, E, Centre

22. Laljuri S, E, Centre

Kanchanpur Block

23. Vivekananda Memorial S, E, Centre

24. Dupada S. E. Centre

25. Kanchanpur S. E, Centre

26. Kancanpur Model S. E, Centre

27. Lokeswari S. E. Centre

28. Baikunthanath Shishu Bihar, Kanehanpur

29. Deshabandhu Samaj Siksha Kendra

30, Nimaichand Shishn Bihar Satnala

31. Jariham Shishu Bihar. Satnala

32, Chandra mohan Baidya Para S, E, Centre

33. Phuldungsei S, E, C

34, Sabual S, E, Centre

35. Tlangsang S, E, Centre

36. Bangla S, E, Centre

37, Belianchhip S, E. Centre

38, Vanghmun S, E. Centre

39, Tlaksih S. E, Centre

40. Hmunpui S, E, Centre,

41. Hmawnchusn S, E, Centre

Kanchanpur Block

42, Vaisam S, E, Centre

43, Khedacherra S, E, Centre

44, Damcherra S, E Centre

45, Radhakishorepur S, E, Centre

46, Sundibasa S, E, Centre

47, Mitrajoypara S, E, Centre

48. Shibnagar S, E, Centre.

49. Purba Uricherra S. E. Centre,

50. Balanalcherra S, E. Centre,

51, Kawnpui S. E, C,

52. Setudwar S. E, Centre,

53. Saikarbari S, E. C,

54, Subalpara S, E. C,

55, Silbari S, E, C,

Panisagar Block.

1, Kalagangerpar S, E. Centre.

2. Balicherra S. E. Centre.

3. Kadamtala S, E, C,

Panisagar Block

4. Pearicherra S, E, C,

5. Kurti S, E, C,

6. Birajnagar S, E, C,

7. South Jolaibari S, E, C,

8. Tarakpur S, E, C,

9, Bargool S, E. C,

10. Telanganabastee S, E, C,

11, Churaibari S, E, C,

12. Saraspur S, E, C,

13. Ranibari S, E, C,

14. South Bargool S, E, C,

15. Amtilla S, E, C,

16. Challisdrone S, E, C,

17. Raghma S, E, C,

18. West Chandrapur (S. Para) S, E, C,

19. Sanicherra S, E, C,

20. Sonarerpasa S, E, C,

21. Dharmanagar Town Balwadi S, E. C,

22, Chandrapur (P. Para) S, E, C,

23. Ganganagar S, E, C.

24. Rajbari S, E. C,

Panisagar Block

25. East Chandrapur S. E, C,
26. Padmapur S, E, C,
27. North Baruakandi S, E, C,
28. West Chandrapur S. E, C.
29. Ichai Nutanbazar S, E, C,
30. Huplong Upajatipara S, E, C,
31. Saminipara S, E, C,
32. Darjirhower S, E, C.
33. Dewanpasa S, E, C, No. I.
34. Baithangbari S, E, C,
35. Dewanpasa No. 2 S, E, C,
36. Ichai Lal Cherra S. E, C,
37. Nandalal Shishu Bihar, Gobindapur
38. Kameswar S, E, C,
39. Sakaibari S, E, C,
40. South Harua S, E, C,
41. Khopatilla S. E, C,
42. Sabajpur S, E, C,
43. Nayapara No. I S, E, C,
44. Nayapara No. 2 S, E, C,
45. South Baruakandi S, E, C,

Panisagar Block

46. Chandrapur S, E. C,

47. Huplongcherra.

48. Agnipasa S, E, C.

49. Dalubari S, E. C.

50. Panisagar S, E, C,

51. South West Panisagar S, E, C,

52. North West Panisagar S, E, C,

53. Chandrapur S, E, C,

54. Deocherra S. E. C,

55. Rowa S. E, C,

56. Tilthai S. E. C,

57. Betangi S. E, C.

58. Bairagibari S. E, C

59, Jalabasa S. E, C,

60. Madhabpur S. E. C.

61. North Deocherra S, E, C,

62, Uptakhali S, E, C,

Panisagar Block

63. North Padmabil S, E, C,
64. South Padmabill S, E, C,
65. Krishnapur S E. C,
66. Rajnagar S. E C.
67. Madhuban S. E. C.
68. Ramnagar S. E. C.
69. Uptakhali S. E. C.
70. Pekucherra S, E, C.
71. Gobindapur S, E, C,
72. Chandrapur (M, Para) S, E. C.
73. Huplong S, E, C.
74. South Pearicherra S, E, C,
75. South Birajnagar S, E, C,
76. North Telangana Bastee S, E. C,
77. Saminipara S, E, C. No. II.
78. Sarala S, E, C,
79. Madhushudan T, E. S, E, C,

Kumarghat Block

1. Fatikroy S, E, Centre.
2. Rajnagar Coloney S, E, Centre.
3. Ganganagar S, E, Centre,
4. Rajkandi S, E. Centre.
5. Saidacherra S, E, Centre.
6. Radhanagar S, E, Centre.
7. Assambastee S, E, Centre.
8. Krishnanagar S, E, Centre.
9. Fatikcherra S, E, Centre,
10. Gakulnagar S, E, Centre.
11. Kulesnagar S, E, Centre.
12. Saiderpar S, E, Centre.
13. West Katatila S, E, Centre.
14. East Ratacherra S, E. Centre.
15. West Kanchanbari S, E, Centre.
16. West Ratachera S, E, Centre.
17. Kalyansingh Chow. Para S, E, Centre.

Kumarghat Block

18. Masauli S, E, Centre.

19. Laljuri S, E. Centre.

20. Vidyanagar S, E, Centre.

21. Kirtantali' S, E,. Centre.

22. Durganagar S, E, Centre.

23. Bhagabannagar S. E, Centre.

24. Ichabpur S, E. Centre.

25. Kaulikura S, E. Centre.

26. West Kaulikura S, E. Centre.

27. Deoracherra S, E, Centre,

28 Pakhirbada S. E, C,

29 Tilakpur S, E. C,

30. Muraibari S, E, C,

31. Baburbazar S. E, C,

32. Santipur S, E, C,

33. Kamrangabari S, E, C,

34. Kacharghat S, E, C,

Kumarghat Block

35. Tilabazar S, E, C,

36. Irani S. E, C.

37. Latiapura S. E. C,

38. Chinibagan S, E, C,

39. Nooncherra S, E. C.

40. Tailen Muktar Para S, E, C,

41. Belehar S. E. C.

42. South Bhagabannagar S. E. C.

43. Devasthal S. E. C.

44. Kanakpur S, F. C.

45. Gobindapur S. E. C.

46. District Jail S. E. C.

47. Jalai S. F. C.

48. Durgapur S. E, C.

49. Narendra Chow. Para S. E. C.

50. Beha Kumar Para S. E. C.

51. Tailenbari S. E. C.

52. Kumarghat S, E, C,

Kumarghat Block

53. Darohai S. E. C.

54. Sadhuchandrapara S. E. C.

55. Dudpur S. E. C.

56. Betcherra Bhumihin Coloney S. E. C.

57. Dudpur Coloney S. E. C.

58. Ashrampalli S. E. C.

59. Sonaimuri Halambari S. E. C.

60. Nutanbazar S. E. C.

61. Sidangcherra S. E. C.

62. North Pabiacherra S. E. C.

63. Satyendra Malakar Para S. E. C.

64. Bhagyapur S, E, Centre.

65. Singirbill S, E, Centre.

66. Chantail S. E, Centre.

67. Nayapara S, E, Centre.

68. Rajnagar S, E, Centre.

69. Jagannathpur S, E, Centre.

Kumarghat Block

70. Baraitali S, E, Centre.

71. Samrurpar S. E, Centre.

72. Chandrapur S, E, Centre.

73. Bilaspur S, E, Centre.

74. Dulugaon S. E, Centre.

75. Pechardahar S, E, Centre.

76. East Fultali S, E, Centre.

77. Mohanpur S, E, Centre.

78. West Fultali S, E, Centre.

79. West Katatila S, E, Centre.

80. Murticherra S, E, Centre.

81. Ramgrung S, E, Centre.

82. Rajmohan Chow. Para S. E, Centre.

83. Daityamunipara S, E, Centre,

84. Sarojini T. E. Social Edun. S, E, Centre.

Kumarghat Block

85. Sova Tea Estate S, E, Centre.

86. Hiracherra Tea Estate S, E, Centre.

87, Rangauti S, E, Centre.

8. Nidevi S, E, Centre.

89. Juricherra S, E, Centre.

South District Annexure "A"

Statement Showing names of the Social Education Centres under the South Tripura District Block-Wise.

Amarpur Block

1. North Malbasa S, E, C,
2. South Malbasa S, E. C,
3. Adarsha Sukanta Coloney. S. E. C,
4. Netajee Palli S, E, C,
5. Vivekananda S, E, C,
6. Birbal Daspara S, E, C,
7. Kshudiram Para Palli S, E, C,
8. South Mailak S, E, C,

Amarpur Block

9. Mailak S. E. C,

10. Burburia S. E. C.

11. Sarbong S. E, C,

12. Bhagaban Khola S, E, C,

13. Bampur Bazar S, E, C,

14. Rangamati S, E, C,

15. Ramkrishna Coloney. S, E, C,

16, Harimohan Smriti Nursery S, E. C,

17. Fatiksagar S, E, C,

18. Gobindatila S, E, C,

19. Bampur S, E. C,

20. Sudhapara S, E, C,

21. Taidu Kalitila S, E, C,

22. Ampinagar S, E, C,

23. Baishyamunipara S, E, C,

24. Dhanlekha Khipangpara S, E, C,

25. Taidu Khamar bari S, E, C,

Amarpur Block

26. Dhanlekha Bengali Para S, E, C,

27. Jukshuya bari S, E, C.

28. Ampinagar re-settlement Coly. S, E, C,

29. Dhanlekha S, E, C.

30. Jarjaria S, E, C,

31. Nutanbazar S, E, C,

32. Sukanta Cloy. S, E, C,

33. South Chellagaong S, E, C,

34. Ramkumar Deb Barma Para, S, E, C,

35. North Chellagaong S, E, C,

36. Depa Chhari S, E, C,

37. Nabajoy Para S, E, C,

38. Prabin Roajapara S, E, C,

39. Kharkana Coly. S, E, C,

Amarpur Block

40. Haluabari S, E, C,

41. Taichakma S, E, C,

42. Taidu Depha E, E, C,

43. Chhankhola S, E. C,

44. Ampi cherra S. E. C,

45, Malbasa Jamatia bari S, E, C

46, Nabin Raibari S. E. C.

47, Gamakubari S. E. C.

48, Sankar Palli S, E. C.

49, North Taidu S, E. C.

50. Chhankhola (Depa Chari) S, E. C.

51, Sakhiram Debbarma Para S. E. C.

52, Putaksai S, E, C.

53. Parbadhan Chow, Para S, E, C,

54, Kurma S, E, C,

55. Hatirai bari S, E, C.

56, Chanduk Charra S, E, C,

57. Pashchim Duluma S, E, C,

Amarpur Block

58. Mohanta Para S, E, C.

59. Karbook S. E, C,

60. Pancherra S, E, C,

61. Uttarsingh Reangbari S, E, C,

62. Khem chow. Para S, E, C,

63. Nagrai S, E, C,

64. Dhalacherra S, E, C,

65. Mokrai -bari S. E, C,

66 Dhakir char S. E, C,

Satchand T. D. Block.

1. Sabroom S, E, C,

2. Dulbari S. E, C. (No 1)

3. Dulbari No. 2. S, E, C,

4. Noabadi Tilla S, E, C,

5. Thaibang S, E, C,

6. Barkhola S, E, C,

7. East Manu Ghat S, E, C,

Satchand T. D. Block

8. Ramchandranagar S, E, C,

9. Harba Tila S, E, C,

10. Bijoynagar S, E, C,

11. Chotakhil S, E, C,

12. Manik Garh S, E, C,

13. Khathal Chhari S. E, C,

14. Chaida S, E, C,

15. Shyam Para Palli S, E, C,

16. East Jalefa S, E, C,

17. Baishnab Pur S, E, C,

18. Utta Bijoy Pur S, E, C,

19. Harina No. 1. S, E, C,

20. Harina No. 11. S, E, C,

21. Harina Babu Gram S, E, C,

22. Harinarayan pur S. E, C,

Satchand T. D. Block

23. Kumar chandra para S, E, C,

24. Rajmohan para S. E, C,

25. Kala cherra S, E, C;

26. New Manu S. E, C,

27. Shasi Mohan Roajapara S, E, C.

28. Shinduk Pathar (I) S, E, C,

29. South Manu S, E. C,

30. Magur chhara S. E, C,

31. Satchand S, E, C,

32. Goachand S, E. C,

33. Ful Chhari No. II S, E, C.

34. Laxmi Bari S, E, C,

35. Kathal Chhari S. E, C.

36. Ful Chhari No. I S, E C.

37. Kajashimoy para S, E, C.

38. Ganatantrik Nari Samiti S. E. C,

39. Kala Depa S, E, C,

40. Sinduk Pathar No. II S, E, C.

41. Hawaibari S, E, C,

Satchand T. D. Block

42. Gagan Roaja Para S, E, C,

43. Dhana Chow. Para S, E, C,

44. Manu Bankul S. E, C,

45. Chatak Chhari S. E, C.

46. Srinagar S. E. C.

47. Pota Mog Bari S. E. C.

48. Madhabnagar S. E. C.

49. Rupai chhari S. E. C.

50. Sonai chhari S. E. C.

51. Chalita Chhari No. 11 S. E. C.

52. Rupai Chhari S. E C. (11)

53. Samarendra Gang S. E C.

54. Chalita Chhari No. 1 S. E. C.

55. Karaima Tilla S. E. C.

56. Poangbari S. E. C.

57. Lal Roaja Para S. E, C.

58. Amlighat S. E. C.

Satchand T. D. Block

59. Bishnupur S, E. C.

60. Barkhola S. E. C.

61. East Ludhua S. E. C.

62. Bhuratali S. E. C.

63. Adivasi Sevashram S, E, C,

64. Madhya Gouchand S, E, C,

65. Hem chandra Roaja Para S, E, C,

66. South Taichama S, E, C,

67. Chalita Chhari No. III S, E, C,

68. Manubazar S, E, C,

69. Kaptali S, E, C,

70. East Sabroom S. E, C,

71. Bagma S. E, C,

Rajnagar Block

1. Shishu Sangha S, E, C.

2. Sukar Mara S, E. C,

3. Mirzapur (Satmura) S, E, C,

Rajnagar Block

4. Arjya Coly. S, E, C,

5. North Belonia S. E. C,

6. Baraj Coly. S, E, C.

7. Shisu Bitan S, E, C,

8. North Mirzapur S, E. C,

9. Ishan Chandra Nagar S, E, C,

10. East Sarashima S. E. C,

11. Kali Nagar S. E. C.

12. Ramthakur Para S. E. C,

13. South Mirzapur S. E. C.

14. Sarashima S. E. C.

15. Joy Pur S. E. C.

16. Joychand Pur S. E. C.

17. Munsi Para S, E. C.

18. Jirtali S. E. C.

19. Lakhim Pur S. E. C.

20. West Piparia Khola S. E. C.

21. East Piparia Khola S. E. C.

Rajnagar Block

22. Barkhari S. E. C.

23. Baraj Coly. S. E. C.

24. Krishnanagar S. E. C.

25. Lengta Para S. E. C.

26. Shib Pur S. E. C.

27. South Karaipur S. E. C.

28. North Haripur S. E. C.

29. Sripur S. E. C.

30. Ramnagar S. E. C.

31. Uttar Gajaria S. E. C.

32. East Rajnagar S. E. C.

33. DurgaPur S. E. C.

34. Rajnagar S. E. C.

35. Radhanagar S, E, C,

36. Radhanagar No. II S, E, C,

37. Asgar Rahaman pur S, E, C,

38. Nihar Nagar S, E, C,

Rajnagar Block

39. Kamalpur S, E, C,

40. Chatta Khola S, E, C,

41. Ekimpur S, E, C,

42. South Shreerampur S, E, C,

43. North Barpathari S, E, C,

44. Belonia Office tilla S, E, C,

45. Shisu Niketan S, E, C,

46. Belonia Sub-Jail S. E, C,

47. Rambabu Tilla S. E, C,

48. North Kalabania S, E, C,

49. Mundaria S, E, C.

50. Barpathari S, E, C,

51. North Sonai Cheri S, E, C,

52. Chitta Mara S, E. C.

53. Ashram para S, E, C.

54. South Sonaicharri S, E. C,

55. Abhoynagar S. E, C,

Rajnagar Block

56 Champaknagar S, E. E.

57. Uttar Bharatchandranagar S. E. C.

58. Chandanapur S. B. C.

59. North Krishnanagar S, E, C,

60. South Bharatchandranagar S, E. C,

61. Gabtali S, E, C.

62. Paikhola S, E. C.

63. Ratanbari S. E, C,

64. Dobashibari S, E, C,

65. Barada Khal S, E, C

66, Chittamura S, E, C. (ii)

Bagafa Block

1, West charakbai S, E, C. (i)

2. Subhash Coly. S. E, C,

3. East charakbai S. E, C.

4, East Bagafa S, E, C.

5. West charakbai No. II S, E, C,

Bagafa Block

6. Laxmi cherra S. E. C,

7. East Bagafa S, E, C,

8. Block Head Quarter S, E, C.

9. Betaga S, E, C,

10. North Muhurlpur S. E. C,

11. Muhuripur S, E. C,

12. Lowgaong S. E, C,

13. Ashramtila S, E, C,

14. Malindra Reang para S, E. C,

15. Ratanpur S, E, C,

16. West Manu S, E, C,

17. Manubazar (Birchandra) S, E, C,

18. Naraifung S. E. C.

19. Kattalia Cherra S, E, C,

20. Lal Mira S. E, C,

21. Takma Cherra S, E, C.

22. Gardung S, E, C,

23. Santi Coly. S, E, C,

24. Kanchan Nagar S, E, C,

Bagafa Block

25. Bathambari S, E. C,

26. North Jolaibari S, E. C,

27. Madhya pilak S. E. C.

28. West Jolaibari S. E, C,

29. Nagiraibari S, E, C,

30. Jolaibari S, E, C,

31. Banikpara, S, E, C,

32. Thakurcherra S. E, C,

33. South Hichachara S, E, C.

34. West Jolaibari (II) S, E, C.

35, Debdaru S, E. C,

36. Ranjabari S, E. S,

37. Kalma S. E. C.

38. East Pilak S. E. C.

39. South Jolaibari S, E, C.

40. Manirampur S. E. C.

41. Kusharghat S, E. C.

Bagafa Block

42. Bir Rartan Chow. Para S. E. C.

43. Rajapur S, E. C.

44. Sahapathar S. E, C.

45. South Muhuripur S. E. C.

46. Koaifung S. E. C.

47. Sachiram bari S. E. C.

48. West Pilak S. E. C.

49. Gongarai S, E, C.

50. Sankarpur S, E. C.

51. Debipur S, E, C.

52. Kalasi S, E, C.

53. Birchandra nagar S, E, C.

54. Patichhari West S, E, C.

55. Patichhari East S. E. C.

Matarbari Block

1. Fulkumari No. 1. S, E, C,

2. Fulkumari No. 11. S, E, C.

Matarbari Block

3. Lolonga No. 1 S, E, C.
4. Matarbari Landless Coly. S. E, C.
5. Buradhighir Par S, E, C,
6. Palatana Bari S, E, C.
7. Kunjaban S, E, C.
8. Fulkumari Landless Coly. S, E, C.
9. Gamaria S, E, C.
10. Hirapur S, E, C.
11. Brammaha Cherra S, E, C.
12. Nabyagram S, E, C.
13. Flowers Club S. E, C,
14. Khilpara S, E, C.
15. Jamjuri S, E, C.
16. Bipin nagar S. E, C.
17. Kakraban S, E, C.
18. Rajar Bag S, E, C.
19. Rajdharnagar S, E, C.

Matarbari Block

20. Icha chhara S, E, C.

21. Surendranagar S, E, C,

22. Kushamara S, E, C,

23. Rani Nattapara S, E, C.

24. Bagabasa S. E, C,

25. Garjanmura West S. E. C.

26. East Tepania S. E. C.

27. Hadra S. E. C,

28. Amtali S. E. C.

29. Bagma S E. C,

30. Chhanban S. E. C,

31. East Gakulpur S. E. C.

32. West Gakulpur S. E. C.

33. Priyatama (Dwjanagar) S. E. C.

34. West Kupilong S. E. C,

35. Daria Bagma S. E. C.

36. Bagma Daria S, E, C.

37. Rabindra Palli S, E, C.

Matarbari Block

38. Sonamura S, E, C.

39. Sursundari S, E, C.

40. Palatana S, E, C,

41. West Shilghati S. E, C.

42. Harishchandra S, E. C.

43. Alongbasi S, E, C,

44. Chandrapur Village S, E, C.

45. Chandrapur Coly. S, E. C.

46. Chandrapur Landless Coly. S, E, C,

47. Killa S, E, C.

48. Noabari S. E, C.

49. Pitra S, E, C.

50. Raiabari S, E, C.

51. Kalaban S, E, C.

52. Chung thung Cherra S, E. C.

53. Mursum Bari S, E, C.

54. Dhuptali S, E, C.

Matarbari Block

55. Holakhet S, E, C.

56. Bajrabari S, E, C.

57. Garji S. E. C.

58. Chim chima S. E. C.

59. Gangacherra S, E, C,

60. Gangacherra West Para S. E. C

61. Tulamura S, E, C,

62. Dam Dama S, E. C,

63, Shamuk cherra S, E, C,

64. Mirza S. E, C,

65. Prabir Chow, Para S, E. C,

66. Lulunga No. II S, E, C,

67. Kshirodasundari S, E, C,

68. Kalatilla S, E, C,

69. Hirapur re-settlement Coly, S, E, C,

70. East Dhud Puskarini S, E, C,

71. Garjanmura East S, E, C,

72. West Tepania S, E, C,

Matarbari Block

73. Shalgarah S. E, C,

74. East Kupilong S. E, C,

75. Barbhuia S. E. C.

76. Barbhuia Biren Coly. S, E, C,

77, District Sub-Jail S, E, C,

78. Matarbari S, E, C,

79. Chataria S. E. C,

80. Janaki Sundari S, E, C,

81. Hatipacha S, E, C,

82. Murapara S, E, C,

83. Pabitra ram bari S, E, C,

84. Jwali Khamar S, E. C,

85. Tarpadhum S, E. C,

86. Kishoreganj S, E, C,

87. Rajnagar S, E, C.

88. Rajnagar Re-settle Coly. S, E. C,

89, East shilghati S, E, C,

Matarbari Block

90. Rani Bhuraghat S. E, C.

91. Uttar Barmura S, E, C,

92 Chhay Gariah S, E, C.

93 Kalam Khai Bari S, E, C,

94. Baishya bari S, E, C,

95. Karaiamura S, E, C,

96. Rani Killa S, E, C,

97. Pukta Das Para S, E, C,

98. Ramkrishna para S, E, C.

99. Poura mura S. E, C,

100. Kamalasagar S E. C,

101. Tepania Village S. E, C,

102. Dataram S, E. C,

103 Basnakhola S, E. C,

104 Mayapuri S, E, C.

105 Takshi rai para S. E, C,

106. Holakhet Bazar S. E, C,

West District. Annexure "B"

Statement Showing The Names Of Centres Where S. E. W/ School Mother Both Exists.

Mohanpur Block

1. Mohanpur S, E. C,
2. Gamchhakobra S, E, C,
3. Sepaipara S, E, C.
4. Krishnamohan Kobra Para S, E, C.
5. Nepali Basti S, E, C,
6. Rajghat S, E, C.
7. Mahadeb Bari S, E, C,
8. Bhati Fatik Cherra S, E, C,
9. Dainmara S, E, C,
10. Taranagar S, E, C,
11. Bijoynagar S, E, C,
12. Rangacherra S, E, C,
13. Barkhatal S, E, C,
14. Chanchu S, E, C,
15. Jagatpur S, E, C,

Mohanpur Block

16. Harinakhola S, E, C,

17. Chanpur S, E, C,

18. Chammuri S, E, C,

19. Uttar Rangutia S, E, C,

20. Kalkalia S, E. C.

21. Ramdayal S. E. C.

22. Jamirghat S, E, C,

23. Debapur S, E. C,

24. Dakshin Rangutia S, E, C,

25. Mokam para S, E, C,

26. Ujan Fatikcherra S, E, C,

27. Noagaon S, E, C.

28. Barmaura Santosh Jamader Para S, E, C.

29. Radhanagar Bijoy Debbarma Para S, E. C,

30. Harina Khola re-settle village S, E, C.

31. Nripendra nagar Coly S, E, C.

32. Laxman Sarder re-settle village S, E, C.

33. Hrishi Arabinda Barjala S, E, C.

Mohanpur Block

34. Goala Basti (Lichubagan) S, E, C.

35. Indranagar (New) S, E, C,

36. Lichubagan S, E. C,

37. Kalikapur S, E, C,

38. Narayanpur S, E, C,

39. Nayaniamura S, E. C.

40. Shamura S. E. C.

41, Nandannagar S. E, C.

42, Novagram S. E, C,

43. Nutannagar S, E, C,

44. Lankamura S, E. C,

45. Narsingarh S, E. C,

46. Desh Bandhu S, E, C,

47. Airport S, E, C,

48. Sharmalong Landless S, E, C,

49. Barjala S. E. C,

Mohanpur Block

50. Gandhigram S. E. C,

51. Bin Para S. E, C

52. Durjoy nagar S. E. C.

53. Kumarghat S. E. C.

54. Brammha Kunda S. E. C,

55. Ishanpur S. E. C.

56. Ramdas thakur Para S. E. C.

57. Brammha Kunda Basti S. E. C.

58. Putiabil S. E. C.

59. Narendra Para Matia Bari, Jumia Coly. S. E. C.

60. Bhadramuni Para S. E. C.

61. Rangamura S. E. C.

62. Daldalia S. E. C.

63. Ishanchoudhury Para S, E C,

64. Braja Binodinipur S, E, C,

65. Debendra chow, para S. E, C,

66. Sarat chow, para S, E, C,

Bishalgarh Block

1. East Dukli S, E, C,
2. Sukanta Jogendra nagar S, E, C,
3. North Badar ghat S, E, C,
4. Madhya charipara S, E. C,
5. Nagicherra S, E, C,
6. Bairagi tilla S, E, C,
7. East Pratap garh S, E, C,
8. Rabindra nagar S, E, C.
9. East Aralia S. E. C.
10. Kalitilla S. E, C,
11. Srinagar S. E. C,
12. Ananda nagar S. E, C.
13. Kantar jala S. E. C,
14. Sadhu tilla S, E. C.
15. Pratapgarh Hrishidas para S. E. C,
16. Aralia S, E, C,
17. Charipara No. 1 S, E, C,

Bishalgarh Block

18. Charipara No. 2 S, E, C,

19. Chandrapur S, E, C,

20. Panchyamukha S, E, C,

21. Santanagar S, E, C,

22. South Anandanagar S, E. C,

23. Nabadoy Jogendranagar S, E, C.

24. Chowringhee S, E, C,

25. Bidyasagar S, E, C.

26. Surjyamaninagar S, E, C,

27. Purbalaxmi Bill S, E, C,

28. Purnagram S. E. C.

29. Gopinagar S. E. C.

30. Kalkalia S. E. C.

31. Mohanpur S. E. C.

32. Chandranagar S. E. C.

33. Hassan Husson Para S. E. C.

34. Chalikhala S. E. C.

Bishalgarh Block

35. South Sibnagar S. E. C.

36. Dayaram Para S. E. C.

37. Bishalgarh S. E. C.

38. Pashchim Laxmibill S. E. C.

39. Murabari S, E. C.

40. Nehalchandranagar S. E, C.

41. Office Tilla S. E. C.

42. Kanchanmala S. E. C.

43. Naraura S. E. C,

44. Nodilong S. E. C.

45. Pandabpur S. E. C.

46. Fultali S. E. C.

47. Madhupur S. E. C.

48. Purathal Rajnagar S. E. C.

49. Office Tilla S. E. C.

50. Ganiamara S. E. C.

Bishalgarh Block

51.	North Gajaria S, E, C,	Gajaria
52.	East Sibnagar S, E, C.	Sibnagar
53.	Purba Gakulnagar S, E, C,	Gakulnagar
54.	Ramchara S, E, C,	Ramchara
55.	Kemthana S, E, C,	Kemthana
56.	Chanbaria S. E, C,	Chanbaria
57.	Dhalipukur S, E, C,	Dhalipukur
58.	Ujan Larma S, E. C,	Ujanlarma
59.	Purathal Rajnagar Re-settled Village S, E, C	Purathal Rajnagar
60	Gakulnagar Re-settled Village S. E, C,	Gakulnagar
61.	Bangshibari Re-settled Village S. E, C,	Bangshibari
62.	Dhariathal S, E, C,	Dhariathal
63,	South Charilam S. E C.	South Charilam
64.	West Amtali S. E. C.	West Amtali
65.	Urangbari S, E. C.	Urangbari
66.	Kariamura S. E. C.	Kariamura
67.	Bishramganj S, E. C.	Bishramganj
68.	Chaniardhung S, E. C.	Chaniardhung

Bishalgarh Block

69.	Ramnagar S. E. C.	Ramnagar
70.	West Brajanagar S. E. G.	West Brajanagar
71.	Nabinagar S. E. C.	Nabinagar
72.	Maharampara S. E, C,	Maharampara
73.	Bangshibari S. E. C.	Bangshibari
74.	East Padmanagar S E C.	Padmanagar
75.	South Charilam Re-settled Village S. E.C.	South Charilam

Takerjala Sub-Block

1.	Jampai Coloney S. E. C.	Jampai Coloney
2.	Harikanta Para S. E. C.	Harikanta Para
3.	Sabarpur S. E. C.	Sabarpur
4.	Kandraichara S. E. C.	Kandraichara
5.	Dharaichara S. E. C.	Dharaichara
6.	Gahirampara S. E. C.	Gahirampara
7.	Bhabani Kobrapara S. E. C.	Bhabani Kobrapara
8.	Gurudyalpara S. E. C.	Gurudayalpara
9.	Ramjoypara S. E. C.	Ramjoypara
10.	Jampaijala S. E. C.	Jampaijala

Melaghar Block

1.	Joychandra Bala Mandir S. E. C.	Joychandra Bala Mandir
2.	Rangamura S. E. C.	Rangamura
3.	Palpara S. E. C.	Palpara
4.	Mohanbhog S. E. C.	Mohanbhog
5.	Askhoy Samaj Siksha Kendra S. E, C	Askhoy Samaj Siksha Kendra.
6.	Nalchar S. E. C.	South Nalchar
7.	Jagat Chandra Sishu Udyan S E, C,	East Nalchar
8.	Ambika Sishu Bihar S, E. C.	North Nalchar.
9.	Mayarani S, E. C,	Purba Chowmuhani,
10.	Taxapara S. E, C.	Sibnagar,
11.	Taijiling S, E, C,	Taijiling
12,	Jumerdhepa S, E, C.	Bairagibazar
13.	Garjanban S, E. C,	Garjanban
14.	Kemtali S. E. C,	Kemtali
15.	Kalapara S, E. C,	Kalapara
16.	Beltali S, E, C,	Beltali
17.	Baniyachara S, E, C.	Baniyachara

Melaghar Block

18. Garurband S, E, C.	Garurband
19. Kaliram S, E, C,	Kaliram
20. Laxmandhepa S, E, C.	Laxmandhepa
21. Kukiachara S. E C,	Kukiachara
22. Khashchowmuhani S, E, C.	Khashchowmuhani
23, Killamura S. E. C.	Killamura
24. Taibandal S, E. C.	Taibandal
25. Kunjamohan Sishubihar S. E. C.	Rangamatia
26, Kachirgang S, E. C.	Kachirgang
27. Sonamura Sishu Niketan S, E. C.	Sonamura Notified area,
28. Sonamura Sub-Jail S. E. C.	
29. Soramani Sishu Sikha Mandir S. E. C.	
30. Barnaryan S. E. C.	
31. Sonamura Village S. E. C.	
32. Karaliamura S. E. C.	
33, Matinagar S. E. C.	
34, Baxanagar S. E. C.	

Melagarh Block

35. Baramura S. E. C.

36. Nirbhoypur S. E. C.

37. Manaipather S. E. C.

38. Bhabanipur S. E. C.

39. Aralia S. E. C.

Jirania Block

1. Jirania S. E. C.

2. Kalachand Kobrapara S. E. C.

3. Narayanbari S. E. C.

4. Khutamara S. E. C.

5. Harinath Sardar Para S. E. C.

6. Vrigudasbari S. E. C.

7. Chargharia Radha Rani S. E. C.

8. Harijoy Choudhurypara S. E. C.

9. Tarak Bhuiya Para S. E. C.

10. Master Para S. E. C.

11. Sachindranagar Coloney S. E. C.

12. Joynagar S. E. C.

13. Bisrambari E. E. C.

Jirania Block

14. Jangalia S, E. C.

15. Atnakthank S. E. C.

16. Mandaibazar S. E. C.

17. Sonaram Sarder Para S. E. C.

18. Kanai Sarder Para S, E. C.

19. Balaram Thakur Para S. E. C.

20. Uttar Joynagar S, E, C,

21. Durga Choudhury Para S. E. C.

22. Rajchandra Chantaipara S. E. C.

23. Old Agartala S. E. C.

24. Dafadarpara S. E. C.

25, Kobra Khamar S, E C

26. Kepram para S. E. C,

27. Kobra Khamar No. 1 S, E, C.

28. Lembuchara S. E. C.

29. Purbanoogoan S. E C.

30. Brajanagar S, E, C,

31. Nalgaria S., E. C,

32. Mohanpur Gurukul Asharam S. E. C.

Jirania Block

33. Ratan Nagar Satya Bhajan S, E, C.

34. Gopinathghar S, E. C,

35. Assampara Janakalyan S, E, C,

36. Kitchenpara S, E, C,

37. Dhupchara S, E, C,

38. Kashipur S, E. C,

39. Ramnarayan Sarderpara S, E. C,

40. Ranirbazar S, E, C,

41. Sadhiram Thakurpara S, E, C,

Teliamura Block

1. Howaibari S, E, C.

2. South Pulinpur S, E, C,

3. Ghaniarbill S, E, C,

4. Karailong S, E, C,

5. Maharanipur S. E, C,

6. Malganga S, E, C,

7. Baluchera S, E, C,

8. Krishnapur S, E, C,

9. Gunamani S. E, C,

10. Moharchara S, E, C,

Teliamura Block

11. Santipur S, E, C,

12. Totabari S. E. C.

13. Gongraihour S, E, C.

14. Satya Bhama Hriday S, E, C,

15. Gourangatilla S. B, C,

16. Hadrai S, E. C.

17. Ampura S, E. C.

18, Gagansadhupara S, E, C,

19. Kamalasagar S. E C.

20. Kunjamura S, E. C.

21. Santinagar Jumia Coloney S. E. C.

22, Darikapur S, E, C,

Khowai Block

1, Asharambari S, E, C,

2. Bachaibari S, E, C,

3, Shikaribari S, E, C,

4, Champahour S. E, C,

5. Gagan Śmriti S, E, C,

Khowai Block

6, Kachubari S, E, C,

7, Charghariabari S, E, C.

8. Ramgopanbari S, E, C,

9, East-Champachera S, E, C,

10, Bangshirambari S, E, C,

11, Barabil S, E, C,

12, West Laxmichera S. E, C.

13. Banbazar S. E. C.

14, Madrambari S. E. C,

15, West Champachera E, S. C.

16, Purba Singichera S. E, C.

17, Samatal Padmabil S. E, C.

18. Bagabil Jumia Coloney S. E, C,

19. Goranagar S. E. C.

20, Bagabil S. E. C,

21, Ramsadhupara S. E, C.

22, Barjambari S. E. C,

23. Kamini Sarder Para S, E, C.

Khowai Block

24. Laltila S. E, C,

25. Hataibari S, E. C.

Sonarai Bari S. F. C.

27. Talakarai S. E. C.

28. Kanakpur S, E. C.

29. West S nghichara S. E. C.

30. Aijal Tilla S. E. C.

31. Manaichera S. E. C.

32. Sonatala Land less Coloney S. E, C,

33. Ganki S, E, C,

34. Sri Krishana S, E, C,

35. Bara Bagai S, E, C,

36 Abala S, E, C,

37. Harakumar S, E, C,

38. Sonatala S, E, C,

39. Paharmura S, E, C,

40. Purba Ganki S, E, C,

Khowai Block

41. Nalla Bari S, E, C,

42. Anath Choudhury para S, E, C,

43. Paschim Rajnagar S, E, C,

44. Uttar Chebri S, E, C,

45. Purba Ramchandra Ghat S, E, C,

46. Dakshin Jamtila S, E, C,

47. Subodhpara S, E, C,

48. Sashi Kumar para S, E, C,

49. West Rajnagar S, E, C,

50. Seratali S, E, C,

Sadar Non-Block

1. Ashoke Smriti S. E. C.

2. Shishu Niketan Town Indranagar S. E. C.

3. Ashram Choumohani S, E, C.

4. Dhaleswar Nutan Palli S, E, C.

5. Dhaleswar Coloney S, E, C.

6. Khudiramprasad S, E, C.

Sadar Non-Block

7. Ujan Abhoynagar S, E, C.

8. Santipara S, E, C,

9. West Banamalipur S, E, C.

10. Adibashi Mahila Samity S, E, C.

11. Sukanta (Ranjitnagar) S, E, C.

12. Sukanta (Melarmath) S, E, C,

13. Central Jail Quarter S, E, C.

14. Kumaritila S, E, C.

15. Dashamighat S, E, C.

16. 79 Tila S, E, C.

17. Bhagini Nibedita S, E, C,

18. Adarsha Hrishipalli Milanchakra S, E, C,

19. Ramsundarnagar S, E, C,

20. North Banamalipur S, E, C,

21. North Banamalipur Santi Unnyayan S, E, C,

22. Udiyaman S. E, C.

23. Sitala Tali S, E. C.

Sadar Non-Block

24. Bibekananda Gangail S, E. C.

25. Bibekbharati Town Indranagar S, E. C,

26. Bibekpalli Collegetila S. E, C,

27. Haradhan Songha S, E, C,

28. North Krishnanagar S. E. C,

29. Vati Abhoynagar Mollapara S, E, C,

30. Old Colonelbari S. E. C.

31. Shamalibazar S. E. C,

32. Laxmi Narayanbari S. E. C.

33. Arunuday Sangha S. E. C.

34. Surja Sen S. E. C.

35. Ramnagar It Khola S. E, C.

36. Rajnagar S. E. C.

37. Santipara Kohimohan S . E. C.

38. Dhaleswar S. E. C.

39. Chandinamura S. E. C.

40. Indranagar S. E C.

Sadar Non-Block

41. Kunjaban Khanna Park S. E. C.

42. Indranagar Harijan Coloney S. E. C.

43. Gurkha Basti S. E. C.

44. Najirbari S, E, C.

45. T. M. N. Coloney S, E, C,

North District. Annexure "B"

Statement Showing The Names Of Institution Where Both S. E. W/G. S. and S. M./ Gram Laxmi Exist :

Salema Block

1. Gouri Shishu Bihar, Ambassa

2. Kanchanpur Coloney S, E, C,

3. Jagannathpur S, E. C,

4. Raipasa S, E, C,

5. Dalubari S, E, C,

6. Vauliabastee S, E, C,

7. Kekmacherra S, E, C,

8. Subhadra Shishu Bihar, Kulai

Salema Block

9. Sonaram Kobra Para S, E. C,

10. Gandacherra S, E, C,

11. Nalicherra S, E, C,

12. Basudeb Para S, E, C,

13. Sudharam Para S, E. C.

14. Lalchari S, E, C,

15. Lalchari Tribal Coloney S, E, C,

16. Balaram S, E, C,

17. Nilambar Shishu Bihar, Salema

18. North Singimala S, E, C,

19. Mandi Hower No. 2 S, E, C,

20. East Dalucherra S, E, C,

21. Salema Coloney S, E, C,

22. Debbari S, E, C,

23. Avanga S, E, C,

24. West Avanga S, E, C,

25. Maharani S, E, C,

26. Noagaon S, E, C,

27. Katalutma S, E, C,

Salema Block

28. Adhir Deb Barma Para S, E, C,

29. Noagaon S, E, C.

30. Kalachari No. 2 S, E, C,

31. Iswar Deb Barma Para S. E, C.

32. West Chulubari S, E, C,

33. Mayachari S. E, C.

34. Bishnupur S, E, C.

35. Krishnanagar S, E, C,

36. South Manikbhander S, E, C,

37. West Lambu S. E. C.

38. Sadhubari S. E. C.

39. Fulchari S. E. C.

40. Durai Shibbari S. E. C.

41. Mainabari S. E. C.

42. West Halahali S, E, C.

43. Manikbhander S, E, C,

44, Biswa Ch. para S. E, C,

Salema Block

45. Kalachari No. 1, S, E, C,

46. Bridya Chow Bari S; E. C,

47. Santosiabari S, E, C,

48. Sridampur S, E, C,

49. West Kuchainala S; E, C,

50. Chhotosurma S, E, C.

51. Kamalpur South S, E, C,

52. Maracherra S, E. C,

53. Lalchari S, E, C,

54. Mohanpur S. E. C.

55. Kamranga S. E. C,

56. Kamalpur S, E. C.

57. Harerkhala S, E. C,

58. Baligaon S. E, C.

59. Barasurma S, E, C,

60. Darang S. E, C,

61. Kandigram S. E, C,

Salema Block

62. Halahali S, E. C.

63. Profulla Das Pára (Chulubari) S, E, C,

64. Panbua S, E. C.

65. Panchasi S, E. C.

66. Singhagarh S. E. C.

67. Aparaskar S. E. C.

Chaumanu T. D. Block

1. Mainama S. E. C.

2 Masli S, E. C.

3. Karaincharra S, E. C.

4. Kanchancherra S, E, C.

5 Kukicherra S. E. C,

6 Jatindra Roaja Para S. E. C.

Kanchanpur Block

1. Nabincherra S. E. C.

2. Nalkanta S. E. C.

3. Taraka Debi Shishu Bihar

4. Pyari Mohan Tirthamayee Shishu Bihar

5. Anandabazar S, E, C.

Kanchanpur Block

6. Raimanjpara S, E, C,

7. Kanchanpur S, E, C,

8. Kanchanpur Mode 1 S, E. C,

9. Sabual S, E, C,

Panisagar Block

1. Kala Gangerpar S. E. C.

2. Kadamtala S. E. C.

3. Kurti S, E, C,

4. Birajnagar S, E, C,

5. Tarakpur S, E,C,

6. Bargool S, E, C,

7. Saraspur S, E, C,

8 Ragna S, E, C.

9. West Chandrapur (S. Para) S, E, C,

10. Sanicherra S. E. C.

11. Sonarerpasa S. E. C.

12. Chandrapur (P. Para) S. E. C.

Panisagar Block

13. Ganganagar S. E. C.

14. Rajbari S. E. C.

15. East Chandrapur S, E. C.

16. Padmapur S. E. C.

17. North Baruakandi S. E. C.

18. West Chandra pur S. E. C.

19. Ichai Nutanbazar S. E. C.

20. Huplong Upajatipara S. E, C.

21. Saminipara S. E, C.

22. Dewanpasa S, E, C, No. 1,

23. Baithangbari S, E, C,

24. Dewanpara No. 2, S, E, C,

25. Kameswar S, E, C.

26, Sakaibari S, E, C,

27. South Harua S. E, C,

28. Khopatill S, E, C,

29, Sabajpur S, E, C,

Panisagar Block

30. Nayapara No, 1, S, E. C,
31. Nayapara No. 2 S. E, C,
32. Chandrapur S. E, C,
33. Huplong S, E, C.
34. Agnipassa S. E. C.
35. Dalubari S, E. C.
36. Panisagar S. E. C.
37. Chandrapur S, E. C.
38. Rowa S, E, C,
39. Bairagibari S. E. C.
40. Madhabpur S, E. C.
41. Uptakhali S. E. C.
42. North Padmabill S, E. C.
43. South Padmabill S. E, C,
44. Krishnapur S. E. C,
45. Rajnagar S, E. C,
46. Ramnagar S. E. C,
47. Uptakhali S, E, C,

Kumarghat Block

1. Fatikroy S. E, C,
2. Rajnagar Coloney S, E, C,
3. Ganganagar S. E. C.
4. Rajkandi S, E, C,
5. Saidacharra S, E. C,
6. Radhanagar S. E. C.
7. Fatik-cherra S, E. C.
8. Kulesnagar S. E. C.
9. West Katatilla S. E. C.
10. West Kanchanbari S. E. C.
11. West Ratacherra S. E. C,
12. Masauli S, E. C,
13. Laljuri S, E, C,
14. Kirtantali S, E. C,
15. Durganagar S, E, C,
16. Ichabpur S, E, C,
17. Kaulikura S, E, C,
18. West Kaulikura S, E, C,
19. Santipur S, E, C,
20. Kamrangabari S, E, C,

Kumarghat Block

21. Kacharghat S, E. C,

22. Belchar S, E, C,

23. South Bhagabannagar S, E, C,

24. Kanakpur S, E, C,

25, Durgapur S, E, C.

26; Behakumar Para S, E, C.

27. Kumarghat S, E. C,

28. Darchai S, E, C,

29, Dudpur S, E, C,

30. Betcherra Bhumihin Coloney S, E. C.

31. Dudpur Coloney S, E, C,

32. Sonaimuri Halambari S, E. C,

33, Nutan Bazar S, E, C,

34. North Pabiacherra S, E, C,

35. Satyendra Malakarpara S, E, C,

36, Singirbill S, E, C.

37. Baraitali S, E, C,

38. Bilaspur S, E. C,

39. Dalugaon S. E, C,

Kumarghat Block

40. Pechardahar S. E. C.

41. Mohanpur S, E. C,

42. Rangrung S. E. C.

43. Sarojini T. E. S, E,C

44. Sova Tea Estate S, E, C,

45. Juricherra S, E, C,

South District. Annexure "B"

Statement Showing The Names Of Institution Where Both S. E. W/G. S. and S. M./Gram Laxmi Exist :

Amarpur Block

1. North Malbasa S, E, C,

2. South Malbasa S, E, C,

3. Adarsha Sukanta Coly. S, E, C,

4. Netajee Coly. S, E, C,

5. Vibekananda S, E. C,

6. Birbal Das Para S, E, C,

7. Kshudiram Palli S, E, C,

7. South Mailak S, E, C,

Amarpur Block

9. Mailak S. E, C,
10. Burburia S, E, C,
11. Sarbong S, E, C,
12. Bhagaban Khola S, E, C.
13. Bampur bazar S, E, C,
14. Ranga Mati S, E, C,
15. Ramkrishna Coly. S, E, C,
16. Harimohan Smriti Nursery S, E, C,
17. Fatiksagar S, E, C,
18. Govinda Tila S, E, C,
19. Bampur S, E, C,
20. Sudha Para S, E, C,
21. Taidu Kali Tila S. E, C,
22. Ampinagar S. E. C.
23. Baishyamunipara S. E. C.
24. Dhan Lekha Khaipang Para S. E. C.
25. Taidu Khamar bari S. E. C.
26. Dhan Lekha Bengali Para S. E. C.

Amarpur Block

27. Juk Chuya bari S, E. C.

28. Ampinagar re-settlement Coly. S. E. C.

29. Dhanlekha S. E. C.

30. Jar Jara S. E. C.

31. Nutan Bazar S. E. C.

32. Sukanta Coly. S. E. C.

33. South Chellagaong S. E. C.

34. Ram Kr. Debbarma para S. E. C.

35. North Chellagaong S, E, C.

36. Depacheri S, E, C,

37. Nabajoy para, S E, C.

38. Prabin Roaja Para S. E. C.

39. Kharkana Coly. S. E. C.

Satchand T. D. Block

1. Sabroom S. E. C.

2. Dulbari No. 1 S. E. C.

3. Dulbari No. 11 S. E. C.

4. Noabadi Tilla S. E. C.

Satchand T. D. Block

5. Thaibong S. E. C.

6. East Manughat S. E. C.

7. Ramendranagar S. E. C.

8. Harba Tali S. E. C.

9. Bijoynagar S. E. C.

10. Manik Garh S. E. C.

11. Kathal Chhari S. E. C.

12. Chaida S. E. C.

13. Shyama Para Palli S. E. C.

14. East Jalefa S. E. C.

15. Baishnab Pur S. E. C.

16. Uttar Bijoypur S. E. C.

17. Harina No. 1 S. E. C.

18. Harina No. 11 S. E. C.

19. Harinababu Gram S. E. C.

20. Harinarayan Pur S. E. C.

21. Kumar Chandra Para S. E. C.

22. Rajmohan Para S. E. C.

Satchand T. D. Block

23. Kala Chhara S, E, C,

24. New Manu S, E, C,

25. Shasi Mohan Roajapara S, E, C.

26. Shindhuk Pathar No. I S. E. C.

27. South Manu S, E, C.

28. Magur Cherra S. E. C.

29. Satchand S, E. C.

30. Goa chand S, E, C,

31. Ful chhari S. E. C, No. II

32. Laxmibari S, E, C.

33. Kathal Chhari S. E. C.

34. Ful Chhari No. I S, E, C.

35. Kajashi mog para S. E, C.

36. Ganatantrik Nari Samiti S, E, C,

37. Kala Depa S, E. C,

38. Sinduk pathar No. II S. E. C,

39. Hawaibari S, E. C,

Satchand T. D Block

40. Gagan Roaja para S, E, C,

41. Dhana chow. para S, E, C,

42. Manu Bankul S, E. C.

43. Chatak chhari S, E. C.

44, Srinagar S, E,C,

45. Pota Mag bari S, E, C,

46, Madhab Nagarax S, E, C,

47, Rupai cheri S, E, C,

48, Sonai Chhari S. E, C.

49, Chalita Chhari No. 11 S, E, C,

50, Rupai Chhari No. 11 S, E, C,

51' Samarendra gang S, E, C,

52, Chalita Chhari No, 1 S, E, C,

53, Karaima Tila S, E. C,

54. Poang bari S, E, C,

55. Lal Roaja para S, E. C.

56. Amli ghat S. E. C.

37. Bishn upur S. E, C,

Rajnagar Block

1. Shisu Sanga S. E, C.

2, Sukar mara S, E, C.

3, Mirza pur (Satmura) S, E. C,

4. Arjya Coly. S, E. C.

5. North Belonia S E C.

6. Baraj Coly. S, E, C,

7. Shisu Bitan S, E, C,

8. North Mirza Pur S. E, C.

9. Ishan Ch. Nagar S, E, C,

10. East Sarashima S, E. C,

11. Kali Nagar S, E. C,

12. Ramthakur Para S, E, C,

13. South Mirzapur S, E, C,

14. Sarashima S, E, C.

15. Joy Pur S, E, C.

16. Joy Chand Pur S, E, C,

17. Munsi Para S, E, C,

Rajnagar Block

18. Jîr Tali S. E. C.

19. Lakhim Pur S. E. C.

20. West piparia Khola S. E. C.

21. East piparia Khola S. E. C.

22. Barkhari S. E. C.

23. Baraj Coly. S. E. C.

24. Krishnanagar S. E. C.

25. Lengta Para S. E. C.

26. Shib Pur S. E. C.

27. South Haripur S, E. C,

28. North Haripur S, E.C,

29. Sripur S, E, C,

30. Ramnagar S, E, C,

31. Uttar Gajaria S, E, C.

32. East Rajnagar S, E, C.

33. Durgapur S, E. C,

34. Rajnagar S, E, C,

Rajnagar Block

35. Radhanagar S, E, C,

36. Radhanagar No, 11 S, E. C.

37. Asgar Rahamanpur S, E, C,

38. Niharnagar S, E. C,

39. Kamalpur S, E, C,

40. Chetla Khola S, E, C,

41. Ekimpur S; E, C,

42. South Sri Rampur S, E, C,

43. North Barpathari S, E, C,

44. Belonia Office S, E. C,

Bagafa Block

1. West Charakbai No. 1 S, E, C,

2. Subash Coly. S. E. C.

3. East Charakbai S. E. C.

4. East Bagafa S. E. C.

5. West Charakbai No. 11 S. E. C.

6. Laxmi cherra S. E. C.

Bagafa Block

7. East Bagafa S, E. C.

8. Block Head Quarter S, E, C,

9. Betaga S, E, C,

10. North Muhuripur S, E. C,

11. Muhuripur S, E, C,

12. Low gang S, E, C.

13. Ashram Tila S, E, C,

14. Malindra Reang Para S, E, C,

15. Ratan Pur S, E, C,

16. West Manu S, E, C,

17. Manu Bazar (Birchandra) S, E, C,

18. Narai fung S, E, C,

19. Kathalia Cherra S, E, C,

20. Lal Mira S, E, C.

21. Takma Cherra S. E. C.

22. Gardung S. E, C,

23. Santi Coly.

Bagafa Block

24. Kanchan Nagar S, E, C,

25. Batham Bari S. E, C,

26. North Jolai barl S, E, C,

27. Madhya pilak S, E, C,

28. West Jolaibari S, E, C,

29. Nagirai Bari S, E, C,

30. Jolaibari S, E, C,

31, Banik para S, E, C,

32, Thakur Cherra S, E, C,

33. South Hicha cherra S, E, C,

34. W [illegible] Jolaibari S, E, C,

35. Debdaru S, E, C.

36, Ronia Bari S, E, C,

37. Kalma S, E, C,

38, East Pilak S, E, C,

39. Soth Jolaibarl S, E, C,

Matarbari Block

1, Fulkumari No, 1 S, E, C,

2, Fulkumari No, 11 S, E, C,

Matarbari Block

3. Lolonga No. 1 S, E, C,

4. Matarbari landless Coly, S, E, C,

5. Bura dhigir par S, E, C,

6. Pa'atana bari S, E. C,

7. Kunjaban S, E, C,

8, Fulkumari landless coly, S, E, C,

9. Gamaria S. E. C.

10. Hirapur S. E. C.

11. Brammha cherra S, E. C.

12. Nabaja Gram S. E. C.

13. Elowers Club S. E. C.

14. Khil Para S. E. C.

15. Jamjuri S. E. C.

16. Bipin nagar S. E. C.

17. Kakraban S. E, C.

18. Rajar bag S, E. C.

19. Rajdhar nagar S. E. C.

20. Icha Cherra S. E. C.

21. Surendra nagar S. E. C.

Matarbari Block

22. Kusha mara S . E. C.

23. Rani Natta para S. E. C.

24. Bagabasa S. E. C.

25. Garjan mura West S. E. C.

26. East Tepania S,E C,

27. Hadra S, E. C,

28. Amtali S, E, C,

29. Bagma S, E, C,

30. Chhanban S, E. C,

31. East Gakulpur S, E C,

32 West Gokulpur S. E. C.

33. Priyatama (Dhajanagar) S, E. C.

34. West Kupilong S. E, C,

35. Daria Bagma S, E, C.

36. Bagma Daria S. E, C.

37. Rabindra Palli S, E, C.

38. Sonamura S, E, C.

39. Sursundari S. E. C.

Matarbari Block

40. Palatana S, E, C,

41. West Shilghati S, E, C,

42 Haris chandr S. E. C.

43. Alongbari S, E, C.

44. Chandrapur Village S, E, C.

45. Chandrapur coly. S. E, C.

46. Chandrapur landless coly. S, E. C,

47. Killa S. E. C,

48. Noabari S, E, C,

49. Pitra S, E, C,

50. Raiya Bari S, E, C,

51. Kalaban S. E, C.

52. Chungthung Cherra S, E, C,

53. Murshumbari S. E. C,

54. Dhuptali S, E, C,

55. Holakhet S, E, C,

56. Bajrabari S, E, C

57. Garjee S, E, C.

Matarbari Block

58. Chimchima S, E, C,

59. Gangacherra S, E, C,

60. Tulamura S, E, C,

61. Damdama S, E, C,

62. Samuk cherra S, E, C,

63. Mirza S, E, C.

64. Prabir Chow. Para S, E, C,

65. Gangacherra West Para S, E, C,

West District : Annexure "C"

Statement Showing Having No School Mothers.

Khowai Block

1. Belchera S, E, C,

Melaghar Block

2. Thakurpara S, E, C,

3. Ramkanai Shishu Nekutan S, E, C.

4. Bagabasa S, E. C.

5. Chandanmura S, E, C,

Melaghar Block

6. Abid Ali S, E. C.

7. Bamnimura S, E, C,

8. Urmai S, E, C,

9. Kumariakucha S. E, C,

10. Ramkali S, E. C.

11. Kiranmoyee Shishu Niketan

12. Kalshimura S, E, C,

13. Putia S, E, C,

14. Promode Shishu Bihar S, E, C,

15. Kalabari S, E, C,

16. Batadela S, E, C.

17. Urmai S, E, C,

18. Putiya S. E. C.

Jirania Block

19. Khashnoagaon S, E, C,

20. Astalunga S, E, C,

21. Laltila S, E, C,

Jirania Block

22. Purbanoabadi S, E, C,

23. Uttar Champamura S, E, C,

24. Bardhamanthakurpara S, E, C,

25. Sonamani Sipaipara S, E, C,

26. Paschim Noabadi S, E, C,

27. Satpara S, E, C,

28. Kalisankar Thakurpara S, E, C,

29. Kalikapur S, E. C,

30. Birchandra Thakurpara S, E, C,

31, Bhadramissippara S, E, C,

32. Subhashnagar S, E, C,

33. Matambari S, E, C,

34. Khamarbari S, E, C,

35. Chintaram Kobrapara S, E, C,

36. Athracard S, E, C,

37. Brajabashipara S, E, C.

38. Belbari S. E. C.

Jirania Block

39. Purbadevendranagar S, E. C.

40. Joygobindapara S. E, C.

41. Gurupada Tribal Coloney S. E. C.

Sadar Central

1. V M. Hospital S. E. C.

2. Durgachowmohani S. E. C.

3. Madhuban Ex-Service Coloney S. E. C.

4. Nagichera Ex.-Service Coloney S. E. C.

Bishalgarh Block.

1. South Champamura S. E. C.

2. West Gakulnagar S, E, C,

3. Surendrapara S. E. C.

4. Champamura S. E. C.

5. Routhkhola S, E, C,

6. Pekurjalla S, E, C,

7. Shyamnagar S, E, C,

8. Shibnagar S, E, C,

9. Amtali S, E, C,

Bishalgarh Block

10. Lalsiamura S, E, C,

11. Kamraj coloney S, E, C,

12. Mandabkilla S, E, C,

13. Tilakthakur para S, E, C.

14. Kamal Choudhury para S, E, C,

15 Shikaria S, E, C,

16. Nagicherra Ex-Serviceman Coly. S. E, C,

17. Madhupur S, E, C,

18. Madhuban S, E. C,

19. Murabari S. E, C,

20. East Padmanagar S, E, C,

21. Madhya Ghaniamara S, E, C,

22. Kantamanipara S, E, C,

Takarjala Sub-Block

1. Telerban Coloney S, E, C,

2. Dondraipara S, E, C,

3. Debendrapara S, E, C.

Takarjala Sub-Block

4 Pravapur S, E, C,

5. Hamukchara S, E, C,

6. Amtali S, E, C,

7, Takarjala S. E, C.

8, Kantamanipara S, E, C.

MOHANPUR BLOCK

1. Brajanagar Jumia Coloney S, E. C,

2. Mashraibari S, E. C.

3, Mantala Coloney S E C.

4. Kambukchera S, E, C,

5. Shankhala S, E, C,

6. Hatichera S. E, C,

7, Satdobia S, E, C,

8, Kalikamura S, E, C.

9. Kalkalia Re-settled Village S, E, C,

10. Fatikchara S, E, C,

11. Lakshanmansing Sarder para S, E, C.

12. Mohinipur Re-settled village S, E, C.

Mohanpur Block

13. Lefunga S, E, C,

14. Bargatha Kartik Debbarmapara S, E, C,

15. Tamakari S E, C,

16. Uttar Debendrapur S, E, C,

17. Mohandas Baishnab Para S, E, C,

KHOWAI BLOCK

91. Gopalnagar S, E. C.

92. Mongtake S. E. C.

93. Dhalajoy S. E. C.

94. Ramthakurpara S. E. C.

95. Belfungbari S. E. C.

Sadar

1. Paschim Durgapur S, E, C.

Bishalgarh Block

1. Panditram para S. E, C,

2. Raghunath para S. E. C.

Takarjala Sub-Block

1. Takarjala West S. E. C.

Takarjala Sub-Block

2. Amtali S, E. C.

3 Khamarbari S, E. C. (Jirania Block)

4. Tuisamangkurai S, E. C, (Mohanpur Block)

5. Hejamara H, Basti S, E, C, —do—

6. Jambura S, E, C,, (Khowai Block)

7. Baithangbari S, E, C, —do—

SOUTH DISTRICT : ANNEXURE "C'

Statement Showing The Names Of The Centre run either by S. E. W. or S. M. Only.

AMARPUR BLOCK

1. Haluabari S. E. C.

2. Taichakma S. E. C.

3. Taidu Depa S. E. C.

4. Chhankhola S. E. C.

5. Ampi cherra S. E. C.

6. Malbasa Jamatia bari S. E. C.

7. Nabin Rai bari S. E. C.

8. Gamakubari S. E. C.

Amarpur Block

9. Sankar Palli S. E. C.

10. North Taidu S. E. C.

11. Chan Khola (Depacherri) S. E. C.

12. Sakhiram Deb Barma Para S. E. C.

13. Rupak Rai Bari S. E. C.

Satchand T. D. Block

1. Barkhola S. E. C.

2. Chotokhil S. E. C.

3. East Ludhua S. E. C,

4. Bhuratali S, E. C,

5. Adibasi Sevashram S, E. C,

6 Madhya goachand S, E. C.

7. Hemchandra Roajapara S, E. C.

8. South Taichhama S, E, C,

9. Chalita cherri No. III S, E, C.

10. Sukna cherri S. E. C,

11. Manubazar S, E, C.

12, Kaptali S. E, C.

Satchand T. D. Block

13. East Sabroom S, E, C.

Rajnagar C. D. Block

1. Shisu Niketan S. E, C.

2. Belonia Sub-jail S, E, C.

3. Rambabu Tila S, E, C.

4. North Kalabaria S. E, C,

5. Mendaria S. E, C,

6. Barpathari S, E, C,

7. North Sonai Cherri S, E, C.

8. Chitta mara S, E. C.

9. Ashram para S. E. C.

10. South Sonai cherri S, E C.

11. Abhoynagar S. E. C.

12. Champak nagar S. E. C.

13. Uttar Bharat chandra nagar S. E. C.

14. Chandra pur S. E. C.

15. North Krishnanagar S. E. C.

16. South Bharat ch. nagar S. E. C.

Rajnagar C, D. Block

17. Gabtali S. E. C.

18. Paikhola S. E. C.

19. Ratanbari S. E. C.

20. Dobashibari S. E. C.

21. Barda Khal S. E. C.

Bagafa Block

1. Manirampur S. E. C.

2. Kusharghat S. E. C.

3. Briratan Chow. para S. E. C.

4. Rajapur S. E. C.

5. Saha pathar S. E, C.

6. South Muhuripur S. E. C.

7. Kooifung S. E, C.

8. Sachiram bari S. E. C.

9. West Pilak S, E, C,

10. Gongrai S, E, C,

11. Sankarpur- S, E, C,

12. Debipur S, E, C,

Bagafa Block

13. Kalasi S, E. C,

14. Birchandra nagar S, E, C,

Matarbari C. D. Block

1. Lulunga No. II S, E, C,

2. Kshiroda sundari S, E, C,

3. Kalatilla S, E, C,

4. Hirapur re-settlement coly. S, E, C,

5. East Dhud puskarini S, E, C,

6. Garjanmura East S, E, C,

7. West Tepania S, E. C,

8. Shalgarah S. E, C.

9. East Koopilong S, E, C,

10. Barbhuian S, E, C,

11. Barbhuian biren coly. S. E, C,

12. District Sub-jail S, E. C.

13. Matarbari S, E, C,

14. Chhataria S, E, C,

Matarbari C. D. Block

15. Janaki Sundari S. E C.

16. Hatipacha S. E. C.

17. Mura para S E. C.

18. Pabitraram bari S. E. C.

19. Joli khamar S E C.

20. Tarpa dhum S. E, C.

21. Kishore ganj S, E. C.

22. Rajnagar S. E, C.

23. Rajnagar re-settlement coly. S, E, C,

24. East shilghati S. E C.

25. Rani Bhuraghat S. E. C.

26. Uttar Barmura S, E, C,

27. Chhaoy gharia S, E. C.

28. Kalam khai bari S, E, C.

29. Baishya bari S, E, C,

30. Karaiya mura S, E, C,

31. Rani Killa S. E, C.

32. Pukta das para S. E. C.

33. Ramkrishna para S E. C.

Matarbari C. D. Block

34. Poura mura S, E C,

WEST DISTRICT ANNEXURE "C"

Statement Showing Having No. S. E. W. / G. S.

BISHALGARH BLOCK

1. Raghunath pur S, E, C,

2, Panditram para S. E, C,

Khowai Block

1. Radhanagar S. E, C,

2. Utlabari S E. C.

3. Bidyabil (Rest Camp) S, E C,

4. Barajambira S, E, C.

Jirania Block

1. Wakirai Sardar Para S. E. C.

Mohanpur Block

1. Tuichamugkurai S, E. C.

2. Joyrammodi para S, E, C,

3. Sonai S, E, C.

Melaghar Block

1. Bashpukur S, E, C,

Melaghar Block

2, Kulubari S, E. C,

3, Urmai S, E, C,

4. Lavmaibari S, E, C,

South District : Annexure "C"

Statement Showing The Names Of The Centre Where Existance of No. Staff.

Amarpur Block

1, Purba dhan chow, para S, E, C,

2. Kurma S, E, C.

3. Hati Rai bari S, E. C,

4, Chanduk cher a S, E, C.

5. Paschim Duluma S, E. C.

6, Mohanta para S, E, C,

7, Karbuk S, E, C,

8. Pan Cherra S, E, C,

9, Uttar singh Reang Bari S, E. C,

10, Khem chow, para S, E. C.

11, Nagrai S, E C.

Amarpur Block

12. Dhalacherra S. E, C.

13. Makrai bari S, E. C,

14. Dhakir cherra S, E, C,

Satchand T. D. Block

1. Bagmara S. E, C.

Rajnagar C. D. Block.

1. Chitta mara S. E, C. (No 11)

Bagafa Block

1. Pati Chhari S, E, C, (West)

2. Pati Chhari East S, E. C.

Matar Bari C. D. Block

1. Kamala sagar S E, C.

2. Tepania Village S, E C,

3. Dataram S, E, C,

4. Basn khola S, E, C,

5. Mayapuri S, E, C,

6. Takshi rai para S, E, C.

7. Hola khet bazar S, E, C,

North District : ANNEXURE "C"

Statement Showing the names of the Centre run either by S. E. W or G. S.

Salema Block Contd.

1. Bagmara S. E. C.
2. Dhanban Reang Chow Para S, E, C.
3. South Singinala S. E C,
4. Mandi Hower No. 1 S. E. C.
5. Padma Kumar Deb Barma Para S. E, C.
6. Rakhaltali S, E, C,
7. Rabindra Shishu Bihar
8. West Dalucherra S, E. C.
9. South Kachucherra S. E. C.
10. Mahendra Shishu Bihar
11. Madhya Kachucherra S. E. C,
12. Kachucherra S. E. C.
13. Kachucherra Sangmabastee S, E, C,
14. Chulubari S, E, C,
15. Mangal Singh Choudhury Para S, E, C, No. 2
16. Sashi Kumar Para S, E, C,

Salema Block Contd.

17. Ganarampara S, E. C.

18. Bamancherra S, E. C,

19. North Mechuria S, E, C,

20. Rupespur S, E, C,

21. Kamalpur Sub-Jail S, E, C,

22. Kalachari No 3 S, E. C,

23. Debicherra S, E. C,

Chaumanu T. D. Block.

1. Aghore Sarder Para S, E, C,

2. Lalcharra M, T, Colony S, E. C,

3. Bhitar Mainama S. E, C.

4. Nalkata S, E, C,

5. Jamircherra S, E, C,

6. South Lalcherra S. E, C,

7. Ghagracherra S, E, C,

8. Dhumacherra S, E. C,

9. Reangbastee S, E, C,

10 Chailengta Colony S, E. C,

11. Karaticherra S, E. C.

Chaumanu T.D. Block

12. Chaumanu S, E, C.

Kanchanpur Block.

1. Dhanicherra S, E, C.
2. Unmadini Shishu Bihar
3. Hemangini Shishu Bihar
4. Krishnatilla S. E, C.
5. Natunbari S, E, C,
6. Barahaldi S, E, C,
7. Sakhan Serhmen S, E, C,
8. Uttar Gachirambari S, E, C,
9. Sakhan Tlangsang S, E, C.
10. No. 3 Colony S E, C.
11. Laljuri S. E. C.
12. Vevakananda Memorial S. E. C.
13. Baikunthanath Shishu Bihar.
14. Deshabandhu Samaj Siksha Kendra, Satnala.
15. Nimaichand Shishu Bihar, Satnala.

Kanchanpur Block

16. Jariham Shishu Bihar.

17. Chandra Mohan Baidya Para S. E. C.

18. Phuldungsei S. E. C.

19. Tlangsang S. E. C.

20. Bangla S. E. C.

21. Behlianchip S. E. C.

22. Vanghmun S. E. C.

23. Tlaksih S. E. C.

24. Hmunpui S. E. C.

25. Hmawmchuan S, E. C.

26. Vaisam S. E, C.

27. Purba Uricherra S. E. C.

28. Kawnpui S. E. C,

Panisagar Block

1. Balicherra S. E. C.

2. Pearicherra S. E. C.

3. South Jalaibari S. E. C.

4. Telanganabastee S. E. C.

Panisagar Block

5. Churaibari S, E. C.

6. Ranibari S. E. C.

7. South Bargool S. E. C.

8. Amtilla S. E, C.

9, Dharmanagar Town Balwadi S. E. C.

10. Darjirhower S. E. C,

11. Ichai Lalcherra S. E. C.

12. Nandalal Shishu Bihar, Gobindapur,

13. South, West Panisagar S. E. C.

14. North, West Panisagar S. E. C.

15. Decodherra S. E. C.

16. Tilthai S. E. C.

17. Betangi S. E. C.

18. North Deocherra S. E. C.

19. Pekucherra S, E. C.

20. South Pearicherra S. E. C,

21. Sarala S. E. C.

22. Madhusudan T. E. S, E. C,.

Panisagar Block

23. North Ganganagar S, E. Centre.

Kumarghat Block.

1. Krishnanagar S E. Centre-,
2. Gakulnagar. S, E. Centre.
3. Saidarper S,E, Centre
4. Vidya nagar S, E. Centre.
5. Bhagaban nagar S. E. Centre.
6. Decracherra S E, Centre,
7. Pakhirbada S. E. Centre.
8. Tilakpur S, E Centre
9. Muraibari S. E. Centre,
10. Tilla bazar S. E. Centre,
11. Irani S. E. Centre
12. Latiapura S. E. Centre.
13. Chinibagan S,E. Centre.
14. Gobindapur S, E. Centre,
15. District Jail S. E. Centre,
16. Jalai S, E. Centre,
17. Narendra Choudhury Para S, E, Centre.

Kumarghat Block

18. Sadhuchandra Para S, E, Centre.

19. Ashranpalli S, E, Centre,

20. Sidangcheria S E, Centre,

21. Chantail S, E, Centre,

22. Samrurper S, E, Centre.

23. Shandipur S, E, Centre,

24. East Fultali S. E, Centre,

25. Murticherra S, E, Centre.

26. Daityamuni para S, E, Centre,

27. Nidevi S, E Centre,

North District : ANNEXURE "C"

Statement Showing the name of Social Education Centres Where SM/posted but no S.E.W. Exist.

Salema Block

1. Ambagan Shishu Bihar

2. Mechuri S E· Centre.

3. Rajdhan Halam Para S, E, Centre,

4. Mangal Singh Chow Para S, E, Centre, No. 1.

5. Baradrwn S, E, Centre.

6. Chandrai Para S. E. Centre, (Sikaribari),

Chaumanu T. D. Block.

1. Kathalcherra S, E, Centre.

2, Wakiram Roaja Para S, E, Centre,

3, Rabi Kumar Roaja Para S E. Centre (Manikpur)

Kanchanpur Block

1. Karaticherra S E Centre.

2. Babujay Chow Para S, E Centre,

3 Tuisama S. E. Centre.

4. Hanumanbari S. E. Centre,

5 Kamakhyapur Nayanram S. E. Centre.

6. Lokeswari S. E. Centre,

7. Khedacherra S. E. Centre.

8. Damcherra S, E. Centre.

9. Sundibassa S, E, Centre,

Panisagar Block

1. Jalabasa S, E, Centre,

Kumarghat Block

1 East Ratacherra S. E. Centre,

2 Baburbazar S E. Centre,

Kumarghat Block

3. Nooncherra S. E. Centre,

4. Tailenmuktar Para S E Centre.

5. Devasthal Tea Estate S. E, Centre.

6. Bhagyapur S, E Centre,

7. Jagannathpur S E, Centre.

8. West Fultali S. E. Centre,

9 Hiracherra T. E, Social Edn, Centre.

North District

ANNEXURE "C"

Names of Social Education Centre without any category of staff (i e. vacant).

Salema Block

1. Chandraipara S. E. C.

2. Putiacherra S. E. C.

3. South Kuchainala S. E. C.

4. Pasupati Deb Barma Para S. E. C.

5. Kamalacherra S E. C.

Chaumanu T. D. Block

1. Brajendra Tripura Para S. E. C.

Chaumanu T. D. Block.

2. Chittasen Roaja Para S. E. C.

3. Rajdhar S. E. C.

4. Natimanu S. E. C.

Kanchanpur Block

1. Dupada S, E. C,

2. Radhakishorepur S. E. C,

3. Mitrajaypara S. E. C.

4. Sibnagar S, E, C,

5. Balanalcherra S, E, C.

6. Setudwar S, E, C,

7. Saikarbari S. E, C,

8. Subalpara S, E, C,

9. Silbari S, E, C,

Panisagar Block

1. Challisdrone S, E, C.

2. South Baruakandi S, E, C,

3. Madhuban S, E, C,

4. Gobindapur S, E, C,

Panisagar Block

5. Huplong S, E, C,

6. South Birajnagar S, E, C,

7. North Telanganabastee S, E, C.

8. Saminipara S, E, C,

Kumarghat Block

1. Assambastee S, E. C.

2. Kalyansingh Chow Para S, E, C,

3. Tailenbari S, E. C,

4. Nayapara S, E, C,

5. Rajnagar S, E, C,

6. West Katatila S, E, C,

7 Rajmohan Chow Para S, E, C,

8. Rangauti S, E, C,

Admitted Un-starred Question No. 67

Name of M. L. A. :—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্মনগর মহকুমায় পাণিসাগর, পদ্মবিল, কৃষ্ণপুর, ব্রজেন্দ্রনগর, জয়নগর, আনন্দ বাজার

ও সাতসঙ্গম প্রভৃতি হাই স্কুলগুলিতে বর্তমান বৎসরে কোন শ্রেণীতে কতজন ছাত্র-ছাত্রী আছেন ;

২। এর মধ্যে কোন কোন হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান শিক্ষক আছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge :— SHRI D. DEB

১ সঙ্গীয় "ক" তালিকায় দেওয়া হইল।

২। সব স্কুলেই বিজ্ঞান শিক্ষক আছে, এবং কৃষ্ণপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক আছে।

স্কুলভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা "ক" তালিকা

ক্রমিক নং	স্কুলের নাম		ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত			ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত
১।	পানিসাগর হাইস্কুল	—	১৫৭ জন	—	—	১২০ জন
২।	পদ্মবিল ,,	—	৪৫১ ,,	—	—	৪১৭ জন
৩।	কৃষ্ণপুর ,,	—	৫৪৯ ,,	—	—	২০৫ ,,
৪।	ব্রজেন্দ্রনগর ,,	—	২৮১ ,,	—	—	১৩৭ ,,
৫।	জয়নগর ,,	—	২৮৪ ,,	—	—	২৭২ ,,
৬।	আনন্দবাজার ,,	—	২৯৩ ,,	—	—	৬৮ ,,
৭।	সাতসঙ্গম ,,	—	১৪৪ ,,	—	—	৭৪ ,,

'ক' তালিকা

১৯৮৪-৮৫ সালে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় নিম্ন-লিখিত স্কুলে পাকাঘর নির্মাণের কাজ হইবে/চলিবে বলিয়া আশা করা যায় :—

১। আমপুরা হাইস্কুল (ফালগুনা চৌ. পাড়া হাই স্কুল) খোয়াই।

২। ব ইজল বাড়ী হাইস্কুল, খোয়াই।

৩। চাম্পা হাওয়ার (ভারত সর্দ্দার পাড়া) হাইস্কুল, খোয়াই।

৪। ময়নামা হাইস্কুল, কৈলাসহর।

৫। ছৈলেংটা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কৈলাশহর।

৬। দেবদারু হাইস্কুল, বিলোনীয়া।

৭। গার্ধাং হাইস্কুল, সাব্রুম।

৮। সাউথ বাগমা সমতল পাড়া হাইস্কুল, উদয়পুর।

৯। তৈদুবাড়ী হাইস্কুল, অমরপুর।

১০। বলরাম কোবরা হাইস্কুল, খোয়াই।

১১। অম্পিনগর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, অমরপুর।

১২। ছামনু হাইস্কুল, কৈলাসহর।

১৩। জয়েন্দ্রনগর হাইস্কুল, সদর।

Admitted Un-starred Question No. 74

Name of the Member :— Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বর্ষের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত শ্রম-দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী মোট শ্রমিকের সংখ্যা কত ;

২। উক্ত শ্রমিকদের কতজন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনে যুক্ত ;

৩। রাজ্যে কয়টি স্বীকৃত ও রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক ইউনিয়ন রয়েছে ;

৪। শ্রমিকরা আইন মোতাবেক সকল সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কি ;

৫। পেলে সেগুলো কি কি ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বর্ষের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত শ্রম-দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কৃষি শ্রমিক সহ মোট শ্রমিকের সংখ্যা ১,৯৭,৫৬৬।

২। উক্ত শ্রমিকের মধ্যে ২৫,৮৬৯ জন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনে যুক্ত।

৩। রাজ্যে স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠন ১টি, যথা "ত্রিপুরা জুটমিল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন"। ত্রিপুরাতে মোট ১৩০টি রেজিষ্ট্রীকৃত শ্রমিক সংগঠন আছে।

৪। ফ্যাক্টরি, চা-বাগান, রাবার-বাগান ইত্যাদির মত সকল সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকগণ ও কৃষি শ্রমিকরা বিভিন্ন শ্রম আইন মোতাবেক সুবিধাদি পায়।

৫। বিভিন্ন শ্রম আইন মোতাবেক শ্রমিকগণ যে সকল সুবিধাদি পায় সেগুলি যেমন ছুটি, অনুদান, গ্রেচুইটি, মেটারনিটি বেনিফিট, সস্তায় খাদ্য-শস্য, গৃহ, ঔষধ, জল সরবরাহ, সংঘটিত শিল্পে বোনাস ও প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ড ইত্যাদির সুবিধা পায়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTIION OF INDIA.

Wednesday the 12th September, 1984

The House met in the Assembly House

Agartala, at 11-00 a.m. on Wednesday the 12th September 1984

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, The Chief Minister the Deputy chief minister. all minister and 41 members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য তরণী মোহন সিংহা।

তরণীমোহন সিংহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১ (অ্যাডমিটেড) হেলথ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চন নং ১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কুষ্ঠ রোগীদের সংখ্যা কত ?

২। কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। পংগু কুষ্ঠরোগীদের সরকারী মাসিক ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে চিকিৎসাধীন কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২৫৩০ জন (৩১ ৭, ৮৪ পর্যন্ত)।

২। ত্রিপুরার উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় ৪০টি সেক্টর এবং পশ্চিম জেলায় ২০টি এস, ই. টি (সার্ভে, এডুকেশন অ্যানড ট্রিটমেন্ট) সেন্টার, খোয়াই এবং কৈলাশহরে ২টি, আরবান লেপ্রোসী ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতিটি রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সমস্ত

কেন্দ্রগুলিতে একজন করিয়া কর্মী নিয়োজিত আছেন। তাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কুষ্ঠ-রোগীর সন্ধান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সারা রাজ্যের এই কর্মপদ্ধতি পরিদর্শন ও পরিচালনা করিবার জন্য উত্তর ত্রিপুরায় মনুঘাটে, দক্ষিণ ত্রিপুরায় শান্তির বাজারে একটি করিয়া লেপ্রেসী কনট্রোল ইউনিট এবং পশ্চিম ত্রিপুরার আগরতলায় একটি জোনাললেপ্রেসী অফিস আছে। এ' অফিসগুলির পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন। সার্বিক পরিদর্শনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন উপঅধিকর্তা পদ মর্যাদার অফিসার নিয়োজিত আছেন।

৩। নাই।

শ্রীতরনীমোহন সিংহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মন্ত্রী মহোদয় যে ২৫৩০ জন চিকিৎসাধীন কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বলেছেন তার মধ্যে কতজন ট্রাইবেল এবং কতজন ননট্রাইবল আছেন জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :—এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেনটারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে উত্তর ত্রিপুরায় পেচাঁরথল ও কুমারঘাট এর মধ্যবর্ত্তী সিদলছড়া উপজাতী অধ্যুষিত এলাকায় কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী এবং এটা অনুসন্ধান করে সেখানে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই ব্যাপারে বলতে চাই যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা খোয়াই এবং উত্তর ত্রিপুরায় অনেক বেশী। এবং সে দিক থেকে উত্তর ত্রিপুরায় কুমারঘাটে মাদার টেরেসার উদ্যোগে একটা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সরকার থেকে জমি দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যাতে দেওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই কেন্দ্রে উত্তর ত্রিপুরার একটা বড় কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা চিকিৎসার সুযোগ পাবে এবং তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যাবে। ট্রাইবেলদের মধ্যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা বেশী এটা নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল —সম্প্রতি মন্ত্রীসভার মিটিং এ তাদেরকে মাসিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীতরনীমোহন সিংহা :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাসিক ভাতার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে প্রয়োজনীয় অনুদান কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্বভারতীয় এই রকম কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে গত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কুষ্ঠ রোগীদেরকে ভাতা দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শান্তির-বাজার এবং মনুঘাটে দুইটি কুষ্ঠরোগী কনট্রোল ইউনিট খোলা হয়েছে। এই কনট্রোল

ইউনিটগুলিতে চিকিৎসার তত্ত্বাবধানের জন্য সেখানে ইনডোর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উত্তর ত্রিপুরার মহুদাটে পুলিশের যে ব্যারাক ছিলসেখানে অফিসার পাঠিয়ে ইনডোর খোলার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তীর বাজারে জায়গা দেখা হচ্ছে। জায়গা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১৪, হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং—১৪।

প্রশ্ন :

১। উত্তর ত্রিপুরার দামছড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (ছয় শয্যা বিশিষ্ট) স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের বিগত বিধানসভায় মাননীয় তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে এখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে জায়গার জন্য চাপ দেওয়া হয় এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছি। আমি বুঝতে পারি নাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় "পরিকল্পনা নাই" এই কথাটা কি করে বললেন ? যেখানে ৩০ মাইল ব্যাপিয়া উপজাতী অধ্যুষিত এলাকা এক ফুটো ঔষধের ব্যবস্থা নাই, সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য সরকার মহোদয় কোন উদ্যোগ নেবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮০-৮১ সালে দামছড়ায় একটা ছয় শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুসারে ২.৩০ একর ভূমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত ভূমি সেনাবাহিনীর দখলে থাকায় সেটা করা হয়নি। তবে এটা ঠিক যে ৩০/৩৫ মাইল ব্যাপিয়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা এখনও সম্প্রসারিত হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন যে প্রতি ৩ হাজার সংখ্যায় একটা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপজাতী অধ্যুষিত এলাকায় প্রতি ৩০ হাজার সংখ্যায় একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে। সেই অনুসারে বি ডি সির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘর তৈরী করে বা ভাড়া ঘর করে সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, দামছড়া অত্যন্ত দুর্গম এলাকা। এ এলাকা ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে আমাদের অবশ্যই একটি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও যেহেতু এ.ডি.সি. এলাকার মধ্যে পড়েছে সেহেতু ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরীর প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার : স্টার্ট কোশ্চেন নাম্বার ২৬।

মিঃ স্পীকার :—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য যে, আই.আর ডি.পি. স্কীম একটি পরিবারকে দারিদ্র্য সীমার উপরে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দেওয়া হচ্ছে না,

২। ইহাও কি সত্য যে, ব্যাঙ্ক থেকে কিস্তিতে ভাগ করে সেই ঋণ দেওয়ার ফলে স্কীমগুলি কার্য্যতঃ ব্যর্থ হয়ে পড়েছে,

৩। সত্য হলে উক্ত অসুবিধাগুলি দূরীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে?

উত্তর :

১। আই.আর ডি.পি.তে প্রতিটি পরিবারকে দারিদ্র সীমার উপরে উন্নীত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের স্কীম ডি.আর ডি.এ. কর্তৃক প্রস্তুত করামারয়াথাকে। কিন্তু কোন কোন সময় ব্যাঙ্কের নিয়মানুযায়ী না হইলে সম্পূর্ণ ঋণেরটাকা ব্যাঙ্ক মঞ্জুর করে না।

২। হ্যাঁ, ইহা আংশিক সত্য।

৩। ঋণের টাকা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং এককালীন ঋণ দিবার জন্য জেলা স্তরে এবং রাজ্য স্তরে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মিটিং এ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে রাজী করাইবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে। তাছাড়া আই আর.ডি.পি. রিভিও কমিটির সুপারীশ অনুসারে ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি স্কীম তৈয়ারীর ব্যাপারে যুক্ত থাকিবে যাহাতে ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য স্কীম তৈরী হয়।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আই.আর ডি.পি. স্কীমগুলি হাতে নেওয়া হয় ডি আর.ডি.এ. যে স্কীম তৈরী করে দেন তার মাধ্যমে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ন্যূনতম .৫000 হাজার টাকার সেই স্কীম হয় না। বিশেষ করে হাস-মুরগী পালনের জন্য এক থেকে দেড় হাজার টাকার স্কীমগুলি দেন। কিন্তু যখন ব্যাঙ্কে যাওয়া হয় তখন গরীব মানুষের ক্ষেত্রে যে স্কীমগুলির জন্য ব্যাঙ্ক দেড় হাজার টাকার মধ্যে ৫00·00 টাকা দেন এবং বলে থাকেন, এই টাকা ফেরৎ দিলে বাকী টাকা দেওয়া হবে। যেহেতু ওরা গরীব সেজন্য পরিবারের ভরণ পোষণ করে আর তারা টাকা ফেরৎ দিতে পারেন না। কাজেই একেবারেই যাতে ন্যূনতম টাকা যা ৫ হাজার ধরা হয়েছে তা দেওয়া হয় তার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—বর্তমানে পরিবার পিছু ৩,০০০ টাকা আয় পর্যন্ত দারিদ্র সীমারেখা ধরা হয়। ডি আর.ডি.এ. প্রতিটি পরিবারের জন্য আলাদা আলোদা কর্মসূচী করে যাহাতে পরিবারগুলি অতিরিক্ত আয় করিয়া দারিদ্র-সীমা রেখার উপরে উঠিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিন চারটি স্কীম দিয়া একটি সুসংবদ্ধ কর্মসূচী প্রতিটি পরিবারের জন্য তৈরী করা হয়। যথা, কৃষি, ক্ষুদ্র জল সেচ, পশু পালন, শস্য চাষ, গ্রাম্য শিল্প এবং হাঁস মুরগীর চাষ। এই কর্মসূচী কার্য্যকরী করিতে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ তিন চারটি স্কীমের জন্য প্রতিটি পরিবার পিছু ৩-৪ হাজার টাকা ঋণের প্রস্তাব করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ তিন চারটি স্কীমগুলি ব্যাঙ্ক পুনরায় পরীক্ষা করে। এই সময় কিছু কিছু স্কীম ব্যাঙ্কের নিয়ম মত না হইলে বাতিল হইয়া যায়। তাছাড়া, নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে অসুবিধা বোধ করে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ব্যাঙ্ক হইতে প্রতিটি পরিবারের ঋণ প্রাপ্তির গড় হিসাব ১৯৩৩ টাকা।

১। যদি কোন পরিবার পূর্ব ঋণ পরিশোধ না করিয়া থাকে।

২। স্কীম কার্য্যকরী করিতে যদি যোগান (ইনপুটস) না পাওয়া যায়।

৩। স্কীম কার্য্যকরী করিতে যে ভূমির প্রয়োজন তাহা নিজ নামে না থাকিলে।

ঋণের প্রস্তাবগুলি ডি আর ডি এ সংশ্লিস্ট এলাকায় অবস্থিত ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চগুলির নিকট পাঠাইয়া দেয়। সাধারণত ৩-৪টি স্কীমের টাকা ব্যাঙ্ক একত্রে না দিয়া অনেক পরিবারকে একটি একটি স্কীমের জন্য টাকা দিয়া থাকে।

অধুনা স্টেট্ লেবেল রিভিউ কমিটি ব্যাঙ্ক ঠিকভাবে টাকা না দেওয়ার কারণগুলি পুংখানোপুংখ ভাবে, পরীক্ষা করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে কিছু সুপারিশও করিয়াছেন। সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম সুপারিশ হইল যে পরিবারের জন্য স্কীম তৈয়ারী করার সময় ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে হইবে যাহাতে ব্যাঙ্কের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং আর্থিক সম্ভাবনাময় স্কীম তৈয়ারী হয় এবং পরবর্ত্তী কালে কোন স্কীম ব্যাঙ্কের নিকট যোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়। ইহাও সুপারিশ করা হইয়াছে যে স্কীমগুলিতে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ প্রদানের একটি সময়সূচী উল্লেখিত থাকবে। এই সুপারিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমতিলাল সরকার : –প্রতিটি ব্লকে ৬০০ পরিবারকে তিন বছরের জনা এই স্কীমে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ লোকই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। কাজেই ব্লক পিছু ৬০০ পরিবার হলে তা খুবই কম হবে। এই সংখ্যা যাতে আরো বাড়ান যায় সেজনা সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই বিষয়টির উপর আমি কিছু আলোকপাত করতে চাই। কারণ, এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্কীম সারা ভারতবর্ষেই চালু আছে। দারিদ্র সীমার নীচে যারা বাস করছে তাদের কাছে এই স্কীম যথেষ্ট উপকারে আসতে পারে, যদি সবগুলি এজেন্সিস্-এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা যদি এই স্কীমের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। তবে এটা ঠিক, আমরা সারা ভারতবর্ষের অনান্য ষ্টেটের তুলনায়

বেশী লোককে সুযোগ দিতে পেরেছি। আমাদের যে কোটা ছিল তার চেয়ে বেশী দিতে পেরেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এভারেজ লোন তারা পেয়েছে এবং বিভিন্নভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের দারিদ্র সীমার উপরে নিয়ে আসা যায়। অবশ্য এই স্কীম কার্য্যকরী করতে গেলে সব থেকে বিরাট ভূমিকা ব্যাঙ্কের। আমরা শীঘ্রই ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির সঙ্গে বসছি ; এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য তাদের সহযোগিতা চাচ্ছি। সব জায়গায় না হলেও কোন কোন জায়গায় ওরা বলেছেন, জমি না থাকলে ঋণ পাওয়া যাবে না। এ সম্পূর্ণ উল্টো কথা। গাইড লাইনে আছে, জমি থাকলে ঋণ পেতে পারবে না। জমির উপর যাতে দখল নিতে না পারে সে জনাই এই গাইড লাইন। কাজেই এই কথা সম্পূর্ণ উল্টো কথা হচ্ছে। ভূমিহীন যারা খাস জমিতে আছে তারা যাতে এই জমির দখল নিতে পারে সেজনাই এই ব্যবস্থা। কাজে কাজেই, যারা এই নিয়মবিধি প্রয়োগ করছেন, তারা না বুঝেই প্রয়োগ করেছেন। অনেকেই গরু কিনতে চাইছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এত গরু নেই। গরু কোথায় পাওয়া যায় ? বাইরে থেকে এনে দেখেছি, টিকে না। প্রচুর খরচ দিয়ে আনাতে হয়। ট্রান্সপোর্টের অসুবিধা। তৃতীয়তঃ স্কীমগুলি তৈরারী করার ক্ষেত্রে যদি পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বা অফিসাররা করে থাকেন, তাহলে তা ভাল স্কীম হতে পারে না। কাজেই দায়িত্বশীল লোক বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে সেখানে পঞ্চায়েতের লোক থাকলে, এবং আই.আর ডি পি. স্কীম যারা দেখছেন তারা একত্রে বসে বেশ কয়েকটা স্কীম এ্যাপ্রোচ করে পাঠাবেন। পাঠাবার পরও দেখা গেছে এই স্কীমগুলি ব্যাংকে গিয়ে বিলম্ব হয়। এমনও আছে ১৯৮২-৮৩ সালে যে সমস্ত স্কীম ব্যাংকে পাঠানো হয়েছিল, আমি যতনবাড়ীতে দেখেছি প্রায় ৩০০ মত স্কীম পাঠানো হয়েছিল, তন্মধ্যে ১০০ স্কীমেরও কাজ হয়নি। এছাড়াও আরও কতগুলি স্কীম আছে যেগুলি ঘরের মধ্যে বসে করা হয়েছে। ভূমিহীনদের জন্য পানের চাষের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্কীমে বলা হয়েছে একদিক থেকে শুরু করা হবে। একটা পঞ্চায়েতের মধ্যে ১০ বা ২৫টি আই.আর ডি পি. স্কীম স্যাংশান হয়। যদি এটা একদিক থেকে শুরু করা হয় তাহলে এটা কাভার করতে কত বছর লাগবে তার ঠিক নাই। হয়তো ১৫ বা ২০ বছর লাগতে পারে। তাহলে মানুষ দারিদ্র সীমার আরও নীচে নেমে যাবে। সুতরাং এই সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে এবং এই যে পদ্ধতি একটা এলাকা থেকে শুরু করতে হবে। কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেটা দেখে দেখতে হবে। এটা শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা আলোচিত হচ্ছে। আমরা একটা কমিটি করেছি এটা এসেস করার জন্য এবং এডভাইস দেওয়ার জন্য। সেই কমিটি ভাল সুপারিশ করেছেন। মাননীয় সদস্যরা যদি এটা দেখতে চান তাহলে আমি সেই সুপারিশ হাউসে পেশ করতে পারি। এইসব দিকে আমরা আরও বেশী আপনাদের সহযোগিতা চাই।

শ্রীজহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি রাজ্যে এ পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিতে কত পরিবারকে আই আর ডি.পি স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে। এবং এই আই.আর.ডি.পি. স্কীমে যে সকল পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, তাতে কেন্দ্রীয়

সরকার কোন ভর্তুকি দিচ্ছেন কি না দিলে তপশীল জাতি ও তপশীলি উপজাতিদেরকে কত করে দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কত ভর্তুকি দিচ্ছেন এবং সিডুয়েল কাস্ট ও সিডুয়েল ট্রাইবদের কত করে দেওয়া হচ্ছে তার কোন ব্রেকআপ তিনি চাননি। আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—কোয়েশ্চান নং ৩৫ স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ৩৫ স্যার।

প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই শহরের নূতন টাউন হলের বিপরীত দিকে এবং অন্যান্য স্থানে আশারামবাড়ী সবার্থ সাধক সমবায় সমিতির বেশ কিছু সম্পত্তি ও ঘর দীর্ঘদিন যাবত কিছু ব্যক্তি বেআইনীভাবে দখল করে আছেন।

২। সত্য হলে উক্ত সম্পত্তি বেআইনী দখলদারগণের নিকট থেকে উদ্ধার করিতে সরকার কোন প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি না ?

উত্তর :

১। আশারামবাড়ী সবার্থ সাধক সমবায় সমিতি নামে কোন সমবায় সমিতি নাই। তবে খোয়াই আশারামবাড়ী সবার্থ সাধক সমবায় সমিতি নামে একটি সমিতি আছে। উক্ত সমিতির কিছু সম্পত্তি এক ব্যক্তির দখলে আছে।

২। দখলদারের নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই আশারামবাড়ী সবার্থ সাধক সমিতি দীর্ঘদিন পূর্বে লিকুইডেশনে গিয়েছে এবং এই সমিতির প্রায় ১০০ কানি ধানের জমি এবং ২৫-৩০ কানি টিলা জমি আছে যা কিছু ব্যক্তি দখল করে আছেন এবং খোয়াই শহরের নূতন টাউন হলের বিপরীত দিকে এই সমিতির প্রায় কোয়ার্টার সহকারে প্রায় ৩০ শতক সম্পত্তি শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের একজন রিটায়ার্ড হেডমাষ্টার দখল করে আছেন। বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও সেই জমি হেডমাষ্টার ছাড়ছেন না এবং এই সম্পত্তিগুলি নিজের নামে রেকর্ড করানোর জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। কাজেই সামগ্রিক জনসাধারণের স্বার্থে সমিতির এই জমিগুলি উদ্ধারের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন প্রচেষ্টা নেবেন কি না জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—স্যার, উক্ত সমিতির জমি তা আমাদের জানা নাই। কারণ প্রয়োজনীয় দলিল পত্র আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে উক্ত সমিতির খোয়াই টাউনের যে সম্পত্তি আছে তা শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীসত্যরঞ্জন চক্রবর্তী মহোদয়ের দখলে আছে। উক্ত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী হয় ১৯৫৭ সালে এবং সেটা লিকুইডেশানে

যায় ১৯৭০ সালে। লিকুইডেশান অফিসারকে আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উদ্ধার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীনকুল দাস : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সর্বার্থ সমবায় সমিতির বেশ কিছু সম্পত্তি বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু ব্যক্তি দখল করে আছেন। এই সম্পত্তিগুলি উদ্ধার করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে লিকুইডেটর অফিসারকে এই জমিগুলি কিভাবে উদ্ধার করা যায়, কাগজপত্রগুলি কিভাবে উদ্ধার করা যায় তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীসমির দেব সরকার : —এই সমিতির একটা বিরাট গুদাম ঘর আশারামবাড়ীর কাছাকাছি এলাকায় আছে। গুদামঘরটি এখনও ভাল অবস্থায় আছে। সমিতি লিকুইডেশানে যাওয়ার পর গুদামঘরটি অব্যবস্থায় আছে। কাজেই গুদামঘরটি ব্যবহার করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নেবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আমি খবর নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৫১ স্যার।

শ্রীআরবের রহমান :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের তৎপরতার ফলে বন বিভাগের কোন্ কোন্ এলাকার বনাঞ্চলের কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে।

২। কি পরিমাণ বনজ সম্পদ উক্ত উগ্রপন্থীদের হামলায় নষ্ট হয়েছে, এবং

৩। কোথায় ও কতটা ফরেষ্ট বীট ও রেইঞ্জ অফিস বন্ধ হইয়াছে ?

উত্তর

১। বন দপ্তরের কাঞ্চনপুর, মনু, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া, উদয়পুর, বগাফা গোমতি বন বিভাগের বর্তমান বৎসরের বনায়নের অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইয়াছে।

২। প্রত্যক্ষভাবে উগ্রপন্থী হামলায় বনজ সম্পদ নষ্ট হওয়ার খবর জানা নাই।

৩। কোথাও কোন অফিস বন্ধ করা হয়নি। তবে কোন কোন জায়গায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য অফিসগুলিকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই উগ্রপন্থীদের তৎপরতার ফলে যে সকল ফরেষ্ট কর্মীরা নিহত হয়েছেন তার ফলে যে সময় গাছ লাগানোর কথা ছিল সে সময় গাছ লাগানো যায়নি। তাই বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি, এই যে সময় মতো গাছ লাগানো হয়নি তারফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি কত হয়েছে ?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে বলছি, আমাদের এই বছর যা টারগেট ছিল বাগান তৈরী করার জন্য সেই টারগেট ফুলফিল হয়েছে এবং মনে হয় আরও বেশী কাছে হয়েছে, কাজেই আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা-সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে এই পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের আক্রমনের ভয়ে কতটি ফরেষ্ট বীট অফিস বন্ধ হয়ে আছে যেখানে ফরেষ্টাররা কাজকর্ম করতে চান না। ইহা কি সত্য, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখছি, সেই সমস্ত ফরেষ্ট কর্মচারীদের সদরে চলে আসার জন্য বলা হয়েছে ?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন বন দপ্তরের কোন অফিস বন্ধ হয়ে আছে কিনা এবং সদরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কি না, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কারণ সরকার থেকে সেই সমস্ত কর্মচারীদের সদরে চলে আসার কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং কোন ফরেষ্ট বীট বন্ধ করে দেওয়া হয়নি।

শ্রীতাপসলাল সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা বিশালগড়ে চরিলাম-এ ফরেষ্ট বীট-এ কতবার উগ্রপন্থীদের হামলা হয়েছে ?

শ্রীআরবের রহমান—মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে সম্পূর্ণ নেই। তাতে কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে এবং সরকার থেকে একটি ভ্রাম্যমান পেট্রোল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং এই বাহিনী সদরেরও বিভিন্ন জায়গায় টহল দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বামুটিয়া মৌজার সোনাতলা গ্রামের মনিপুরী মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড কত সালে সরকারী ভাবে রেজিষ্টারী করা হয়েছিল,

২। বর্তমানে উক্ত সমিতিতে মূলধন কত এবং সেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বামুটিয়া মৌজার সোনাতলা গ্রামে মনিপুরী মহিলা সুমবায় সমিতি লিমিটেড নামে কোন সমবায় সমিতি রেজিষ্টারী করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বামুটিয়া মৌজার সোনাতলা গ্রামে মনিপুরী মহিলা সমিতি নেই কিন্তু তিনি কি বলেছেন বুঝতে পারছি না কারণ মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বামুটিয়া মৌজার সোনাতলা গ্রামে মনিপুরী মহিলা সমবায় সমিতি প্রায় ২০ বছর হয়েছে এবং এটা রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতি। এই সমিতির যারা সদস্য আছেন তারা সূতায় কাপড় বুনেন। কিছু দিন আগে এই সমিতি কর্পোরেশন এর অনুমতিক্রমে সূতা এনে পাছরা তৈরী করেছেন এবং সেই পাছরা কর্পোরেশন

কিনেছেন। কিন্তু বর্তমানে কর্পোরেশন এটা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। কারণ তারা চাইছেন এই সমিতিকে সি পি. এম ভুক্ত করতে। এটা সত্য কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো, তিনি যেন সব খোঁজ-খবর নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সোনাতলায় তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি নামে একটা সমিতি আছে সেটা ১৯৬৯ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়েছিল।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমিতির অনেক সদস্যকে সি, পি, এম, ক্যেডারের লোক ভুল বুঝিয়ে তাদের অন্য সমিতিতে আনা হচ্ছে; এটা সত্য কি না ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সব কিছু না জেনে বলেছেন। ১৯৮২-৮৩ সালে এই সমিতিকে ২,৯১০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই সমিতিকে যে কর্পোরেশনের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়েছে সেখানে আরও দুই হাজার টাকা বাকী আছে এবং এই সমিতির কাপড়গুলি পুনরায় কর্পোরেশনে নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, কর্পোরেশনের কাছে টাকা বাকী আছে কি না সেই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে এই সমিতি ১৯৮২-৮৩ সালে ৩৮৪১৫২ পয়সার কাপড় কর্পোরেশনের কাছে বিক্রি করেছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬৫ ।

শ্রীখগেন দাস :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬৫ ।

প্রশ্ন

১। আন্ত্রিক রোগে ত্রিপুরায় এই পর্যন্ত কত জনের প্রাণহানী ঘটেছে,

২। ইহা কি সত্য যে হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ না থাকায় এবং ব্যাপক অব্যবস্থার জন্য উক্ত রোগে অনেক রোগী মারা গিয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত আন্ত্রিক রোগে মৃতের সংখ্যা ৪৩২ জন। তার মধ্যে হাসপাতালে মৃতের সংখ্যা ৩৫১ জন এবং হাসপাতালের বাহিরে মৃতের (সংবাদপ্রাপ্ত) ৮১ জন।

২। ইহা সত্য নহে। বরং অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিক তৎপরতার সাথে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে আন্ত্রিক রোগের প্রকোপের ফলে অনেক লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। এর সংগে লক্ষ্য করেছি, এই রোগের আক্রমনের সময় প্রথমদিক থেকে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই, উদাসীনতার ফলে অনেক রোগী মারা গেছে। ঠিক ঠিক ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মৃতের সংখ্যা এর মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশী। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা সত্যি নয়। সারা ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন ডেকেছি। হিসাব নেওয়া হয়েছে, আমরা আন্ত্রিক রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে ও প্রতিরোধ কল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিয়েছি :—

১। যে কোন অঞ্চলে আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত পর্য্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছানো হইয়াছে। এই রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আগরতলায়, দুই জেলা সদরে, মহকুমা সদরে এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়।

২। রোগ প্রাদুর্ভূত অঞ্চলগুলিতে বিশেষজ্ঞ পারিচালিত চিকিৎসক দল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য কর্মী সম্বলিত টীম পাঠানো হয়। ঐ সব টীম যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় চিকিৎসকগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নির্দেশাদি দেন। ইহা ছাড়াও রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় করার জন্য রাজ্য হইতে এবং আই, সি, এম, আর, হইতে বিশেষজ্ঞ প্যাথোলজিষ্ট ও এপিডেমিওলজিষ্ট দল বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নির্ণয় করেন। রাজ্যের সকল চিকিৎসককে এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশিকা পাঠানো হয়।

৩। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাহাতে ঔষধপত্রাদির অভাবে চিকিৎসকদের সুষ্ঠু চিকিৎসা দিতে অসুবিধা না হয়।

৪। যেখানে যেখানে প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে সেখানে অতিরিক্ত বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ খোলা হয়।

৫। ডি-হাইড্রোজেন প্রতিরোধকল্পে পর্য্যাপ্ত পরিমানে রি-হাইড্রেশন পাউডার (সরবত) সরবরাহ করা হয়। এর জন্য আগরতলার রিজিওনাল ফার্মাসী ইনষ্টিটিউটেও রি হাইড্রেশন পাউডার তৈরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও রি-হাইড্রেশন পাউডারের বিকল্প। প্রস্তুতি পদ্ধতি ও জনসাধারণের অবগতির জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রচার করা হয় যাহাতে জনসাধারণ সহজেই নিজেরা ইহা তৈয়ারী করিয়া নিতে পারেন।

৬। পানীয় জলের উৎসগুলিকে সত্বর ক্লোরিনেশনের মাধ্যমে পরিশোধিত করার জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৭। রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যথা রেডিও, সংবাদপত্র, পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল, লিফলেট ইত্যাদির সাহায্যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও এই রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাবলী সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। বি, ডি, সি, সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ক্লাব, পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি ও সিভিল ডিফেন্স ইত্যাদি গণমাধ্যমের সাহায্যেও স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধীয় প্রচার কার্য্য চালানো হয়। এ ব্যাপারে ৩ লক্ষ হ্যাণ্ডবিল ও ৫০ হাজার পোষ্টার ছাপানো হয়।

৮। শেষ দিকে ভারতীয় রেডক্রশও এ ব্যাপারে আগাইয়া আসেন।

৯। এক কথায় বলিতে গেলে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত তৎপরতার সহিত এই রোগের প্রাদুর্ভাব আয়ত্বে আনা হইয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে ই উ, এন, আই, সি, এফ-এর প্রতিনিধি যিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন, এই কাজের প্রশংসা করেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলেছেন আন্ত্রিক নিবারণের জন্য, আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম আক্রমনের থেকে কতদিন পরে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীখগেন দাস :—সাথে সাথেই নেওয়া হয়েছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানো হয়েছে আগরতলা থেকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন আন্ত্রিক রোগে মৃত্যুর সংখ্যা। অমরপুরের মত প্রত্যান্ত অঞ্চলে অনেক গ্রামের প্রত্যান্ত অঞ্চলে অনেক লোক মারা গেছে এই আন্ত্রিক রোগে, আমি জানি অম্পিতে তৈদুতে তখন ঔষধের অভাবে অনেক লোক মারা গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই ঐ ডিসপেনসারীগুলিতে ঠিক ঠিকভাবে ঔষধ দেওয়া হয়নি কেন ? আমি সেদিনও গিয়ে দেখে এসেছি ঐ তৈদুতে ম্যালেরিয়া রোগ-এর প্রাদুর্ভাবে অনেক লোক মারা গেছে। এখনও ঠিক ঠিকমত সেখানে ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমরা যা ঔষধ চাই তার মাত্র ২৪ শতাংশ আমরা পাই। মাননীয় সদস্যরা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহারে যতজন মারা গেছে, আপনারা জিজ্ঞাস করে দেখতে পারেন আমরা যুদ্ধকালীন অবস্থার মত যেভাবে মেডিসিন ঐ সময়ের জন্য পাঠিয়েছি এইরকম আর কোন রাজ্যে করা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৩

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৮৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে রাজ্যের জন্য আই, আর ডি, পি, মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ কত ছিল এবং বর্তমানে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে উক্ত স্কীমের মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ কত ?

২। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে ব্যয়ের পরিমাণ কত ছিল এবং বর্তমান আর্থিক বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরগুলিতে আই-আর ডি-পি বাবৎ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সম্মিলিত মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ প্রতিবছর ১৩৬ লক্ষ টাকা করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে আই-আর-ডি-পি বাবত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১০৮'৮৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৮৪-৮৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন ১কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন, এই টাকাটার প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যয় হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। নির্বাচনের ১৫ দিন আগে এই টাকাটা ব্যয় করা হয়েছে. নির্বাচনের কাজে ব্যয় হয়েছে। এইটা মাননীয় মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা এইটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে আই আর, ডি, পি, স্কীমে যাদেরকে ঋণ দেওয়া হয়, তাতে এই ঋণের কত অংশ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ভর্তুকী দেওয়া হয় ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—এই স্কীমের বাবদ প্রতি বছরে ৮ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা থাকে, তাতে রাজ্য সরকার দেয় ৪ লক্ষ আর কেন্দ্রীয় সরকার দেয় ৪ লক্ষ, মানে ফিফটি ফিফটি করে রাজ্য ও কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আই, আর, ডি, পি. স্কীমে সরকার থেকে যেগুলি ব্লক-এর মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাতে তাদের সেই টাকা পেমেন্টের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কি আর ব্যাংকের ভূমিকা বা কি. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—এইটা আমি একটু তথ্যটা সংগ্রহ করে দেখব যে সেখানে কি ডিফিকাল্টি হয়েছে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—প্রশ্নের নাম্বার ৮৮।

শ্রীরামকুমার নাথ :—প্রশ্নের নাম্বার ৮৮।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের প্রয়োজনীয় কেরোসিন তৈল নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে কি না.

২। ইহা কি সত্য যে. কমলপুর মহকুমায় এই সরবরাহ খুবই অনিয়মিত;

৩। সত্য হইলে এই সরবরাহ নিয়মিত করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। কেরোসিন তেল বরাদ্দ অপ্রতুল এবং সরবরাহ অনিয়মিত, তাই রাজ্যে প্রয়োজনীয় কেরোসিন তেল সব সময় নিয়মিত সরবরাহ হইতেছে না।

২। ইহা সত্য নহে। তবে তেল সরবরাহ কম থাকলে ভোক্তাদের সময়ে সময়ে বরাদ্দকৃত তেল কম দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। কেরোসিন তেলের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য এজেন্ট ও ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখা হইতেছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—স্যার, কমলপুর মহকুমার এই কেরোসিন তেলের সংকট বহু দিনের কাজেই সেখানে আর একটা কনট্রোলার মানে নূতন করে আর একটা এজেন্সি খোলার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে দাবী করা হয়েছে এবং বি ডি, সি, মিটিংগুলিতেও বার বার এইটা নিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তিনিও এই ব্যাপারটা খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং আমরা মনে করি যে বর্তমানে সেখানে যে দুইটা এজেন্সী আছে তারা সেখানে নিয়মিত সাপ্লাই দেয় না যার জন্য রেশনগুলিতে কেরোসিন নিয়মিত পাচ্ছে না। অথচ আগরতলাতে দেখলাম ৫, ১০ লিটার কেরোসিনও একজন পাচ্ছে মানে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারটাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরামকুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কেরোসিন তেলের অভাব শুধু কমলপুর মহকুমাতেই নয় সমগ্র ত্রিপুরাতে এর অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বল্প পরিমাণ কেরোসিন বরাদ্দ করায় এই অভাব দৃষ্টি হচ্ছে। ত্রিপুরায় মোট চাহিদার পরিমান ২000 কিলোলিটার কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার থেকে বরাদ্দের বর্তমান পরিমাণ মাত্র ১২৮৪ কিলো লিটার। আই, ও, সি, কর্তৃক অনুমোদিত ত্রিপুরা স্টেট কোপারেটিভ কনজিউমার্স' ফেডারেশন পরিচালিত কমলপুরে কেরোসিন সরবরাহের কাজের মেয়াদ আই, ও, সি, কর্তৃক বৃদ্ধি না করায় কমলপুর মহকুমাতে কেরোসিনের তীব্র অভাব সৃষ্টি হয়।

আই, ও, সি, নুনমাটি, গৌহাটি, টি, এস সি, সি এফ-এর মধ্যে কেরোসিন সরবরাহের কাজের পরিধি খোয়াই, শান্তিরবাজার (?), আমবাসা, কমলপুর এবং গণ্ডাছড়া পর্যন্ত অনুমোদন করেছিল এবং এই অনুমোদনের সময়কাল জুলাই ৮০ ইং পর্যন্ত ছিল। এর পর আই, ও, সি কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন না পাওয়ায় আগষ্ট ৮৩ ইং তারিখে কমলপুর মহকুমাতে টি, এস, এস, সি, সি, এফ কেরোসিন সরবরাহের কাজ করতে পারছে না। সাময়িক ভাবেই এজেন্সিগুলি চালু রাখার জন্য আই ও সি কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করা সত্বেও এর কোন সুরাহা হয় নাই। তবে কমলপুর মহকুমাতে অন্য দুটা এজেন্ট কেরোসিন সরবরাহ করিতেছে।

কমলপুর মহকুমাতে গত তিন মাসের কেরোসিন তেল সরবরাহের পরিমান নিম্নরূপ— এপ্রিল ৮৪ হইতে বরাদ্দ ছিল ৭১ কিঃ লিটার, আমদানি হয়েছে ৪১. ৬ কিঃ লিঃ, মে-৮৪ ইংতে বরাদ্দ ছিল ৮৭ কিঃ লিঃ আমদানি হয়েছে ২০৪ কিঃ লিঃ, জুন-৮৪ ইংতে বরাদ্দ ছিল ৮১ কিঃ লিঃ, আমদানি হয়েছে ৭১ ৭ কিঃ লিঃ।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার কমলপুর কনজিউমার্স' কোপারেটিভ সোসাইটির এই আই, ও, সির, এজেন্সি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন, তা এই ব্যাপারটা দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একটু উদ্যোগ নেবেন কি না যাতে আই, ও, সির, এজেন্সি তারা পেতে পারে এবং এইটা যদি তারা পায় তাহলে সেখানে কেরোসিনের সমস্যা অনেকটা দূর হয়ে যাবে।

শ্রীরামকুমার নাথ :—এর জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার বলেছি আমাদের ত্রিপুরার জন্য যাতে আরও কেরোসিন বরাদ্দ করা হয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে কেরোসিন তেল কেন্দ্র থেকে সরবরাক না করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে এর অভাব দেখা দিয়েছে এবং রেশন সপ-এর মাধ্যমে যে কেরোসিন তেল সরবরাহ হয় এইটা আমরা জানি, কিন্তু আমরা দেখেছি যে খোলা বাজারে প্রতি লিটারে ১০ টাকা করে দিলে টিনের পর টিন কেরোসিন সেখানে পাওয়া যায়। এইটা কি করে সম্ভব হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীরামকুমার নাথ :—এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—প্রশ্নের নাম্বার ২২৫।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নের নাম্বার ২২৫।

প্রশ্ন

(১) চলতি আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় কতটি নূতন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে, এবং বেহালাবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নত করা হবে কি না ?

উত্তর

(১) চলতি আর্থিক বৎসরে নাকফুল এব বিশ্রামগঞ্জে দুইটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানাধীন আছে। নির্মানকাজ শেষ হইলে সেগুলি খোলা যেতে পারে।

(২) বেহালাবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নয়ণের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে বেহালাবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি গোমাই থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দূরে, সেখানে আরও দূরে দূরে বন ও পাহাড় এরিয়া আছে, সেখানের জন্য একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র করার জন্য বহু দিন থেকে সবাই দাবী করে আসছে। তাই সেখানে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হলে ভাল হোত। সেখানে কোন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় অনেক লোক মেলেরিয়ায় মারা যায়। কাজেই এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু দেখবেন কি না ?

শ্রীখগেন দাস :—৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে আটটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার কথা ছিল তার মধ্যে বেহালাবাড়ী নাই। এইটা ঠিক যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এইটা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, কারণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়, আর কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ করা হয় মাত্র ১২ লক্ষ টাকা. কাজেই এই টাকা দিয়ে প্রয়োজনমত স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্ন উত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই গুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

(•ANNEXURES 'A' & 'B')

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি গুরুত্ব বিবেচনা করে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী চৌধুরীকে দাঁড়িয়ে তাঁর নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হল, "আজ ১২-৯-৮৪ ইং সকালে জি বি হাসপাতালে কিছু সংখ্যক উপদ্রবকারী ব্যক্তির সন্ত্রাস সৃষ্টির ফলে চিকিৎসকদের চিকিৎসা কাজকর্মে অচলাবস্থা সৃষ্টি সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এ বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে কবে বিবৃতি দিতে পারবেন আমাকে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আফটার রিসেস আমি এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আফটার রিসেস এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মার নিকট থেকে আমি আরেকটি নোটিশ পেয়েছি। সেটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মাকে দাঁড়িয়ে সেটি উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হল—"গত ২৪শে জুলাই আসাম-আগরতলা রোডে বড়মুড়া রেঞ্জে উপাধ্যক্ষের একটি ভ্যান ও পুলিশ ফাঁড়িতে বৈরী হামলার ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এ বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে কবে পারবেন আমাকে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি দেবেন।

গত ১১-৯-৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল :—"গত ৬ই জুলাই রাতে আগরতলা জি বি হাসপাতালে জুটমিল শ্রমিক এবং সি, আই, টি, ইউ, কর্মী, বিধুভূষণ চক্রবর্তীর কং (আই) কর্মীদের সশস্ত্র আক্রমণে নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—গত ৬ই জুলাই রাতে আগরতলা জি বি হাসপাতালে জুটমিল শ্রমিক ও সি, আই, টি, ইউ, কর্মী বিধুভূষণ চক্রবর্তীর কং (আই) কর্মীদের সশস্ত্র আক্রমণে নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

গত ৬-৭-৮৪ ইং রাত্রি ১০-৫০ মিনিটের সময় আমতলী থানাধীন সেকেরকোট নিবাসী শ্রীরাখালচন্দ্র দেবের পুত্র শ্রীরতন দেব অভিযোগ করেন যে ঐ দিন রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত তাহার জুটমিলে ডিউটি ছিল। রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের সময় সংবাদ পান যে জুটমিলের কর্মী শ্রীবিধু চক্রবর্তী আমতলীতে ছুরিকাঘাত হইয়া মিলের ডিস্পেন্সারীতে আছেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি ডিস্পেনসারীতে গিয়া শ্রীবিধু চক্রবর্তীকে তাহার বাঁ হাতে এবং শরীরের অন্যান্যস্থানে রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত অবস্থায় দেখিতে পান। ডিস্পেন্সারীর লেডি ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে জুটমিলের ৫/৬ কর্মী মিলের একটি জীপে করিয়া বিধু চক্রবর্তীকে প্রথমে ভি এম হাসপাতালে এবং পরে জি. বি, হাসপাতালে নিয়ে যান। রাত্রি অনুমান ১০-১৫ মিনিটের সময় জি, বি, হাসপাতালের ইমারজেন্সি-র সামনে গাড়ী থামাইয়া হাত ধরাধরি করে উক্ত শ্রীচক্রবর্তীকে নিয়া বারান্দায় ঢুকার সঙ্গে সঙ্গেই আমতলীর অনুমান ২০/২৫ জন লোক দা লাঠি নিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। তিনি তাহাদের অনেকেরই মুখ চিনেন। শ্রীরতন দেব ভয়ে পলাইয়া যান। হৈ চৈ থামিলে একটু পরেই শ্রীরতন দেব পুনরায় হাসপাতালের উপর তলার মেইল সার্জিকেল ১নং ওয়ার্ডের প্রবেশ করার দরজার মুখে শ্রীবিধু চক্রবর্তীকে রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পান। তিনি লক্ষ্য করেন বিধু চক্রবর্তী মৃত। শ্রীরতন দেবের উপরিউক্ত অভিযোগ মূলে আগরতলাস্থিত পূর্ব থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩০২।৪৪৮ ধারায় অনুসৃতিতে ১২(৭)৮৪ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ বিধু চক্রবর্তীর মৃত দেহ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেন। ময়না তদন্তে জানা যায় গলায় ধারাল অস্ত্রের আঘাতে বিধু চক্রবর্তীর মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। তদন্তকালে যে অস্ত্র দ্বারা বিধু চক্রবর্তীর গলায় আঘাতে মৃত্যু ঘটানো হইয়াছে সেই অস্ত্র (রামদাও) পুলিশ ঘটনাস্থলের নিকট হইতে উদ্ধার করেন। উদ্ধার করা রামদাও এবং মৃত বিধু চক্রবর্তীর রক্তাক্ত পরিহিত কাপড়াদি অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য কলিকাতা কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকালে পুলিশ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার ক্রমে পার্শ্বে লিখিত তারিখে আদালতে প্রেরণ করিয়াছেন :—

ধৃত ব্যক্তিদের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ	আদালতে প্রেরণের তাং
১। শ্রীনন্দন কর, পিতা স্বর্গীতেন্দ্রমোহন কর, সাং নূতনপল্লী, থানা-পশ্চিম আগরতলা।	২১ ৭ ৮৪ ইং	৪.৮ ৮৪ ইং
২। শ্রী মাণিকচন্দ্র দে, পিতা শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, সাং আমতলী, থানা আমতলী।	২৮ ৭ ৮৪ ইং	৪.৮ ৮৪ ইং
৩। শ্রীসুকুমার রায় পিতা-মৃত সুরেশ রায়; সাং-আমতলী, থানা-আমতলী।	৭.৭ ৮৪ ইং	৭.৭ ৮৪ ইং

ধৃত ব্যক্তিদের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ	আদালতে প্রেরণের তাং
৪। শ্রীইন্দ্র ভৌমিক, পিং বীরচরণ ভৌমিক, সাং- আমতলী, থানা-আমতলী।	৭.১.৮৪ ইং	৭.১.৮৪ ইং
৫। শ্রীস্বপন চৌধুরী, পিং-শ্রীরমানাথ চৌধুরী, সাং পশ্চিম দুর্গাপুর, থানা-আমতলী।	১১.১.৮৪ ইং	১২-১-৮৪ ইং
৬। শ্রীদীপক নন্দী, পিং-শ্রীফনী ভূষণ নন্দী, সাং-আমতলী, থানা আমতলী।	১৫.১.৮৪ ইং	১৬-১-৮৪ ইং

আদালতে আত্মসমর্পনকারী ব্যক্তিদের নাম	তারিখ	জামিনে মুক্ত হওয়ার তাং
১। শ্রীঅমর কান্তি পাল, পিং-নেপাল পাল, সাং-জয়নগর, পশ্চিম আগরতলা থানা।	৮.৮.৮৪ ইং	৮.৮.৮৪ ইং
২। শ্রীপ্রানেশ চন্দ্র দে, পিং-গোপাল দে, সাং আমতলী, থানা-আমতলী।	৩১-৭-৮৪ ইং	৯.৮.৮৪ ইং
৩। শ্রীদীপক ঘোষ, পিং-মৃত চিন্তাহরণ ঘোষ, সাং-আমতলী, থানা-আমতলী।	১৬.৭-৮৪ ইং	১৬.৮-৮৪ ইং
৪। শ্রীতপন সরকার পিং-শ্রীকৃষ্ণধন সরকার সাং-আমতলী, থানা-আমতলী।	১৬.৮.৮৪ ইং	১৬.৮-৮৪ ইং
৫। শ্রীকমল রায়, পিং-শ্রীরাইমোহন রায়, সাং আমতলী, থানা-আমতলী।	২০.৮.৮৪ ইং	২০.৮.৮৪ ইং
৬। শ্রীশিবু দেব, পিং শ্রীসুনীল চন্দ্র দেব সাং আমতলী, থানা-আমতলী।	২৫.৮.৮৪ ইং	২৫.৮.৮৩ ইং

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীকার্তিক চন্দ্র দে গত ৪-৮-৮৪ ইং তারিখ এবং শ্রীদীপক নন্দী গত ২৮-৭-৮৪ ইং তারিখ জামিনে মুক্তি পান। ধৃত অপরাপর ব্যক্তিগণও জামিনে মুক্ত আছেন।

পাটকল কর্মী মৃত বিধু চক্রবর্তী সিটু সমর্থক বলিয়া প্রকাশ পায় এবং ধৃত এবং আত্ম-সমর্পনকারী ব্যক্তিরা সকলেই কংগ্রেস (ই) সমর্থক বলিয়া জানা যায়। ধৃত শ্রীদীপক নন্দী মহাকরণের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং বর্তমানে গৌহাটী রেসিডেন্স কমিশনারের কর্মচারী।

মোকদ্দমার তদন্ত অগ্রসর হইতেছে। কলিকাতা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের পরীক্ষকের নিকট হইতে রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই।

উক্ত মোকদ্দমাটির গুরুত্ব-বিবেচনা করে তদন্ত কার্য রাজ্য সি, আই, ডি'র উপর অর্পন করা হয়।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ১। শ্রীসুকুমার রায়, ২। শ্রীইন্দ্র ভৌমিক ৩। শ্রীস্বপন চৌধুরীকে জি. বি. হাসপাতাল চত্বর হইতে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জি বি. হাসপাতালে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং একটি অতিরিক্ত পুলিশ পিকেট বসানো হয়।

শ্রীমাণিক সরকার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, আমতলীর চটকল কর্মীরা প্রায় সকলেই সিটুর সমর্থক এবং তারা বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতান্ত্রিক সমিতির পক্ষে কাজ করেছেন। ঠিক এই কারণে স্থানীয় কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থকরা চটকল কর্মীদের আক্রমণ করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করে এবং এই ষড়যন্ত্রকে কার্য্যকর করবার জন্যে কংগ্রেস (আই) দলের নেতারা একটি একসান কমিটি গঠন করে। এই একসান কমিটির কনভেনার ছিল শ্রীরবিরঞ্জন রায়।

এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মীঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, বিষয়টি সি. আই. ডি.—এর তদন্তাধীন আছে। তবে আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিতে পারি যে, এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীমাণিক সরকার :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই আক্রমন সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীইন্দ্র ভৌমিক, যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মিষ্টির দোকানে কয়েকদিন আগে থেকেই মারাত্মক অস্ত্রসর লুকিয়ে রাখে এবং ঘটনার দিন তারা সেই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সব অভিযোগগুলি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীমাণিক সরকার :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেসান স্যার. এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত শ্রীদীপক নন্দী যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, সেই দীপক নন্দী, মহাকরণের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এই খুনের ঘটনা সংঘটিত হবার পরেই গৌহাটিতে ত্রিপুরা ভবনে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং তাকে এই আশ্রয় দানে সাহায্য করেন ত্রিপুরার একজন দায়িত্বশীল অফিসার তার নাম শ্রীঅমর চন্দ্র সিংহ। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে আসামের গৌহাটিতে আমাদের ত্রিপুরা ভবনে কিছু দুষ্কৃতকারীর আস্তানা হয়ে উঠেছে—এই রিপোর্ট আমাদের নিকট আছে—এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। আমরা এটা উচ্চপর্য্যায়ে তদন্ত করে দেখছি। তবে যেহেতু মামলাটি আদালতের সামনে পুলিশ উপস্থাপিত করেছে সেই হেতু আমি এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে যাচ্ছি না।

শ্রীরঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই যে আমতলীতে ঘটনা এবং পরে জি. বি. হাসপাতালে ঘটনা ঘটে গেল—এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমরা এইরূপ ঘটনার জন্য নিন্দা করছি। কিন্তু এই ঘটনাটি সিটু-র সমর্থক দুইজন চটকল কর্মীর মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত ধরেই নাকি এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে- এবং পরে সিটু-র সমর্থকরা আমতলী বাজারের কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের দায়ী করে এবং আমতলী বাজার আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুতি নেয়, এ ব্যাপারটা পুলিশও জানত কিন্তু আগে কোন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই, ফলে জুট মি.লর সিটু-র সমর্থক কর্মীরা কংগ্রেস (আই কর্মীদের উপর আক্রমণ করে এবং সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান নয়, এটা কংগ্রেস (আই) এর দুষ্কৃতকারীদের উৎসাহ দানের সামিল। কারণ পাটকল কর্মীদের যারা আক্রমণ করেছিল তাদের সকলেই কংগ্রেস (আই) র সমর্থক। আমতলী বাজারে জুটমিল এর কর্মী শ্রীবিধু ভূষণ চক্রবর্তীকে মারাত্মকভাবে আহত করবার পরে আবার জি, বি, হাসপাতালে গিয়ে গামছা দিয়ে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা এই ধরণের নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুধু ত্রিপুরার ইতিহাসে কেন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ৮০ জুনের দাঙ্গার সময়েও এমনটা হয় নাই। সুতরাং আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীসুধীর মজুমদারকে অনুরোধ করব উনারা যেন তাদের দলের মধ্যে যারা সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতকারী রয়েছেন তাদের চিহ্নিত করে দেন, তা হলে এ ধরণের হত্যাকাণ্ড আর ভবিষ্যতে হতে পারবে না। আর সরকারও এই ধরণের সমাজ বিরোধীদের কার্য্যকলাপ কোন ভাবেই বরদাস্ত করবেন না—এদের কঠোর হাতে দমন করা হবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, আমি যে জিনিসটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে জানতে চাইছি তা হলো- জুটমিলের কর্মচারীদের একটা অংশ যারা সিটু সমর্থক তারা আমতলী বাজারে বর্তমানে এক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। সরকার সেটা বন্ধ করবেন কি না, তা জানতে চাইছি।

আর মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই ঘটনার আমাদের নিন্দা করা উচিত, কিন্তু আমরা আগেও করেছি এখনও এই ঘটনার নিন্দা করছি যে কোন দলেরই হোকনা কেন এই ধরণের তীব্র নিন্দা আমরা করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে, তারা যেন তাদের দলের যে সমস্ত সমাজ বিরোধী রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে দেন।

আমি জিজ্ঞাসা করব যে কারা কংগ্রেস (আই) সদস্য আর কারা সমাজ বিরোধী সেটা তো চিন্তার কথা নয়, মাননীয় সদস্য জানেন যে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লীতে এবং সেখানে ২/৩টা খুনের মামলার আসামীকেও ভালভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন কি অশোক মাত্রর বিরুদ্ধেও পুলিশ কেস দেওয়া হয়েছে সেটা সি, পি, এম, এর জন্য নয়। মাননীয় সদস্য শুনে অবাক হবেন যে একটা খুনের মামলার আসামী ত্রিপুরা ভবন দিল্লীতে, সেখানে চার তলার পাইপ বেয়ে রাত ২টায় এক ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে পড়ে। তিনি হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেন এক বিরাট চেহারার লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলল, চুপ পুলিশ আসছে তারপর আমাদের ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারী বলল যে আপনাকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তারপর কর্মচারী বললেন যে আপনি যদি পাইপ থেকে পড়ে যেতেন? সে, বল্লো, আমি পড়ে যাব? আমি এমন অনেক করেছি। এইসব চক্রে কংগ্রেস (আই) এর লোক এক একটি লোকের বিরুদ্ধে কতগুলি কেস্। সুতরাং আপনারা একটু সাহায্য করুন। বিশালগড় থেকে, চড়িলাম থেকে আরম্ভ করে আমতলী পর্যন্ত যেসব এমন লোক রয়েছে সেগুলিকে একটু দেখুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—এখানে হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আছে বলে মনে হয় না। তবে আমি জানতে চাই যে, শুধু জি, বি, হাসপাতালে নয়, অন্যান্য হাসপাতালেও এইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা এবং নিয়ে থাকলে কি নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই ব্যবস্থা জনসাধারণকেই নিতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে অনেক সময় এই যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে সেগুলি বিশেষ করে রাজনৈতিক ঘটনা। এইগুলি রাজনৈতিক দল থেকেই প্ররোচনা দেওয়া হয়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, আমতলীতে যে এই ঘটনা হলো, প্রথমে সি. পি, এম. থেকেই এটা সুরু করা হয় এবং পরে সমাজ বিরোধীরা এর সুযোগ নিয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অসত্য।

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব
CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার : আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো—"গত ২৯শে জুলাই টি. এন ভি উগ্রপন্থী কর্তৃক কমলপুর মহকুমার সেভরাই ছড়াতে চুলুবাড়ী গ্রামের মৎস্যজীবি ইউনিয়নের কর্মী কমঃ নারায়ন দাস ও কম মোহনলাল দাসের নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস উপস্থিত আছে। সুতরাং আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিলাম। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আবার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এবং শ্রীজওহর সাহা মহোদয়দের নিকট থেকে দুটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি একই বিষয়বস্তুর উপর। বিষয়বস্তু হলো—"গত ৩রা জুলাই অমরপুর বিভাগের কাছিমার কাছে দুজন মৎস্যজীবি আদিত্য দাস, দীনেশ দেবনাথ ও দুধ বিক্রেতা পরিতোষ ঘোষকে টি, এন, ভি, কর্তৃক নৃশংস ভাবে খুন করা সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্যরা এখানে উপস্থিত আছেন। কাজেই আমি প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিলাম। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই প্রস্তাবটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন।

মাননীয় সদস্য, শ্রীতরণীমোহন সিনহা মহোদয়ের নিকট হইতে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছিল তাঁর নোটিশের বিষয়বস্তু হল গত ১৩ই জুন ১৯৮৪ ইং রাত্র ৭-৮ টায় ফটিকরায় থানাধীন ডেমচড়া গ্রামে উগ্রপন্থীর হাতে স্বর্ণলতা দেববর্মার (স্বামী—শম্ভু দেববর্মা) খুন হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি তিনি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে না পারেন, তাহলে পরবর্তী কোন দিনে বিবৃতিটি দিতে পারবেন, আমাকে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে আমার বিবৃতি দেবো।

মিঃ স্পীকার :-মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর এই সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছেন।

LAYING OF RULES

Mr Speaker—Next business before the House is 'Laying of a copy of the Tripura Shops and Establishment (Second Amendment) Rules. 1984 as requird under Sub-Section (4) of Section 25 of the Tripura Shops & Establishments Act. 1970 : আমি এখন মাননীয় শ্রম ও কর্ম বিনিয়োগ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Shops & Establishments (2nd Amendment) Rules, 1984 as required under Sub-Section (4) of Section 25 of the Tripura Shops and Establishments Act, 1970.

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আজকের সভাতে যে সমস্ত রুলস এবং অন্যান্য কাগজপত্র পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি তাঁরা যেন 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেন।

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Mr. Speaker—Next business before the House is "The Tripura Agrieultural Workers Bill, 1984 (Tripura Bill No. 9 of 1984) বিবেচনার জন্য পেশ।

আমি এখন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য এই সভায় পেশ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত—মিঃ স্পীকার, স্যার. আমি প্রস্তাব করছি যে 'The Tripura Agricultural Workers Bill. 1984 (Tripura Bill No. 9 of 1984)'

স্যার, এই বিলের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটা কথা এখানে বলতে চাই। এটা নিশ্চয় এই সভায় মাননীয় সদস্যরা সবাই স্বীকার করবেন যে সারা ভারতের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে যে সব ক্ষেত মজুর কৃষি কাজ করে দিন যাপন করছেন. তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যদিও ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে শ্রমিক বিপ্লব হয়ে গেছে এবং এই বিপ্লব করার জন্য শ্রমিকদের অনেক রক্ত দিতে হয়েছে তবুও তারা যে কায়িক শ্রম করে, সেই শ্রমের মূল্য থেকে তারা দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত হয়ে আসছে। আজকে ভারতের শ্রমজীবি মানুষেরা তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কিছুটা অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তা সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতে ক্ষেত মজুরদের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং তাদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সারা ভারতব্যাপী একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে. যার ফলে তাদের অনেকে গোলাগুলির সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে একমাত্র কেরালাতে যখন কমিউনিষ্ট মিনিষটি ছিল. তখন ক্ষেত মজুরদের রিলিফ দেওয়ার জন্য একটা আইন পাশ হয়েছিল। এর পরে হয়তো অন্য দুই একটি রাজ্যেও এই ধরনের আইন হয়ে থাকতে পারে। এই ক্ষেত মজুরেরা বিশেষ করে তাদের শ্রমের মজুরী. তাদের কাজের অবস্থা কাজের স্থায়িত্ব এবং তাদের মানবিক বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে শ্রমিক হিসাবে যে সুযোগ সুবিধা তাদের পাওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করাই এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিলে যে ধারাগুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে তার দ্বারা শ্রমিকদের অবস্থা নির্ধারণ এবং তাদের কল্যাণ সাধন ছাড়াও তারা যাতে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার পেতে পারে, তাও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। এই বিলে কৃষি শ্রমিকের সংজ্ঞা মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট অনুসারে নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া ইণ্ডাসট্রিয়েল ডিস্‌পুট এ্যাক্টের আওতায় যে সমস্ত মামলা মোকদ্দমা মীমাংসা করতে ফেইলুর হয়, ক্ষেত মজুরেরা যদি সেই রাস্তায় দিয়ে যেতে চায়, তাহলে তারা কোন দিন তার থেকে রিলিফ পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ডিসপুট এ্যাক্ট

অথবা লেবার এ্যাক্‌ট অনুসারে কোর্টে গেলে সেখানকার যে প্রসেস তাতে মামলার নিষ্পত্তিতে অহেতুক সময় নষ্ট হয়। কাজেই এই দিক থেকে যাতে ক্ষেত মজুরদের স্বার্থ রক্ষা হয়. ১৭ক-- আমরা এই বিলে দৃষ্টি দিয়েছি। তাছাড়া কোন মালিকের ব্যক্তিগত উৎপাদনে আমার যদি কোন শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয় তাহলে সেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে সম্পর্ক তা যাতে নির্ধারিত হয়, তার চেষ্টা এই বিলের মধ্যে করা হয়েছে। এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কোন ডিস্‌পুট এরাইজ করলে সেটা নিষ্পত্তি করার জন্য যে কন্সিলিয়েশান অফিসার নিয়োগ করা হবে এবং তার কর্তব্য কি হবে তাও এই বিলে নির্ধারণ করার চেস্টা হয়েছে এবং কন্‌সিলিয়েশান অফিসার যদি কোন ডিসপুটের মীমাংসা না করতে পারেন. তাহলে এগ্রিকালচারেল ট্রাইবুন্যাল বসানোরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং সেই ট্রাইবুন্যালের যিনি কর্মকর্তা হবেন, তাকে ডেপুটি কালেক্টারের রেংক হতে হবে এবং সরকারই তাকে নিয়োগ করবেন। এই ট্রাইবুন্যাল যে এওয়ার্ড দেবেন, তা মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষকে মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। ফলে এভাবে এই ধরণের অন্য যে সব কেইসগুলি আসবে. সেগুলি পূর্বে দেওয়া ট্রাইবুন্যালের রিওয়ার্ড অনুসারে নিষ্পত্তি করা সহজ হবে। তারপর তিন নম্বর চাপ্‌টারে এগ্রিকালচারেল লেবারদের কাজের স্থায়িত্ব এবং কল্যাণ সম্পর্কিত নানা বিষয়ের উল্লেখ করা আছে। তার মধ্যে আছে যে ক্ষেত মজুর কোন মালিকের ক্ষেতে কাজ করলে এবং সেই মজুর যদি পর পর তিন বছর একই মালিকের অধীনে ক্ষেত মজুরী করে তাহলে পরবর্তী সময়েও ঐ একই ক্ষেত মজুরকে কাজ করতে দিতে হবে। সেই ক্ষেত মজুর নগদে বা অন্য কোন উপায়ে তার মজুরী পেতে পারবে। এর ফলে ক্ষেত মজুর নিজেই মালিকের ক্ষেতে বেশী ফসল উৎপাদন করতে উৎসাহিত হবে যার ফলশ্রুতি হবে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আর কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। তার পরে আছে একজন ক্ষেত মজুর কত ঘন্টা পর্যান্ত কাজ করতে পারবে এবং ক্ষেত মজুর যদি নির্দিষ্ট সময়ের বেশী কাজ করে তাহলে মালিককে অতিরিক্ত মজুরী দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোন মালিক যদি অতিরিক্ত মজুরী দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আইন অনুসারে সেই মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে। এবং এই যে বিধানগুলি দেওয়া হয়েছে ৬ এবং ৭ ধারা সেই ধারা লঙ্ঘনকারীদের যাতে শাস্তি দেওয়া যায় তার বিধান এই বিলে রাখা হয়েছে। তার এটা করার পরও যদি দুর্বল অংশের মানুষ প্রকৃত পক্ষে সাহায্য না পায় তাহলে তাদের বিরোধে যদি কিছুটা শাস্তির ব্যবস্থা না রাখা হয় তাহলে তাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। সে জন্য কৃষি মজুরদের রক্ষার জন্য এই বিলটি আনা হয়েছে। কাজেই আমি এই বিষয়ে অনুরোধ করব, কারণ এখানে আপনারা অনেকেই কৃষি অঞ্চল থেকে এসেছেন, সেজন্য আপনারা এটাকে সমর্থন জানাবেন। তাছাড়া এই আইনের ভিতর আছে যারা কৃষি শ্রমিক তাদের সম্পর্কে যাতে রেকর্ড রাখা হয়— মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় নোটিফায়েড এরিয়াতে পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিভিন্ন এরিয়াতে যাতে ফরম দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা যায় তার জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, কাজেই আপনারা এই বিষয়ে প্রতিটি ক্লজ খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন। কারণ আমাদের ত্রিপুরার

২ লাখ ক্ষেত মজুর আছে তাদের কল্যাণের জন্য এই বিল উথাপন করেছি। কাজেই আমি আশা করব আপনারা সকলে এই বিলকে সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য তরণীমোহন সিংহ

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কস বিল নামে যে বিলটি হাউসে এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমরা সব সময় শুনে আসছি যে কৃষকেরাই হল সর্ব সাধারণের মেরুদণ্ড। কারণ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের উপরই মানুষের দৈনিক আহারের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে সেই কৃষি শ্রমিকেরাই তাদের শ্রমের প্রকৃত মজুরী পায় না। স্যার, আমরা দেখতে পাই যে কৃষি শ্রমিকেরা যখন জমিদার-দের বাড়ীতে কাজ করতে যায়—তাদের সকাল ৪টার সময় কাজে যেতে হয়। তারপর দুপুরে খেতে আসে। খাওয়ার পর যে সে একটু বিশ্রাম করবে একটু তামাক খাবে, সেই সুযোগ তাদের দেওয়া হয় না। সে যে তামাক খাওয়ার জন্য টিকে ধরাবে সেই সময়ও তাকে দেওয়া হয় না। তাকে মাঠে গিয়ে খেতে হয়। তারপর সন্ধ্যার পর বাড়ীতে এসে যে সে বিশ্রাম পাবে সেই সম্ভাবনাও নেই। কারণ তাকে তখন মালিক বলবে যে তুমি এখন বেত পেঁঠাও। এই ভাবে রাত ১০টা পর্যান্ত কাজ করে সে একটুকু বিশ্রামের সময় পেল। এই ভাবে বারো বছর কাজ করার পর সেই পৌষ মাসে তাকে ১৫ মন ধান দিল। কিন্তু বাড়ীতে যদি তার ছেলে মেয়ের অসুখ হয় তাদের চিকিৎসার জন্য তার কোন টাকা পয়সা থাকে না। তখন তাকে মালিকের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে হয় এবং সেই ধারের টাকা পরিশোধ করার জন্য দেখা যায় সেই শ্রমিকের স্ত্রীকেও সেই মালিকের বাড়ীতে বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করতে হয়। এইভাবে সেই কৃষি শ্রমিক পরের বছরও শ্রমিক জমি চাষ করে মালিককে কত মন ধান দেবে তার নিশ্চয়তা থাকে না। সেই জন্য মালিক বলে যে সে গত বৎসর আমার জমি চাষ করে ১৫ মণ ধান দিয়েছে তুমিও এবার ১৫ মণ ধান দেবে। হয়তো আরেকজন বললো যে আমি ১৪ মণ ধান দেব। মালিক এখন যার কাছ থেকে বেশী ধান পাবে তাকেই জমিটা চাষের জন্য দেবে। ফলে যে জমিটা পেল না সে বেকার হয়ে গেল। এইভাবে শ্রমিকদের শ্রমদিবস ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে আসছে। তার একটা হিসাব দিচ্ছি—১৯৮০—৮১ সালে শ্রমদিবস ছিল ৪০.০৮ দিন, ১৯৮১—৮২ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ৩১ ৪০ দিন এবং ১৯৮২ —৮৩ সালে সেটা হয়েছে ১৬ ২৪ দিন। ভারতবর্ষের শ্রম দিবস এভাবে ক্রমে কমতে যোগাতে এসে নেমেছে। এখন শ্রমিকদেরকে কাজ পাওয়ার জন্য বাজারে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। হরিশ্চন্দ্র রাজার মত কাজ খোঁজতে হয়। তার কারণ হল ভারতবর্ষে এখন টাকার খেলা চলছে। তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক মুদ্রার চাপ বাড়াচ্ছে। ফলে টাকার দাম কমে যাচ্ছে। কাজেই এখানে যে বিল আনা হয়েছে সেটার ৩ধারায় যা লেখা আছে সেটা সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। সেই জন্য আমি এটাকে সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন সত্যিই সেটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না, কিছু দিন আগে শুনেছিলাম যে শ্রমমন্ত্রীকে মন্ত্রীত্ব থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল। মনের দুঃখে তাই তিনি এই বিল এভাবে হাউসে এনেছিল। একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিলটা আনা হয়েছে।

এই বামফ্রন্ট সরকার দেখছে যে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার এন, আর, ই, পি ও এন, আর ই, পির মাধ্যমে যেভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করছে তাতে মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। সেটা আটকানোর জনাই তারা এই বিলটা এখানে এনেছেন শ্রমিকদের নাম করে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কৃষকরাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড। কৃষকরা ত্রিপুরা রাজ্যে গত বন্যায় তারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করেন নি। আমাদের এই যে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী তিনি কৃষকদের মর্ম বুঝেন না। উনি থাকেন রাজ দরবারে। তিনি যদি বুঝতেন তাহলে আজকে গ্রামের কৃষকদের উপর এইভাবে বিল করে একটা বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। আসলে দলবাজী করার জনাই এই বিল এখানে আনা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী এখানে নেই। জানি না, উনার মন্ত্রীত্ব থাকবে কি না। কারণ কৃষকদের ভাল করা এই বিলের উদ্দেশ্য নয়। এই বিলটা আনা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই আমি এই বিলের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—সভার কাজ অদ্য বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবি রইল।

বিরতির পর বেলা দুই ঘটিকায়

মি: স্পীকার : —মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর কুমার নাথ।

শ্রীসমীর কুমার নাথ :—মি: স্পীকার স্যার মাননীয় শ্রমমন্ত্রী কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থে যে বিল এনেছেন সে বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, আজকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যারা গরীব অংশের মানুষ আছেন, যারা কৃষি কাজে সবসময় লিপ্ত আছেন, কৃষি কাজ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তারা তাদের কাজের ন্যায্য মূল্য পায় না। এই ন্যায্য মূল্য না পাওয়াতে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, এইসব কৃষি শ্রমিকরা আজকে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে। এতে তাদের পরিবারবর্গ বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিগত দিনগুলিতে আমরা দেখেছি, টেষ্ট রিলিফের নামে তাদের ২ টাকা করে দেওয়া হত। এতে তাদের সমস্যার কোন সুরাহাই হত না। যার জন্য তাদের অর্ধাহার-অনাহারে দিনকাটাতে হত। আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভূমিহীন থেকে আরম্ভ করে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি গরীব মানুষের স্বার্থে একের পর এক কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের জন্য "খাদ্যের জন্য কাজের" ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু এতসব করা সত্বেও তাদের সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না এই সব কারণে তারা দিনের পর দিন আন্দোলন করছে। এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ৫ টাকা থেকে বাড়াতে বাড়াতে

আজকে তাদের মজুরী আজকে ১০·৫০ পয়সায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও যদি কাপড় হয়, তাহলে ঔষধ হয় না, ঔষধ হলে ভাত হয় না। এই অবস্থার মধ্যে তাদের চলতে হচ্ছে। কাজে কাজেই, আইনের মাধ্যমে যাতে তাদের কাজের ব্যবস্থা হয়, নারী পুরুষ যাতে সমান মজুরী পেতে পারে তা অবশ্যই দেখা দরকার আমাদের। কাজে কাজেই মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এখানে এই যে বিল এনেছেন তা যথোপযুক্ত সময়ে এনেছেন বলেই আমি মনে করি। আজ এইসব অংশের মানুষরা ভারতবর্ষের দিকে দিকে দিকে আন্দোলন শুরু করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই সব আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য তাদের উপর অত্যাচার করছেন। এমন কি গুলি পর্যন্ত চালান হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। তাই আমি এখানে বলতে চাই, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই সব শ্রমিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই, তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই, তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এখানে এই আইন পেশ করা হয়েছে। কাজেই আমি আশা করব, এই সভায় এই বিলটি যাতে সর্বসম্মত ভাবে গ্রহণ করা হয় সে দিকে মাননীয় সদস্যরা নজর দেবেন। এই বিল খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে এই বিলকে আমি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রম মন্ত্রী আজকে এখানে গ্রহণ করার জন্য, আলোচনা করার জন্য 'দি ত্রিপুরা অ্যাগ্রিকালচারেল ওয়ার্কার্স বিল, ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৮৪) এনেছেন। সে বিলকে আমি স্বাগত জানাই। সাথে সাথে আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই বামফ্রন্ট সরকার যারা নিজেদের শ্রমিকদের প্রতিনিধি বলে দাবী করেন তাঁরা এই বিল আনতে এত দেরী করলেন কেন? ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আনা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। দেরীতে হলেও আনার সুমতি হয়েছে বলে ধন্যবাদ জানাই। এই উদ্দেশ্য যে মহৎ এতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের রাজ্যের শ্রমিক সে ভূমিহারাই হউক কিংবা সমতলের হউক তাদের আমরা নানা ভাবে বঞ্চিত হতে দেখেছি, শোষিত হতে দেখেছি, জমিদার জোতদারদের হাতে। আমরা নিজেরাও ঐ পরিবার থেকে এসেছি বলে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। আমার মনে হয়, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে এই বিল তৈরী করতে হয়েছে বলে, অনেক ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে। কিছুটা হওয়া স্বাভাবিক। যে বিল প্রথম আনা হয়, তার মধ্যে ভুল থাকার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কারণ সব কিছু খতিয়ে দেখা সম্ভবপর হয় না।

আমি এখানে কয়েকটি ধারার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কোন শ্রমিককে যদি এ্যাকসেস পেমেন্ট করা হয়, তখন সেই এ্যাকসেস টাকা রিকভারীর ব্যবস্থা হিসাবে এখানে বলা হয়েছে ৩১ ধারা মোতাবেক হবে। কিন্তু ৩১ ধারায় এই ধরনের কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে উল্টো করা হয়েছে—সেখানে বলা হয়েছে রিকভারী অব মানি ডিউ ফ্রমল্যাণ্ড ওনার্স', কিন্তু এটা হওয়া উচিৎ ছিল—ডিউ ফ্রম এগ্রি লেবারার্স'। এছাড়া বিলে বয়সের যে বার বিলে রাখা হয়েছে, সেটা একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। পুরুষ শ্রমিকদের

ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে—৬৫ বৎসর, নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৬০ বৎসর এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ১৫ বৎসর কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই সব বয়স সীমা প্রযোজ্য। বিশেষ করে ট্রাইবেল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। কারণ ট্রাইবেল শ্রমিকরা ৮০ বৎসর বয়সেও কর্মক্ষম থাকে। বিল ৭ ধারার ৫ উপধারার বি মেতাবেক পুরুষ শ্রমিককের বয়স ৬৫ হওয়ার পর আর সে কাজ পাবে না। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা যদি ভাল না থাকে তাহলে সে কি করে খাবে। ৮০ বৎসর বয়স না হলেতো সে বার্ধক্য ভাতাও পাচ্ছে না। তাহলে ৬৫ থেকে ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই গ্যাপটুকুর মধ্যে সে কি খাবে না? তখন তার বাঁচার ব্যবস্থা কি, তার তো এই বিলে সংস্থান থাকা দরকার। তারপর কিছু কিছু প্রিন্টিং মিচেক হয়েছে, যদিও এটা ধর্ত্তব্য নয়, যেমন-২১ ধারার ২ উপধারায় আছে-পারটিকলার্স এাজমে প্রেস্ক্রাইবড, সেখানে মেবী প্রেস্ক্রাইবড হবে তারপর ১২ ধারায় প্রেস্ক্রাইবড শব্দটা উল্টোপাল্টো হয়ে গেছে। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ভাল কথা। আমরা দেখি হারভেষ্টিং পিরিয়ডে ভোর ৪ টা থেকে ১২ টা পর্য্যন্ত কাজ করে, আবার বিকেল ২ টা থেকে ৫ টা পর্য্যন্ত তাদের কাজ করতে হয়। সুতরাং এই বিলে ৮ ঘন্টা কাজের সময় বেধে দেওয়ায় ভালই হয়েছে। কিন্তু এই শ্রমিকদের জন্য সপ্তাহিক বা বাৎসরিক কোন ছুটির সংস্থান রাখা হয় নি। এটা বিলে সংস্থান রাখা উচিৎ ছিল। দোকান কর্মচারী, সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যদি সাড়ে পাঁচ দিন সপ্তাহ হতে পারে, এই এগ্রি লেবারারস'দের ক্ষেত্রেও তাই থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। অথবা ২৮ দিনে মাস এই ধরণের একটা কিছু করা হোক। মাসিক বা বাৎসরিক চুক্তিতে যে সমস্ত শ্রমিকদের জোতদারদের কাজ করতে হয়, তারা সারা বছর সেখানে কাজ করতে বাধ্য হয়। অতএব তাদের ক্ষেত্রে ১২ মাসের বদলে ১০ মাসে এক বছর করলে ভাল হয়। আমরা দেখেছি জুমের ক্ষেত্রে মাঘ মাস থেকে জুম কাটা আরম্ভ হয় এবং আশ্বিন মাসে তাদের আর কোন কাজ থাকে না। ১০ মাসে যদি বছর করা হয় তাহলে শ্রমিকদের একটা ছুটির ব্যবস্থা হয়। তারপর আমরা দেখেছি জুমিয়া শ্রমিক এবং সমতল শ্রমিকদের মধ্যে প্রযুক্তিগত পার্থক্য আছে। এই আইনে সব জুমিয়া শ্রমিকদের জন্য এই সুবিধা থাকবে এই সংস্থান যদি রাখা হয় তাহলে ভাল হয় তাহলে তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে। এছাড়া মাসিক বা বাৎসরিক চুক্তিতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করে তাদের কিছু অধিকার দিতে হবে। যা এই আইনে নাই। তাহলো তাদেরকে গামছা দিতে হবে, দুটো শার্ট অন্ততঃ তাদের দিতে হবে, ঘুমানের জন্য বিছানা দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রমিকদের ঘুমানোর কোন ব্যবস্থা মালিকরা করেন না। তাই শ্রমিকদের যেখানে সেখানে ঘুমাতে হয় কিন্তু ভোর ৪টার মধ্যে তাদেরকে কাজে লাগতে হবে। সুতরাং এই সুবিধা গুলি মালিকদের দিতে হবে। এই কথা গুলি যদি বিলে সংযোজন করা হয়, তাহলে শ্রমিকদের আরও বেশী স্বার্থ রক্ষিত হবে বলে আমি মনে করি। যাহোক আইনটাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই বিলটাকে আরও সুন্দর ভাবে করার জন্য সিলেকট কমিটিতে পাঠানোর জন্য প্রস্তাব রেখে এবং রুলিং পার্টি' থেকেও এই সিলেক কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব আসবে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রম মন্ত্রী আজকে হাউসে দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্সবিল, ১৯৮৪ যে এনেছেন, আমি এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছি। বিলটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হাউস স্বীকার করছেন। এ রাজ্যে প্রায় ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির উপর শ্রম দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করছেন তাদের কল্যানার্থে এই বিলটিকে আজকে হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে। এই দিক থেকে বিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। স্যার, আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে কৃষি শ্রমিকদের উপর কি রকম অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যও কংগ্রেসী শাসনকালে কৃষি শ্রমিকদের উপর কি রকম নির্যাতন চালানো হত তার প্রমান রয়েছে। সে আমলে কৃষি শ্রমিকদেরকে ২ টাকা করে মুজুরী দেওয়া হত, আর নারী শ্রমিকদেরকে দেওয়া ১.৭৫ টাকা করে। কিন্তু এই সামান্য তম মুজুরীও তারা ঠিক ঠিক ভাবে পেত না। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই সমস্ত শ্রমিকদের উপর দৃষ্টি দেন। ফলতঃ আজকে তাদের মুজুরী বেড়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে দশকাটা। যদিও এই মুজুরী তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে আমরা মনে করি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়কে উহার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রম মন্ত্রী আজকে হাউসে দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কাস বিল, ১৯৮৪ যে এনেছেন, আমি এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছি। বিলটি যে অত ন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হাউস স্বীকার করেছেন। এ রাজ্যে প্রায় ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির উপর শ্রম দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করছেন তাদের কল্যাণার্থে এই বিলটিকে আজকে হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে। এই দিক থেকে বিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। স্যার, আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে কৃষি শ্রমিকদের উপর কি রকম অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যেও কংগ্রেসী শাসনকালে কৃষি শ্রমিকদের উপর কি রকম নির্যাতন চালানো হত তার প্রমাণ রয়েছে। সে আমলে কৃষি শ্রমিকদেরকে ২টাকা করে মুজুরী দেওয়া হত, আর নারী শ্রমিকদেরকে দেওয়া ১.৭৫ টাকা করে। কিন্তু এই সামান্যতম মুজুরীও তারা ঠিক ঠিক ভাবে পেত না। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই শ্রমিকদের উপর দৃষ্টি দেন। ফলত: আজকে তাদের মুজুরী বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে দশ টাকা। যদিও এই মুজুরী তাদের পক্ষে যথেস্ট নয় বলে আমরা মনে করি। মজুরী বৃদ্ধি করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, তাই বামফ্রন্ট সরকার শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য এই বিল এনেছেন এবং এই বিলের মধ্যে একজন শ্রমিকের কাজ ৮ ঘন্টা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, কারণ আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে অনেক শ্রমিক সূর্য্য ওঠার পূর্ব থেকে আরম্ভ করে অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত কাজ করে। আজকে যখন এই বিল আনা

হয়েছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণী উৎসাহিত হবে, কারণ তাদের কাজের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, তাদের সারা দিন কাজ করতে হবে না। আমরা দেখেছি, অনেক সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটে যে সিনেমা হলে একজন শ্রমিক রেখে অনেক সময় তাকে ছাটাই করে দেওয়া হয়. সে দিক থেকেও এই বিলের মধ্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কাজেই এই বিলের মধ্যে সংশোধনী রাখা হয়েছে সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করেই রাখা হয়েছে, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু ঠিকই বলেছেন আরও একটু বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে যাতে এই বিলকে আরও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করা যায় সে দিক দেখতে হবে, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের সরকার বিবেচনা করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আর একটা বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার যে, আজকে যখন বামফ্রন্ট সরকার এই বিল এনেছেন তখন বিরোধী দলের মাননীয় কংগ্রেস সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ কি কারনে যে এই বিলের বিরোধীতা করলেন সেটা বুঝতে পারলাম না, মনে হয় বিরোধীতা করতে হবে তাই বিরোধীতা করেছেন। কারন শ্রমিকরা তাদের কাজের নিরাপত্তা পাবে, বাচার সুযোগ পাবে এটাই স্বাভাবিক বলে বামফ্রন্ট সরকার মনে করেন, কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন, তাই এই সত্য কথাটাই তাদের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, এটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কিছু দিন আগে পত্রিকায় একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল বিহারের মন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র সেখানে শ্রমিকদের কি ভাবে ঠকানো হতো। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে শ্রমিকরা দিনে ২/৩ টাকার বেশী পেতেন না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এটা আপনি অবগত আছেন যে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যেই এই ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে। এটা শুধু বিহারেই নয় সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে এই ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে, যেমন হরিজনদের উপর, শ্রমিকদের উপর উত্তর প্রদেশে একই ঘটনা ঘটছে। কাজেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন এই ধরণের বিল আনা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ কৃষক শ্রমিক এবং সারা ভারতবর্ষে কৃষি শ্রমিকরা তার ফলে আন্দোলন করতে পারবেন। কাজেই সমস্ত দিক দিয়ে এই বিলের সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি বলেই এই বিলকে সমর্থন করছি এবং এই বিলকে আরও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের মাননীয় শ্রম মন্ত্রী 'দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কারস বিল ১৯৮৪, (বিল নং ৯) এনেছেন, এটা খুব ভাল ব্যাপার, শ্রমিকদের স্বার্থে বিলটা এনেছেন। এটা বামফ্রন্ট সরকারের নীতি অনুসারে এবং শ্রমিকদের স্বার্থে উনারা কাজ করেন সেই হিসাবে আরও আগেই আনা উচিত ছিল। এটা আমার মনে হয় বামফ্রন্ট সরকারের এই বিলটা আনার ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না কারণ বিগত ৬ থেকে ৭ বছর পর্য্যন্ত শ্রমিকদের ফাঁকি দিতে দিতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আজকে ৭ বছর পরে উনারা দেখতে পেয়েছেন শ্রমিকরা উনাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কারন আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরাও এই বিলের

খুটি-নাটি নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন এবং এই বিল সংশোধনের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবও রাখা হয়েছে, এটার বিরোধীতা করার কোন কারণ থাকে না, তবে আমার একটা একটা কথা হলো শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে আমাদের সরকার অনেক কথা বলেছেন। শ্রমিকদের জন্য কাজ করতে এবং সুযোগ সুবিধা দিতে গিয়ে বড়লোক শ্রমিকদের উনারা গাড়ী কিনে দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই যে প্রকৃত গাড়ী চালাতে পারে তাকে না দিয়ে বড় লোক শ্রমিককে দেওয়া হয়েছে। তাই আজকে সে ড্রাইভার মাটি কেটে খাচ্ছে। তাই এই বিলের মধ্যে শ্রমিকদের জন্য আরও কিছু সুযোগ-সুবিধার আবেদন রাখছি। বিলের মধ্যে আমরা শ্রমিকদের আরো সুযোগ সুবিধা দাবী করি। এই বিলটিকে কারেকশান করার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বামফ্রন্ট সরকার শুধু শ্রমিকদের স্বার্থে এই বিল আনেন নি। উনারা শ্রমিকদের স্বার্থে কথা বলে দেখছেন কংগ্রেস (আই) বা উপজাতি যুব সমিতি-এর বিরোধীতা করেন কিনা। আমরা শ্রমিকদের ব্যাপারকে কোনদিনও বিরোধীতা করব না। তবে আপনাদের যে বিধান সেটা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করবেন। দলীয় কাজে ব্যবহার করবেন না। আপনারা এস. আর. ই, পি, এন, আর. ই, পির কাজ শ্রমিকদের দিতে গিয়ে পূর্বেকার দলীয় প্রধান বা ক্যাডারদের জন্য কার্ডগুলি নির্দিষ্টভাবে ইস্যু করে দিয়েছেন। আজকে যারা প্রধানেরা ছেলে মেয়ে তারা জমিদার হয়ে বসে আছেন। আজকে যাদের প্রয়োজন তারা পাচ্ছেন না। তাদের সেই কার্ডগুলি পেতে অসুবিধা হচ্ছে। সেগুলি পরিবর্তন করার জন্য আমরা বলেছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পরিবর্তন হচ্ছেনা। দলীয় লোকদের আজকে কাজ হচ্ছে। আপনারা গ্রামের শ্রমিকদের প্রতি ঠিক ঠীক ভাবে এই বিধান প্রয়োগ করবেন। দলীয় লোকদের দিকে চেয়ে আপনারা এগুলি করবেন না। আপনারা যারা "ইনক্লাব" করে তাদেরকেই ত সব কিছু সুযোগ দেন। আমার অনুরোধ আপনারা দলীয় আপনারা দলীয় কাজে ব্যবহার করবেননা। আমি জনসাধারণের পক্ষে আপনাদের কাছে এই অনুরোধ রাখছি। এই ধরণের দলবাজি করে শ্রমিকদের টাকা আত্মসাৎ করবেন না। আমি এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে শ্রমমন্ত্রী বিল এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে যারা চাষী আছেন, প্রান্তিক চাষী আছেন, তারা খুবই উপকৃত হবে এই বিলের দ্বারা। আমরা কংগ্রেস আমলে কি দেখতে পাই? কংগ্রেস আমলে পুনর্বাসনের নাম করে জমি ছাড়া হয়ে গেছে। ঐ আমলে কি একটা রাস্তা হয়েছে? কোন কাজ হয়নি। দিনের পর দিন কেবল মানুষ বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। তারা কি করে বুঝবেন শ্রমের দাম? শ্রমের কি করে দিতে হয় তারা তা বুঝবেন না। জমির মালিক যারা তাদের পক্ষেই তারা কথা বলেন, তারা কথা বলেন জমিদার ও জোতদারদের পক্ষে আমরা যখন কোন কাজকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাই তখনই তারা বাধা

দিতে শুরু করেন। তারা বামফ্রন্ট সরকার যাতে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে না পারে তার জন্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আজকে শ্রমিকদের কি হারে মজুরী দেওয়া হয়? তাদের আজকে দৈনিক মজুরী ১২টাকা করে। আগে কত ছিল? ২টাকা করে দেওয়া হত। আমরা তার জন্য কত লড়াই করেছি। কত মানুষকে রক্ত ঝড়াতে হয়েছে। তারা মানুষকে হুংকার দিয়ে তুলতেন। আজকে কৃষি শ্রমিক যারা এস, আর, ই, পি এবং এন. আর, ই, পির কাজ ত সবসময় থাকে না তখন যাতে তারা বসে না থাকে তার জন্য এই বিলে ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের যে অধিকার রয়েছে তা বিলে প্রয়োগ করা হয়েছে। কংগ্রেস আমলে লেভীর ব্যাপার ছিল। এখন আর সেই লেভী দিতে হয়না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মুক্ত করে দিয়েছে, এখন গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন কিভাবে কিভাবে কাজ হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের এই যে বিল সেই বিল কর্মচারী করতে পারলে কৃষি শ্রমিকদের কল্যান হবে। কৃষি শ্রমিকরা, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, এতদিন ধরে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। আজকে তারা আশার আলো দেখতে পেয়েছে। তাদের দিক চেয়েই আমাদের সরকার এই বিল উপস্থিত করেছেন। যারা কোনদিনও শ্রমিকদের জন্য কিছুই করেননি, যারা সবসময় মালিকদের পক্ষে কথা বলে এসেছেন, জোতদারদের পক্ষে কথা বলে এসেছেন তারা কি করে সমর্থন করবেন এই বিল? আজকে তাদের ত্রিপুরার বুকে স্থান নেই। তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন এইসব কাজের বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এই বিল কার্যকরী যাতে তাড়াতাড়ি হয় এই দিকে আমাদের দেখতে হবে। কংগ্রেস আমলে তারা শ্রমিকদের শ্রম চুরি করত। এখন আর এইসব হয় না। এখন বামফ্রন্ট সরকার আসতে তাদের পায়ের তলার মাটি আজ আর নাই। এইটার মধ্যে কিছু ভুল আছে। সেটাকে সংশোধন করার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ত্রিপুরা ওয়ার্কাস' বিলটিকে এনেছেন আমি এইটাকে স্বাগত জানাই। কারণ রাজ্যে যদি এই ধরণের কোন আইন না থাকে, যদি প্রশাসনিক কোন কনট্রোল না থাকে তাহলে শ্রমিক ও গরীব মানুষকে জোতদারদের দ্বারা অত্যাচারিত হতে হয়। যেমন, আমরা দেখছি যে ১২ বছরের একটা ছেলেকে যখন কোন জোতদার বাড়ীতে রাখা হয় তখন তাকে সকাল বেলা প্রথমে গরু নিয়ে মাঠে যেতে হয় এবং সেখানে লাঙ্গল চাষ করতে হয়। তারপর সে বাড়ী ফিরলে তাকে আবার জঙ্গলে পাঠানো হয় গরু চরানোর জন্য, বাড়ী ফিরলে আবার গরুর অন্যান্য রক্ষণা-বেক্ষণের কাজ দেওয়া হয় তার উপর। এই ১২ বছরের ছেলের যে কাজ করার একটা ক্ষমতা আছে, সে সে তার বেশী করতে পারে না সেটা কেউ চিন্তা করে না। বিনিময়ে তাকে একটা কাপড় দেওয়া হয়, অনেক ক্ষেত্রে জোতদারের ছেলের কোন ছেঁড়া পেন্ট থাকলে সেটাই দেওয়া হয়। এইদিকে লক্ষ্য রাখলে এই বিলটা সত্যিই মানবিক বিল হিসাবে স্বাগত পাওয়ার যোগ্য। তবে এইটা ঠিক যে এই বিলটাকে আরও একটু প্রসার করার দরকার ছিল। যেমন

এখানে বয়সের কথা বলা হয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বৎসরের নীচে যে তাকে ৬ ঘন্টা করে কাজ করতে দেওয়া হবে। এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে বিভিন্ন বয়সের তো একটা ওয়েজ থাকবে, সেটাকেতো দেখতে হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—এখানে তো মিনিমাম ওয়েজ-এর কথা বলা হয়েছে, Central Act, II of 1984। এই এক্টটা অনুযায়ী ওয়েজটাকে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই বিলের মধ্যে পরস্পর বিরোধীতা আমি লক্ষ করেছি। যেমন এখানে বলা আছে ট্রাইবুনালের কথা সেখানে যখন একটা রায় দেবে তখন সেটাকে ৫ দিনের মধ্যে কার্যকরী করতে হবে, আবার এই বিলের অন্য জায়গায় এইটাকে ৩০ দিনের কথা বলা আছে। এখানে আছে ইনসপেক্টর যে রায় দেবেন সেটাকে আবার ট্রাইবুনালে পাঠানো হবে, আবার ট্রাইবুনেলের রায় হওয়ার পর সেটাকে সরকার দেখতে পারবে। এইটার মধ্যে আমার মনে হয় কিছু দোষত্রুটি থেকে গেছে। এই বিলের মধ্যে কতগুলি সংশোধন রাখা হয়েছে এবং এইগুলি যদি কার্য্যকরী হয় তাহলে কয়েক হাজার শ্রমিক-এর উপর যে অমানবিক অত্যাচার চলেছে তারা তা থেকে কিছুটা রক্ষা পাবে। তাই এইটাকে তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী করা হউক এইটাই আমরা চাই। আর একটা জিনিষ হলো এই বিলটাকে কার্যকরী করতে গেলে কত টাকা লাগবে সেটা এখানে নাই থাকলে ভাল হতো। যাই হোক আমরা চাই এইটাকে স্ক্রুটিনি করা হউক এবং সিলেক্ট কমিটিতে তাড়তাড়ি পাঠানো হোক এবং সেখান থেকে সেটা আবার বিধানসভায় এসে তাড়াতাড়ি কার্যকরী হউক। যদি তাদেরকে ৮ ঘন্টার পরে কাজ করানো হয় তাহলে তার চার্জ হবে ডবল, যদি কেউ এইটাকে অমান্য করে তাহলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের শিশু শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য যে বিলটি করা হয়েছে সেটাকে তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা হউক এই আমাদের আবেদন। কারণ আমরা দেখেছি এখানে এগ্রিক্যালচারের ব্যাপারে বিল আনা হয়েছিল এবং পাশও করানো হয়েছিল, অথচ আজ পর্যন্ত তাকে কার্যকরী করানো হয় নি। আমাদের এখানে মন্ত্রী মহোদয়গণ শ্রমিক ও গরীবদের পক্ষে কথা বলেন, আইন পাশ করান, তা আবার পত্রিকায় উঠে, কিন্তু তারপরেই সেটা বছরের পর ধরে চাপা পড়ে থাকে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার আবেদন জানাব যাতে এই বিলটিকে চাপা দিয়ে না রেখে তৎপরতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা হয়। আমাদের পরিষদীয় নেতা বলেছেন যে, এইটাকে আরও আগে আনার দরকার ছিল। তাই এইটাকে তাড়াতাড়ি স্ক্রুটিনি করে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য : – মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরার শ্রমিকদের জন্য যে বিলটি এনেছেন তাকে আমি প্রথমেই স্বাগত জানাই এবং এই বিলের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বঞ্চিত কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন, যে পদক্ষেপ ভারতবর্ষের কৃষি শ্রমিকদের পক্ষে মাথা উচু করে

দাঁড়ানোর সুযোগ দেবে এবং তাদের দুঃখের কথা বলবে, নানাভাবে তাদেরকে সাহায্য করবে। এই বিল যাযাবরী কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। মাননীয় কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্র বাবু এখানে কিভাবে তার বক্তব্যকে পরিবেশন করলেন, আমার মনে সেটা তিনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন নি। শুধু বক্তব্য রাখার প্রয়োজনেই তিনি বক্তব্য রেখে গেছেন আমার মনে হয়। এইটা ওনার বোঝা উচিৎ যে তিনি এখানে জনপ্রতিনিধি হয়ে এসেছেন।

প্রতিটি বক্তব্য রাখার সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে নাটক করেন। আজকে কৃষক-শ্রমিকের যারা প্রতিনিধি, সেই বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য যে বিল এখানে এনেছেন আমি সেটাকে স্বাগত জানাই। বিরোধীদলের পক্ষ থেকেও অনেকে এটাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তাই এই বিলকে কার্যকরী করার জন্য, যারা কৃষিশ্রমিক, যারা ক্ষেত মজুর তাদের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই হাউজে যারা জনপ্রতিনিধি তাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমরা আমরা এমন একটা সমাজে বাস করি যেখানে আইন প্রয়োগ করার পরও কিছু কিছু জমিদার জোতদার শ্রমিকদের ঠকানোর কাজ করছে। এই আইনের মধ্য দিয়ে সেটাকে রোধ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আগে যেখানে শ্রমিকরা ২—৫ টাকা মজুরী পেত এখন সেটাকে ১০.৫০ করা হয়েছে। যদি আগে কেউ মজুরী না দিত তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা যেত না, কিছু করবার। আমি আশা করি এই আইনের বলে কৃষি শ্রমিকরা ন্যায্য বিচার পাবেন। বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা আগে যে বঞ্চিত ছিল এখন আর বঞ্চিত হবে না। আগে নারীদের কোথায়ও কোন অভিযোগ করার ব্যবস্থা ছিল না। এখন এই বিলের মধ্য দিয়ে কোথায়ও যদি কোন অন্যায় মজুরীর ক্ষেত্রে করা হয় তাহলে বিচারের প্রার্থী হওয়া যাবে। এটাকে আমি আবার স্বাগত জানাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শ্রীমঞ্জু মগ।

শ্রীমঞ্জু মগ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রম মন্ত্রী যে ত্রিপুরা এগ্রিকালচার ওয়ারকস' বিল এখানে এনেছেন আমি সেটাকে স্বাগত জানাই। সেই সঙ্গে কিছু সমালোচনা করতে হয় তাই করছি। আমরা দেখেছি কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কিছু ক্ষোভ আছে। তারা আগে কৃষি খামারে, ফরেষ্ট কর্পোরেশন, নার্সারীতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ পেত। বিগত ৫ বছরে এখন পর্যান্ত তাদের আশা পূরণ হয়নি। তারা অনেক জায়গায় বঞ্চিত। বিগত ১৫ বছর যারা কাজ করেছে আজকে তারা বঞ্চিত। আজকে তারা কাজ করতে পারে না। যে সমস্ত শ্রমিক আগে বাগানে কাজ করতো তাদের রেগুলার করার জন্য, তাদের বোনাস দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। অনেক বিধায়ক বলছেন, আগে কংগ্রেস আমল শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত ছিল। এখন তারা ১০.৫০ পায় অর্থাৎ এটাই তাদের ন্যায্য মজুরী। আমি বলতে চাই, আগে যে দামে চাল পাওয়া যেত এখন সে দামে পাওয়া যায় কিনা। আবার এমনও দেখা যায় অনেক কাজ পায় না তার কারণ তারা টি, ইউ, জে, এস, করে তারজন্য। তা না করে কৃষকদের স্বার্থে, শ্রমিকদের স্বার্থে যদি এই বিলকে

কাজে লাগান হয় তাহলে পরে আমি এই বিলকে স্বাগত জানাব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পিকার স্যার, ত্রিপুরার মানুষ শ্রমজীবি, কৃষির উপর তাদের জীবিকা নির্ভর করে। সুতরাং ত্রিপুরার এই কৃষি শ্রমিকদের জন্য এই যে, এগ্রি-কালচারেল ওয়ার্কাস বিল. ১৯৮৪ আনা হয়েছে তা অত্যন্ত গুনুত্বপূর্ণ। যদি না এর পেছনে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকে। কথাটা বলছি এই কারনে যে. ত্রিপুরার অধিকাংশ কৃষি-শ্রমিক ভূমিহীন। তাদের কৃষি জমির মালিক করে দেবার জন্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৫ সালের মধ্যে সকল ভূমিহীনদের ভূমি দেবার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুসারে আমরা দেখতে পাই, রাজ্য সরকার ভূমিহীনদের ভূমি দেবার সিদ্ধান্ত নেন এবং ভূমি এলটমেন্ট দেওয়া হয়, সেটেলমেন্টের কিছু কর্মচারী এবং অফিসারদের জন্যে এই ভূমিহীনরা আজ পর্যান্ত তারা ভূমির মালিক হতে পারেনি, তারা বাড়ির মালিক হতে পারেননি। ফলে ডি, আর, ই, পি. ইত্যাদি যে সকল স্কীম হচ্ছে সে সকল স্কীমের সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছে না। সুতরাং এক দিকে সরকার শ্রমজীবি মানুষের জন্য ভূমি এলোট করছেন অপর দিকে ভূমিহীন কৃষকরা সেই ভূমির মালিক হতে পারছেন না প্রশাসনিক চক্রান্তের জন্য। সুতরাং যারা ভূমিহীন তারা ভূমিহীনই রয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই বিলটি পাশ হলেও বিলের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

এছাড়া এখানে কিছু কিছু জিনিস তর্কের অবকাশ রাখে- যেমন চাপটার থি-তে বলা হয়েছে-
"7(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any agricultural worker has worked in the land of a landowner during three consecutive agricultural seasons, prior to the previous agricultural season, he shall not be denied employment merely on the ground that he has not worked during the previous agricultvral season, provided his absence during that season was due to reason beyond his Control."

অর্থাৎ যদি কোন শ্রমিক কোন ল্যাণ্ড ওনার-এর অধীনে পরপর তিন সিজন কাজ করে এবং পরবর্তী সিজনে সে যদি তার অসুস্থতা বা অন্য কোন তার এক্তিয়ার বহির্ভূত কারনে সে অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে কাজ হইতে অপসারণ করতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ল্যাণ্ড ওনারদেরও একটা প্রোটেকশান দেওয়া হয়েছে যথা—

"7 (5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, no landowner shall be under an obligation to employ any agricultural worker—

a) Who does not offer himself for employement ; or

d) Who is more than sixty-five years of age in the case of male worker or sixty years of age in the case of a female worker ; or

c) who is incapacitated and is unable to do the work ; or

d) Who has intentionally caused damage of crops belonging to the landowner or caused any other loss to the land owner."

সুতরাং এই আইনে যেমন লেবারদের পোটেকসান দেওয়া হয়েছে আবার অন্য দিকে মালিকদেরও পোটেকসান দেবার জন্য আইনে প্রবিধান রাখা হয়েছে। সুতরাং স্বভাবতঃ এই সকল বিষয়ে যে কোন সময় ডিসপুট এরাইজ করতে পারে এবং তাই এই বিষয়গুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হওয়া দরকার।

আরেকটা জিনিস যেটি চাপটার ফোর পেজ—৬ এ ওয়েজেস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "11. Wages for harvest—(1) The Prescribed wages for harvest shall be paid at the thrashing floor on which the thrashing takes place and no portion of the produce shall be removed from the thrashing flool without payment of the prescribed wages to the agricultural worker concerned."

এই ক্ষেত্রে আবার বলা হয়েছে, যদি ওয়েজেস নিয়ে মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের কোন গোলমাল বাধে তবে লেবার, ইনস্পেক্টার একটা মিমাংসা না হওয়া পর্যান্ত ফসল নষ্ট যাতে না হয় তার জন্য তিনি যেটি উপযুক্ত মনে করবেন সে ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এখানেও আরেকটুকু আলোচনার বিষয় আছে যে, ওয়েজেস সম্পর্কে ডিসপুট মিমাংসা না পর্যান্ত হারভেসটেড ফসল ইঁদুরে খেয়ে ক্ষতি করতে পারে, বৃষ্টিতে নষ্ট হতে পারে সুতরাং এ সম্পর্কেও আলোচনার বিষয় ছিল।

আরেকটা কথা পেজ—৮ এর ক্লজ—১৬ তে বলা হয়েছে যে—"(2) Where the amount of prescribed wage paid to an agricultural worker under Section 10 or recovered under Section 12 for payment to an agricultural workers is in excess of the amount of prescribed wages paycle as a result of the decision in appeal, such excess shall be recovered form the agricultural worker concerned for payment to the land owner concerned and the procedure in contained in Section 31 shall apply for such recovery.

আবার ৩১ ধারায় বলা হয়েছে যে—'Recovery of money due from land-owners,—Where any money is due to an agriculture worker trom a land-owner under a sttlement referred to in sub-section (2) of Section 14 or an award under sub-section (5) of that sectlon or under clause (b) of sub-section (1) of Section 17 or an award as modified by the Government under Sub-Section (2) of Section 18, the agricultural worker himself or any other person anthorised by him in writing in that behalf or, in the case of the death of the agricultural worker, his assignees or heirs may without prejudice to any other mode of recovery make an application to

the Collector of the District for the recovery of the money due to him and if the Collectot of the District is satisfied that anp money is so due, he shall proceed to recover the same if it were an artean of land revenue due on land,"

সুতরাং এইসব ব্যাপারে অনেক আলোচনার বিষয় আছে। আমাদের কৃষক বা শ্রমিকদের মধ্যে যেমন দৈনিক লেবার আছে তেমনি বার্ষিক লেবার আছে, সিজন্যাল এমপ্লয়মেন্ট আছে। তিন মাস বা ছয় মাসের জন্য বা এক বছরের জন্যও তাদের কাজ দেওয়া হয়। এক বছর যাদের এমপ্লয়মেন্ট হয় তারা ছুটি পেতে পারে কিনা এটাও চিন্তা করার প্রশ্ন আছে। কারণ এক বছর বার্ষিক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে থাকে এমন লেবারও কম নয় ত্রিপুরাতে। তারা ছুটি পেতে পারে কিনা সেটাও চিন্তা করা দরকার। এই বক্তব্য রেখেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই সভায় আমাদের শ্রমমন্ত্রী যে এগ্রি-ওয়ার্কস বিল এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে আজকে দেখা গেছে ৩১ বছর পরেও কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস সরকার এই ধরণের কোন বিল কেন রাজ্যে আনেন নাই। বামফ্রন্ট সরকারের বয়স ৭ বছর মাত্র হয়েছে। কিন্তু এর আগেও শ্রমিকদের জন্য, বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকদের জন্য মজুরী বাড়াতে বাড়াতে আজ সাড়ে দশ টাকায় আনা হয়েছে। তমটা প্রশ্ন আছে যে জিনিষের দাম আগে কম ছিল কিন্তু এখন বাড়ছে। কিন্তু এই বাড়ার জন্য ত্রিপুরার সরকার তথা বামফ্রন্ট সরকার দায়ী নয়। কিন্তু মজুরীর ক্ষেত্রে তাদের জন্য একটু বিবেচনা করা হয়েছে। হয়ত এই মজুরী আরও বেশী দরকার ছিল। আজকে যারা কৃষি শ্রমিক তারা কবে থেকে কৃষি-শ্রমিক, আর আজকে যারা গরীব কৃষক, যে কৃষকদের জন্য মাননীয় সদস্য বীরেন দেবনাথ বললেন যে আজকের কৃষকদের সর্বনাশ আমরা করছি, বস্তুতঃ পক্ষে কাদের আমরা কৃষক বলব? যারা জমিতে যান না কোন দিন, লাঙল ধরেন না তাদের মতে মতে এরাই কৃষক। আজকে কৃষক শ্রমিক, ইতিহাস পড়লে বুঝা যায় তারাই হয়ত একদিন এই জমির মালিক ছিলেন। জমিদারদের মধ্যেও একই অবস্থা। আজকে যারা ভূমিহীন তারা কোন এক সময়ে ভূমির মালিক ছিলেন। কিন্তু আজকে হাজার লক্ষ হয়ে গেছে এই ভূমিহীনদের সংখ্যা। কেন এই অবস্থা? ৩০ বছরের ইতিহাস পড়লে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব এই ভূমিহীনেরা কি ছিল। তারা কি আশা করেছিল যে স্বাধীনতা পাওয়ার পরে তারা ভূমিহীন থাকবে। এই কৃষক শ্রমিকেরা দাবী করেছিল যে দুই টাকার জায়গায় আমাদের তিন টাকা করে দিতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই দাবীর জন্য তাদের জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। আর আজকে কোন কোন বিধায়ক বক্তব্য রাখছেন যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের বয়স কত? কিন্তু আগের ইতিহাসটা কোথায় গেল? একদিনও বলেন নাই যে কংগ্রেস সরকার করেন নাই। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বলেছেন যে দেরী হলেও জিনিষটা হচ্ছে। চলেছে ভাল কাজ করতে গেলে যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে দেরীতে হলেও ভাল।

আমরা অনেক সময় বলি যে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক কাজে গাফিলতি করেন। সবাই নয়, কিছু কিছু আছে। কাজেই আজকে যারা কৃষি শ্রমিক এবং দিন মজুর প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, শত শত বছর চলে গেছে, তাদের ছেলে মেয়ে শুধু চাষ করে আসছে। একটা দিনমজুরের ছেলে আশাই করতে পারে না যে তার ছেলে কোন স্কুলের মাষ্টার হবে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার হবে, এটাও তারাই আশাই করতে পারে না। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার চিত্র অন্যরকম। তাদের এখন ভাতা দেওয়া হয়। ৮০ বছরের বৃদ্ধ হলে টাকা দেওয়া হচ্ছে। টাকা যদি আরও বেশী হয় তা হলে ৬০ বছরের বৃদ্ধকে পেনসন দেওয়া যায়।

এটার বেলায় যদি কোন সংশোধনী প্রস্তাব আসে, তাহলে আমি তাকে যুক্তি যুক্ত বলে মনে করব। যারা কাজ করতে পারে, যেমন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বয়স পার হয়ে যাওয়ার রিটায়ার্ড হলেও অনেক সময় অনেকে কর্মক্ষম থাকেন এবং তাদের অনেক সময় এক্সটেনশান অথবা রি-এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, কারণ তারা শুধু কর্মক্ষমই নন, বিজ্ঞও। কাজেই এই ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট বয়স পার হয়ে গেলেও যদি কেউ কর্মক্ষমতা না হারান, তাহলে তাদের কাজ করতে দেওয়ার অধিকার দেওয়া উচিত। তাই আমি মনে করি এই ধরণের একটা প্রভিশন এই বিলের মধ্যে রাখার প্রয়োজন আছে। কাজেই আমি এই বিল সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলছি না, বিলের যে উদ্দেশ্য তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয় "দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কস বিল, ১৯৮৪" সেটা পেশ করেছেন এবং যেটা আজকের কর্মসূচী অনুযায়ী পাশ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয় এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কারণ, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮৩ ভাগ লোকই দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছেন এবং তাদের অধিকাংশই ক্ষেত মজুরী করে দিন যাপন করেন। কাজেই এই সর্বনিম্ন আয় শোষিতদের জন্য যে বিল এসেছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাকে খুব ভাল ভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং এই বিলটা সিলেক্ট কমিটির বিচার বিবেচনার জন্য গেলে, কমিটিতে যারা সদস্য থাকবেন তারা বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করার পর তাদের সুচিন্তিত মতামত দিতে পারবেন, এটা আমরা আশা করতে পারি। যাহউক, আজকেই এই বিলের মধ্যে দুই একটা ত্রুটি আমার নজরে পড়েছে, যেমন এখানে বলা হয়েছে "সিকিউরিটি অব এমপ্লয়মেন্ট এ্যাণ্ড ওপেন ফেয়ার" সম্পর্কে। এগ্রিকালচার ওয়ার্কারসদের সিকিউটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা থাকলেও তাদের ওয়েজ ফেয়ারের বিষয়ে এই বিলে তেমন কিছু উল্লেখ নেই। অথচ এই এগ্রিকালচারেল লেবারেরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সব চাইতে দুর্বলতম অংশ এবং আর্থিক দিক থেকে তারা তারা সমাজের মধ্যে সব চাইতে বেশী পিছিয়ে পড়া। এই বিলের মাধ্যমে তাদের জন্য যে কিছু করতে চাওয়া হয়েছে, তা আমি কেন, সমাজের সব অংশের মানুষই আনন্দিত বোধ করবেন। এখানে শ্রম মন্ত্রী মহোদয় নিজেই

বলেছেন যে এই ধরণের একটা বিল আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীই তাঁকে বলেছিলেন। তাঁর এই স্বীকারুক্তি থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে কংগ্রেস দল সব সময়ে শ্রমজীবি মানুষের জন্য কিছু কাজ করতে চায় এবং করছেনও। তিনি আরও বলেছেন যে কংগ্রেস আমলে মজুরী ছিল মাত্র দুই টাকা। কিন্তু এখানে মাননীয় সদস্যদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কংগ্রেস আমলে যখন এগ্রিকাচারেল লেবারদের মজুরী দুই টাকা ছিল, তখন এই দুই টাকারই রিয়েল ভ্যালু অনেক বেশী ছিল। আর এখন আপনাদের আমলে যে ন্যূনতম মজুরী ১ টাকা করেছেন তার রিয়েল ভ্যালু আগের দুই টাকার চেয়ে অনেক কম। কাজেই আপনারা যে হিসাবই করুন না কেন শ্রমিকদের যে মজুরীটা দিচ্ছেন, তার প্রকৃত মূল্য কি, তা নির্ধারণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ছোট বেলার একটা কথা মনে পড়ে যায়. সেটা হল. আমি যখন ছোট ছিলাম তখন যদি দুইটি পয়সা কেউ আমাকে দিত, তাহলে আমি খুব খুসী হতাম। কারণ তখন ঐ দুই পয়সা দিয়েই যথেষ্ট জল খাবার পাওয়া যেত, এখন দুই টাকা দিয়েও সেই পরিমাণ জল খাবার পাওয়া যাবে না। আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে ছেলেকে যদি একটি টাকা দেন, সে এখন এত খুসী হবে না, কারণ এক টাকায় আর এখন বেশী কিছু পাওয়া যাবে না। কাজেই এই বিলটা যখন বিচার বিবেচনা করা হবে, তখন আমরা যাদের জন্য এই বিলটা করছি, তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই দিকটাও বিচার বিবেচনা করতে হবে এবং বামফ্রন্ট যখন নিজেদের শ্রমিকের বন্ধু বলে জাহির করেন, তখন তাদের কাছ থেকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আশা করেছিলাম। যা হউক শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে-কয়ে এই ধরণের একটা বিল আনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন, সেজন্য আমরা আপনাদের অভিনন্দন জানাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার আজকে যে বিলটা এখানে এসেছে. তার কতগুলি বাস্তব দিক বিচার বিবেচনা করবার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ. আমরা দেখছি, অরগানাইজড সেক্টারে যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী রয়েছে. তাদের জন্য একটা বিল আনতে হলে মালিক এবং শ্রমিক দুই তরফ থেকে নিগোসিয়েট করার ব্যবস্থা থাকে। অন্য দিকে এগ্রিকাচারেল লেবার যারা, তাদের অন্যান্য সেক্টারের শ্রমিক কর্মচারীদের মতো তত অরগানাইজড নয়। কাজেই তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে কোন আইন তৈরী করতে হলে সরকারকে নিজেই সেই দিকটা দেখতে হবে। আর তা না হলে আন-অর্গানাইজড বলে এই এগ্রিকাচারেল শ্রমিকদের নানা সুযোগ সুবিধার থেকে বঞ্চিত করা হবে। একবার ত্রিপুরা রাজ্যের যারা শ্রমিক বা যারা ল্যাণ্ড ওনার্স. তাদের কথা চিন্তা করুন তো? এই রাজ্যের যারা শ্রমিক তারা সবাই দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, একথা সবাই স্বীকার করবেন কিন্তু ল্যাণ্ড ওনার্স বলতে তাদের যাদের বলা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই প্রান্তিক বা মাঝারী, তাদের জমির পরিমাণ কোন ক্ষেত্রে ৭ কানি থেকে ১০/১২ কানির বেশী নয়। তার চাইতে বেশী পরিমাণ জমির মালিক ত্রিপুরাতে কতজন ? তা হাতে গুণা যাবে। অতএব এই যে মাঝারী ধরণের জমির মালিক, তারা এগ্রিকাচারেল লেবারদের কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা দিতে পারবে, সেটাও আমাদের ভাল ভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। অথচ এগ্রিকাচারেল লেবার যারা আছে, ত্রিপুরাতে তারাও

সংগঠিত নয়। কাজেই দুইটি দিকই আমাদের দেখতে হবে। কর্মচারীদের পেনশান বেনিফিট প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বেনিফিট, অনেক রকম সুযোগ সুবিধা আছে, কিন্তু এই শ্রমিকদের তো সেই সুযোগ সুবিধা নেই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে শ্রমিকদের জন্য সোসিয়েল সিকিউরিটি মেজার, তাদের ওয়েজ ষ্ট্রাকচার এসবগুলিই আমাদের বিবেচনা করা উচিত, কারণ এরা আমাদের সমাজের মধ্যে আর্থিক দিক থেকে সব চাইতে দুর্বলতম। অতএব এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার জন্য যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এসেছে, আমি তা'কে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, শ্রম মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের বিবেচনার জন্য যে বিলটা পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কংগ্রেস আমলে এই রাজ্যের নিঃপীড়িত শ্রমিক কর্মচারীরা যে ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, তারপর ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালের ৫ই জানুয়ারী রাজ ভবনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিল এবং সেই শপথ গ্রহণের পর বামফ্রন্টের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এবং কমরেড দশরথ দেব উপস্থিত জনসাধারণের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, তা তারা অক্ষরে প্রতিষ্ঠা করবেন। আজকের এই বিলও সেই শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে এই হাউসের সামনে এসেছে। এবং মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন যে ত্রিপুরায় আমরা জলসেচ এবং মাছের ব্যবস্থা করব এবং তিনি সেটা করেছেন। তারপর একটা শ্লোগান উঠেছিল যে বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার। এই এই সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে বিগত ৬ বছর ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষের কাছে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সব প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের হাতে সেই হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন। কাজেই এই যে আজকের এগ্রিকালচার ওয়ার্কার্স বিল যা ত্রিপুরার মানুষ কোন দিন ভাবতে পারেন নাই, আজকে সেই হাতিয়ার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষের হাতে তুলে দিলেন এই দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসে। স্যার আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, কংগ্রেস আমলের দুই টাকার সঙ্গে আজকের ১০ টাকা তুলনা করে দেখুন। কিন্তু আমরা যদি আজকে তুলনা করি—আজকে এখানকার এগ্রিকালচার ওয়ার্কারসরা সংগঠিত নয় সেজন্য যে নিপীড়ন চলছে তাদের উপর কংগ্রেস আমল থেকে তাদের উৎপাদিত ফসল কেড়ে নেওয়া হত তাদের উপর লেভী বসান হত। কিন্তু আজ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে সংগে সংগে ঘোষণা করলেন যে কৃষকদের আর লেভী দিতে হবে না। আরও ঘোষণা দিলেন যে গ্রামের গরীব চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা দিতে হবে না। আজকে ত্রিপুরার শতকরা ৭৫ ভাগ গরীব কৃষক স্বার্থের কথা চিন্তা করে বামফ্রন্ট সরকার আজকে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন আজকে ভর্তুকী দিয়ে ঐ গরীব কৃষকদের বীজ দেওয়া

হচ্ছে. সার দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন রকমের ফলের চারা দেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয়, এই জিনিষটা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার প্রথম এই ভাবে ভর্তুকী দিয়ে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তাদের উৎপাদনে সাহায্য করছেন। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে গ্রামের গরীব কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের যাতে ন্যায্য দাম পায় তার জন্যও বামফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা করেছেন। এই ভাবে দেখছি, ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য —আমরা আরও দেখছি যে পুলিশ তাদেরও অধিকার রক্ষার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে, চৌকিদার তারাও অধিকার পেয়েছেন। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে চা-শ্রমিক, মিষ্টি দোকানের কর্মচারী সবার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আইন তৈরী করে তাদের অধিকার রক্ষা করে চলছে। এই যেখানে অবস্থা ঠিক তখনই বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বামফ্রন্ট সরকারের সেই সব সংগ্রামী হাতিয়ারগুলিকে নস্ট করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য তারা এর বিরোধীতা করছেন। তার ফলে দেখা যাচ্ছে আজকে কৃষকে কৃষকে দ্বন্দ্ব লাগান হচ্ছে এবং মাননীয় সদস্য ত্রিপুরার কৃষকদের সর্বনাশ করা হচ্ছে বলে যে চিৎকার সুরু করছেন তার কোন যুক্তি নাই। কাজেই আমাদের মাননীয় শ্রম মন্ত্রী এই যে বিল হাউসে এনেছেন তাতে কৃষি মজুরেরা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারবে। তাতে উল্লেখ আছে কৃষি শ্রমিক যদি তিন বছরের কাজের গ্যারান্টি পায় তাহলে সে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করবে। এই ভাবে দেশে উৎপাদন বাড়বে এবং যদি এটা প্রমাণিত হয় যে সে একজন গ্যারান্টেড লেবার তাহলে সেই কৃষক সব সময়ের জন্য কাজ পাবে। আর যদি সে মালিকের স্বার্থের ক্ষতি করে তাহলে সে সেটা পাবে না এবং এই ভাবে এর দ্বারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে সুবিধা হবে। এবং আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে গরীব কৃষকেরা যদি পাম্পসেট কিনতে চায় বিশেষ করে সিডিউলড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব কৃষকেরা তাহলে তারা ৫০ শতাংশ ভর্তুকীতে সেটা কিনতে পারবেন। এই বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে তাদের জন্য সেই সাহায্য করার ব্যবস্থা করছেন। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে গরীব কৃষক এবং ক্ষেত মজুর এই যে মালিক পক্ষের যে প্রভু কংগ্রেস (আই) তাদেরই এই বিলে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা সংগঠন করেছি, ক্ষেত মজুর, দিন মজুর, এদেরকে নিয়ে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন করেছি। আমরা মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি সারা ভারতবর্ষে এই ক্ষেত মজুর, দিন মজুর ভূমিহীন, বেকার কৃষি শ্রমিকদেরকে আমরা সংগঠিত হওয়ার জন্য ডাক দিয়েছিলাম। গত ২০শে জানুয়ারী আমরা সারা ত্রিপুরায় কৃষি মজুর এদেরকে সংগঠিত করা ডাক দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে এদেরকে রক্ষা করার জন্য আইন তৈরী করতে হবে। তারই ফল স্বরূপ আজ ৬/৭ মাস পর এই বিল শ্রমজীবি মানুষের হাতিয়ার বামফ্রন্ট সরকার এই সভায় এনেছেন। সংবিধানে যুগ্ম তালিকায় ৭ম অনুচ্ছেদের ২৪ ধারায় সবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যকে আইন তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পার্লিয়ামেন্টে এই শ্রমজীবী মানুষরা মিছিল মিটিং করে গেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোন আইন পাশ করে নাই। ত্রিপুরা সরকার প্রথম এই রকম একটা আইন পাশ করলেন, সারা ভারতবর্ষে একটা নজির সৃষ্টি করলেন।

মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী এই বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রস্তাব করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। সিলেক্ট কমিটিতে এটাকে আরও সুষ্ঠু ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই বিলকে পাশ করা হউক। তাই এই বিলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : —শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

কক-বরক

রবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় সভানি বুবাগীরা, তিনি অর যে Agricultural Workers Bill, 1984 দানইনানি বাগোই তিস্যুজাকমানি অমন আং খা কাহাম জানগ'। কিন্তু ট্রেজারী বেঞ্চনি প্রত্যেক সদস্যরগ এবং মন্ত্রীনি বুথুকগ' ব খানাখা যে অ Bill বাই বরকনি কাহাম আংনাই। আং নিজি ব বরকনি অ কবুবাই একমত। কিন্তু সানা কাদাই অ বুবুতাই জাত Bill যে নগ' সালাই পাই যিবিজাকনাই জাত? তিনি অ Biil নি আলোচনানি বেশীর ভাগ অংশ খানাইন আং নকুথা মন্ত্রীবসনি সমর্থন কাঁরাই। বেশীর ভাগ সময় ন নকুথা ট্রেজারী বেঞ্চনি M.L.A. রগনি সমর্থন কাঁরাই। বিধায়ক রগ ন তিনচার জন নসে। তাদাং নগ থাং সালাই পাইবে ন আং বলে? তিনি তাম দরকার অ হাউস' তুবুনানি! অ Bill নি একটা গুরুত্ব তংগ। একটা সালাইনানি কক তংগ হানাই তিসামানি আবনি কাম অর্থ কাঁরাই। মাননীয় Speaker Sir, আং Bill নি বক ন সাই তংগ। আর' কাঁরাইরগনি সামুরনি বাগাই একটা আইন আব খা কাহামনি কক। এবং আব' চামানি কক' তাব অ আইন খাদাইনানি প্রয়োজন খাংখা বামফ্রন্ট সরকার পাইমানি পরে তেইব আংখা। আং সানা নাই অ সবচেয়ে প্রয়োজন আংখা ত্রিপুরা রাজ্য যেখানে শত করা ৬৫% গরীব তংমানি আর' বামফ্রন্ট সরকার কাইমানি পরে শতকরা ৮২% আংখা অর্থাৎ দরকার আংখা যখন গরীবনি সংখ্যা বারিই থাংখা। আবনি বাগাই একটা আইন দরকার আব আং সমর্থন খাদাইয়। অর সাজকথা ১৫ বছরনি নীচে হানথে ব সামুং তাং মানরা অর্থাৎ সামুং তাংনানি উপযুক্ত হানাই তাসি-জাকয়। অর' ২ নং ধারানি (b) অ রাজাক ২৫ বছর আংয়াথে ব সামুংনি উপযুক্ত হানাই তানিজাকমা। কিন্তু সম' শহর অঞ্চল' আং মান' গ্রামাঞ্চল' চাং জুকথা তিনি মাই মাচায়া আং তংখা ৮ বছর সে কোন মতে, বুইনি নগ' মুনি খা থাংগ। এই যে বরক চেরাই বনি বুমা বুফা কাঁরাই ব সাংগ তাংয়াথে বাতাইথে চানাই। বরক ব সামু' জানা দরকার বলে! তিনি বাগাইব সামুং দরকার। কাজেই আইন যতনি বাগাই খ'না দরকার। কাজেই একটা কমিটি খ'লাই নানা ভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমহাই প্রস্তাব তুবুনানি দরকার ত মানি। তেইব সমজাকথা যে গ্রাম অঞ্চল' সামু' খ'লাইনাই বরকনি বাগাই সিমিসে অ মাইন। তিনি অর' এমন আইন কাঁরাই বরকনি বিসিং সামুং খ'লাইয়াথে। ব আর নেতা আং তংখা, সামুং তাংয়া ন বেতন মাই তংখা হাই হানথে বনি বিরুদ্ধে তাম Action নাজাকনাই আব সাইজাক কাঁরাই। যার ফলে এমন আংমান। সেটা উন্নতনি লেখা তংমানি শুধু মাত্র কমিটি খ'লাই, আন্দোলন

খীলাই, মাং খীলাই মাং কোন সাম্রুং তাংজাকমা। অর সাং নুগ' বেশীর ভাগ M.L.A. তাংনাইমক, বরকনি বেবাগনি নগন' কামলা তংগ। বরকনি আ কামলারগন বুরক বাংলা রী আব সন্দেহ তংগ। তিনি প্রত্যেক জাগান নুগ উপযুক্ত মাং বৌমায়নি জাগা বামফ্রণ্ট সরকার কাইমানি পরে ১০.৫০ পঃ খীলাইখা। খুব কাহাম কক। কিন্তু সারা ত্রিপুরা রাজ্য ১০ টা ৫০ পয়সা রীমানি কোন কোন জাগা কীরীই ১০ টা রীই ৫০ পয়সা গাইকীলাই নারীক গ। আইন কীরীই আইন তৈরী খীলাইমানি ন সমাধান হ'নখে আব সমস্যা আং নাই। আইন তৈরী খীলাইমানি পরে বন সাম্রুংগ কীনাংমানি আব সে কক কতর। বামফ্রণ্ট সরকার কাইমানি পরে অনেক আইন। অর বিধানসভা অ পেশ খীলাই পাশ খীলাই জাকখা কার্যকরী খীলাই মানি চাং নকুয়া। এই দিন মজুরী তংনাইরস বরকনি সমস্যা কোন তেইব বারিরীক বারিরীক। আং আহবান নারীকনাই যে অ Bill পাশ আংমানি পরে আইন ন কার্যকরী খীলাইনানি ব্যবস্থা নাবীকে হাসথাং এবং সরকার ন আং মানি সম্পূর্ণ বিশ্বাস সম পাশ আংমানি পরে কার্যকরী ব্যবস্থা লওয়ানু হীনীই আশা খীলাই আনি কক্ পাইরীখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে Agriculture Workers Bill, 1984 আলোচনার জন্য উত্থাপিত হওয়াতে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ট্রেজারী বেঞ্চের প্রত্যেক সদস্য এবং এমনকি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মুখেও শুনেছি এ বিলে মানুষের মঙ্গল হবে। আমি নিজেও তাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে যে এটা কেমন ধরণের Bill যে ঘরে বসে আলোচনা করেই শেষ হয়ে যায়। আজকে এই বিল নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন আমি দেখেছি তাদের অধিকাংশই সমর্থন করেন না। বেশীর ভাগ সময়েই দেখেছি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা সমর্থন করছেন না। বিধায়কগণকে তিন-চার জন ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আলোচনা করলেই তো শেষ হয়ে যায়। আজকে এ House এ আনীর কি দরকার? এই বিলের একটা গুরুত্ব আছে, একটা আলোচনার দরকার আছে বলে এখানে উত্থাপন করার তো অর্থ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিলের কথাই বলছি, এখানে দরিদ্র মানুষের জন্য একটা আইন এটা খুবই ভালো কথা। তবে এই আইন তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা এসেছে বেশী করে, বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে। আমি বলতে চাই ত্রিপুরায় যেখানে দরিদ্রের সংখ্যা ছিলো শতকরা ৬৫% যেখানে বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর হয়েছে ৮২ /. শতাংশ। অর্থাৎ গরীবের সংখ্যা বাড়ছে। এর জন্যই এই ধরণের আইনের দরকার এবং এটাকে আমি সমর্থনও করি। এখানে বলা হয়েছে ১৫ বছরের নীচে হলে সে কাজ করতে পারবে না অর্থাৎ তাকে কাজের উপযুক্ত হলে ধরা হবে না। এখানে ২নং ধারার (b)তে বলা হয়েছে ১৫ বছর না হলে তাকে কাজের উপযুক্ত বলে ধরে নেয়া হবে না। কিন্তু এটা শহর অঞ্চলে হতে পারে। গ্রাম অঞ্চলে এটা কি করে সম্ভব? আমরা দেখেছি ৮ বছরও বয়স হয়নি। এমন একটা ছেলে, তার ঘরে মা বাবা কেউ নেই, খেতে পায় না, এমন ছেলে সে

কাজ না করে খাবে কি করে ? তারও কাজের দরকার, তার জন্য কাজ রাখা দরকার। আইন সকলের জন্যই হওয়া দরকার। কাজেই একটা কমিটি করে প্রথমেই নানাভাবে আলোচনা করে এটাকে হাউসে আনা দরকার ছিলো। আরও বলা হয়েছে গ্রাম অফিসের যারা কাজ করে শুধুমাত্র তাদের জন্যই এই আইন। আজকে এখানে এমন কথা বলা নেই তাদের মধ্যে যদি কেউ কাজ না করে পয়সা নেয় কাজের নামে দল গঠন করে আন্দোলন করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফলে এমনও হতে পারে যেটা উন্নতির পথ, প্রগতি পথ সেটাই রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমি দেখি, এখানেও যেসব M. L. A. আছেন তাদের প্রায় সকলেরই বাড়ীতে কাজে লোক খাটে কিন্তু সম্পন্ন ঘর তারা সেই সব কাজের লোকদের সঠিক ভাবে পয়সা দেন কিনা। আজকে আমরা দেখি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর মজুরীর হার বৃদ্ধি করে ১০·৫০ পয়সা করা হয়েছে কিন্তু ৫০ পয়সা কেটে রেখে শুধুমাত্র ১০ টাকাই দেয়া হয়ে থাকে। আইন নেই বলে আইন করা হলো এটাই শেষ কথা নয়। তাকে সঠিক ভাবে কাজে প্রয়োগ করাটাই বড়ো কথা। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে বহু আইন এই বিধানসভায় পেশ হয়েছে। পাশও হয়েছে কিন্তু কাজে পরিণত হতে আমরা দেখিনি। এই দিন মজুরদের সমস্যা এখন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি আহ্বান করবো এই Bill পাশ হবার পরে আইন কাজে লাগাবার ব্যবস্থা নেয়া হোক এবং আশা করি সরকার এটাকে প্রয়োগ করার জন্য সব ব্যবস্থা হাতে নেবেন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বিলটি মাননীয় শ্রম মন্ত্রী বাম ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে এইখানে উপস্থিত করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। এই বিলকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২ লক্ষেরও বেশী কৃষি-শ্রমিক স্বাগত জানাবে। মাঝারী কৃষক ও ক্ষুদ্র কৃষক অভিনন্দন জানাবে এই কারণে, এ বিলের দ্বারা লক্ষ লক্ষ গ্রামের কৃষক যারা নিজেরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গত কয়েক বছর যাবৎ যে বৃহত্তর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে। গণতন্ত্র প্রসারিত হওয়ার ফলে তার সুযোগ গ্রহণ করে সমস্ত গ্রাম উন্নত হবে। গ্রাম-গুলি আজ উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে। গ্রাম-গুলিকে তারা শক্তিশালী করে তুলছেন। স্যার, এই বিলে প্রকৃত পক্ষে কি আছে এ সম্পর্কে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী চাপটার ভাগ করে করে আলোচনা করেছেন। যেহেতু এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাবে, আমি নিজেই সিলেকট কমিটিতে এই বিল প্রেরণ করার জন্য এ সেক্রেটারীর মাধ্যমে আমি আমার মোশন মুভ করেছি, এই হাউসেও মোশন মুভ করব তখন সেই সিলেকট কমিটিতে ডিটেলস আলোচনা হবে। মাননীয় সদস্যরা অনেকেই তুলেছেন কোথায় কোথায় সংশোধন হওয়া দরকার। সিলেকট কমিটিতেই খুটি নাটি আলোচনা করে ঠিক করা হবে, কোথায় সংশোধন দরকার, কোথায় পরিবর্তন দরকার, কোথায় সংযোজন দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। বাম ফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় আসায় সঙ্গে সঙ্গে মিনিমাম্ ওয়েজেস্ অ্যাক্ট অনুযায়ী একটা মিনিমাম্ ওয়েজেস বোর্ড গঠন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিমাম

ওয়েজেস্ অ্যাক্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট নামে দু'টি অ্যাক্ট চালু করে রেখেছেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। এই দু'টি অ্যাক্টের মধ্যে থেকে ত্রিপুরা সরকার কতটুকু করতে পারবেন তা চিন্তার বিষয়। যদিও এটা কনকারেন্ট সাবজেক্ট। তাহলেও তার লিমিটেশনের বাইরে কোন রাজ্য সরকার যেতে পারেন না। মিনিমাম, ওয়েজেস্ অ্যাক্টের সুপারিশের বাইরে যেতে পারেন না। নারী-পুরুষ সমান মজুরী পাবে এবং তখনকার পরিস্থিতিতে ৭ (সাত) টাকা নির্দ্দিষ্ট করেছিল। রাজ্য সরকার তা সম্পূর্ণ ভাবে পালন করেছেন। সেই টাকা আজকে ১০'৫০ (সাড়ে দশ) টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সরকার প্রতি বছর দেখছেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, অভাব অনটন বাড়ছে, সে সব দেখেই সুপারিশ অনুসারে বাড়িয়েছেন। শুধু মাত্র ওয়েজেস্ বাড়িয়েই বসে থাকেন নি। কাজের সময় যাতে ৮ ঘন্টা নির্দ্দিষ্ট থাকে তার ব্যবস্থাও করেছেন। এই মিনিমাম ওয়েজেস-এ আরো ছিল পিরিয়ডিক্যাল ওয়াকার্স' যারা তাদের কত মজুরী হবে, কি ধরনের মজুরী হবে সে সম্পর্কেও লেখা আছে। বছরের ৬ (ছয়) মাস মালিকের কাছে থাকবেন কিংবা গৃহস্থের কাছে থাকবেন তারা ৬ মাসে ৪৫০ টাকা পাবে এবং তার সঙ্গে আনুসাঙ্গিক সব কিছু পাবে। যেমন, গামছা, কাপড়-চোপড়, পাবে। এছাড়া যারা ১ (এক) বছরের জন্য নিযুক্ত থাকবে তাদের জন্য ৮০০ টাকা নগদ এবং অন্যান্য জিনিস পত্র যেমন, গামছা, পরার কাপড়, লুঙ্গি, ধুতি, শীতের কাপড় ইত্যাদি ইত্যাদি পাবে। এইগুলি সম্পর্কে যে সুপারিশ গ্রহন করা হয়েছে তার সমস্ত কিছুই রাজ্য সরকার চালু করেছেন। শুধু তাই নয়, এটা লক্ষ্যনীয় গ্রামে যখন কাজ থাকে না, মাঝারী কৃষক কিংবা ভূমিহীন কৃষকই হউক তাদের জন্য ব্যাপক জল সেচের ব্যবস্থা করে কাজের ব্যবস্থা কত দ্রুত করা যায় তার চেষ্টাও করছেন। তাছাড়াও বছরের যে সময়ে কৃষিকাজ থাকে না তখন কৃষি-মজুরীর জন্য ফুড ফর ওয়ার্কের ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে অর্ধাহার অনাহার বন্ধ হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলের জুমিয়াদের কি কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। সারা বছরের মাত্র কয়েকটা সময় তারা জুম করতে পারে। তাও যদি আবার ভাল বৃষ্টি কিংবা ভাল রৌদ্র না পায়, তাহলে করতে পারে না। এই ব্যবস্থাগুলি চালু করা সত্ত্বেও তাদের বাঁচার জন্য আরো অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কৃষি শ্রমিকদের বারগেইন করার ক্ষমতা কোথায় ? বামফ্রন্ট সরকার কৃষি শ্রমিকরা যাতে বারগেইন করতে পারে সে জন্য ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করেছেন যাতে তাদের মজুরীর দাম নীচে নামতে না পারে। এন. আর. ই. পি, এন আর, ই, পি,র মাধ্যমে বারগেইন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই কাজগুলি কেন্দ্রের থেকে হয়। কেন্দ্রের কাছ থেকে যখন এন, আর, ই, পি, এর কাজ আসবে না তখন এই সব শ্রমিকদের বারগেইন করার সুযোগ কোথায় ? তাদের যাতে জলের দরে তাদের শ্রম বিক্রী করতে না হয়, তারা যাতে মাথা উঁচু করে চলতে পারে, বলতে পারে আমাদের বাঁচার অধিকার থাকবে সে জন্য এই বিল আনা হয়েছে। রাজ্য সরকার তার ক্ষমতার মধ্যেই এই আইন চালু করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কি পরিস্থিতিতে এই আইনের প্রস্তাব এসেছে তার উল্লেখ আমি করতে চাই। এই আইনের প্রস্তাব এসেছে তখনই যখন সারা ভারতবর্ষে কৃষি শ্রমিকদের ব্যাপক গণ-আন্দোলন চলছে। সেই গণ-আন্দোলন সেপ্টেম্বর মাস থেকে

অর্থাৎ এই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগামী জানুয়ারী মাস পর্যন্ত চলবে। ৪টি ইউনিয়ন অল ইণ্ডিয়া অ্যাগ্রিকালচারেল ইউনিয়ন, ভারতীয় ক্ষেত মজদুর ইউনিয়ন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল রুর্যাল অ্যাণ্ড এলায়েড ওয়ার্কাস ফেডারেশন, হিন্দ ক্ষেত মজদুর সভা এই চারটি জাতীয় কৃষি শ্রমিকদের সংগঠন, জাতীয় স্তরের সংগঠন ঐক্যবদ্ধ ভাবে গত ২রা আগষ্ট দিল্লীতে এক কনভেনশান অনুষ্ঠিত করে। সেই কনভেনশানে এক কর্মসূচী তৈরী হয়েছে যে কর্মসূচীতে ১ কোটি কৃষি শ্রমিকের স্বার্থ নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়েছে। কি দাবী ছিল? দাবী হচ্ছে, একটা কম্প্রিহেনসিভ সেন্ট্রাল রিজলিউশান ফর অ্যাগ্রিকালচারেল ওয়ার্কাস চাই। স্যার, এই দাবী হঠাৎ করে আসেনি কিংবা নূতনও নয়। এই দাবী ১৯৭৯ সাল থেকে পার্লামেন্টের বাইরে চলছে। এই দাবীতে আমরা দেখতে পাই, পার্লামেন্টে প্রথম ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে বিরোধী এম, পি, দের মধ্য থেকে কৃষি শ্রমিকদের দাবী সমর্থন করে এক প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। যে প্রস্তাবের উপর বিতর্ক হয়েছে। যে বিতর্কের মধ্যে ১৯৭৯তে তা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, এ সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করবেন। স্যার, ১৯৮০তে কেন্দ্রীয় সরকার বদলে যায়। শ্রীমতী গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হন এবং আবার সেখানে কংগ্রেস (আই) দল সরকারে বসেন। সে সময় টি. এন. আনজাইয়া শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সেখানে সেই সময় এক প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশনকে ভিত্তি করে এক বিতর্ক হয়।

স্যার, ১৯৮০ ইং সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে পার্লামেন্টে একটা প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশানের উপর বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে ইউনিয়ন লেবার মিনিষ্টার শ্রীআনজাইয়া এক্সপ্রেস দেন যে সেণ্ট্রাল উড ব্রিং ফরওয়ার্ড ন্যাশনাল লেজিসলেশান, কমপ্রিহেনভিভ সেন্ট্রাল লেজিসলেশান ফর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কারস গ্রহণ করবেন। সারা ভারতবর্ষের কৃষি শ্রমিকরা এতে সন্তুষ্ট হন এবং ত্রিপুরার কৃষি শ্রমিকরাও এর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। বি. ভগবতীর উদ্যোগে অল ইণ্ডিয়া এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ক্ষেতমজদুর ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনগুলিকে ডেকে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং তারিখে অল ইণ্ডিয়া বেসিসে একটা কনভেনশান ডাকেন সেই কনভেনশান থেকে রিজলিউশান নেওয়া হয় এবং সেই বি রিজলিউশান পাঠানো হয় সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টের কাছে। এই রিজলিউশানকে ভিত্তি করে একটা সেণ্ট্রাল ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারই এটা গঠন করেন এবং আনঅর্গানাইজেশান রুরাল লেবারদের উপর রিকমেণ্ডশান তৈরী করতে একটা সাব-কমিটি গঠন করতে এবং সাব কমিটির কাছে একটা ড্রাফট বিল তৈরী করতে বলা হয় এবং ড্রাফট বিল তৈরী ও হয়। ষ্টিয়ারিং কমিটি এই ড্রাফট বিলের খুটিনাটি বিচার করে এটাকে ফাইনাল করেন। ১৯৮৩ ইং সালের ৪ঠা মে এই বিলটাকে কেন কার্যকর করা হচ্ছে না এ নিয়ে পার্লামেন্টে আবার নূতনভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং সেখানে দাবী করা হয় অবিলম্বে সেন্ট্রাল লেজিসলেশান করা হোক। শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল, সেন্ট্রাল মিনিষ্টার, ১৯৮৩ ইং সালের ৪ঠা মে তিনি এই বিলটাকে কার্যকর করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিলটাকে কার্যকর করার ইচ্ছা নাই। এটা রাজ্য সরকারগুলিকে এডভাইস করা হয়েছে টুপাস লেজিসলেশান ফর এগ্রিকালচারাল ওয়ারকার্স

কর দেয়ার গুন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকেই এই আইনের প্রশ্নে কৃষি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে বার বার দাবী তোলা হয়েছে। এই আইন তৈরী করার জন্য পাঞ্জাবের কৃষি শ্রমিকরা, কেরেলার কৃষি শ্রমিকরা, তামিলনাড়ুর কৃষি শ্রমিকরা, অন্ধ্রের কৃষকরা বারবার দাবী জানিয়ে আসছেন। আমি আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে কংগ্রেস এবং টি ইউ. জে. এস বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এই বিলকে মোটামোটিভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিল আরও আগে তৈরী করা হল না কেন, বামফ্রন্ট সরকার এতদিন বসে বসে কি করেছে? পার্লামেন্টে কংগ্রেসের ভূমিকা এটাই তারা কখনও চায় না যে ভারতবর্ষের কোথাও এই আইন চালু হোক। স্যার, আমরা দেখেছি কংগ্রেস কৃষি-শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ২০ পয়েন্ট প্রগ্রাম করেছিলেন আমরা দেখি সারা ভারতবর্ষে কত সারপ্লাস ল্যাণ্ড রয়েছে। মহলানবীশ কমিটি ১৯৬৯ ইং সালে সিদ্ধান্ত করেছিলেন ২০ একর করে যদি মাথা পিছু ল্যাণ্ড সিলিং রাখা যায় তাহলে পরে কমপক্ষে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি সারপ্লাস বেরুবে। ১৯৭১-৭২ সালে সারা ভারতবর্ষে ২৬ রাউণ্ড স্যামপল সার্ভে করা হয় এবং তার রিপোর্টে দেখা যায় এই ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমি এষ্টিমেণ্ট করা হয়েছে। জমি আস্তে আস্তে কমতে আরম্ভ হলো। কংগ্রেস (আই) শাসকগোষ্ঠী এই সমস্ত সারপ্লাস ল্যাণ্ড পুঁজিপতিদের ছেড়ে দিলেন, সমস্ত জমি চোরেরা এই সমস্ত জমি চুরি করে নিয়ে গেল। ভূমিহীন কৃষকদের এই জমি এলট করা হলো না। ১৯৮৩ ইং সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে একটা তথ্য দিলেন, শ্রীমতী গান্ধীর হাতে লম্বা সময়, জরুরী অবস্থার সময়ে সমস্ত বিরোধী দলকে জেলের মধ্যে আটক রেখে সমস্ত আইন প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ২০ পয়েন্ট প্রগ্রামের সংগে তাঁর ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর আরও ৫ পয়েন্ট এনে যোগ করলেন। সারা ভারতবর্ষকে স্বর্গ বানিয়ে ফেলবেন। ১৯৮৩ ইং সালের জুলাই মাসে পার্লামেন্টে যে তথ্য পেশ করা হয়, তাতে ৪৩ লক্ষ একর জমি আইডেন্টিফাই করা হয়। সেই ৪৩ লক্ষ একর জমির মধ্যে মাত্র ২৯ লক্ষ একর জমি টেকেন ওভার। সেই ২৯ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২০ লক্ষ একর জমি ডিস্ট্রিবিউট করা হলো। এই হচ্ছে স্যার, শ্রীমতি গান্ধীর কৃষকদের জন্য ২০ পয়েন্ট প্রগ্রাম। সেই ২০ পয়েন্ট প্রগ্রামের একটা পয়েন্ট হচ্ছে তিনি বনডেড লেবারদের মুক্ত করবেন সময় ছিল জরুরী অবস্থার মধ্যেই। জরুরী অবস্থা জারীর পরও আরও কয়েক বছর তিনি সরকারে আছেন। কিন্তু ডেভেলাপমেন্ট কি? ইভাল্যুয়েশান অবদ্য প্ল্যানিং কমিশন এর রিপোর্টে বলেছেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে ৫২ লক্ষ ১৭ হাজার বনডেড লেবার তাহা আইডেনটিফাই করতে পেরেছেন এবং এটা স্টেট গভার্ণমেন্টগুলি এবং গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশান-এর এষ্টিমেন্টের সংগে হুবুহু মিলে যায়। পার্লামেন্টের রিপোর্টে এবং ইভাল্যুয়েশান অব দি প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে ১ লক্ষ মত বনডেড লেবারকে তারা মুক্ত করতে পেরেছেন। ঐ ১ লক্ষ বনডেড লেবারকে মুক্ত করার পর আবার তার ৫০ পার্সেন্ট বনডেড হয়ে গেছে। বনডেড লেবারের জীবন থেকে তাদের মুক্তি নেই। ক্রমে ক্রমে আরও নূতন করে বনডেড লেবার যুক্ত হচ্ছেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে ও আমরা দেখেছি, কংগ্রেসী শাসনকালে কি ভাবে বনডেড লেবার

সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে আমরা তাদের রক্ষা করতে পেরেছি কংগ্রেস শাসনকালে এই অনাহারে মৃত্যুর মিছিল যদি চলতে থাকত। এই মামস্, হ্বেলেংটার তাহলে কিছুতেই মানুষকে মুক্ত রাখা যেত না। বাধ্য হয়ে তাদের নিজের জীবনকে তথা সমগ্র পরিবারের জীবনকে রক্ষা করার জন্য বনজ্জে হয়ে থাকতে হত। এটাই ছিল কংগ্রেসী শাসনের নমুনা। বিরাট করে প্রপাগাণ্ডা করা হয়েছে ২০ পয়েন্ট প্রগ্রামের। আমরা আজকে সকালবেলায়ও শুনেছি। কি ভাবে আই. আর. ডি. পি. স্কীমকে বিপর্যস্ত করা হয়েছে। এই আই. আর. ডি. পি. র উপর পার্লামেন্টের এষ্টিমেট কমিটির যে ষ্টাডি রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করেছিলেন, আমাদের বিধান সভার লাইব্রেরীতে তার রিপোর্ট আছে, আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। মানুষকে আরও দিন দিন ডুবিয়ে দিচ্ছে, প্রভারটি লাইন থেকে আরও নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষিত বেকার আরও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। স্যার, সোসাল ডিস্ক্রিমিনেশন এ্যাণ্ড অপ্রেসন, বিহারে কি ঘটছে? ইউ. পি. তে কি ঘটছে? মধ্য প্রদেশে, তামিলনাড়ুতে, অন্ধ্রে কি ঘটছে? হরিজনদের, কৃষি-মজুরদের গ্রাম ঘেরাও করে, বড় বড় জমিদারদের মণ্ডলমানরা চারদিক থেকে গ্রাম ঘেরাও করে সস্তায় শ্রমিক বানিয়ে রাখার জন্য তাদের অত্যাচার করছে, বন্দুক দিয়ে তাদের হত্যা করছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, শিশুদের আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে, মা-বোনদের ইজ্জত লুট করছে। তার জন্য হাইকোর্টে যেতে হয়, সুপ্রীম কোর্ট থেকে নির্দেশ আসে রাজ্য সরকারগুলির উপর অবিলম্বে এগুলি দেখার জন্য।

তাই স্যার, আমারা এই আইনটা তৈরী করেছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৬/৭ বছর বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে কিনা, এই ধরণের আক্রমণ হয়েছে কিনা, এই ধরণের অত্যাচার হয়েছে কিনা। কোথায় এই ধরণের একটা নাম, একটা ঘটনা কোথায় কি আছে? না, নাই শুধু তাই নয়, এখানে আমরা কৃষি শ্রমিকদের তাদের যে মজুরী সেই মজুরী থেকে তার যে শ্রম-শক্তি বিক্রি সে করতে চায় সেই শ্রম-শক্তি বিক্রি করতে গিয়ে যাতে দর কষাকষির সুযোগ পায়, মজুরী সম্পর্কে সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আমরা এটা করেছি। স্যার, এখানে ২/১ জন কংগ্রেস (আই) মাননীয় সদস্য আমাদের কৃষি মজুরদের প্রতি দরদ দেখাতে গিয়া নানা কথা বলেছেন সে জন্য আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ২/১ টা মাত্র ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। গতকাল তো কিছু আলোচনা হয়েছে এবং সেই আলোচনায় অনেক খুন ও হত্যার ঘটনা বলা হয়েছে কারা খুন করেছেন এবং কেন খুন হয়েছে সেই সম্বন্ধে তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সমস্ত কলিং এটেনশ্যান এবং প্রশ্নের উত্তরের সময় প্রকাশ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি, ফুরুল ইসলাম খুন হলো, কেন খুন হলো কারা খুন করলো? ফুরুল ইসলাম কৃষি-শ্রমিক সে প্রতিদিন লাকড়ি নিয়ে বাজারে আসত এবং বিক্রি করত, গ্রামে যখন কৃষি জমির কাজ পেত তখন কাজ করত. এন, আর, পির কাজ পাওয়া গেলে কাজ করত এই ভাবে সে জীবিকা ধারণ করত। লাল ঝাণ্ডা নিয়ে সে লড়াই করত, লাল ঝাণ্ডা কাঁধে তুলে সে ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলত. যারা শোষণ করে এই শ্রমিক শ্রেণীর উপর, অত্যাচার করতে চায়, তাদের যারা না খাইয়ে মরতে চায় তাদের বিরুদ্ধে এখানকার গরীব কৃষক.

মাঝারী কৃষক, ধনী কৃষক তারা মিছিল করেছে। কারা খুন করেছিল নবদ্বীপ নগরে এবং ২/১ টি গ্রামের মধ্যে গুণ্ডা বাহিনী তৈরী করেছেন? কংগ্রেস (আই)। এটা তো আর এক দিনে তৈরী হয় নি, সেই রাম দা এক দিনে তৈরী হয় নি। দিনের বেলায় থানার রিপোর্ট আছে, পুলিশের রিপোর্টে আছে ডি, এম গিয়েছিলেন. এস, পি গিয়েছিলেন ১০০/১৫০ জন রাম দা নিয়ে প্রকাশ্য দিনের বেলায় শহরের মধ্যে ঢুকে বাজারের মধ্যে রাস্তার উপর খুন করলো। আজকে নানাভাবে প্রশ্ন তুলে কৃষক মজুরদের এইভাবে খুন করা হচ্ছে। কৃষি মজুর সে যদি হরিজন হয় তাহলে তাকে টিউবওয়েল থেকে অথবা কুয়া থেকে জল আনতে দেবে না। কারণ সে বর্ণ হিন্দু তাদের জন্য কংগ্রেস (আই) কাজ করছে ঠিক এই ভাবে। স্যার, গোলাঘাটিতে রাজবিহারী ভৌমিককে কে খুন করলো? এই রাজবিহারী ভৌমিক আন্দোলনে যোগদান করেছিল ক্ষেত মজুরদের দাবী নিয়ে, তাদের জন্য মজুরী বেশী চাই, এন, আর, পি বেশী চাই এবং সারা বছর গ্রামের মধ্যে কাজ চাই। বিশালগড় থেকে কংগ্রেস (আই) গুণ্ডা গাড়ী বোঝাই করে গোলাঘাটিতে হানা দিল, কিসের জন্য? কেন এই ক্ষেত মজুরদের হত্যা করতে হবে, ইউনিয়নের নেতাকে হত্যা করতে হবে? কারণ ওদের ঠকানো যাচ্ছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, একই রকম ভাবে জুমিয়া, ঐ টি, এন, ভি, উপজাতি যুব সমিতি তারা হত্যা করছে কাদের? গ্রামে যারা জুমিয়া মা, জুমিয়া ভাই ওদের হত্যা করছে কিসের জন্য? কারণ ওরা কৃষি শ্রমিকদের অগ্রগতি চায়, ওরা পাহাড়ী-বাঙ্গালী মিলে সমস্ত গ্রামকে ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় করতে চায়, তাই তাদের উপর আক্রমণ। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে একটা কমপ্রেহেনসিভ একটা লেজিসলেশান ফর এগ্রিকালচারেল ওয়ারকারস বিল, এই যে বিল, এই যে আইন রাজ্য সরকার করেছেন এই সরকারী আইনে আমরা যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছি। গ্রামাঞ্চলের কৃষি-মজুররা এটা ব্যবহার করতে পারবে, গ্রামাঞ্চলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এটাকে ব্যবহার করতে পারবে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এটাকে ব্যবহার করতে পারবো। ধনী কৃষক, মাঝারী কৃষক রাজনৈতিক কাজকর্মের উন্নয়নের জন্য এটাকে ব্যবহার করতে পারবে। স্যার দিল্লীতে যখন কৃষি পণ্যের দামের জন্য লড়াই হলো তখন লক্ষ লক্ষ কৃষক গ্রাম থেকে, পাঞ্জাব থেকে হরিয়ানা থেকে, কর্ণাটক থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে এবং সারা ভারতবর্ষের রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ কৃষক ১৯৮২ সালে এই পার্লামেন্টে অভিযান করেছিল, দিল্লীর রাস্তা ভরে গিয়েছিল এবং দিল্লীর রাস্তায় একটা আওয়াজ ছিল কৃষি পণ্যের দাম চাই। কারা এতে অংশগ্রহণ করেছিল? ধনী কৃষকদের স্বার্থে, মাঝারী কৃষকদের স্বার্থে গরীব কৃষকদের স্বার্থে, এই কৃষি মজুরেরা লড়াই করেছিল। কারণ এই কৃষি মজুরেরা জানে তাদের ন্যায্য মজুরী পেতে হবে এবং তার জন্য দর কষাকষি করতে হবে এবং মজুরী পেয়ে তাদের বাঁচতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের এই আইন তাদের এই কাজেই সাহায্য করবে। ত্রিপুরা, রাজ্যে কৃষি মজুরদের আবেদন এই কায়দায় চলবে এবং এই কায়দায় সংগঠিত হবে। এই আইনকে আমরা সবাই সমর্থন করবো, এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সংশোধনী প্রস্তাব মুভ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই আলোচনা রেখে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য আমি একটা মোশান মুভ করছি

"The Tripura Agricultural Workers Bill, 1984 (Tripura Biil No. 8 of 1984)

এর উপর সংশোধনী হচ্ছে, যে বিলটা মাননীয় শ্রম মন্ত্রী এখানে উপস্থিত করেছেন :—

"That the Tripura Agritural Workers Bill, 1984 (Tripura Bill No.9 of 1984) be referred to the Relect Comittee and the Committee be constitued with the following Members ;—

1.	Shri Biren Dutta;	Minister.
2.	Shri Samar Choudhury,	M,L.A.
3.	Shri Badhal Choudhury,	Minister
4.	Shri Bhanulal Saha,	M.L.A.
5.	Shri Fayur Ranaman,	M.L.A.
6.	Shri Shyama Charan Tripura.	M.L.A.
7.	Shri Gopal Chandra Das,	M.L.A.
8.	Shri Sudhir Ranjan Majumder,	M.L.A,
9.	Shri Dinesh Deb Barma,	Minister.
10,	Shri Monoranjan Majumder,	M.L.A.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় শ্রম মন্ত্রী আপনি কি বক্তব্য রাখবেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত : - মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—স্যার, আমার একটা পয়েন্ট আছে। আই এ্যাম ইনভাটিং টউর এটেনশ্যান টু দি রুলস্ অব প্রসিডিউর এ্যাণ্ড কণ্ডাক্ট অব বিসনেস, এটা ২৬০ ধারায় ২ উপধারায় এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব রেখেছেন এটা আমি সমর্থন করছি, কিন্তু এখানে ১০ জনের নাম বলা হয়েছেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে দি সিলেক্ট কমিটি স্যাল কনসিস্টস অব ইলিভ্যান মেম্বারস্।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য প্রাইভেট মেম্বারস বিল যদি সিলেক্ট কমিটিতে যায় তখন নাইন আদার মেম্বারস অর্থাৎ সদস্য সংখ্যা এগার হয়। তখন মেম্বার ইনচার্জ অবদি বিল থাকবে, আর যখন গভর্ণমেন্ট এর কোন বিল যাচ্ছে তখন কিন্তু মেম্বার ইনচার্জ অব দি বিল নয়, মিনিষ্টার ইনচার্জ অব দি বিল এই জন্য ১০ হয়ে গেল।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়,

"The Tripura Agricultural Workers Bill. 1984 (Tripura Bill No, 9 of 1984)"—

এর উপর একটি সংশোধনী এনেছেন। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হল :—

That the Tripura Agricultural Workers Bill. 1984 (Tripura Bill No. 9 of 1984) be referred to the Select Committee and the Committee be constituted with the following Members :—

1. Shri Biren Dutta, Mini ter,
2, Shri Samar Choudhury, M.L.A.
3. Shri Badal Choudhury, Minister,
4. Shri Dinesh Deb Barma, Minister,
5. Shri Bhanulal Saha, M. L. A,
6. Shri Fayzur Rahaman, M. L. A.
7. Shri Shyamacharan Tripura, M. L. A.
8. Shri Gopal Das, M, L. A.
9. Shri Sudhir Rn. Majumder, M. L. A.
10. Shri Monoranjan Majumder, M. L. A.

(প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয়—আজকে উল্লেখ পর্বের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি নোটিশের উপর বিবৃতি দেবেন স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "আজ ১২।৯।৮৪ইং তারিখে সকালে জি, বি, হাসপাতালে কিছু সংখ্যক উপদ্রবকারী সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ফলে ডাক্তারদের চিকিৎসার কাজকর্ম অচলাবস্থা সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ ১২.৯ ৮৪ইং তারিখ বেলা ১০টার সময় পুলিশের কাছে খবর পৌছে যে মোটর কর্মী সমিতির কিছু লোক তারা হাসপাতালে গিয়ে সুবলসিং এর কাছে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনায় শ্রীসুরেন্দ্র ভৌমিক নামক ড্রাইভার খুব ভীষণভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, তার সিট নং হচ্ছে ৩৪, এম সি—৩, সেখানে গিয়ে উপদ্রব সৃষ্টি করেছে। এই খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যান এবং গিয়ে যেসব তথ্য পেয়েছেন তাতে দেখা যায় এরা যারা উপদ্রবকারী, তারা গিয়ে শ্রী ভৌমিকের ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে না এই বলে যারা কর্মরত চিকিৎসক ডাঃ মনোজ চক্রবর্তী, ডাঃ জীবন নাগ এবং নার্স যারা ছিলেন মঞ্জু সিনহা, আভা রায়, দীনা চৌধুরী, তাদের জঘন্য অশ্লীলভাবে গালিগালাজ করে এবং শারীরিক নির্যাতনের ভয় দেখান। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা এই হাউসের সামনে বলতে পারি শ্রী ভৌমিক ৫ তারিখে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং অন্যান্য যারা আহত হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে এবং জি, বি, হাসপাতালের ডাক্তারা তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে, সারা রাত্র চেষ্টা করে তাদের জীবন রক্ষা করেন এবং শ্রীভৌমিক, তাতে রক্ত দেওয়া হয়। শ্রমিকদের ইউনিয়ন থেকে রক্ত দেয়। এর আগে সেদিন রাত্রিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রী গিয়েছিলেন, সকালে আমি গিয়েছি এবং আমি গিয়ে দেখি তার খুব বিশেষভাবে যত্ন সহকারে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল, আমি গিয়ে তখন দেখি তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। এবং আমরা বলে আসি তার চিকিৎসার জন্য যাতে কোনরকম ত্রুটি না হয়, এবং যা টাকা পয়সা খরচ হয় সরকার দেবে। এই গাড়ীর যিনি মালিক তিনিও আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাকেও প্রতিশ্রুতি দেই যাতে চিকিৎসার

অসুবিধা না হয় সেদিকে আমাদের সরকার সব সময় ব্যবস্থা করবে। এবং তিনিও আজ পর্যান্ত কোন অভিযোগ করেননি ড্রাইভারের চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে বলে। আর এর আগেও এরা যারা উপদ্রব সৃষ্টি করেছে, তারা এর আগেও একদিন গিয়ে ডাক্তারদের ধমকিয়েছেন। আজকে যে ঘটনা ঘটেছে তার একটা বিবরণ আমি পড়ে শোনাচ্ছি। যারা আক্রান্ত হয়েছেন তার বিবরণ পড়ে শোনাচ্ছি। আমরা ৩নং এম, সি, ওয়ার্ডে সকাল ৭-৩০ মিনিটের সময় হাসপাতালে আসি। অন্যদিনের মত ইউনিফর্ম পরি। এমন সময় ডাঃ মনোজ চক্রবর্ত্তী ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতে আসেন। ওনার পেছনে পেছনে ৭/৮ জন ছেলে ওয়ার্ডে ঢুকে। ডাক্তার দেখেনি বলে ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। পেশেন্টের নাকি পা থেকে রক্ত ঝরছে বলে ধমকান। তখন আমরা বললাম ডাক্তাররা বলছেন, উনার পা থেকে রক্ত ঝরছে না। আমি রোগী দেখেছি বিশেষভাবে বললাম। আমার কথায় কান না দিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। নার্স যদি মেয়ে না হত তাহলে আমরা তাকে দেখে নিতাম। এমন অবস্থায় ডাঃ চক্রবর্ত্তী, এদের বুঝানোর চেষ্টা করেন। এমন সময় ডাঃ নাগ আউটডোর থেকে রোগী দেখার জন্য ওয়ার্ডে আসেন, সব কথা শুনেন। রোগীকে যে দেখানো হয়েছে সে সত্য প্রমাণ করার জন্য রোগীকে জিজ্ঞাসা করেন। ও. টি. থেকে আপনাকে দেখেছে কিনা। এই কথা রোগীকে বলাতে তাকে লক্ষ্য করে তার সঙ্গে ছেলেরা তর্ক করতে আরম্ভ করে এবং ধমকায় কেন রোগীকে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করা হল। ফলে আমি তখন ছেলেদের বুঝানোর চেষ্টা করি। এবং মেট্রন, সুপারইনটেনডেন্ট এরাই তাদের শান্ত করেন। এদের সামলাতে পারলামনা আমরা। বার বার ডাক্তার বাবুর সামনে এরা যায়। আমরা পুলিশকে ডেকে ডাক্তারকে রক্ষা করতে পারলাম। আমরা কোনরকম নিরাপত্তা পাচ্ছিনা এবং এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে কি করে কাজ করব বুঝতে পারছিনা। এটা এক জনের লেখা নয়। কয়েকজন লিখে দিয়েছে। তারপর ডাক্তাররা কাজ করতে অস্বীকার করেন। তার পরে ডাইরেক্টার অফ হেল্থ সার্ভিসেস অনেক অনুরোধ করার পর আউটডোর চলতে থাকে। পরে ১২ টার সময় ডাক্তারা মিটিং করেন। মিটিং এর প্রস্তাবের কপি পড়ে শোনাচ্ছি।

"Menokandling of doctor and others staff of the Hospitals by anti-social, rodies and criminals have decome a rontine affairs. This has been brought to the notlce of the authorities on several occasions in the past. Most unfortunatly notling concrete has been done to solve the serious complain.

All doctors of G, B & V, M hospitals met in Imergency meeting held on 12/9/84 at 12 noon in connection with assault of doctors of M. C-3 word in G. B. Hospital and dissolved that

1) the Culoris should be punished immediately ;

2) The gates of G, B & V, M, hospital indoors and security

of hospitals should be haded over to the security personnels CPR, P,F, within 48 hours,

3) If no effective measurs have taken within 48 hous doctors of G, B, & V, M hospitals will stop seeing patient in outdoor patient Deptt. Indoor patients should be looked after and imergency will remaindpen.

Dr, H, S, Roy Choudhury
For B on behalf of all Doctors
of G, B, & V, M, Hospital'

আমি অবগতির জন্য জানাচ্ছি এর আগে যখন হাসপাতালের ভিতর খুন হয়েছিল যেটা সকালে আমরা আলোচনা করেছি, তখন সেই রাত্রি ১টার সময় ডাক্তার এবং অন্যান্য স্টাফদের সঙ্গে আমি মিট করি। কতগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যাতে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটতে না পারে। সিকিউরিটি সেখানে ছিল, তাদের স্টেইটমেন্টও আছে। তারা কোন পাশ দেননি। তাদের পাশ ছাড়াই সম্ভবত এই গুণ্ডারা এর ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এই কথা ঠিক যে এইটা প্রথম ঘটনা নয়. এইটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই রকম ঘটতে দেওয়া যায় না। আমি আশা করব যে সব অংশের মাননীয় সদস্যরা ধিক্কার জানাবেন। কারণ যদি রোগীরা, ডাক্তাররা এবং নার্সরা আক্রান্ত হয় তাহলে এইটা অত্যন্ত বিপদজনক ঘটনা। এইটা কোন রকম ঘটতে দেওয়া। আমি হাউসকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যারা এই ধরণের গুণ্ডামী হাসপাতালে গিয়ে করেছেন তাদের কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য সমস্ত রকমের পুলিশী ব্যবস্থা তারা করবেন।

শ্রীভানুলাল সাহা :—যে সকল দুষ্কৃতকারী এই ঘটনাটা করেছেন তাদের নামগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমি যেটুকু নাম সংগ্রহ করেছি তা পড়ছি, শ্রীদীপক রায় জেনারেল সেক্রেটারী, ত্রিপুরা মটর কর্মী সমিতির। বলরাম কুমার দাস জয়েন্ট সেক্রেটারী। চিত্ত সাহা, সুভাষ দাস ও শিবু সাহা আক্রমন কারীদের মধ্যে ছিলেন।

শ্রীভানুলাল সাহা :—উক্ত মটরকর্মী সমিতি কংগ্রেসের আই, এন, ইউ, সি, সংস্থার সমর্থক মটরকর্মী সমিতি কি না মাননীর মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এইটা বিষয় না, বিষয় হচ্ছে গুণ্ডাকে গুণ্ডা বলে চিহ্নিত করা দরকার সে যে কোন দলেরই হোক না কেন। তাদেরকে হাসপাতালে আমরা এটা করতে দিতে পারি না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিলেন সেটা অত্যন্ত বিপদ জনক, রাজ্যের সার্বিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং এই ব্যাপারে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি যে, গত একটা খুনের ঘটনার পরে কি কি হাসপাতালের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার পরেও কি করে দুষ্কৃতকারীরা সেখানে ঢুকতে পারল আমার জানা মতে সেখানে কাউকে রুগী দেখার জন্য দলবদ্ধভাবে ঢুকতে দেওয়া হয় না

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সম্ভবত তারা বিনা অনুমতিতে ঢুকেছিল, তাহলে কি করে তার ঢুকল, তারা কি পুলিশকে ফোরস করেছিল না কি অন্যভাবে তারা সেখানে ঢুকেছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এইটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে যে সেখানে সিকুরিটি থাকার পরেও কি করে তারা ঢুকতে পারল।

শ্রীজওহর লাল সাহা : —মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছুক্ষণ আগে যে ঘটনার কথা বলেছেন জি বি, হাসপাতালের দস্তুরের ব্যাপারটা, এইটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং বিশেষ করে চিকিৎসাধীন রুগী যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রেও এবং সামগ্রিকভাবে, যারা আজকে মানুষের জীবনের ফেবারে সাহায্য করে মানে ডাক্তার ও নার্সের কাজে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের কাছে এবং সারা ত্রিপুরার মানুষের কাছে এইটা উদ্বেগের কারণ। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, যে সুবল সিংহের ঘটনায় আহত সুরেন্দ্র ভৌমিক যিনি পার্টীর ড্রাইভার, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর যিনি চিকিৎসা করেন ডঃ জীবন নাগ তিনি ঠিকভাবে রুগীদের দেখাশোনা করতেন না; তাই রুগীদের পক্ষ থেকে তার স্ত্রী এই ব্যাপারে কর্মী সমিতির কাছে বার বার অনুরোধ করে। কারণ এই সুরেন্দ্র ভৌমিক মটরকর্মী সমিতির একজন সক্রিয় সমর্থক। তাই তার চিকিৎসার ব্যাপারে তারা ডাঃ নাগের সঙ্গে দেখা করে তাকে অনুরোধ করেছিলেন রুগীকে ভালভাবে চিকিৎসা করার জন্য। কিন্তু তা না করায় তার স্ত্রী বার বার সমিতির কাছে যায় তখন সমিতির পক্ষ থেকে পত্রিকায় একটা বিবৃতি দেওয়া হয়। আর বিবৃতির ফলে ডাঃ নাগের রুগীদের প্রতি খামখেয়ালীর কথা সর্বত্র প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে রুগীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করে উল্টো সেই রুগীটাকে আরও খারাপ করার বিভিন্ন চক্রান্ত করতে লাগলেন, এমন কি সেই রুগী ও তার স্ত্রীকে বললেন যে তোমার চিকিৎসা আমি করতে পারব না, করবে ঐ "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, এই ঘটনার ব্যাপারে ওই ডিপার্টমেন্টের যিনি ইনচার্জ ডাঃ মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর কাছে আজকে সকালে মটর কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে যাওয়া হয়, তখন তিনি নিজে হাসপাতালে গিয়ে রুগীকে দেখেন, যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রুগীকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে তার অন্য দিক দিয়ে সে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে। আমি বিধানসভার সমস্ত সদস্যদেরকে অনুরোধ করব, ওনারা নিজেরা গিয়ে আমার কথার সত্যতা দেখে আসার জন্য। ডাঃ চক্রবর্তীকে রুগীর এই ব্যবস্থাটা দেখানোর পর ডাঃ নাগ সেখানে আসেন এবং খুব খারাপ ভাষায়, আমি এর চিকিৎসা করবনা বলেন এবং যা তা ব্যবহার করতে শুরু করলে তার স্ত্রী তখন কান্নাকাটি করতে লাগল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ডা নাগকে যে, আপনাকে আমরা কিছু বলছি না, কিছুর বলার জন্যও আসিনি, এসেছি ডাঃ চক্রবর্তীর কাছে, তিনি নিজে রুগীকে দেখবেন, আপনি তখন কিছু বলবেন না। যদি কিছু বলার থাকে তাহলে রুগী দেখার পর বলবেন। এইসব ঘটনাগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এইটা খুবই দুঃখ জনক যে গুণ্ডাদের সমর্থক এখানেও আছে, হাসপাতালের মধ্যে গুণ্ডামী করবে আর তার সমর্থন এই হাউসের মধ্য থেকে পাবে। এই

জন্যই হাসপাতালের মধ্যে খুন হয়। এইমাত্র যারা মূর্খ তারাই এই কথা বলতে পারে যে একজন ডাঃ নাগ সেখানে চিকিৎসা করছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ডাঃ রায় চৌধুরী থেকে শুরু করে সমস্ত ডাক্তাররা দেখছেন রুগীকে সেখানে একমাত্র যারা মূর্খ তারা ছাড়া এখানে এই সব কথা আর কেউ বলতে পারে না। শুধু গুণ্ডাদের খোরাক আনার জন্য এই সমস্ত কথা এখানে বলা হচ্ছে। এইটা হতে পারে যে চিকিৎসার কোন রকম ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে হাসপাতালে গিয়ে গুণ্ডামী করতে হবে এইটা যদি কোন সদস্য তার যুক্তি দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেন তাহলে সেটা অত্যন্ত অন্যায় করবেন এবং সম্ভবত বাহিরে যে সমস্ত লোকরা খুন করেছে তারা অপেক্ষা করছে আর একবার সেই রকম ঘটনা ঘটানোর জন্য। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি গুণ্ডাদের খোরাক যোগাবেন না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বার "গুণ্ডা" শব্দটি ব্যবহার করছেন। এইটা আনপার্লামেন্টারী শব্দ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কি "গুণ্ডা" শব্দে আপত্তি করছেন, গুণ্ডাকে গুণ্ডাইতো বলতে হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, গুণ্ডাকে একশবার গুণ্ডা বলব, কোন সদস্যকে বলা হয়নি। যারা গুণ্ডাদের খোরাক যোগান তাদের বলা হয়েছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই সমস্ত দুষ্কৃত-কারীদের বিধান সভার ভিতরেই হোক আর বাহিরেই হোক, তাদেরকে যারা মদত যোগায়, সেই সমস্ত শক্তিকে গ্রেপ্তার করে হাসপাতালের পরিবেশ সুস্থ রাখা হবে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সৈয়দ বাসিত আলি :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজকের ঘটনায় যে তথ্য এখানে পেশ করলেন সেই সম্পর্কে আমি খুবই দুঃখিত এবং এইসা সম্পর্কে নিন্দা প্রকাশ করছি। কিন্তু মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা উনার প্রশ্নের মাধ্যমে যেভাবে এখানে প্রকৃত গুণ্ডাসৃষ্টি-কারীদের শাস্তির ব্যবস্থাকে শিথিল করতে চাইছেন এবং একটা রাজনৈতিক দলকে এখান থেকে বাহির করতে চাইছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয় ব্যাপার। সুতরাং আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, প্রকৃত গুণ্ডা সৃষ্টিকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীনসিত আলী :— সে যে কেউ হউক না কেন প্রকৃত বিচারের দৃষ্টিতে তদন্ত হউক এবং ভবিষ্যতে আর যাতে না হয় তারজন্যও আবেদন করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আগেই আমি বলেছি মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে ক্লেরিফিকেশান চাইছেন তাতে গুণ্ডাকে "গুণ্ডা" বলা হবেনা ত কি বলা হবে। জি, বি.তে হয়েছে, কৈলাসহরে হয়েছে এবং অন্যান্য জায়গায়ও হচ্ছে তখন শুধু সি.আর.পি দিয়ে বন্ধ করা যাবে না, জনগণ যদি সরকারকে সাহায্য না করেন। ডাক্তারদের

চিকিৎসার যদি অসুবিধার সৃষ্টি করা হয় তবে তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে সরকারকে সকলে যেন সাহায্য করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, হসপিটালে যে ধরণের হামলা হচ্ছে এটা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে সুরেন্দ্র ভৌমিকের অবস্থা যখন খুবই খারাপ তখন কোন ডাক্তার সেখানে ছিলনা এ খবর আমাদের কাছে আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে—যে কোন ঘটনার পিছনে একটা কারণ থাকে তাহলে এ ঘটনার পেছনে ঐটাই কারণ ?

শ্রীখগেন দাস :— তারা দীপক রায় ডাক্তারকে মারতে যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা চুপ করুন, ওনাকে বলতে দিন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— শ্যামাচরণবাবুর কাছে যখন খবর আসল তখন তিনি দৌড়ে গেলেন এবং ডাক্তার ডেকে এনে অনুরোধ করলে পর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের যারা আসে তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার অভাব ঘটে তারজন্য তাদের ক্ষোভ আছে। অনেকে অবশ্য নীরবে চলে যান। জনগণ ক্ষুব্ধ হলে পরে যে কিছু একটা হয়না তা নয়। সেক্ষেত্রে সেখানে সিকিউরিটির দরকার আছে যাতে ডাক্তারদের উপর কোন হামলা না হয়। ডাক্তারবাবুদের কাছে অনুরোধ করছি তারা যেন দেখেন যাতে রোগীদের কোন অযত্ন করা না হয় এবং সেদিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রী জমাতিয়া যেটা বলেছেন তারমধ্যে অনেক যুক্তি আছে। চিকিৎসা অনেকের উপকারে আসে। অনেক জায়গায় এসব ঘটনা হয়। এরকম ২/১টি ঘটনার কথা আমার কাছে এসেছে। কখনও কখনও ভুল চিকিৎসাও হয় তাতে কখনও কখনও হয়ত রোগী মারাও যেতে পারে। তাহলে পরে কি আমরা বিচার পদ্ধতিটা নিজেদের হাতে তুলে নেব ? নার্সদের উপর আক্রমণ করবে ? এটা আন-সিভিলাইজের কাজ। উত্তেজনা হয়ত থাকে তাহলে পরে সে উত্তেজনা জানাবার জায়গাও ত আছে। যদি কংগ্রেসী হন তাহলে কংগ্রেসের কাছে, সি. পি. এমের হলে আমাদের কাছে বা অন্যান্য দলের হলে সে দলের কাছে তা বলতে পারেন। চিকিৎসার ভুল হতে পারে। কারণ যারা ডাক্তার হয়ে এসেছেন, সবাই ত দক্ষ হয়ে আসছে না। তার উপর শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপার আছে যেখানে সামান্য ভুলও অসামান্য হয়ে উঠতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ অনেকগুলি পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান হয়েছে আর নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটু বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার : এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল— "Discussion on private members motion". আজকের কার্যসূচীতে একটি প্রাইভেট মেম্বার্স মোশন-এর উপর নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। মোশনটির বিষয়বস্তু হল—"Allocation of fund by the 8th Finance Commission for Tripura"

আমি এখন মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার রেজোলিউশনটি সভায় উত্থাপিত করার জন্য। মূল প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী আনা হয়েছে সেটাও উত্থাপন ও আলোচনার জন্য অনুরোধ করছি।

Sri Samar Chowdhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move the following amendment to the amendment moved by me on 12.9.84 on my motion that "Allocation of fund by the 8th Finance Commission be taken into consideration. The amendment proposed by me to the amendment as referred to above will read thus

"Assocation of fund by the 8th. Fiance Commission for Tripura be taken into consideration and this House urges upon the Central Govt. to implement the recommendations of the 8th Finance Comission for 1st. April, 1984 and that out of the amount allocated for Tripura for give years from 1984.85 an amount of about Rs. 30 crores from allocated funds for 1984-85 be released to the State Govt. of Tripura during the current Financial year 1984-85.

মিঃ স্পীকার স্যার, অষ্টম অর্থ কমিশনের নিকট রাজ্য সরকার আগামী পাঁচ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দাবী করেছিলেন অর্থ কমিশন তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ অর্থ বরাদ্ধ করেছেন। তদুপরি রাজ্য সরকার ৮ম অর্থ কমিশনের নিকট ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে আগামী পাঁচ বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের জন্য অর্থ চেয়েছিলেন এবং সেই দাবী অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ অনেক কম হলেও অর্থ কমিশন ১৯৮৪-৮৫ সাল হইতেই অর্থ প্রদান করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে পরিমাণ অর্থ ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে বরাদ্দ না করে ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একদিকে রাজ্য সরকার তাঁর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়ণ করবার জন্যে যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ অর্থ পেয়েছেন তদুপরি সে টাকা ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছর থেকে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রাজ্য সরকারের আরো ত্রিশ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। তাই অর্থ যাতে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেন সেই দাবী এই প্রস্তাবের মধ্যে রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি কি আপনার বক্তব্য চালিয়ে যাবেন, না আগামীকাল সেটা আবার আলোচনা করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আগামীকাল আবার আলোচনা শুরু করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আগামীকাল আবার অসমাপ্ত আলোচনা শুরু করা হবে। এই সভা আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইলো।

ANNEXURE— "A"

Admitted starred queetion No. :— 9

Name of M.L.A. :— Shri Tarani Mohan Sinha.

will the Hon 'ble Minister in-Charge of the Forest Departmeni be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার তৈরী ধূপশলা ও বাঁশের চটি অন্য কোন রাজ্যে রপ্তানী করা হয় কি ?

২। যদি করা হয়ে থাকে তাহলে ১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত সরকার মাশুল বাবদ কত টাকা পেয়েছেন ? (সন ভিত্তিক ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

Minister-in-Charge of the Forest Department :—

Shri A.Rahaman,

১। হাঁ।

২। ১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত এই বাবতে মোট টাঃ ৯৩, ৩৬৪,৮১ পঃ বাঁশের মাশুল হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। সন ভিত্তিক ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

বিভাগের নাম	১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত	১৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত
১। সদর বনবিভাগ, আগরতলা	— টাঃ ১৭, ৫২৭.২৬	টাঃ ৬, ৮৭১ ০৮
২। মনু বনবিভাগ, মনুঘাট	— টাঃ ৬, ৮০৪,২৫	টাঃ ২. ০৯৬.২৫
৩। উত্তর বনবিভাগ, কৈলাশহর	— টাঃ ৩১, ৫৫৬.০০	টাঃ ২৮. ৩১০.০০
মোট	— টাঃ ৫৫, ৮৮৭ ৪৮	টাঃ ৩৭, ৪৭৭.৩৩

Name of the M.L A. :— Shri Matilal Sarker.

Admitt]d Starred question No. 17.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Davelopment Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য এন-আর-ই-পি খাতে কত টাকা এবং কত শ্রমদিবসের কাজ বরাদ্দ করেছেন, তা, রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি না,

২। থাকিলে এর দ্বারা প্রয়োজন কত ভাগ পূরন করা সম্ভব হবে এবং

৩। রাজ্য সরকার গ্রমীণ কর্মসংস্থানের জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Reply to be given by the Minister-in-charge of the Rural Development Department, Shri Dinesh Chandra Deb Barma.

উত্তর

১। হ্যাঁ, সরকার অবগত আছেন।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে এন. আর, ই, পি খাতে মোট ১৫২·০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে যাহা প্রয়োজনের তুলনায় ২.৩৩৮ শতাংশ ভাগ মাত্র পূরণ করা সম্ভব হবে।

৩। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প ও গ্রামীণ ভূমিহীন কর্ম সংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প ছাড়াও রাজ্য সরকার, রাজ্য গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 28

Name of Member : Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কয়টি ল্যাম্পস এবং পরিচালনায় রেশন দোকান এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দোকান আছে ?

২) ইহা কি সত্য যে' অর্থাভাবে এসব দোকান পরিচালনা বিঘ্নিত হচ্ছে,

৩) সত্য হলে, এ ব্যাপারে সরকার কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

উত্তর

Minister in-chargh of the Co-óperative Departement,

১) ত্রিপুরায় ৪৫টি ল্যাম্পস ও ১১৮টি প্যাকস এর পরিচালনায় রেশন দোকান এবং ৫১টি ল্যাম্পস ও ১২৯টি প্যাকস এর পরিচালনায় অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দোকান আছে।

২) কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থাভাবে দোকান পরিচালনায় সমিতিকে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে।

৩) সমিতিগুলিকে বাৎসরিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক সাহার্য্য দেওয়া হচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 36

NAME OF M.L.A. SHRI SAMIR DEB SARKAR.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে মোট কতগুলি ডিসপেনসারী চালু আছে,

২। ১৯৮৩ সালে মঞ্জুরীকৃত কতগুলি ডিসপেনসারী এখনও চালু করা যায় নি, এবং

৩। উক্ত ডিসপেনসারীগুলি চালু না করার কারণ কি.

৪। বর্তমানে রাজ্যের কয়টি হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে.

৫। তার মধ্যে কতটি চালু অবস্থায় আছে,

৬। যে সব এক্সরে মেশিন অকেজো অবস্থায় আছে তাহা দ্রুত মেরামতের জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Minlster) : Shri Khagen Dos

১। বর্তমানে রাজ্যে ১৩৫টি এলোপ্যাথিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১১টি হোমিওপ্যাথিক, ৯টি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ৩৯টি সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ১৮৯টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু আছে। ডিসপেনসারী সংজ্ঞা বর্তমানে ব্যবহার হয় না।

২। ১৯৮৩-৮৪ সালে খোলার জন্য পরিকল্পিত ৬৯টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে ৫৯টি খোলা হয়েছে। ১০টি খোলা সম্ভব হয় নাই।

৩। উক্ত ১০টি কেন্দ্রের মধ্যে লালছড়া এবং নেপালটিলায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সর্ব প্রকার প্রস্তুতি নেওয়ার পরপরই বন্যার কারণে খোলা বিলম্বিত হইয়াছে। ঐ দুইটি কেন্দ্র সত্বর খোলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাকী ৮টির মধ্যে ৩টির বাড়ী নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ার দরুন এবং অন্যগুলির জন্য উপযুক্ত ভাড়া বাড়ী না পাওয়ার দরুণ খোলা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি ৩টি নির্মীয়মান বাড়ীর কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ঐ সব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সত্বর খোলার প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে। অন্যগুলির জন্য উপযুক্ত ভাড়া বাড়ী অনুসন্ধান করা হইতেছে।

৪। রাজ্যের ১২টি হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে। যথা—জি. বি. হাসপাতাল, ভি. এম. হাসপাতাল, উত্তর ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল, ৭টি মহকুমা হাসপাতাল এবং কাঞ্চনপুর গ্রামীণ হাসপাতাল।

৫। অমরপুর হাসপাতাল ব্যতীত বাকী সব হাসপাতালের এক্সরে মেশিনগুলি কার্যকরী আছে।

৬। আছে। সরবরাহকারী কোম্পানীগুলির সহিত নির্দিষ্ট সময়ান্তরে মেশিনগুলি স্ব স্ব সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা তদারকী পরীক্ষা ও সারাইয়ের জন্য চুক্তি করা হইয়াছে। তাছাড়াও হঠাৎ কোন মেশিন খারাপ হইলে তাহার দ্রুত সারাইয়ের জন্য কোম্পানীর সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারদের ডাকার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question :— 42

Name of M L. A

Shri Monoranjan Majumder.

Will the Honble Minister in—charge of tho Forest Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

ক] ত্রিপুরা রাজ্যে গত দুই বছরে অতিবর্ষন ও প্লাবন জনিত কারনে ধ্বস চাপায় মোট কত জনের প্রান হানি হয়েছে ?

খ] ইহা কি সত্য যে ব্যাপক হারে বন ধ্বংসের ফলেই কি ঘন ঘন ধ্বস নামছে ?

গ] সত্য হলে এর প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister- in-charge of fhe Forest Department :—Sri A. Rahaman.

ক] তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

খ] জানা নাই ।

গ] উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠেনা।

Admitted Starred Question No. 56

Name of Member :— Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative Department be pleased to state—

১) (ক) জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত পাটনীপাড়া আঞ্চলিক ল্যাম্পস্ এর অধীনে বুড়াখাঁ গাঁও সফায় রেজিষ্টি নং ৮১১ (এ) যে কন্‌জিউমার্স সেঠারটি আছে, ইহার প্রথম মূলধন কত ছিল এবং বর্ত্তমান মূলধন কত,

খ] ইহা কি সত্য যে ১৯৮৪ ইং মার্চ্চ মাস থেকে ঐ কনজিউমার্স ষ্টোরস্ এ কোন মালপত্র না থাকাতে উহা বর্ত্তমানে তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে,

গ] সত্য হয়ে থাকিলে হইার কারণ কি ?

ANSWER

Minister in-charge of the Cooperative Department

১। ক] পাটনীপাড়া আঞ্চলিক ল্যাম্পস্ এর বুড়খাঁস্থিত কন্‌জিউমার্স ষ্টোরস্ এর প্রথম মূলধন ছিল টাঃ ১০,০৫০.০০ এবং ইহার বর্ত্তমান মূলধন টাঃ ৭ ৬৪২.০০ ।

খ] না। সত্য নহে।

গ] প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 71

Name of M. L. A. :—Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-oharge of the Health & family welfare Department be pleased to state :—

১। ইহাকি সত্য যে জনসাধারণ বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও মোহনপুর হাসপাতালের সিটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে না,

২। যদি সত্য হয় তাহলে তার কারন ?

Answer

Minister-in-Charge of the health and family welfare Department (Name of the Minister) : Shri Khagen Das

১। হাঁ।

২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেন নাই।

Admitted Starred Q3estion No. 87

Neme of the Member :—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

Question

প্রশ্ন : ১। ইহা কি সত্য যে উন্নয়ন মূলক কাজে সংশ্লিষ্ট কোন কোন দপ্তরের কর্মকর্তারা কমলপুর সমষ্টি উন্নয়ন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকেন।

২। যদি সত্য হয় তবে কোন্ কোন্ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত উক্ত মহকুমার ব, ডি, সি, সভায় অনুপস্থিত থাকেন ?

Answer

Reply to be given by the Minister in-chatge of the Rural Development Department :—Sh.i Cinesh Deb Barma.

উত্তর : ১। হাঁ।

২। নিম্নলিখিত দপ্তরের কর্মকর্তারা বি. ডি. সি. মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন না :—

১। ডিসট্রিক্ট ইন্স্পেক্টর অফ সোসাল এডুকেশান।

২। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আমবাসা।

৩। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এম, আই, এফ, সি, আমবাসা।

৪। সুপারিনটেনডেন্ট অফ ফিসারিজ, কুমারঘাট।

৫। এস, ডি, ও, ইলেকট্রিকেল, কমলপুর।

৬। ডি, এফ, ও, আমবাসা।

৭। এস, ডি, এম, ও, কমলপুর।

Admitted Starred Question No. 94

Name of M.L.A. Shri Bidya chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ইং সনে ত্রিপুরার কতটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র কোথায় কোথায় খোলার পরিকল্পনা ছিল (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বর্ষে মোট ৬৭টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হইয়াছিল। তার মধ্যে মোট ৫৯টি খোলা হইয়াছে এবং বাকীগুলি খোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া হইল।

নিম্নলিখিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি খোলা হইয়াছে

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা :

১। জগহরিমুড়া
২। ভাটি অভয়নগর
৩। ধলেশ্বর
৪। গোলচক্কর

তেলিয়ামুড়া ব্লক :

১। মোহরছড়া আয়ুর্বেদ ডিসপেনসারী
২। গৌরাঙ্গটিলা
৩। শান্তিনগর
৪। হাওয়াইবাড়ী
৫। পিলাতলী

মেলাঘর ব্লক :

১। টাকমাউ
২। মোহনভোগ
৩। দুর্লভ নারায়ণ
৪। মনাইপাথর
৫। ভবানীপুর
৬। ভেলুয়ারচর
৭। মেলাঘর আয়ুর্বেদ ডিসপেনসারী
৮। নলছড়

জিরানীয়া ব্লক :

১। ব্রজনগর
২। কোবরাখামার
৩। জন্মেজয়নগর

মোহনপুর ব্লক :

১। লেফুঙ্গা
২। হেজামারা
৩। বড়কাঠাল

অমরপুর ব্লক :	১। শহরপুর
	২। বামপুর
বগাফা ব্লক :	১। পশ্চিম চরকবাই
	২। দেবদারু
	৩। রামরাইবাড়ী
	৪। বীরচন্দ্রমনু
রাজনগর ব্লক :	১। যশমুড়া
	২। দক্ষিণ সোনাইছড়ি
	৩। গৌরাঙ্গ বাজার
	৪। চোত্তাখোলা
বিশালগড় ব্লক :	১। পাণ্ডবপুর
	২। কাঞ্চনমালা
	৩। প্রতাপগড়
	৪। নবীনগর
	৫। সিপাহিজলা
	৬। দুর্গানগর
	৭। ওয়ারাংবাড়ী
	৮। পুরাথল বাজার
	৯। সূর্য্যমনি নগর
	১০। হেরমা বাজার
	১১। নওশাশিগঞ্জ বাজার
	১২। গাবর্দি
কুমারঘাট ব্লক :	১। গঙ্গানগর (রাজকান্দি)
পানিসাগর ব্লক :	১। সাতসঙ্গম
	২। লক্ষীনগর
	৩। গঙ্গানগর
	৪। চুরাইবাড়ী
কাঞ্চনপুর ব্লক :	১। মনচুয়াং
	২। সাবুয়াল
সালেমা ব্লক :	১। সেতরাই
	২। জয়ন্তী বাজার

বাক্তাবাড়ী ব্লক :	১। শামুকছড়া
	২। পিত্রা
	৩। আমতলী
	৪। পাউরামুড়া
	৫। দাতারাম

নিম্নলিখিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি খোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে

ছামনু ব্লক :	১। করাতিছড়া
	২। লালছড়া
	৩। নেপালটিলা
সাতচাঁন্দ ব্লক :	১। আইলমারা
রাজনগর ব্লক :	১। কলাবাড়িয়া
	২। পাইখোলা
বিশালগড় ব্লক :	১। চন্দ্রনগর
	২। লালসিংমুড়া
আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা	১। উন্নয়ন সংঘ
সালেমা ব্লক :	১। হরিনছড়া

ADMITTED STARRED QUFSTION NO. 114

NAME OF M L.A. SMIT, GITA CHOWDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। পুরাতন আগরতলায় সরকারী ডিসপেনসারীটি কত সালে স্থাপিত হইয়াছিল,

২। উক্ত ডিসপেনসারীতে দৈনিক কতজন রোগীর চিকিৎসা করা হয়,

৩। এই ডিসপেনসারীটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৪। থাকিলে কবে পর্যন্ত কার্যাকরী হইবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health And Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khangen Das.

১। প্রাক স্বাধীনতা কালে।

২। বর্তমানে দৈনিক গড়ে ১৩৩ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়।

৩। নাই।

৪। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 115

Name of Member :—Smit Gita Chodhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department ce pleased to state—

১। তেলিয়ামুড়ার হাওয়াবাড়ীতে মহীষ দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিকে সরকার হইতে কত টাকা ঋণ দিয়েছেন,

২। বর্তমানে ঐ সমবায় সমিতির শেয়ারের সংখ্যা কত, এবং

৩। ঐ সংস্থায় বর্তমানে দুগ্ধবতী মহিষের সংখ্যা কত ?

ANSWER

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। টাঃ ২০,০০০।

২। ৩০.৬.৮৪ ইং পর্যন্ত ৬০,

৩। বর্তমানে ঐ সংস্থায় কোন দুগ্ধবতী মহীষ নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 118

Name of M.L.A :—Smti Gita Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমান ত্রিপুরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কোন পরিচালক কমিটি গঠন করা হইয়াছে কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Ministet) : Shri Khagen Das.

১। না।

Admitted Starred Question No. 123

Name of M.L.A. ; Shri Kali kumar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare De partment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় মুংগীয়া বাড়ীতে (৩৭ মাইল) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ খোলা হইবে বলে আশা করা যায় ;

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Da .

১। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যে ৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মুংগীয়া বাড়ীও অন্তর্ভুক্ত।

২। ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা এ, ডি, সি, কে দেওয়ার জন্য ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মুংগীয়া বাড়ীর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ হাতে নেওয়া যায় কিনা তার জন্য এ, ডি, সি,কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 144 asked by Shri Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

গত ১৯৭৮ইং সন হইতে ১৯৮৪ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত কৈলাসহর মহকুমায় কি পরিমাণ সিমেন্ট ও টিন জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করা হইয়াছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

To be Replied by the Food Minister

কৈলাসহর মহকুমাতে সিমেন্ট ও টিন সরবরাহের বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ—

বৎসর	কৈলাসহরে সিমেন্ট সরবরাহের পরিমান	কৈলাসহরের টিন সরবরাহের পরিমাণ
১৯৭৮ইং	১১,২৩৭ ব্যাগ	সরবরাহ করা হয়
১৯৭৯ইং	৬,১৬৬ ,,	,,
১৯৮০ইং	১২,৭৫০ ,,	,,
১৯৮১ইং	৫,২০৭ ,,	,,
১৯৮২ইং	৫,৫০৯ ,,	,,
১৯৮৩ইং	২,০৪১ ,,	৫০ কুইন্টাল
১৯৮৪ইং	১,৩০৯ ,,	জুন মাস পর্য্যন্ত সরবরাহ করা হয় না

Admitted Starred Question No. 146

Name of Member ; Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ষ্টেইট কোপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড এর বর্তমানে আমানতের পরিমাণ কত ?

২। এ পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে যে ঋণ বিলি করা হয়েছে তন্মধ্যে এখন পর্য্যন্ত অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কত ?

৩। রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ত্রিপুরা ষ্টেট কোপারেটিভ ব্যাংক কোন ঋণ নিয়েছে কিনা ?

৪। নিয়ে থাকলে উক্ত ঋণের পরিমাণ কত ? এবং

৫) রিজার্ভ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কত কিস্তিতে কত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে ?

উত্তর

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। ৩০.৬.৮৪ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড এর আমানতের পরিমান টা: ৭,১১,৩৫,০০০,

২। ৩০.৬.৮৪ইং পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাংক এর অনাদায়ী ঋণের পরিমান টা: ৩,৮০,৩৫,০০০,

৩। হ্যাঁ নিয়েছে।

৪। রিজার্ভ ব্যাংক হইতে নেওয়া ঋণের পরিমাণ টা: ৪,১৪,৫০,০০০ (চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)।

৫। টা: ৪,৭০,৭৩,০০০ (চার কোটি দশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। বাকী টাকা শর্ত অনুযায়ী তিন কিস্তিতে পরিশোধ করা হইবে।

Assembly Admitted Starred Question No. 150 asked by Shri Syed Basit Ali.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state

ত্রিপুরায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকার হতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

ANSWER

Replied by the Food Minister

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় কতক পণ্য সামগ্রী যেমন, চাউল, গম, লবন, চিনি, ভোজ্য তৈল ও কেরোসিন নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় জন সাধারণের মধ্যে

বন্টন নীতি অনুযায়ী দেওয়া হইতেছে। সরকার আরও কতকগুলো পণ্য সামগ্রী নির্দ্দিষ্ট দারে বন্টন ব্যবস্থাসূচী চিন্তা করিতেছেন।

Assembly Admitted Starred Cuestion No. 154 asked by Shri Jawhar Saha.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food and Civil Supplies Department be please to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে বর্ত্তমান বৎসর যে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত পরিমান অতিরিক্ত চাউল বরাদ্দ করে ছিলেন ;

২। উক্ত বরাদ্দকৃত চাউলের মধ্যে ১৫ জুলাই পর্য্যাপ্ত পরিমান চাউল রাজ্যের কেন্দ্রীয় গুদামে পৌঁছেছে, এবং

৩। উক্ত চাউল আনার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন সময় সীমা ছিল কিনা, এবং

৪। থাকিলে ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত চাউল রাজ্যে পৌছেছে কিনা ;

৫। কিসের ভিত্তিতে এবং কোন সংস্থাকে উক্ত চাউল পরিবহন দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল ?

ANSWER

To be replied by the Food Minister, Date of Reply. 12-9-84

১। ২০০০ মেট্রিক টন

২। সম্পূর্ণ

৩। না,

৪। প্রশ্ন উঠেনা

৫। সরকারি দরপত্রের ভিত্তিতে উক্ত চাউল শ্রীজগদীশ সাহা নামক ঠিকাদারকে পরিবহনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল।

Admitted Starred Question No .— 157

Name of M. L. A :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Forest Department be please to State :—

১। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ সালের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত কতজন বনজ সম্পদ পাচারকারীকে ধরা সম্ভব হয়েছে ?

২। উক্ত পাচার কারীদের নিকট হতে কি পরিমান বনজ সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Forest Deptt :—Sri A. Rahaman.

১। ২,০৭৮ জন বনজ সম্পদ পাচার কারীকে ধরা সম্ভব হয়েছে।

২। ১,২৫৮,২৬৪ ঘনমিটার কাঠ, প্রায় ১০ কুইন্টাল জ্বালানী কাঠ, ১,৩০১.১০ রানিং মিটার কাঠের খুটি উক্ত পাচারকারীদের নিকট হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 163,

Name of Member :—Sri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative Department be pleased to state.

১। শোভাপুর প্যাকস্ প্রতিষ্ঠার সময়ে তার মূলধন কত ছিল এবং বর্তমানে তাহার মূলধন কত ?

২। প্যাকস্ প্রতিষ্ঠার পর হইতে ৩০.৬.৮৪ তাং পর্যন্ত এই প্যাকসের আয়ের পরিমাণ কত ?

৩। উক্ত প্যাকসের ১৯৮৩-৮৪ সনের আয় ব্যয়ের হিসাব প্যাকস্ মেম্বারদের দেওয়া হয়েছে কিনা, এবং

৪। না দেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। শোভাপুর প্যাকস্ প্রতিষ্ঠার সময় ইহার মূলধন ছিল টা: ১,২৪০.০০ এবং বর্তমানে (৩০-৬-৮৪ ইং তারিখে) ইহার মূলধন টা: ৫৩,৫৮৯.৫০।

২। টা: ১৩, ৯৭৯ ১১ পয়সা।

৩। উক্ত প্যাকস্ এর ১৯৮৩-৮৪ সনের আয় ব্যয়ের হিসাব এখনও মেম্বারদের দেওয়া হয় নাই

৪। আয় ব্যয়ের হিসাব জুলাই ১৯৮৪ ইং সনে শেষ হইয়াছে। সমিতি ইহার আগামী বাৎসরিক সাধারণ সভার মাধ্যমে মেম্বারদের আয় ব্যয়ের হিসাব দিবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO-164

NAME OF M.L.A. :—SHRI RASIK LAL ROY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :

১। সোনামুড়া মহকুমায় বেলোনীয়া, রবীন্দ্রনগর, সোনাপুর এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। যদি না থাকে তার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT (NAME OF THE MINISTER) : SHRI KHAGEN DAS.

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বি, ডি, সি, কর্তৃক সুপারিশকৃত ৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থান তালিকায় উক্ত স্থানগুলি পড়ে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO-165

NAME OF M.L.A. :—SHRI RASIK LAL ROY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :

১। সোনামুড়া এবং মেলাঘর সরকারী হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা, এম্বুলেন্স গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং স্টাফদের জন্য কোয়াটার তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়,

৩। যদি না থাকে তাহলে তার কারন ?

Answer

Minister-in-charge of the Health and family welfare Department (Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটিতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা বর্তমানে নাই। উভয় প্রতিষ্ঠানেই রোগী পরিবহনের জন্য গাড়ী দেওয়া আছে। গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নাই। ষ্টাফদের জন্য কোয়াটার তৈরী প্রয়োজনানুসারে বিবেচনা করা হইবে।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেন নাই। অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে একাধিক গাড়ী দেওয়া নিয়ম নাই।

Admitted Starred Question No. 182.

Name of Member :— Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য সমবায় বিভাগে সংরক্ষিত ২টি ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ও ৩টি এসিস্টেন্ট রেজিষ্ট্রারের পদ খালি পড়ে আছে,

২। সত্য হইলে উপযুক্ত সরকারী কর্মচারী থাকা সত্বেও উক্ত পদগুলি পূরণ না করার কারণ কি ?

ANSWER

Minister in-charge of the Co-operative Departement,

১। সমবায় বিভাগে সংরক্ষিত ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের ২টি এবং এসিস্টেন্ট রেজিষ্ট্রারে ৩টি পয়েন্ট খালি আছে।

২। প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় সডিডেলী পূরণ না হওয়ায় উক্ত পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted starred Question No. :— 203

Name of the M.L.A. :- Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Department be pleased to state—

১। ১৯৭৯ সনে সরকার ত্রিপুরার কিছু সংখ্যক গ্রামকে জয়ন্তী গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন কিনা, এবং

২। করে থাকলে জয়ন্তী গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করার পর ঐ গ্রামগুলিতে সরকার কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তার বিবরণ ?

REPLY

Minister-in-Charge of the R.D. Department :- [illegible] ARMA

১। হ্যাঁ। ত্রিপুরার ১৭ ব্লকের ১৭০ গ্রামকে সার্বিক উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট ১৯৭৯ সনে জয়ন্তী গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

২। বিভিন্ন পরিকল্পনাভুক্ত অর্থ বরাদ্দ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলো ঐ গ্রামগুলোতে করা হয়েছে, যথা :—

ক) গ্রামীণ রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামত করা,

খ) পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি করা, যথা—রিং-ওয়েল, টিউব-ওয়েল, পুকুর খনন করা, স্কুল, বালোয়াড়ী স্কুল তৈরী করা, গ্রামে পঞ্চায়েত ঘর, পঞ্চায়েত অফিস, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র, ভি, এল. ডাব্লিও, সেন্টার নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে লোন দান ও অনুদান দেওয়া, ইলেকট্রিক লাইন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঐ সমস্ত গ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট, মেরামত ও তৈরী করা এবং এস, পি, টি, ব্রীজ কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 204

Name of Member : Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Depertment be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন প্যাকস্ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে জনসাধারণের নিকট ১৯৮৪ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত কত টাকা ঋণ বিলি করেছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

Mnister-in-charge of the Co-operation Department

১। প্যাকস্ কর্তৃক মেম্বারদের নিকট ঋণ বিলির পরিমাণ এইরূপ (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

মহকুমার নাম	ঋণের পরিমাণ টাঃ পঃ
সদর	৬৭ ২৩,৪৭৭·০০
সোনামুড়া	৯ ৪০,৭৩২·০০
খোয়াই	২ ৬৩,৭২৭ ০০
কৈলাশহর	৮,৯২,৪৪১ ৪২
কমলপুর	২০,৬৬,৪০১·৮৬
বিলোনীয়া	১৪,২৯,০৭১ ২৪
ধর্মনগর	৯,৫৭,৬৫৪ ৫৯
সাব্রুম	২ ২৬,১৫৫·১৮
উদয়পুর	৫১,৬১৭৭, ২১

Assembly Admitted Starred Question No. 221

Asked by Shri Rudreswar Das

Question

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, বিগত বন্যার সময় যারা ত্রিপুরায় বন্যা দুর্গত বিভিন্ন স্থানে হেলিকপ্টারের সাহায্যে চাউল সরবরাহ করা হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয় তবে কোন কোন স্থানে কত পরিমাণ চাউল হেলিকপ্টারের সাহায্যে সরবরাহ করা হয়েছিল।

৩। ইহা কি সত্য যে, উক্ত হেলিকপ্টারের ভাড়া রাজ্য সরকার বহন করতে হয়েছে।

৪। যদি হঁ্যা হয় তবে কোন মহকুমার জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

Answer

To be Replied by the Food Minister

১। হ্যাঁ।

২। জায়গার নাম ও চাউল সরবরাহের পরিমান নিম্নে দেওয়া হইল :

জায়গার নাম	পরিমাণ
কৈলাশহর	৩৪·৪৫ মেট্রিক টন।
কমলপুর	৭৯·১০ ,,
মনু	৮·০০ ,,
ছামনু	৫·৬৪ ,,
কাঞ্চনপুর	২·০০০ ,,

৩। হেলিকপ্টারের ভাড়া রাজ্য সরকারকেই বহণ করিতে হইবে।

৪। ভাড়া এখনো দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় বিমান বাহিনীর নিকট হইতে ভাড়ার বিল পাওয়ার পর উক্ত বিল মিটাইয়া দেওয়া হইবে। কত টাকা কি হিসাবে বিল করিতে হইবে তাহা এখনো জানা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 237

Name of M.L.A. Shri Samir Kr. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে সর্বমোট কয়টি রাবার প্ল্যানটেশন সেন্টার আছে ?

২। উক্ত রাবার প্ল্যান্টেশন হইতে সরকারের গড়ে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ কত ?

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরো নূতন রাবার প্ল্যানটেশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। থাকিলে কোথায় এবং কবে নাগাদ উক্ত কাজ সুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department : Sri A. Rahaman,

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ফরেষ্ট কর্পোরেশন সহ সরকারের সর্বমোট ৩২টি (বত্রিশ) রাবার প্ল্যান্টেশন সেন্টার আছে ?

২। রাবার প্ল্যান্টেশন হইতে গড়ে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ আনুমানিক ২০ (কুড়ি) লক্ষ টাকা।

৩। হ্যাঁ।

৪। বর্তমান আর্থিক বছরে মতিনগর, ধনপুর, কলমচোরা, করইছড়া, কাঞ্চনবাড়ী, পানিটীলা, সাইদারপার, পাইখোলা, গৌরিফা, আবাংছড়া ইত্যাদি স্থানে ইতি মধ্যে নূতন রাবার বাগান তৈরীর কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 298

Name of Member :—Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য লালসিংমুড়ায় ১ (এক) বৎসর পূর্বে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য পাকা ঘর তৈরী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু করা হয় নাই ; এবং

২। সত্য হইলে উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department
(Name of the Ministet) : Shri Khagen Das.

১। লালসিংমুড়ায় একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গৃহের নির্মাণ কার্য্য সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়াছে।

২। সত্বর উহা চালু করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 118

Name of M.L.A :—Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চড়িলাম ডিসপেনসারীটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ উন্নীত করা হবে বলে আশা করা যায়

৩। না থাকিলে তার কারন ?

Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। চড়িলামের ৫/৬ কি. মি. দূরত্বে বিশালগড়ে একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। ইহার চাইতেও কম দূরত্বে বিশ্রামগঞ্জ আরও একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানাধীন। এই কারণে চড়িলামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের যৌক্তিকতা অনুভূত হয় না।

Admitted Starred Question No. 260

Name of M.L.A. Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। পূর্ব লক্ষীবিল, বাইদ্যাদিঘী, চন্দ্রনগর, গোপীনগর, কলকলিয়া এলাকার বসবাসকারীদের সুবিধার্থে লক্ষীবিল ডিসপেনসারীকে ৬ (ছয়) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করা কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে ইহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়.

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

Answer

Minister-in-Charge of the health and family welfare Department (Name of the Minister) : Shri Khagen Das

১। নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। লক্ষীবিল, চন্দ্রনগর, মোহনপুর, গোলাঘাটী, গোপীনগর ইত্যাদি গাঁওসভাযুক্ত এলাকার লোক ১৮ হাজারের কিছু বেশী মাত্র। এই লোক সংখ্যায় শয্যাযুক্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যৌক্তিকতা নাই। ইহা ছাড়া উক্ত এলাকায় গোলাঘাটি, সিপাহিজলা, পূর্ব লক্ষীবিল এবং নবশাস্ত্রিগঞ্জ বাজারে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রহিয়াছে এবং চন্দ্রনগর গাঁওসভায় একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে এই গাঁওসভাগুলির দূরত্ব খুব বেশী নহে।

Admitted Starred Question No 289

Neme of the M.L.A. :—Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা সাব্রুম মহকুমার শুকনাছড়ি ও সোনামুড়া মহকুমার কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদি বনজ সম্পদ বাংলাদেশ পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং

২। যদি সত্য হয় তাহা প্রতিরোধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department :—Shri A. Rahaman.

১। সাব্রুম মহকুমার শুকনাছড়ি এলাকা দিয়ে বনজ সম্পদ পাচার হওয়ার ঘটনা জানা নাই তবে সোনামুড়া মহকুমার সীমান্ত এলাকা দিয়া বনজ সম্পদ পাচার হওয়ার ঘটনা সত্য।

২। বন বিভাগের আঞ্চলিক ও ভ্রাম্যমান টহলদার বাহিনী সর্ব্বদা বনজ সম্পদ পাচার রোধে ব্যপৃত রহিয়াছে। এই টহলদারী কাজে অনেক সময় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ও সাহায্য লওয়া হয়। টহলদারী ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

Admitted Statred Question No. 300

Name of M.L.A. Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য বিগত আর্থিক বৎসরে (১৯৮৩-৮৪) উদয়পুর মহকুমার কিল্লাতে ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল,

২। সত্য হইলে উহা কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ ?

Answer

Minister-in-charge of the Health And Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das,

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Admitted Starred Question No. 150 asked by Shri Rabindra Deb Barma.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। অমরপুর মহকুমার নইস্টারবাড়ীতে খাদ্য মজুত ভাণ্ডার তোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ গড়ে তোলা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

To be replied by the Food Minister. Date of reply—12.9.84.

১। হ্যাঁ।

২। যত শীঘ্র সম্ভব।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 307

Name of M.L.A. ; Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

১। সারা রাজ্যের কোন বিভাগে কতজন কুষ্ঠ রোগী আছে,

২। কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে,

৩। কুষ্ঠ রোগীদের অন্যান্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা কি আছে,

৪। "শ্বেত" কুষ্ঠ রোগের অন্তর্ভুক্ত কি না ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health And Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khangen Das.

১। রাজ্যে ৩১।৭।৮৪ইং পর্যান্ত কোন জেলায় কতজন কুষ্ঠ রোগী চিহ্নিত হইয়াছেন জেলা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা —	৮১৫ জন
উত্তর ত্রিপুরা জেলা —	৯৪৭ জন
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা —	৭৬৮ জন
মোট —	২৫৩০ জন

২। ত্রিপুরার উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় ৪০টি সেন্টার এবং পশ্চিম জেলায় ২০টি এস,ই টি সেন্টার (সার্ভে, এডুকেশান এবং ট্রিটমেন্ট) খোয়াই এবং কৈলাশহরে ২টি আরবান লেপ্রোসি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতিটি কুষ্ঠ রোগীকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন করিয়া কর্মী নিয়োজিত আছেন। তাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কুষ্ঠ রোগীর সন্ধান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সারা রাজ্যের এই কর্মপদ্ধতি পরিদর্শন ও পরিচালনা করিবার জন্য উত্তর ত্রিপুরার মনুঘাটে, দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজারে একটি করিয়া লেপ্রোসি কন্ট্রোল ইউনিট এবং পশ্চিম ত্রিপুরার আগরতলায় একটি জোনাল লেপ্রোসি অফিস আছে। ঐ অফিসগুলির পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন।

৩। নাই। তবে জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণী দিবসে নিয়মিত চিকিৎসা নিতে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ মঞ্জুরীক্রমে তাদের শাড়ী, ধুতি, কম্বল বা তৈজস পত্রাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। না।

Admitted Starred Question No. 814

Name of Membar :— Shri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Ministes-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের ডাণ্ডারিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে কতটি গ্রামে ১৯৮৪ সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে পানীয় জল সরবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে (গ্রামের নাম সহ তাহার হিসাব) ।

২। উক্ত পঞ্চায়েতের অধিনে কতটি গ্রামে এখনও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়নি তার হিসাব ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের ডাণ্ডারিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মোট ১০টি গ্রামে সরকারী উদ্যোগে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যথা :—

(১) ভাসরায় পাড়া (২) জয়মনি পাড়া (৩) মহেন্দ্র চন্দ্র পাড়া (৪) বৈদ্যমোহন পাড়া (৫) সীমানাপুর (৬) ডাণ্ডারীমা (৭) বেঙ্গামোহন পাড়া (৮) সেতুবাড়ী (৯) সৈগড় পাড়া (১০) পুস্পরাম পাড়া।

২। ১৮টি গ্রামে এখনও পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 333 asked by Shri Kesh Majumder M.L.A.

প্রশ্ন

১। এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি ও স্বাভাবিক রেশন ব্যবস্থা চালিয়ে রাখতে বর্তমানে ত্রিপুরায় মাসে গড়ে কত চাউলের প্রয়োজন।

২। মাসিক প্রয়োজনী সম্পূর্ণ চাউল কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ করেন কিনা।

৩। না করলে তার কারণ এবং

৪। কত পরিমাণ চাউল কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে মাসিক বরাদ্দ দিয়েছেন (বিগত এক বছরে গড় হিসাব)।

উত্তর

To be Replied by the Food Minister

১। প্রায় ১০,০০০ মে. টন।

২। না।

৩। রাজ্য সরকার ১০,০০০ মে, টন চাউল বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রের নিকট দাবী করিতেছেন কিন্তু কেন বরাদ্দ বাড়ানো হইতেছেনা তাহা জানা নাই।

৪। বিগত এক বৎসরে (এপ্রিল ৮৩—মার্চ—৮৪) গড়ে মাসিক চাউলের বরাদ্দ ১,৫৩৪ মে, টন ছিল।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 335

NAME OF M.L.A. Shri Sunil Kumar Chowdhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য শ্রীমধুসূদন চৌধুরী, সাং—দোল বাড়ী, সাব্রুম একই সঙ্গে ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযানের কর্মী এবং সাব্রুমের দোলবাড়ী গাও পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি

২। সত্য হইলে একই সঙ্গে গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য ও সরকারী চাকুরী করা যায় কি না;

৩। যদি করা না যায় তাহা হইলে উক্ত চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হবে ?

ANSWER

Minister in-charge of the Health and Family welfare Department

Name of the Minister : Shri Khagen Das.

১। উনি বর্তমানে সীজনাল ম্যালেরিয়া ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করিতেছেন। তবে উনি গাঁও পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি কিনা ইহা এই দপ্তরের জ্ঞাত নহে।

২। সীজনাল ম্যালেরিয়া কর্মীদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে গন্য করা হয় না। সেই হিসাবে অনুরূপ কোন কর্মীর গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য হইতে বাধা নাই।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 339

Name of M.L.A. ; Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কোন কোন মহকুমায় শুধু উপজাতিদের মধ্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার জন্য কতজন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য যে উদয়পুরে বিভাগেও অনুরূপ একজন চিকিৎসক আছেন ?

৩। সত্য হইলে তিনি কোন কোন ট্রাইবেল অঞ্চলে গত ১লা এপ্রিল ৮৪ থেকে ৩১শে জুলাই ৮৪ইং পর্যন্ত কতজন উপজাতিকে চিকিৎসা করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister— Shri Khagen Das.

১। এইরূপ কোন আলাদা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 342

Name of M.L.A. Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare

১। মাতাবাড়ী ব্লকের অধীন গর্জনমুড়া, দুগ্ধ পুষ্করিনী, মুড়াপাড়া, কামজুরী, পিত্রা-রাজনগর এলাকার জনগণের সুবিধার্থে কোন ডিসপেনসারী বা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। না থাকিলে তার কারণ ?

Answer

Minister-in-charge of the Health And Family Welfare Department

(Name of the Minister) ; Shri Khangen Das.

১। ঐ সমস্ত এলাকার নিকটবর্তী আমতলা, পাঞ্জামুড়া দাতারাম, পিত্রা ইত্যাদি স্থানে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রতি ৫ হাজার সমতলবাসী এবং ৩ হাজার পার্বত্য অঞ্চলবাসীর জন্য পর্য্যায়ক্রমে উপযুক্ত স্থানে অনুরূপ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে নেওয়ার চেষ্টা করা হইবে।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 343

Name of Member :— Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

১। মাতাবাড়ী ব্লক এলাকাধীন গোকুলপুর, ধ্বজনগর, পালাটানা, পিত্রা রাজনগর, উত্তর মহারানী এলাকায় পানীয় জলের সংকট নিরসনের জন্য দীর্ঘ মিয়াদী জল সরবরাহ প্রকল্প স্থাপনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

২। গভীর নলকূপ বা Treatment Plant এর মাধ্যমে রাজ্যের পানীয় জল সংকটের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার দীর্ঘ স্থায়ী কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

Reply

Minister-in-Charge of the Rural Development Department :
Shri Dinesh Debbarma,

১। ১৯৮৪-৮৫ সালে বাতারবাড়ী ব্লক এলাকাধীন গোকুলপুর, খঞ্জনগর, পালাটানা ও মহারাণী এলাকায় জল সংকট নিরসনের জন্য পূর্ত বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। রাজনগর ও পিত্রা এলাকায় ১৯৮৫-৮৬ সালে পানীয় জল সরবরাহের দীর্ঘ ম্যাদী প্রকল্প নেওয়া হবে। এ ছাড়া ১৯৮৪-৮৫ সালে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পে গোকুলপুরে একটি, পিত্রাতে একটি ও দক্ষিণ মহারাণীতে একটি মার্ক টু হেণ্ড পাম্প বসানোর পরিকল্পনা আছে।

২। গভীর নলকূপ বা ট্রিটমেন্ট প্লেট এর মাধ্যমে ১২৫০টি গ্রামে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ প্রকল্পের মঞ্জুরী ভারত সরকার হইতে পাওয়া গিয়াছে। এর মধ্যে ১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত ৫৭৯টি রেভিনিউ ভিলেজ এর আওতায় আসিয়াছে। চলিত বৎসরে ২০২টি গ্রামের আওতায় আসিবে এবং বাকী ৪৬৯ গ্রামে ৭ম পরিকল্পনায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 346

Name of M. L. A. :—Shri Sunil Kumar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & family welfare Department be pleased to state : –

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এ পর্যন্ত কতগুলি নতুন Health Centre উদ্বোধন করা হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব), এবং

২। বর্তমান বর্ষে আরকার আরও নতুন Health Centre খোলার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাহা কবে নাগাদ উদ্বোধন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। ১১টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

মেলাঘর ব্লক	নলছড়
জিরানিয়া ব্লক	আম্বজয়নগর
কুমারঘাট ব্লক	গঙ্গানগর (রাজকান্দি)
পানিসাগর ব্লক	সাতসঙ্গম
	লক্ষীনগর
	গঙ্গানগর

	চুরাইবাড়ী
কাঞ্চনপুর ব্লক	মনচুয়াং
	সাব্রুয়াল
সালেমা ব্লক	সেতরাই
	জয়ন্তী বাজার

২। সরকারী গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে বা ভাড়া বাড়ী পাওয়া গেলে বাকীগুলি খোলা হইবে। যে সব স্থানে বাড়ী নির্মিত হইয়াছে এবং ভাড়া বাড়ী পাওয়া গিয়াছে ঐ সব স্থানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নেওয়া হইয়াছে।

Assembly Admitted Starred Question No. 354 Asked by Shri Gopal chandra Das

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies be pleased to state

১। কোন এজেন্সির মাধ্যমে বর্তমানে ধর্মনগর এবং সি, আই গোডাউনে থেকে আগরতলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চাল সরবরাহ করা হয়,

২। তার জন্য কোন টেণ্ডার বা দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল কিনা ?

ANSWER

Replied by the Food Minister.

১। রাজ্য সরকার ধর্মনগর এফ, সি, আই গুদাম থেকে কোন চাল আগরতলায় আনা হয় না। ধর্মনগর এফ, সি, আই গুদাম থেকে রাজ্য সরকার ধর্মনগর ইন্ ট্রেনজিট গুদাম এবং চন্দ্রপুর গুদাম চাল পরিবহন করা হয়। বর্তমানে উক্ত এফ, সি, গুদাম থেকে চাল রাজ্য সরকারের গুদামে পরিবহনের জন্য কোন কন্টাকটর বা এজেন্সী নাই।। সরকারী ব্যাবস্থা-পনায়ই উক্ত কাজ করা হয়।

২। হাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO-361

NAME OF M.L.A. :—SHRI FAYZUR RAHAMAN

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমায় তারকপুর ও ইছাই লালছড়াতে বর্তমান বর্ষে ডিসপেনসারী খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, এবং

২। যদি সত্য হয় তা হলে উক্ত দুইটি স্থানে ডিসপেনসারী কবে নাগাদ খোলা হবে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT (NAME OF THE MINISTER) : SHRI KHAGEN DAS.

১। তারকপুরে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। ইচাইলালছড়াতে নাই। কারন ইচাইলালছড়াতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য কোন সুপারিশ বি, ডি, সি, কর্তৃক করা হয় নাই। পানিসাগর বি, ডি, সি, কর্তৃক অনুমোদিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলির নাম—কৃষ্ণপুর তারকপুর, সাতসঙ্গম, বাগনান, গঙ্গানগর।

২। তারকপুরে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত স্থানটি উপযোগী নহে। বিকল্প উপযুক্ত স্থান দেখা হইতেছে। তারকপুরে উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেলে বা ভাড়াবাড়ী পাওয়া গেলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি খোলা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO-363

NAME OF M.L.A. :—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :

১ ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম্বুলেন্সটি বর্তমানে ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আছে কি না, না থাকিলে তার কারন,

২। উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

Answer

Minister-in-charge of the Health and family wolfare Department (Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম্বুলেন্সটি বর্তমানে ধর্মনগর ইন্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে মেরামতের জন্য আছে।

২। উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি Rural Family Centre খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে এবং মলমূত্র, রক্ত, ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য লেবরেটরি এবং ট্রেনিং সেন্টার সংযোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 373

Name of Member :— Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১। সমবায় দপ্তরে মোট কয়জন ১ম, ২য় ও তৃতীয় শ্রেণীর অফিসার ও কর্মচারী আছে,

২। তার মধ্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা কত ;

৩। উক্ত দপ্তরে প্রমোশনের ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা (100 Points roster) পালন করা হচ্ছে কি ?

৪। যদি না হয়ে থাকে তার কারন কি ? এবং

৫। ঐ সম্পর্কে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি ?

Answer

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। সমবায় দপ্তরে ৩ জন প্রথম শ্রেণীর; ২৭ জন ২য় শ্রেণীর অফিসার এবং ৩২৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী আছে।

২। তার মধ্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতি অফিসার ও কর্মচারীর সংখ্যা এইরূপ : -

তপশিলী জাতি --

২য় শ্রেণী—১ জন

৩য় শ্রেণী—৪০ জন

তপশিলী উপজাতি—

২য় শ্রেণীর—৫জন

৩য় শ্রেণীর--৭০ জন

৩। হাঁ—পালন করা হয়।

৪। প্রশ্ন ওঠে না।

৫। প্রশ্ন ওঠে না।

Assembly Admitted Starred Question No. 374

Asked by Shri Nakul Das, MLA

Question

১। রাজ্যের বিভিন্ন খাদ্য গুদামে বর্তমানে কত পরিমাণ খাদ্যশস্য ও কি কি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ মজুত আছে ? (৩১শে জুলাই, ১৯৮৪ পর্যন্ত)

২। সকল প্রকারের অত্যাবশ্যকীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ রেশন দোকানের মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

Answer

Replied by the Food Minister.

১। চাউল ২৯৩৭ ৯ মেঃ টন

গম ২৮৯ মে. টন,

লবণ ৪৬০৬·১ মে. টন,

চিনি ২৬৩১·০ মে, টন,

Rapeseed oil ৬ মে. টন

২। রেশনের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

ANNEXURE—"B'

Admitted Un-Starred Question No. 7

Neme of the M.L.A. :—Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যের মহকুমা হাসপাতালগুলির কোনটিতে কতটি শয্যা ছিল ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্ত্তমানে কোন কোন মহকুমা হাসপাতালে কতটি শয্যা আছে ?

৩। বর্ত্তমানে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন কত রোগীকে ভর্ত্তি করা হয় ?

৪। ক) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে রোগের আত্মীয়স্বজনদের অতিরিক্ত ভীড় এড়াবার জন্য আলাদা শেড নির্মান করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

খ) থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

গ) না থাকিলে এ পরিকল্পনা শীঘ্র নেয়া হবে কি ?

Minister-in-Charge of the health and family welfare Department (Name of the Minister) : Shri Khagen Das

উত্তর

১। উদয়পুর—৫০ কৈলাশহর—৫০ শয্যা ধর্মনগর—৫০ শয্যা

মেলাঘর—৩০ শয্যা বিলোনিয়া—৩০ শয্যা সাব্রুম—৩০ শয্যা

অমরপুর—২০ শয্যা খোয়াই—৩০ শয্যা কমলপুর—৩০ শয্যা

২। উদয়পুর জেলা হাসপাতাল—৫০ শয্যা কৈলাসহর জেলা হাসপাতাল—৫০ শয্যা খোয়াই—৩৫ শয্যা ধর্মনগর—৫৫ শয্যা সাব্রুম—৩৫ শয্যা খোয়াই ৫৫ শয্যা কমলপুর—৩৫ শয্যা বিলোনীয়া—৩৫ শয্যা অমরপুর—৩৫ শয্যা।

৩। উক্ত হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ২৪ জন রোগী ভর্তি হয়।

৪। ক) বর্তমানে নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করে।

Admitted Unstarred Question No. 16

Name of M. L. A. S

1. Shri Budha Debbarma
2. Shri Jawhar Saha
3. Shri Makhanlai Chakraborty
4. Shri Rabindra Debbarma
5. Smit. Gita Chowdhury
6. Smti. Ratna Prava Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৪ ইং সনের ৮ই জুলাই পর্যন্ত ম্যালেরিয়া আন্ত্রিক ও এনকেফেলাইটিস রোগে কতজন প্রাণ হারিয়েছেন (বিভাগ ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২। উক্ত রোগগুলির প্রতিরোধের জন্য সরকার কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন,

৩। কোন কোন মহকুমায় কতজন উপজাতি উক্ত সময়ের মধ্যে আন্ত্রিক রোগে মারা গিয়েছেন,

৪। আন্ত্রিক রোগের প্রতিরোধকল্পে রাজ্য সরকারের মোট কত টাকা এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ?

ANSWER

Minister in-charge of the Health and Family welfare Department
Name of the Minister : Shri Khagen Das.

১। উক্ত সময়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও এনকেফেলাইটিস রোগে এবং ৩১শে জুলাই পর্যন্ত আন্ত্রিক রোগে মৃতের বিভাগ হিসাব দিয়ে দেওয়া হইল :—

বিভাগ	আন্ত্রিক	ম্যালেরিয়া	এনকেফেলাইটিস
সদর	২৬৯	১	৩১
খোয়াই	৩১	১	—
সোনামুড়া	১৯	—	—
উদয়পুর	১৮	—	—
অমরপুর	৬	—	—
সাব্রুম	১৮	—	—
বিলোনিয়া	২২	—	—
কৈলাশহর	২৩	২	—
ধর্মনগর	২১	২	—
কমলপুর	৫	—	—

২। উক্ত রোগগুলি প্রতিরোধের জন্য যে সব অঞ্চলে উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা গিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলে (ক) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল পাঠানো হইয়াছে (খ) ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে (গ) রোগের সঠিক কারন নিরুপনের জন্য রাজ্য হইতে এবং আই. সি. এম. আর. হইতে ভ্রাম্যমান বিশেষজ্ঞ প্যাথোলজিষ্ট এবং ইপিডেমিওলজিষ্ট দল পাঠানো হইয়াছে (ঘ) বিভিন্ন অঞ্চলে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে কন্ট্রোল রুম খোলা হইয়াছে (ঙ) আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধের জন্য পানীয় জলের উৎসগুলিকে পরিশোধিত করা হইয়াছে (চ) ডি-হাইড্রেশান প্রতিরোধকল্পে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রি-হাইড্রেশান পাউডার (সরবতের ঔষধ) সরবরাহ করা হইয়াছে এমনকি প্রয়োজনমত এখানকার ফার্মাসি ইন্সটিটিউটে ও তৈয়ারী করা হইয়াছে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকল্পে ডি. ডি টি. স্প্রে, মাস্ সার্ভে এবং জ্বরের রোগীদের প্রাথমিক পর্য্যায়ের চিকিৎসা হিসাবে ক্লোরোকুইন টেবলেট খাওয়ানো রক্তের স্লাইড সংগ্রহ এবং জীবাণু পাওয়া গিয়াছে এইরূপ রোগীকেসম্পূর্ণ চিকিৎসার আওতায় আনা হইয়াছে এবং হইতেছে। আন্ত্রিক এবং জ্বর প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন অবলম্বনযোগ্য, ব্যবস্থা যেমন —আন্ত্রিক রোগের ক্ষেত্রে বিকল্প রি হাইড্রেশান পাউডার সরবত তৈরী এবং প্রাথমিক কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য জ্বর সম্বন্ধে স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং মশার বিস্তাররোধ করা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় জনগনকে এবং সর্বস্তরের গ্রামীন স্বাস্থ্য কর্মীদের অবহিত করা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে হ্যাণ্ডবিল, লিফলেট এবং পোষ্টার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে।

৩। আন্ত্রিক রোগে কতজন মারা গিয়াছেন তার মোট হিসাব ১নং উত্তরে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তারমধ্যে কতজন উপজাতি এবং কতজন অ-উপজাতি সেভাবে হিসাব রাখা হয়নি। চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপজাতি, অ-উপজাতি পৃথকীকরন করা হয় না।

৪। আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধ কল্পে স্বাস্থ্য দপ্তর হইতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা শুধুমাত্র ঔষধ বাবত খরচ হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No :— 26

Name of M. L. A :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be please to state :—

১। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪র জুন পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া দপ্তরের অধীনে কতজন অনিয়মিত কর্মী কাজ করেছেন, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। কিসের ভিত্তিতে উক্ত দপ্তরের অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করা হইবে বা হইতেছে,

৩। ১৯৭৮ইং থেকে ১৯৮৪ইং সনের ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত কতজন অনিয়মিত কর্মীকে নিয়মিত করা হইয়াছে ?

ANSWER

Minister in-charge of the Health and Family welfare Departement,

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। ১৯৭৮ইং হইতে প্রতি দলে ১ জন মেট এবং ৫ জনসাধারণ কর্মী হিসাবে ধর্মনগরে ১২টি, কৈলাশহরে ১০টি, কমলপুরে ৬টি, খোয়াইতে ১২টি, সদরে ২৮টি, সোনামুড়ায় ৬টি, উদয়পুরে ৯টি, বিলোনিয়ায় ১০টি; অমরপুরে ৬টি এবং সাব্রুমে ৫টি দল নিযুক্ত ছিল। ১৯৭৯ইং হইতে ১৯৮৪ইং পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ধর্মনগরে ১৪টি, কৈলাশহরে ১৩টি, কমলপুরে ৬টি খোয়াইতে ১২টি, সদরে ২৭টি, সোনামুড়ায় ৬টি উদয়পুরে ৯টি বিলোনিয়ায় ১০টি, অমরপুরে ৭টি এবং সাব্রুমে ৬টি করিয়া দল নিযুক্ত ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

২। উক্ত সীজন্যাল কর্মীদের মধ্য হইতে সিনিওরিটি, দারিদ্র এবং পরিবারে সরকারী কর্মচারী আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের পর্য্যায়ক্রমে নিয়মিত কর্মচারী রূপে নিযুক্ত দেওয়ার জন্য বিবেচিত হয়। তপশিলী জাতি এবং উপজাতির ক্ষেত্রে এই নিয়মের কিছুটা শিথিল করা হয়। তবে অন্ততঃ পর পর ৩ বৎসর দুই পর্যায়ে নিয়মিত ডি. ডি. টি. স্প্রের কাজ করিয়াছেন এমন সব কর্মীকেই নিয়মিত নিযুক্তির জন্য বিবেচনা করা হয়।

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে এইরূপ ৮৭ জন কর্মীকে নিয়মিত কর্মী হিসাবে নিযুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এর মধ্যে ৯ জন তৃতীয় শ্রেণী এবং ৭৮ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

Admitted un-starred Question No. :— 27

Name of the M.L.A. :— Shri Jawsar Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state—

১। রাজ্যে ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কত ছিল, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে ম্যালেরিয়া রোগে কতজন লোক মারা গিয়াছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। রাজ্যে ১লা জানুয়ারী হইতে ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা মহকুমা ভিত্তিক দেওয়া হইল :—

ধর্মনগর—	২৮১ জন	কৈলাশহর—	৪৭৫ জন
কমলপুর—	৬৯ জন	খোয়াই—	১৪৩ জন
সদর—	২৮২ জন	সোনামুড়া—	১৯ জন
উদয়পুর—	৩৮৪ জন	অমরপুর—	৮১২ জন
বিলোনিয়া—	১০৫৭ জন	সাব্রুম—	১৫৭ জন

২। উক্ত সময়ের মধ্যে ৬ জন লোক ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়াছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

কৈলাশহর মহকুমা—	২ জন
সদর মহকুমা—	১ জন
খোয়াই মহকুমা—	১ জন
ধর্মনগর মহকুমা—	২ জন

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 28

NAME OF M.L.A. Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ সালে আর্থিক বৎসরে আগরতলা জি, বি, ও ভি, এম, হাসপাতালে রোগীদের ঔষধ ও চিকিৎসার জন্য কত টাকা খরচ করা হইয়াছে,

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কতজন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে,

৩। ঐ সময়ে মহকুমা হাসপাতালগুলির জন্য কত টাকা খরা হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪। ঐ সময়ে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে কতজন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৫। বর্তমান আর্থিক বর্ষে জি. বি. ও ভি, এম, হাসপাতালে ও মহকুমার কোন কোন হাসপাতালে রোগীদের ঔষধ ও চিকিৎসার জন্য কতটাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

Answer

Minister-in-charge of the Health And Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri Khagen Das,

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে ঔষধ ও চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে ৪৫,৩৭,৮০০ টাকা এবং ভি, এম, হাসপাতালে ১৯.৮৯ ৮৮৪ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে জি, বি, হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ১,৪৮,০৯৬ জন এবং বহির্বিভাগে ৩,১৫,০৮০ জন এবং ভি, এম, হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ১,৭৯,৮৮৮ জন এবং বহির্বিভাগে ২.৬৬,০৫০ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

৩। উক্ত সময়ে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ঔষধ চিকিৎসা খাতে যে টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহার হিসাব :—

ধর্মনগর হাসপাতাল	১৩,৯৪,৫৯৪ টাকা	(আনুমানিক)
কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল	১৪.২৫,৩০৮. টাকা	,,
কমলপুর হাসপাতাল	৯,২২,৭৫৪ টাকা	,,
খোয়াই হাসপাতাল	১১,১৮,৩১৫ টাকা	,,
উদয়পুর জেলা হাসপাতাল	১০,৯০,৩২৭ টাকা	,,
মেলাঘর হাসপাতাল	৭ ৬০,১৯৮ টাকা	,,
বিলোনীয়া হাসপাতাল	১১ ৬১,৩৭৯ টাকা	,,
সাব্রুম হাসপাতাল	৮,৮৩,১৭৩ টাকা	,,
অমরপুর হাসপাতাল	৯.৯৪ ৯১৯ টাকা	,,

মহকুমা হাসপাতালগুলিতে যে সমস্ত ঔষধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম খরচ হয় উহার সবটাই স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তার অফিস হইতে ক্রয় করিয়া আগরতলায় সেন্ট্রাল মেডিকল ষ্টোরে রাখা হয় এবং মহকুমা হাসপাতালগুলির ইনডেন্ট অনুযায়ী সেখান থেকে সরবরাহ করা হয়।

৪। ১৯৮৩ সালে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসিত রোগীর হিসাব :

হাসপাতাল	আউটডোর	ইনডোর
ধর্মনগর	২০,২৪৪	৪২,৯৯৮
কৈলাশহর	৫৫,৩৪৪	২৯ ৯২৯
কমলপুর	৫৮,৯৭৬	১০,৭৯৮
উদয়পুর	৩৩.৩৯৬	২৪,৬৪২
বিলোনিয়া	২২ ২৪০	২৮,২৯২
সাব্রুম	২৪,৩৫১	২১,২৭০
অমরপুর	৩৮,১৪৫	১১.০১৫
খোয়াই	১৭,৪২৭	৩১,৩৫২
মেলাঘর	২৪,৬৯৬	১১,০৩২

৫। বর্তমান আর্থিক বর্ষে ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলিতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার হিসাব :—

জি, বি, হাসপাতাল	২০,৩০,০০০ টাকা
ভি. এম, হাসপাতাল	১১,৭৮,০০০ টাকা
উদয়পুর জেলা হাসপাতাল	১,,৬৫,০০০ টাকা
কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল	২,১৫,০০০ টাকা
খোয়াই হাসপাতাল	১,২০,০০০ টাকা
মেলাঘর হাসপাতাল	১,০০,০০০ টাকা
অমরপুর হাসপাতাল	১,০০,০০০ টাকা
বিলোনিয়া হাসপাতাল	১,৫০,০০০ টাকা
সাব্রুম হাসপাতাল	১,২০,০০০ টাকা
কমলপুর হাসপাতাল	১,২০,০০০ টাকা
ধর্মনগর হাসপাতাল	১,৭০,০০০ টাকা

উপরোক্ত তালিকায় (জি, বি, এবং ভি, এম, ব্যতীত মহকুমা হাসপাতালগুলির জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে উহাতে ঔষধ খাতে কোন টাকা করা নাই। কারন মহকুমা হাসপাতালগুলির ঔষধ ক্রয় করিবার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। স্বাস্থ্য অধিকর্তার অফিস হইতে ঔষধ ও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ক্রয় করিয়া সেনট্রাল মেডিকেল স্টোরে রাখা হয় এবং সেখান থেকে মহকুমা হাসপাতালগুলির ইনডেন্ট অনুযায়ী ঔষধ ও চিকিৎসার সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তারজন্য বর্তমান আর্থিক বর্ষে স্বাস্থ্য অধিকর্তার অফিস খাতে ৩৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও সমগ্র রাজ্যের হাসপাতালগুলির ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসা সরঞ্জাদি খাতে অতিরিক্ত ৩৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হইয়াছে।

Admitted un-Starred Question No. 33 asked by Shri Jawhar Saha.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। অমরপুরে Sub-Divisional Supply Advisory Committee কবে গঠিত হয়েছে,

২। উক্ত কমিটি সদস্যদের নাম ও পদবী ;

৩। রাজ্যের প্রতিটি মহকুমাতে এ ধরনের কমিটি আছে কিনা,

৪। থাকিলে ঐ সকল কমিটির চেয়ারম্যানের নাম ও পদবী ?

ANSWER

Replied by the Food Minister.

১। ২৬শে আগষ্ট ১৯৭৪ এবং ৯ই সেপটেম্বর ১৯৮৩ইং তারিখে পুনর্গঠীত হয়েছে।

২। কমিটির সদস্যদের নাম ও পদবী নিম্নরূপ :—

শ্রীশ্যামল সাহা, পূর্বতন এম, এল, এ—	চেয়ারম্যান।
" রণজিৎ দেবনাথ, এ, ডি, সি, মেম্বার—	মেম্বার।
" হরেন্দ্র ধর, অমরপুর	"
" সুশীল সাহা, পূর্বতন মন্ত্রী	"
" নরেন্দ্র দেববর্মা, করবোক	"
" এস, ডি, ও, অমরপুর	"
" এস, ডি, ও, খাদ্য বিভাগ,	কনভেনর

৩। হ্যাঁ,

৪।

নাম	মহকুমা	পদবী
শ্রী চিত্ত চন্দ	সদর	কমিশনার আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি
" বিদ্যাচরণ দেববর্মা	খোয়াই	এম, এল, এ
" সমর চৌধুরী	সোনামুড়া	"
" কেশব মজুমদার	উদয়পুর	"
" শ্যামল সাহা	অমরপুর	পূর্বতন এম, এল, এ
" নকুল দাস	বিলোনীয়া	এম, এল, এ
" সুনীল চৌধুরী	সাব্রুম	"
" সমীর কুমার নাথ	পানিসাগর, ধর্মনগর, ব্লক,	"
" সুনীল বড়ুয়া	কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর ব্লক	এ, ডি, সি, মেম্বার
" বিধুভূষণ মালাকার	কৈলাসহর	এ, এল, এ
" রুদ্রেশ্বর দাস	কমলপুর	"

Admitted Un-Starred Question No. 34

Name of M.L.A. ; Shri Shri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare epartment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধনপুর গাঁওসভার তারাপুকুর গ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই তাহা সরকারের জানা আছে কি ?

২। থাকিলে উহার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং

৩। সোনামুড়া বিভাগের বেজী মারা 'ভগতলী, উরমাই, খেদাবাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া, মলাঘর, রুদিজলা, ও ধনপুর প্রভৃতি গ্রামের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

উত্তর

১ ও ২ প্রশ্নের উত্তর :—ধনপুর গাঁওসভায় তারাপুকুর গ্রামে ১টি টিউব ওয়েল ৪টি কাঁচাকুয়া ও একটি সরকারী পুকুর আছে।

৩) বেজীমারা, ব্রাণতলী, উরমাই, মেলাঘর এবং ধনপুর গ্রামে পানীয় জলের অসুবিধা নাই। খেদাবাড়ী, রাজামাটি ও কদিজলা গ্রামে টিউবওয়েল বসানোর পক্ষে উপযুক্ত নহে। সেখানে চলিত বৎসরে মার্ক টু হেণ্ড পাম্প এবং আর,পি,সি, ওয়েল বসানোর প্রস্তাব আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 44

Name of Member :— Shri Subodh Ch, Das

QUESTION

Will the Hon'ble Ministes-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

১) বর্তমানে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি টিওব ওয়েল ও রিংওয়েল আছে ?

২) এরমধ্যে কোথায় কতটি সচল ও কতটি অচল অচল অবস্থায় আছে ?

ANSWER

Reply to be given by the Minister-in-Charge of tne Rural Development Department :— Shri Dinesh Deb Darma.

ব্লকভিত্তিক ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	টিউব ওয়েলের সংখ্যা	রিং ওয়েলের সংখ্যা	টিউব ওয়েল সচল	টিউব ওয়েল অচল	রিংওয়েল সচল	রিংওয়েল অচল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		পশ্চিম ত্রিপুরা				
১। খোয়াই	১৪২১	৪৩৮	১২২১	২০০	৩০৮	১০০
২। তেলিয়ামুড়া	১৪২১	৪১৬	১২১১	২১০	৩৬৬	৫০
৩। জিরানিয়া	১৮৭৮	৪৩৮	১০২৫	১৫৩	৩২৬	১১২
৪। মোহনপুর	১৫৯৮	৬০৫	১৪৬৮	১৩০	৫৪৪	৬১
৫। বিশালগড়	২০২৯	৫৪৯	১৬৬২	৩৬৭	৩৮২	১৬৭
৬। জম্পুইজলা	২৪৯	১২৩	১৯৪	৫৫	৭৭	৪৬
৭। মেলাঘর	১৫২৫	৫০৯	১৩৭২	১৫২	৩৮৪	২৫
মোট :—	১০,১২১	৩০৭৮	৮৮৫৪	১২৬৭	২৪১৭	৫৬১

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
				দক্ষিণ ত্রিপুরা			
১।	মাতাবাড়ী	১৪৭৩	৪৪৩	১২২৪	২৪৯	১৬৩	১৮১
২।	বগাফা	১৩২৮	৪৩০	১৯	৩০৯	৩৫৮	৭২
৩।	রাজনগর	১০৫৮	৪০১	৯০০	১৫৮	৩৩৩	৬৮
৪।	সাতচাঁন্দ	১১৬৮	৫৯৭	৭৬২	৪০৬	৩৪৮	২৪৯
৫।	ডম্বুরনগর	১৪	১৯২	১৩	১	১২৭	৬৫
৫।	অমরপুর	১০০৬	৪১৩	৯০৬	১০০	৩৭০	৪০
	মোট :—	৬০৪৭	২৪৭৪	৩৮২৪	১২২৩	১৭৯৯	৬৭৫
				উত্তর ত্রিপুরা			
১।	পানিসাগর	১৭৭৩	৬১৮	১৪১৮	৩৫৫	৫৯০	২৮
২।	কাঞ্চনপুর	১	৫৭৪	২	—	৫০০	৭৪
৩।	ছামনু	৩২৮	৫০৬	২৮৩	৪৮	৪৫০	৫৬
৪।	কুমারঘাট	৮৪৬	২৭৯	৭৭৫	৭১	২৭৯	—
৫।	সালেমা	১০৩৮	৫৬১	৮৩১	২০৭	৪৭১	৯০
	মোট :—	৩৯৮৭	২১৩৮	৩৩০৬	৬৮১	২২৯০	২৪৮
	সর্বমোট : --	২৮,১৫৫	৮০৯০	১৫.৯৮৪	৩১৭১	৬৫০৬	১৭৮৪

Namber of Admitted Unstarred Question ,— 46

Name of M.L.A. :— Shri Rasik lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরায় মোট কতটা রেইঞ্জ অফিস ও বিট অফিস আছে ?

২। ১৯৭৮ ইং মার্চ্চ থেকে ১৯৮৩ইং মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কত টাকা ফরেষ্ট মাশুল বাবত্ আদায় হয়েছে ? (রেইঞ্জ ও বিট অফিস ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department :— Sri A. Rahaman,

১। ত্রিপুরায় মোট ৫৪টি রেইঞ্জ অফিস ও ১৫৪টি বিট অফিস আছে।

২। ১৯৭৮ইং মার্চ থেকে ১৯৮৩ ইং মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৬২২.৯৮৭ লক্ষ টাকা এরেষ্ট মাশুল আদায় হয়েছে। রেইঞ্জ ও বিট অফিস ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

	রেইঞ্জ এর নাম	টাকা
১।	বিলোনিয়া রেইঞ্জ	২৫,৩৬,৪৪৮-৫৪
২।	মুহুরীপুর রেইঞ্জ	৬,১৩,২৯৪-৭৯
৩।	রাজনগর রেইঞ্জ	১১,৩৯,৩৫৪-৮৪
৪।	অভয়া রেইঞ্জ	১২,৪২,১৩৫-৪৮
৫।	শ্রীনগর রেইঞ্জ	৬৯,৯৯৯-৯৪
৬।	বগাফা রেইঞ্জ	২,০২,৪৮২-১২
৭।	সাব্রুম রেইঞ্জ	৪,৪০ ৪২৭-১৬
৮।	উদয়পুর রেইঞ্জ	৬,২৬,২৪৯-৯৭
৯।	হাচুপাড়া রেইঞ্জ	৩৩,০১০-৮৩
১০।	পতিছড়ি রেইঞ্জ	১৫,১৯,৫৭৭-৪০
১১।	তুলামুড়া রেইঞ্জ	১৭,১৮,৭৬১-৫৮
১২।	যাত্রাপুর রেইঞ্জ	১৯,৯৯,৪৭২-৫৪
১৩।	নিদয়া রেইঞ্জ	১,৭৬,১৪১-১৯
১৪।	খোয়াই রেইঞ্জ	৯,৫২,৩৪৬-৯৬
১৫।	আঠারমুড়া রেইঞ্জ	৩,৫৯,১১৩-৯৫
১৬।	চম্পকনগর রেইঞ্জ	৫,৮২,৬২৮ ২৬
১৭।	তৈদু রেইঞ্জ	৬,৪৪,৩৮৪-৭৯
১৮।	মান্দাই রেইঞ্জ	১,৮৪,৩৯৬ ৫৮
১৯।	কাঞ্চনপুর রেইঞ্জ	৬,০২,৭১২-৮৪
২০।	লক্ষীপুর রেইঞ্জ	১,৮৭,৫৩৬-৫০
২১।	ভাটিমাছমারা রেইঞ্জ	১,৫৪,৭০৮-৯৩
২২।	জুরি রেইঞ্জ	৬৮,৮৮১-৪০
২৩।	জম্পুই রেইঞ্জ	৫৭,৬৫২-৬৯
২৪।	আমবাসা রেইঞ্জ	১,০৪,৮১৩ ১৩
২৫।	কমলপুর রেইঞ্জ	১,৭৭,২৬৬-৫৩
২৬।	রাইমা সরমা রেইঞ্জ	৩,২৬,৮৫০-৬৪
২৭।	ভিওলছড়া রেইঞ্জ	৫৫,৮৯৪-৫৫

রেঞ্জ এর নাম	টাকা
২৮। সেলেমা রেঞ্জ	২,১১,৬৮০-৩৪
২৯। লংথরাই রেঞ্জ	২,৮৮,৯৭৫-৮০
৩০। মনু রেঞ্জ	৫,০১,১১৮-৪৮
৩১। লালছড়া রেঞ্জ	১৬,৬৩০-১৩
৩২। হ্রধপুর রেঞ্জ	১,০৯,৮৯৯-৯৫
৩৩। ছামনু রেঞ্জ	১,৫৭,০৩৬-২১
৩৪। কৈলাসশহর রেঞ্জ	৩,৪২,৫৭৫-০৯
৩৫। কুমারঘাট রেঞ্জ	৩,৮২,১৯৯-৪৬
৩৬। ধর্মনগর রেঞ্জ	১,৮০,০০২-৮৯
৩৭। পানিসাগর রেঞ্জ	৪৭,৬১০-৬১
৩৮। পেচারথল রেঞ্জ	৭,৮১,০৫৭-৪০
৩৯। সদর রেঞ্জ	২,৭০,২৬৯-৩১
৪০। চড়িলাম রেঞ্জ	৭,৮৪,২৭৯-৫০
৪১। সোনামুড়া রেঞ্জ	২,৬২,১২২-৪৯
৪২। সুখলসিং রেঞ্জ	৭,৪২,২০২-৫৪
৪৩। অমরপুর রেঞ্জ	৩,০২,৮৬১-২৩
৪৪। অমরপুর এস, সি, রেঞ্জ	৫৫,০৩০-২৭
৪৫। ঘোড়াকাপ্পা রেঞ্জ	১,৪১,৭৩২-৪১
৪৬। ডম্বুরনগর রেঞ্জ	৪,৫০,৬৮২-৯৯
৪৭। তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ	২,৫৮,৫৩৪-৮২

অন্যান্য রেঞ্জ অফিসে সাধারণতঃ মাশুল আদায় হয় না।

বিটগুলির নাম	টাকা
১। চাকমাঘাট বিট	৬,৫২,৮৩৮-৬১
২। কল্যাণপুর বিট	১,১২,৫৭৩-১৪
৩। বড়মুড়া বিট	৪,৬০,১২৯-৩১
৪। বাচাইবাড়ী বিট	৪,৮১,৭০২-০৩
৫। আশারামবাড়ী বিট	৬,৪৮,৫৭৮-১৮

বিটগুলির নাম	টাকা
৬। দোছরীবাড়ী বিট	৭১,৬৭১-২৮
৭। রামচন্দ্র ঘাট বিট	৫৩,৫০৫-০২
৮। বেলছড়া বিট	২৯,৭১৭-১৮
৯। আথুক থাং বিট	[illegible],৪০,১৬৪-১১
১০। অম্পি বিট	১,৫৭,৫৮০-৮২
১১। হরিণছড়া বিট	১,৭৩,৩২১-১৯
১২। হালাহালি বিট	১,২৪,৮৪৪-১৭
১৩। জগবন্ধু পাড়া	১,৪০,০৪৬-২৬
১৪। খোয়াই পাড়া বিট	১,৬০,২৫০-৫৭
১৫। কাকড়াছড়া বিট	৫৪৮-২৮
১৬। বনকুমারী বিট	১,৩০,০০২-২৮
১৭। ধলাই বিট	২,১৪,৮৫২-৫৬
১৮। মুঙ্গিয়া বাড়ী বিট	১,০৫,৪৮১-৫৫
১৯। নগুরাই পাড়া বিট	১,১৫,৬৯০-৮৩
২০। আসিরাম বাড়ী বিট	২৭,২৪২-০০
২১। রাইমা বিট	৪৪,১২৮-২৮
২২। লালজুরি বিট	১,০৪,৯৮১-৬৭
২৩। সর্বদলীপাড়া বিট	১,০৭,১৫৫-৩২
২৪। দশদা বিট	৯,৬১৭-০১
২৫। আনন্দবাজার বিট	১৬,৪১২-৪৮
২৬। ডুরি বিট	৬৮,৮৮১-৪০
২৭। কেউরি বিট	১১,৫২৬-০৭
২৮। বংপল বিট	১৩,০১৬-৬৬
২৯। চেমছড়া বিট	১,৭৮,৮০৭-০৩
৩০। পেরাছড়া বিট	২১,১০,১২১-৭১
৩১। [illegible] বিট	৬৯,০০২-৮১
৩২। চৈচাকমা বিট	১,৭৮,১৭৯-৫৯
৩৩। কুপনং বিট	১,১৯,৪১১-২০
৩৪। বাগমা বিট	৮,০৯,৮০১-০৮
৩৫। কাকড়াবন বিট	১৬,৫৯,০৪৮-৬২
৩৬। সোনাইছড়ি বিট	১,০৬,৭০৯-৯৯
৩৭। জোলাইবাড়ী বিট	১,১৯,১৯১-০৯
৩৮। খাকলাই বাড়ী বিট	১,৮৭,৫৪৫-৬৪
৩৯। গর্জি বিট	১৪,৪৮,১৯০-০৫

বিটগুলির নাম	টাকা
৪০। মনপাথার বিট	৫,৬১,৮২৮-৫৪
৪১। ধনপুর বিট	৫,০৭,২৭৭-৯৯
৪২। তৈবান্দল বিট	৮,৯৬,৯৮৭-২৮
৪৩। কাকড়ি বিট	২৪,০৭,২৫৮-৪৬
৪৪। রতনমুখ বিট	১,৮৯,৮২০-৯১
৪৫। ঋষ্যমুখ বিট	১৮,৩৪০-৫৫
৪৬। মতাই বিট	১,৯২,৩৫৮-১৭
৪৭। আভাঙ্গা বিট	৩,৮২,৬২৮-৮৯
৪৮। শ্রীকান্তবাড়ী বিট	১,৬২,১৫৫-১৯
৪৯। মুহুরীপুর বিট	১,০৭,৩২৫-৫৫
৫০। রাধানগর বিট	১,০০,২০১-০৮
৫১। রাঙ্গামুড়া বিট	৯৭,৬৫৮-০৪
৫২। আনন্দপুর বিট	১,১৪,১৮৮-১০
৫৩। সিদ্ধিনগর বিট	৪৪,৫০৪-৬৫
৫৪। যশমুড়া বিট	৮১,৮৭৪-২৪
৫৫। পাইখোলা বিট	১,৬৪,০৩১-০১
৫৬। অর্জুনপ্রসাদ বাড়ী বিট	৮৪,৪৯৩-২১
৫৭। নলোয়া বিট	৫১,০৯৭-১২
৫৮। আমলীঘাট বিট	৩০,৭৪৪-২০
৫৯। শান্তির বাজার বিট	৯,৫১,৫৪৬-৭৭
৬০। গাইছড়া বিট	১১,১৬৪-৬০
৬১। বৈষ্ণবপুর বিট	১,৬৬,৫৯৮-৪২
৬২। বেতাগা বিট	১,২৬,৯৮২-০৭
৬৩। মনুবাজার বিট	২,৩২,১৬৪-৮২
৬৪। বনকুল বিট	১,৯১,৮৮৯-৫২
৬৫। ম[illegible]রামবাড়ী বিট	১৮,[illegible]
৬৬। চন্দ্রাই পাড়া বিট	২,৬৪,০১৫-৫০
৬৭। লংথরাই বিট	৫২,৭৭২-২৪
৬৮। ছৈলেংটা বিট	১,১২,০৫৩-৭৫
৬৯। নকরাইহাপাড়া বিট	৪৪,৮০৮-০১
৭০। নন্দকুমারপাড়া বিট	২০,২২৬-৮৯
৭১। হীরাছড়া বিট	২,৮০,৭৬১-৬৫
৭২। কাঠালটীলা বিট	৪৩,৩৩৮-৪১

	বিটগুলির নাম	টাকা
৭৩ ।	জাবুলতলি বিট	৬৮,৫৬৬-৭৭
৭৪ ।	ফটিকরায় বিট	২,৫৭,৬৬২-০৫
৭৫ ।	সাইদাছড়া বিট	৪৮,০১৬-৪০
৭৬ ।	হাফলং বিট	৯০,৩৫৯-২৫
৭৭ ।	চোরাইবাড়ী বিট	২,০৯,৭৭১-৭৮
৭৮ ।	বাগপাশা বিট	১,৫৫,২৫৬-০১
৭৯ ।	আন্দারছড়া বিট	১,৮৪,৩১৭-৩৪
৮০ ।	জলাই বিট	২,২৭,৯২৬-৮৪
৮১ ।	তুলাকোণা বিট	১,৫১,৮৬৪-০০
৮২ ।	সিনাই বিট	৬৪.৪৭০-৪৯
৮৩ ।	মধুপুর বিট	২৯,৮০৬-৭৪
৮৪ ।	রাণীরবাজার বিট	৩১,২০৮-৫৮
৮৫ ।	কামথানা বিট	৩.১৮,৯৬৬-৭৩
৮৬ ।	গোলাঘাটি বিট	২,৪১,৯৯০ ১৮
৮৭ ।	পাথালিয়া বিট	৩,২৯,৫৫৪-১০
৮৮ ।	বৈরাগীবাজার বিট	৩,৬৯,৯৬৬-২৫
৮৯ ।	মতিনগর বিট	৭,০৯৫৫৭-৬৭
৯০ ।	মেলাঘর বিট	৪৭,৭০০-৬৭
৯১ ।	আশাবাড়ী বিট	৪৮,৭৬৪-১৯
৯২ ।	কলমচোরা বিট	২,৫৯.৬৩৭-০৪
৯৩ ।	রামশংকর পাড়া বিট	৩.০৯.১২৯-৫৮
৯৪ ।	হাজারীবাড়ী বিট	৯,৭৩০-৯১
৯৫ ।	কামালঘাট বিট	৮২ ৪০৮-৩৬
৯৬ ।	মোহনপুর বিট	১,৬০,৭১৪ ২৬
৯৭ ।	কাঞ্চাঝাড়ী বিট	৮,০২৬-৯৮
৯৮ ।	নগরাই বিট	১,৮৫০-৮৭
৯৯ ।	গান্ধারীঘাট বিট	১১,৬৫৯-৫৩
১০০ ।	ওয়ারেংবাড়ী বিট	২১ ৬৪১-৪৮
১০১ ।	শিলাছড়ী বিট	৪৬.১৬৮-৬৩
১০২ ।	চেলাগাঙ্গ বিট	৮১,৭ ৩-৯৭
১০৩ ।	কাসীমাবাড়ী বিট	৫১ ৬৮৫-১৩
১০৪ ।	করবুক বিট	৫,৩৪.৬৭৭-৫৮
১০৫ ।	তীর্থমুখ বিট	৯৫ ৭-৬০

Admitted Unstarred Question No. 63

Name of Members :— Shri Jawhar Saha
Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Cooperation Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস এর সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব),

২) ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ সনের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত কয়টি ল্যাম্পস্ ও প্যাকস আগুনে পোড়া গিয়েছে এবং কয়টিতে চুরি হয়েছে তরে আলাদা হিসাব,

৩) এই অগ্নিকাণ্ড এবং চুরি হওয়ার ফলে ল্যাম্পস ও প্যাকসের কত টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে,

৪) উপরোক্ত সময়ে কয়টি ল্যাম্পস এবং প্যাকস এর অডিট হয়েছে,

৫) উক্ত অডিট রিপোর্ট অনুসারে কোন কোন ল্যাম্পস ও প্যাকস এ হিসাবের গড়মিল ধরা পড়েছে,

৬) ল্যাম্পস এবং প্যাকসগুলিতে গত ২ বৎসরে আয়ের পরিমাণ কত ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Cooperation Department

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ল্যাম্পস ও প্যাকস এর সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫ ও ২১১। ল্যাম্পস ও প্যাকস এর মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

মহকুমার নাম	ল্যাম্পস এর সংখ্যা	প্যাকস এর সংখ্যা
সদর	১১	৪৮
খোয়াই	৬	২০
সোনামুড়া	১	১১
অমরপুর	৯	— —
বিলোনীয়া	৬	১০
সাবরুম	৪	২৩
উদয়পুর	২	১৯
ধর্মনগর	৭	২১
কৈলাশহর	৬	২৭
কমলপুর	৩	২১

২) আগুনে পোড়া গিয়াছে ১৯টি ল্যাম্পস ও ১৫টি প্যাকস এবং চুরি হয়েছে ২৮টি ল্যাম্পস ও ৪৯টি প্যাকস এ।

৩) টাঃ ১৮,০৭,৯১৯·৩০ পয়সার সম্পদ নষ্ট হয়েছে।

৪) এ পর্য্যন্ত ৩৮টি ল্যাম্পস ও ১৯৩টি প্যাকস এর অডিট হয়েছে।

৫) অডিট রিপোর্ট অনুসারে যেসব ল্যাম্পস ও প্যাকস এর হিসাবে গড়মিল ধরা পড়েছে সেগুলির নাম এইরূপ :—

ক] বীরচন্দ্রনগর ও পতিছড়ি ল্যাম্পস

খ] মহারানী ল্যাম্পস লিঃ কমলপুর

গ] জোলাইবাড়ী কিষান প্যাকস

ঘ] দেশবন্ধু প্যাকস

ঙ] পূর্ব্ব বগাফা প্যাকস

চ] নেতাজী প্যাকস সাবরুম

ছ] জুমেরঢেপা প্যাকস

জ] চৌমুহনী প্যাকস

ঝ] খাস চৌমুহনী প্যাকস

৬) আয়ের পরিমাণ ১৯৮১-৮২ সমবায় বৎসরে ৩০টি ল্যাম্পস এ টাঃ ৩,৪৪,০০০·০০, ৫৬টি প্যাকস এ টাঃ ১,৯০,০০০·০০। ১৯৮২-৮৩ সমবায় বৎসরে ১৫টি ল্যাম্পস এ টাঃ ৮২,০০০·০০, ২০টি প্যাকস এ টাঃ ১,১৫,০০০·০০।

Admitted Starred Question No. 64

Name of M.L.A. Shri Jahwar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বন দপ্তরের অধীনে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ সালের মার্চ পর্য্যন্ত কত কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে? (বছর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত রাস্তা নির্মাণ করিতে কোন কোন মহকুমায় কত পরিমান শ্রম দিবস ব্যয়িত হয়েছে? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

Minister-in-Charge of the Forest Deptt :—Sri A. Rahaman.

১। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ সালের মার্চ পর্য্যন্ত বন দপ্তরের অধীনে মোট ৫৮০.৩১৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। বৎসর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইলো।

ক) সাব্রুম মহকুমা

১৯৮১-৮২ ৬,৩৯৫ কিঃ মিঃ
১৯৮২-৮৩ ৪,০৪৪ কিঃ মিঃ
১৯৮৩-৮৪ ২,০০০ কিঃ মিঃ

১২,৪৩৯ কিঃ মিঃ

খ) অমরপুর মহকুমা

১৯৭৯-৮০ ৭,৭০০ কিঃ মিঃ
১৯৮০-৮১ ৯,২০০ কিঃ মিঃ
১৯৮১-৮২ ৭,৮৯০ কিঃ মিঃ
১৯৮২-৮৩ ১২,৩০০ কিঃ মিঃ
১৯৮৩-৮৪ ১৮,১৬৫ কিঃ মিঃ

৫৫,২৫৫ কিঃ মিঃ

গ) বিলোনিয়া মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ৮,৪১৪ কিঃ মিঃ
১৯৭৯-৮০ ১৫,০০০ কিঃ মিঃ
১৯৮০-৮১ ১,০৫০ কিঃ মিঃ
১৯৮১-৮২ ৩৮,১৫৩ কিঃ মিঃ
১৯৮২-৮৩ ১১,৩৮৯ কিঃ মিঃ
১৯৮৩-৮৪ ৪,৬১৩ কিঃ মিঃ

৬৮,৬১৯ কিঃ মিঃ

ঘ) উদয়পুর মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ৩,৭০০ কিঃ মিঃ
১৯৭৯-৮০ ৫.৫৭০ কিঃ মিঃ
১৯৮০-৮১ ৪.০০০ কিঃ মিঃ
১৮৮১-৮২ ২,০০০ কিঃ মিঃ
১৯৮২-৮৩ ২,৪৮৫ কিঃ মিঃ
১৯৮৩-৮৪ ১০,৯৭৫ কিঃ মিঃ

৩৮,৭৩০ কিঃ মিঃ

ঙ) সোনামুড়া মহকুমা

১৯৮৯ ৮০ ৫,৪৩০ কিঃ মিঃ
১৯৮২-৮৩ ৫.১৮০ কিঃ মিঃ
১৯৮৩-৮৪ ৭ ৬৭০ কিঃ মিঃ

১৮,২৮০ কিঃ মিঃ

চ) সদর মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ৩ ০০০ কিঃ মিঃ
১৯৭৯-৮০ ১২,৩০০ কিঃ মিঃ
১৯৮০-৮১ ১২.১১৩ কিঃ মিঃ
১৯৮১ ৮২ ২০.৯৮১ কিঃ মিঃ
১৯৮২-৮৩ ১৬,৭১০ কিঃ মিঃ
১৯৮৩ ৮৪ ১৫ ২০০ কিঃ মিঃ

৮০,৩০৪ কিঃ মিঃ

ছ) খোয়াই মহকুমা

১৯৭৯-৮০ ৪.৯৪০ কিঃ মিঃ
১৯৮০ ৮১ ৪,০০০ কিঃ মিঃ
১৯৮১ ৮২ ৯,৯৭৮ কিঃ মিঃ
১৯৮২-৮৩ ৩,৭০০ কিঃ মিঃ
১৯৮৩-৮৪ ৪,১৪৯ কিঃ মিঃ

২৬,৭২৭ কিঃ মিঃ

জ) কমলপুর মহকুমা

১৯৭৮ ৭৯ ৬,৩৫৮ কিঃ মিঃ
১৯৭৯-৮০ ১১ ৮৫৯ কিঃ মিঃ
১৯৮০ ৮১ ১০.৬০৬ কিঃ মিঃ
১৯৮১-৮২ ২২,১১৩ কিঃ মিঃ
১৯৮২-৮৩ ৪,১৫৭ কিঃ মিঃ
১৯৮৩-৮৪ ১৬,৭৩০ কিঃ মিঃ

৭১,৮৬৩ কিঃ মিঃ

ঘ) কৈলাশহর মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ১৫,৪৬৪ কিঃ মি

১৯৭৯-৮০ ২৫,৭০০ কিঃ মিঃ

১৯৮০-৮১ ১৭,৩৫০ কিঃ মিঃ

১৯৮১-৮২ ২৩,১২৩ কিঃ মিঃ

১৯৮২-৮৩ ২১,৫০০ কিঃ মিঃ

১৯৮৩-৮৪ ৬,৯২৫ কিঃ মিঃ

১১০:০৬২ কিঃ মিঃ

ঙ) ধর্মনগর মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ৩,০০ কিঃ মিঃ

১৯৭৯-৮০ ১৪,৬৬৯ কিঃ মিঃ

১৯৮০-৮১ ২০,৮৭০ কিঃ মিঃ

১৯৮১ ৮২ ১৭,৭০৩ কিঃ মিঃ

১৯৮২-৮৩ ২১,৯৪৪ কিঃ মিঃ

১৯৮৩-৮৪ ১৯,৯২৯ কিঃ মিঃ

৯৮-১৩৫ কিঃ মিঃ

২। উক্ত রাস্তা নির্মানে যেটুকু পরিমাণ শ্রমদিবস ব্যয়িত হইয়াছে তাহার বৎসর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :

ক) সাব্রুম মহকুমা

১৯৮১-৮২ ১৪,৪২৯ শ্রমদিবস

১৯৮১-৮৩ ১১,৭৩১ ,

১৯৮২-৮৪ ৯,৭০০ ,

৩৫,৮৬০

খ) বিলোনিয়া মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ৪,০১৩ শ্রমদিবন

১৯৭৯-৮০ ১৯,০৫৮ ,

১৯৮০-৮১ ২,৬১৭ ,

১৯৮১-৮২ ৬২,১৮৬ ,

১৯৮২-৮৩ ২১,২১৫½ ,

১৯৮৩-৮৪ ১২,৩১৪ ,

১,২১,৩২৯½ ,

গ) সোনামুড়া মহকুমা

১৯৭৯-৮০ ৫,৬২৬ শ্রমদিবস

১৯৮২-৮৩ ৮,৭৬৯ ,

১৯৮৩-৮৪ ১৩,৫৮৭ ,

২৭,৯৮২ ,

ঘ) অমরপুর মহকুমা

১৯৭৯-৮০ ২৬,১৭৫ শ্রমদিবস

১৯৮০-৮১ ২৭ ৬৪৩ ,

১৯৮১-৮২ ২৭,০৫৯ ,

১৯৮২-৮৩ ৩০,৭৯১ ,

১৯৮৩-৮৪ ১০,২৯০ ,

১,০৮,৭৫৮ ,

ঙ) উদয়পুর মহকুমার

১৯৭৮-৭৯ ২,৪০০ শ্রমদিবস

১৯৭৯-৮০ ২২,৬০৫ ,

১৯৮০-৮১ ৪,৯৯৪ ,

১৯৮১-৮২ ৬,৪৩০ ,

১৯৮২-৮৩ ৬,৭৫০ ,

১৯৮৩-৮৪ ৩৯,৯৫৫½ ,

৮৩,১৩৪½ ,

চ) সদর মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ৪,১০০ শ্রমদিবস

১৯৭৯-৮০ ৩৭,৮০৭ ,

১৯৮০-৮১ ৬৫,৬৯৫ ,

১৯৮১-৮২ ৮৮,১৭৯ ,

১৯৮২-৮৩ ৯০,২৫৫ ,

১৯৮৩-৮৪ ৫৬,৫৭১ ,

৩,৪২,৫৬৭

ছ) খোয়াই মহকুমা

১৯৭৯-৮০ ৩৩,৬৯৫ শ্রমদিবস
১৯৮০-৮১ ২৪,৯১৬ "
১৯৮১-৮২ ৫৮,১০০ "
১৯৮২-৮৩ ২২,৯৪০ "
১৯৮৩-৮৪ ৩০,১০০ "

১,৬৯,৭৫১ "

জ) কমলপুর মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ২,১৫৭ শ্রমদিবস
১৯৭৯-৮০ ৩১,০৮০ "
১৯৮০-৮১ ২৫,৪২০ "
১৯৮১-৮২ ৭৯,৪৭৩½ "
১৯৮২-৮৩ ৩১,৯৮০ "
১৯৮৩-৮৪ ৩৫,৮১৪ "

২,০৫,৯২৪½ "

ঝ) কৈলাশহর মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ১৬,৪৯২ শ্রমদিবস
১৯৭৯-৮০ ২৩,২৭২ "
১৯৮০-৮১ ৭০,৫৫২ "
১৯৮১-৮২ ৯২,৫৪৪ "
১৯৮২-৮৩ ১,৪৯,৮৮৭½ "
১৯৮৩-৮৪ ৬৯,১৪৯½ "

৪,২১,৮৯৭ "

ঞ) ধর্মনগর মহকুমা

১৯৭৮-৭৯ ৩,৩০৯ শ্রমদিবস
১৯৭৯-৮০ ১৭,১২৮ "
১৯৮০-৮১ ৫২,১৩৫ "
১৯৮১-৮২ ৭৯,২৭৯ "
১৯৮২-৮৩ ১,২০,৬৭৬ "
১৯৮৩-৮৪ ৩৬,৫৯২ "

৩,০৮,২১১

Admitted Un-Starred Quesrion No, 69 asked by Shri Ratimohan Jamatia.

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। ১৯৮৩ সনের মে মাস থেকে ১৯৮৪ সনের জুলাই মাস পর্যন্ত উদয়পুর খাদ্য গুদাম থেকে কিল্লা ল্যাম্পস্-এ কত পরিমাণ চাল, চিনি ও কেরোসিন উক্ত ল্যাম্পস্ এর অন্তর্গত রেশন কার্ড হোল্ডারদের বন্টন করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে তার সপ্তাহ ভিত্তিক হিসাব ;

২। উক্ত ল্যাম্পস্ এর অন্তর্গত রেশন কার্ড হোল্ডারদের বন্টন করার জন্য উপরোক্ত জিনিসগুলির সাপ্তাহিক কোটা কত ছিল তার হিসাব ; এবং

৩। ঐ ল্যাম্পস্ এর অধীনে কতটি রেশন কার্ড আছে তার সংখ্যা ?

Answer

Replied by the Food Minister.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No, 70

Name of Member :—Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department to state :

Question

১। ১৯৮৪ং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১০ই পর্য্যন্ত কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন কোন পঞ্চায়েতে এন; আর, ই; পি, এবং এস. আর, ই, পিতে মোট কত শ্রমদিবসের কাজ মঞ্জুর করা হয়েছিল তার আলাদা হিসাব?

Answer

১। ১৯৮৪ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কাঞ্চনপুর ব্লকের ৪২টি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিম্নলিখিত শ্রমদিবসের কাজ মঞ্জুর করা হয়েছিল তার হিসাব অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

প্রশ্ন

২। উক্ত সময়ে ঐ ব্লকে কত শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে তার আলাদা হিসাব;

উত্তর

২। ১৯৮৪ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কাঞ্চনপুর ব্লকের ৪২টি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিম্নলিখিত শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে তার হিসাব অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল:

পঞ্চায়েতের নামের তালিকা		মঞ্জুরীকৃত শ্রম দিবস এস,আর,ই,পি আর,ডি,	এ,ডি,সি	মঞ্জুরীকৃত শ্রম দিবস এস,আর,ই,প আর,ডি,	এ,ডি,সি
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	আনন্দ সাগর	১৫৫০	২১০০	—	৩০
১।	দক্ষিণ লালজরী	৯০০	১৩৯০	২৬	—
৩।	পশ্চিম সাতনালা	১৫০০	১৬০০	—	—
৪।	মনুছেলেংটা	২১৫০	৩৮৭৬	—	—
৫।	উজান মাছমারা	১৬২০	৮০০	—	—
৬।	দশদা পাড়া	৯২০	২৩০০	—	৬০
৭।	পশ্চিম হালফুই	১১০০	১২০০	—	—
৮।	কাঞ্চনছড়া	৯০০	১০৬০	—	—
৯।	আন্দার ছড়া	১৩০০	৫০০	—	—
১০।	শিবনগর	১০৫০	১৪০০	—	—
১১।	চণ্ডিপুর	১২৫০	৩০৫০	৪০০	—

১	২	৩	৪	৫	৬
১২।	ছাবুয়াল	২২৫০	২৭০০	—	—
১৩।	নালকাটা	১৩৫০	৭২০	—	—
১৪।	শান্তিপুর	৩১০	১০০০	—	—
১৫।	দোমায়ী পাড়া	১৮০০	১৪০০	৬০০	—
১৬।	ভাণ্ডারীমা	১৭৫০	৪৭০০	৮০০	—
১৭।	দক্ষিণ দশদা	২৪০০	১২০০	৪০০	—
১৮।	কালাপানি	১২৮০	১৭০০	—	৩
১৯।	দক্ষিণ ধানছড়া	৭০০	১৯০০	—	—
২০।	দামছড়া আর, এফ,	২৪০০	২৪০০	—	—
২১।	কাছারী ছড়া	৭০০	১৪০০	—	—
২২।	গাছিরাম পাড়া	১৭০০	১৪০৯	—	—
২৩।	পিপলছড়া	২৫০০	২৯০০	—	—
২৪।	দক্ষিণ মাছমারা	৭০০	১৪০০	৪০০	—
২৫।	পেচারথল	১০০০	৬০০	—	—
২৬।	কাঞ্চনপুর	১১০০	১০০০	৩২২	—
২৭।	উত্তর দশদা	১২০০	৫০০	—	—
২৮।	উত্তর লালজুরি	৮০০	১১০০	—	—
২৯।	উত্তর ধানছড়া	১১০০	—	—	—
৩০।	রহোমছড়া	২৬০০	১৭৫০	—	—
৩১।	বাগাইছড়া	৮৫০	১০০০	—	—
৩২।	ভাংমুন	৪০০	৫০০	—	—
৩৩।	দামছড়া	৮০০	৯০০	—	—
৩৪।	নাবিন ছড়া	৫৫০	১১০০	—	—
৩৫।	ভুইছামা	১৩০০	১৭০০	—	৬০
৩৬।	খেদাছড়া	৮০০	২৯০০	—	—
৩৭।	পূর্ব সাওনাল	১২০০	২৮৮৫	—	—
৩৮।	দৈনছড়া	৪০০	১১০০	—	—
৩৯।	তাংছড়া	১২০০	১৬০০	৪০০	—
৪০।	উত্তর মাছমারা	২০০	১৬০০	—	৩৮২
৪১।	কালাগাং	—	৩২৫০	৪০০	—
৪২।	ঝাড়ুই ছড়া	৩০০	৫০০	—	—
	মোট :	৫১,৭৯০	৭১,৯৭২	৩,৭১৮	৫৪২

	পঞ্চায়েতের নামের তালিকা	এস,আর,ই;পির মাধ্যমে সৃষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা		এন,আর,ই,পির মাধ্যমে সৃষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা	
		আর, ডি,	এ,ডি,সি	আর,ডি	এ,ডি,সি
			৩		
১।	আনন্দসাগর	৪৫০	—	—	—
২।	দক্ষিণ লালজুরী	৬০০	৯০০	—	—
৩।	পশ্চিম সাতনালা	২৫০	১০০০	—	—
৪।	মনু ছৈলেংটা	১২৫০	২১০০	—	—
৫।	উজান মাছমাড়া	১৪০০	—	—	—
৬।	দশমুখী পাড়া	৯৫০	২৫১০	—	—
৭।	পশ্চিম হাম্পুই	৫০০	৬১০	—	—
৮।	কাঞ্চন ছড়া	৩৫০	—	—	—
৯।	আন্ধার ছেড়া	৮০০	—	—	—
১০।	শিবনগর	১২০০	৫০০	—	—
১১।	চণ্ডিপুর	১৩৫০	১২০০	—	—
১২।	ছাবুয়াল	৯০০	৯০০	—	—
১৩।	নালকাটা	২৫০	—	—	—
১৪।	শান্তিপুর	৬০	৫০০	—	—
১৫।	ভাণ্ডারিমা	২০০০	৫০০	—	—
১৬।	দক্ষিণ দশদা	৮০০	—	—	—
১৭।	কালাপানি	১৩০	—	—	—
১৮।	দক্ষিণ ধ্বনি ছড়া	—	৮০০	—	—
১৯।	দামছড়া আর, এফ,	—	২৪০০	—	—
২০।	কাচারীছড়া	৫০০	৯০০	—	
২১।	দাচমাম পাড়া	—	১১০০	—	—
২২।	পিপলাছড়া	২০০০	১৫০০	—	—
২৩।	জামারী পাড়া	৫০০	—	—	—
২৪।	দক্ষিণ মাছমারা	৭৫০	৭০০	—	—
২৫।	পেচারথল	১০০০	৬০০	—	—
২৬।	কাঞ্চনপুর	৫০০	—	—	—
২৭।	উত্তর দশদা	৬০০	—	—	—
২৮।	উত্তর লালজুরী	—	১৯০০	—	—
২৯।	উত্তর ধ্বনিছড়া	—	—	—	—
৩০।	রহুমছড়া	—	—	—	—
৩১।	বাগাই ছড়া	৮০০	১০০০	—	—

	১	২	৩	৪	৫
৩২।	ভাংমুন	৫০০	৪০০	—	—
৩৩।	দামছড়া	৫০০	৪০০	—	—
৩৪।	নবীনছড়া	৫০০	—	—	—
৩৫।	তুইসামা	৫০০	১৪০০	—	—
৩৬।	খেদাছড়া	—	১১০০	—	—
৩৭।	পূর্ব সাজনালা	—	৩০০	—	—
৩৮।	দৈনছড়া	—	৮০০	—	—
৩৯।	টাংসাং	১২০০	—	—	—
৪০।	উত্তর মাছমারা	৫০০	—	—	—
৪১।	কালাগাং	—	৫০০	—	—
৪২।	কড়ইছড়া	—	৫০০	—	—
	মোট :—	২২,৬৪০	২৪,৫০০	—	—

Admitted Unstarred Question No. 72

Name of Member :— Smti. Ratna Prava Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperation Department be pleased to state :—

১। সমগ্র ত্রিপুরায় ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ গুলিতে সরকার থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ কত, (৩০ শে জুন ১৯৮৪ ইং পর্যন্ত হিসাব).

২। ঐ ল্যাম্পস্ গুলি হইতে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কত,

৩। এই ঋণ আদায় করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

ANSWER

Rapeseed oil in-charge of the Co-operation Department

১। টাঃ ৪, ৪৬, ২২৮.০০ পয়সা। (৪২, ৪৬, ২২৮-০০)

২। পরিশোধযোগ্য ঋণের মধ্যে টাঃ ১, ৬৯, ০০৩, ২৮ পয়সা পয়সা অনাদায়ী আছে।

৩। ঋণ আদায়ের জন্য সমিতি গুলিকে যোগাযোগের মাধ্যমে তাগিদ দেওয়া হইতেছে। তাহাছাড়া প্রয়োজন বিধায় নোটিশ দেওয়ার কথা বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question number :— 77

Name of M.L.A. : Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। গত ১ লা এপ্রিল' ৮৪ ইং তারিখ হইতে ৩১ শে জুলাই' ৮৪ ইং পর্যান্ত কতটি বে-আইনী ভাবে গাছ কাটার ঘটনা ঘটেছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত থাকার জন্য কত জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ? এবং

৩। কত জনের বিরুদ্ধে কি কি ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Forest Department :— Shri A.Rahaman,

১। গত ১ লা এপ্রিল, ১৯৮৪ ইং তারিখ হইতে ৩১ শে জুলাই ১৯৮৪ ইং পর্যান্ত ৩[illegible]৭টি বে-আইনী ভাবে গাছ কাটার ঘটনা ঘটেছে। বনবিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ক)	কাঞ্চনপুর বন বিভাগ	৪ টি
খ)	উত্তর বনবিভাগ, কৈলাশহর	৩৭ টি
গ)	মনু বনবিভাগ	৯ টি
ঘ)	আমবাসা বনবিভাগ	৪১ টি
ঙ)	তেলিয়ামুড়া বনবিভাগ	১১৭ টি
চ)	সদর বনবিভাগ, আগরতলা	[illegible]৬ টি
ছ)	উদয়পুর বন বিভাগ	৫[illegible] টি
জ)	গোমতী বনবিভাগ, মতনবাড়ী	১ টি
ঝ)	দক্ষিণ বনবিভাগ, বিলোনীয়া	৩০ টি
	মোট—	৩[illegible]৭ টি

২। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত থাকার জন্য ৩৭৭ জনকে অপরাধী হিসাবে সনাক্তকরা সম্ভব হইয়াছে।

৩। উক্ত ৩৭৪ জনের মধ্যে ৩১৮ জন বিভাগীয় নিষ্পত্তির আবেদন করিলে, মাশুল ও ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। ৪৮ জন বিভাগীয় নিষ্পত্তিতে রাজি না হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অপর ৮ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ কেইস দায়ের করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question N, 78 asked by Shri Monoranjan Majumdar

Question

Will the Hon'ble Minister-in-Change of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। ১৯৮১ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে Food and Civil Supplies Directorete-এ কতজন কর্মচারী Leave Travel Concession ভোগ করিয়াছেন (কর্মচারিদের নাম, তারিখ, টাকার পরিমাণ এবং ভ্রমনেচ্ছু স্থানের নাম সহ

২। ইহা কি সত্য উক্ত Directorate এ কোন কোন কর্মচারী এল. টি, সি, এর টাকা draw করিয়া ভ্রমণ করেন নাই।

৩। সত্য হইলে কতজন ; এবং

৪। তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

ANSWER

Replied by the Food Minister.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 80

NAME OF M.L.A. Shri Sunil Kumar Chowdhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

১। সারা রাজ্যে হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা কত, (মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২। যদি কোন হাসপাতালে শয্যা সংখ্যার তুলনায় অতিরিক্ত রোগী থাকে তাহলে উক্ত রোগীদের সমহারে ঔষধ, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় কি না?

Answer

Minister-in-charge of the Health And Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri Khagen Das,

১। সারা রাজ্যের হাসপাতাল ও কেন্দ্রগুলির ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীর মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া হইল।

২। অতিরিক্ত রোগীর জন্য ঔষধ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ডাক্তার ও নার্স একান্ত জরুরী অবস্থা না হইলে দেওয়া হয় না।

Name of the Sub-Division	Doctor	Nursing Personnel	Phar-macist	Ministrial Staff	Other regular Class-III staff	Other conttingen Class-III staff	Regular Class-IV staff
Sadar	202	334	83	213	530	38	991
Khowali	23	31	18	8	78	—	106
Sonamura	13	17	13	4	61	—	57
Udaipur	30	33	20	23	82	2	111
Sabroom	20	16	14	4	53	—	65
Belonia	26	31	23	5	71	—	86
Amarpur	17	27	14	4	53	—	77
Kailasahar	35	38	16	21	86	2	97
Dharmanagar	34	34	28	8	84	—	114
Kamalpur	15	16	15	4	52	—	50
Total :—	415	577	244	291	1150	42	1754

Cadet Nurse—42.

Seasonal Malari Worker—660

Part-time worker—95 Engaged throughout the State.